দাম্পত্য জীবন

নাদভী

নাদভী প্রকাশনী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দাম্পত্য জীবন

নাদভী

প্রকাশক

নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী

নাদভী প্রকাশনী

প্রফেসর নাদভী রেসিডেন্স, বুলবুলী পাড়া

(আইআইইউসি গেইটের সামনে)

কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

দাম্পত্য জীবন

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৭
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

শব্দ বিন্যাস

জারীর কম্পিউটার্স
বাড়ি নং-৯৮০, রোড নং-৭
৪র্থ তলা, ও, আর, নিজাম রোড
জিইসি, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ : এট্যাচ এ্যাড
৩৮ মোহনা ম্যানসন (৪র্থ তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থান : **আযাদ বুক্স**
১৯, শাহী জামে মাসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মূল্য : ২৫০ টাকা মাত্র।

Dampotto Jibon
By
Professr Nadwi
Phone : 01819-548093
E-mail : ataurrahmannadwi@gmail.com

Published in Bangladesh By Nadwi Prokashoni
Professor Nadwi Residence
Bulbuly Para (in front of IIUC Gate)
Kumira, Sitakundo, Chittagong
BANGLADESH

Price : 300 Taka only

উ ৎ স র্গ

মরহুমা আম্মা
মেহের আফজুন বেগম
ও
শ্রদ্ধেয় আব্বা
এ. বি. এম. আব্দুর রায্যাক্ব মাষ্টার
যাঁদের দো'য়ায় আমি আজ ধন্য
এবং
জীবন সফরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী
নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী
আমার পারিবারিক বাগান সাজিয়ে
দুন্ইয়া ও আখেরাতের মুক্তির চিন্তায় কাটে যার দিবা-রজনী।

নাদভী

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	৬
ভূমিকা	৯
আদম ও হাওয়া সৃষ্টির ইতিকথা	১৬
সৃষ্টি লগ্ন হতে নারীকে পর্দায় রাখা রয়েছে	২২
আদম-হাওয়ার বিয়ের মোহরের কাল্পনিক গল্প	২৭
নারীকে আদমের বাঁ পাঁজর হতে সৃষ্টির রহস্য	৩৪
দাম্পত্য জীবন গঠনে ধার্মিকতার গুরুত্ব	৩৯
কথায় কথায় নারীকে বদনাম করবেন না	৪৪
বউকে বুঝাতে না পারলেও নিজে মহা পন্ডিত	৪৯
আদম-হাওয়ার দুন্ইয়ায় আগমনের কল্প-কাহিনী	৫২
যৌন বিষয়ক দিক হলো মানুষের দুর্বল দিক	৫৫
দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর মর্যাদা	৬২
স্বামীকে ধমক দিয়ে কথা বলবেন না	৬৭
ভদ্রলোকদের আঙিনায় স্ত্রীর মূল্যায়ন	৭০
ভবিষ্যৎ সাজানোর জন্য স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন	৭৭
স্ত্রী আপনার সিংহাসনের রাণী দাসী নয়	৮৬
সত্য অন্বেষণে ব্যর্থরাই নারীর মর্যদা বুঝতে অক্ষম	১০৭
সীরাতে নাববীতে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নমুনা	১১৫
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান তায়াম্মুমের বিধান	১১৮
স্ত্রীর কারণে শ্বশুর হলেন সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি	১২৪
দাম্পত্য জীবন স্বামী-স্ত্রীকে কাছে থাকতে শেখায়	১২৯
রাসূলের চরিত্রই সাজাতে পারে দাম্পত্য জীবন	১৩৭
স্ত্রীকে সম্মান দিলে সব পাবেন	১৪৫
বিয়ে বহির্ভূত ছেলে-মেয়ের প্রেম-ভালোবাসা	১৫০
যুদ্ধ ছাড়া পরাজিত করতে হলে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও	১৫৩
দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর পর্দার প্রয়োজনীয়তা	১৬৫

নারীর সৌন্দর্য উপভোগের মালিক স্বামী ১৮২
জয়েন্ট ফ্যামিলি বেহায়াপনা সৃষ্টির ফ্যাক্টরী ১৯২
পর্দাহীনতা পরিবারে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ১৯৬
ইসলামে নারীর মর্যাদা ২০৫
স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য ২১৬
অপসংস্কৃতি ও অপচয়ের কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে ২২৩
বিচ্ছেদের সঠিক তথ্য দিতে তাদের লজ্জা করে ২৩২
দাম্পত্য জীবনের ইসলামিক পদ্ধতি ২৩৪
রাসূলের ঘোষণার সামনে মানবাধিকারের সনদ মূল্যহীন ২৪১
দাম্পত্য জীবন গঠনের আধুনিক ফর্মূলা ২৪৪
সুখী দাম্পত্য জীবনের গোপন কথা ২৫১
গৃহযুদ্ধ ও দাম্পত্য জীবন ২৫৬

প্রকাশকের কথা

প্রফেসর নাদভী সার্বক্ষণিক একজন গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। দ্বীন ভিত্তিক সমাজচিন্তক গভীর জীবন দর্শনে দক্ষ এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রথিতযশা সাহিত্যিক। মানব সমাজে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে ইসলামের আলোকে সাজিয়ে আকর্ষণীয় করে পাঠকদের কাছে উপস্থাপনে পারদর্শী একজন লেখক ও গবেষক। তিনি তাঁর লেখায় হাসি-ঠাট্টার উপমার মাধ্যমে সমাজের কাছে অনেক গভীর ম্যাসেজ দিয়ে থাকেন। অভাবনীয় বিষয়গুলোকে তিনি তার কলমের মাধ্যমে পাঠকদের কাছে মনোমুগ্ধকর করে তুলে ধরার এক ঈর্ষণীয় যোগ্যতা রাখেন। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত **'বিয়ে'** ও **'সংসার'** নামক বই দু'টি আমাদের দাবীর জ্বলন্ত প্রমাণ।

ইতোপূর্বেও তিনি **'নারী এজেন্ডা'** নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী আরেকটি বই লিখে সর্ব মহলে বেশ খ্যাতি কুড়িয়েছেন। তিনি মানুষের মনের ভাষায় যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে মানব সমাজের দাম্পত্য জীবনে দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে সাজিয়ে এই বইতে উপস্থাপন করে আবারও একজন সফল লেখকের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই তাঁর বই প্রকাশের সাথে সাথে পাঠকরা হাতে হাতে নিয়ে নেয়। কারণ তিনি তার লেখায় পাঠকদের মনের কথাগুলোকে তাদের ভাষায় ও বাস্তবতার আলোকে তুলে ধরে সঠিক সমাধানের পথ খুঁজে বের করে আনেন।

প্রফেসর নাদভীর **'দাম্পত্য জীবন'** বইটি আমাদের প্রকাশনীর চতুর্থ বই। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী **'নারী এজেন্ডা' 'বিয়ে'** এবং **'সংসার'** নামক বইগুলো আমাদের প্রকাশনী হতে প্রকাশ হওয়ার পর যারাই পড়েছেন তারাই অধীর আগ্রহে অন্য বইয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। এই বইটি তার দীর্ঘ দিনের চিন্তার ফসল। পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিয়ে তাদের অপেক্ষার ক্লান্তির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পেরে আমরা সত্যিই গর্বিত। আল্লাহর দরবারে অবনত মস্তকে লাখো শুকরিয়া আদায় করে বলছি, **আল্-হামদু লিল্লাহ্**।

মূলত তার প্রত্যেকটি বই ও প্রবন্ধ অতুলনীয় একটি গবেষণা কর্ম। তাঁর আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি একটি ঘটনাকে আরেকটির সাথে মিলিয়ে ক্বোরআন হাদীস হতে কোটেশন উল্লেখ করে সেটিকে সমসাময়িক বিষয় বানিয়ে আগে পরে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি করে পাঠকদেরকে মাতিয়ে রাখেন। অন্যরা যা ভাবতে পারছে না তিনি সেটিকে শুধু একটি বিষয় নয়; বরং আকর্ষণীয় করে গল্পের মত পাঠকদেরকে শুনাতে থাকেন। তাই যে কোনো বয়সের পাঠক তার বইয়ের এক পৃষ্ঠা পড়লে পরের পৃষ্ঠায় কী আছে তা জানার জন্য পাতা উল্টাতে থাকেন।

তাঁর লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে শিক্ষণীয় একটি বিষয়কে আজকের ঘটে যাওয়া বিষয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ইসলামের মূল ম্যাসেজটি পাঠকদের মন ও মস্তিষ্কে চিত্রায়িত করে থাকেন। এভাবে তিনি Islamization of Knowledge এর কাজটি খুব সূক্ষ্মভাবে করাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এটিই তার যোগ্যতা এবং এটিই তার মিশন অ্যান্ড ভিশন। বর্তমান **'দাম্পত্য জীবন'** বইটিও তাঁর আরেক মনোমুগ্ধকর সংযোজন।

বইটি মূলত দম্পতিদের জন্য গভীর একটি দর্শন। সুন্দর দাম্পত্য জীবন গঠনের একটি আধুনিক ফর্মূলা। পাঠকদেরকে পরিবার ও সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখার কৌশল সম্পর্কে ভাবতে এবং নিজেদের চলনে বলনে পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করবে। দাম্পত্য জীবনের টুকিটাকি বিষয়গুলোকে তিনি ইসলামের আলোকে সাজিয়ে ক্বোরআন-সুন্নাহর মোড়কে মুড়িয়ে দিয়ে এক অনন্য স্বাদের স্বকীয়তায় উপস্থাপন করেছেন। যা পাঠকদেরকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে শুধু সক্ষম হবে তা নয়; বরং পাঠক একপৃষ্ঠা পড়ে সামনে কী লিখেছেন তা জানতে আগ্রহী হবেন। এক বৈঠকে বইটি শেষ না করে উঠতে মন চাইবে না। কারণ দাম্পত্য জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী নিয়ে এই বইয়ের চেয়ে অগ্রগামী কোনো বই এযাবৎ তাদের হাতে পড়েনি। এমনকি বর্তমান বইয়ের জগতে আছে কিনা তাও সন্দেহ। তবে আমরা মনে করি এটিই প্রথম।

প্রফেসর নাদভী ছাত্র জীবন হতে আরবী-বাংলায় লেখা-লেখি শুরু করেন। ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌতে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত দারুল

উলূম নাদওয়াতুল উলামায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তাঁর প্রথম লেখা জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া তাঁর লিখিত আরবী প্রবন্ধ নাদওয়ার আরবী পত্রিকা **'আল্-রায়েদ'** ও **'আল্-বা'আসুল ইসলামী'** তে নিয়মিত যেমন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলায় লিখিত তার প্রবন্ধগুলোও কলকাতা হতে প্রকাশিত **'আল্-কলম'** পত্রিকাসহ বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে দেশ-বিদেশে পাঠক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

প্রফেসর নাদভী যখনই কোনো বিষয়ে কলম ধরেন তখনই সেই সম্পর্কে লেটেস্ট ধারণা নিয়ে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা ও পদ্ধতিতে বিষয়টিকে তুলে ধরেন। মানব সমাজে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলোকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রেকর্ড করে কলমের মাধ্যমে সেগুলোকে ইতিহাস বানিয়ে ফেলেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কঠিন বিষয়কেও সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে পারদর্শী বললে ভুল হবে না। তিনি তার বই ও প্রবন্ধ পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য সমাজের ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে কৌতুকের ভাষা ও পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেন। যা পাঠকদেরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রফেসর নাদভী এই বইতেও তাঁর সেই যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। খুব সুন্দর সুন্দর উপমা দিয়ে কঠিন কথাগুলোও সহজ করে উপস্থাপন করেছেন। একারণেই তার লেখা বই প্রকাশের সাথে সাথে পাঠকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তার লিখিত বইগুলো সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবার মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে এবং মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। দেশ-বিদেশের পাঠকরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে তাকে যুগোপযোগী এমন গবেষণা কর্ম অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপহার দেয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমরা আশা করি এই বইটিও সর্ব মহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে এবং সুন্দর দাম্পত্য জীবন গঠনের একটি সঠিক পথ-নির্দেশনা বলেও বিবেচিত হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর সু-স্বাস্থ্য এবং উম্মাহর আরো খেদমাত করার তাওফীক্ব কামনা করছি। আল্লাহ তাঁকে ক্বাবুল করুন। **আ-মী-ন**।

নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী

নাগড়ীপাড়া,
মোহাম্মাদপুর, মাগুরা।
২৬ মার্চ, ২০১৭

ভূমিকা

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَكْمَلُهُ، وَلَكَ الثَّنَاءُ أَجْمَلُهُ، وَلَكَ القَوْلُ أَبْلَغُهُ، وَلَكَ العِلْمُ أَحْكَمُهُ، وَلَكَ السُّلْطَانُ أَقْوَمُهُ، وَلَكَ الجَلالُ أَعْظَمُهُ، وإِلَيْكَ يَرْجِعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، عَلانِيَتُهُ وسِرُّهُ. فَحَقٌّ أَنْتَ أَنْ تُعْبَدَ، وحَقٌّ أَنْتَ أَنْ تُحْمَدَ، وأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر..أما بعد !

আমার দাদার আব্বার নাম ছিলো করম আলী। দাদার নাম ছিলো লাল মিঞা। এই নামের জন্য দাদা সারা জীবন আফ্সোস করেছেন। আব্বার কাছে শুনেছি, তিনি অনেক সময় এর জন্য কেঁদেছেন। তাই পরবর্তীতে নিজের সন্তানদের সুন্দর নাম রেখে নিজের মনের দুঃখ দূর করেছেন। বড় ছেলের নাম রাখলেন, আব্দুল মাজীদ মেঝ ছেলে আব্দুল গাফুর সেজ ছেলে আব্দুর রাহমান এবং ছোট ছেলে আব্দুর রায্যাক্ব। দাদার পড়া-শোনা ছিলো না। কারণ সেযুগে এসব কেউ বুঝতো না এবং প্রয়োজনও মনে করতো না। তবে তিনি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে ছিলেন ষোলআনা।

আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে তিনি তাঁর সব ছেলেকে পড়াতে পারেননি। বড় দুই ছেলেকে হাইস্কুলে ভর্তির সময় তাদেরকে ডেকে বললেন, বাবারা! আমি তোমাদের দুইজনকে এক সাথে স্কুলে ভর্তি করাতে পারবো না। আমার সেই সামর্থ নেই। তাই এখন তোমরা কে কার জন্য নিজের হক্ব ছেড়ে দিবে? তবে মনে রাখতে হবে, আখেরাতে এই জন্য কেউ আমাকে আল্লাহর কাছে দায়ী করতে পারবে না। এটিই হলো তাক্বওয়া ও পরহেযগারী। এই কারণেই আল্লাহ্ তাকে পরবর্তীতে হাজ্জ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন। তিনি ট্রেনে করে কলিকাতা হয়ে পানির জাহাজে গিয়ে বায়তুল্লাহ্র হাজ্জ আদায় করে এসেছেন।

বাবার মুখে এমন কথা শোনে সেদিন তাঁর মেঝ ছেলে আব্দুল গাফুর বললেন, আব্বা আপনি বড় ভাইকে পড়ান। আমি আমার হক্ব ছেড়ে দিলাম। তিনি সন্তানের মুখে এমন কথা শুনে সেদিন তার জন্য কী দো'য়া

করেছিলেন তা বলতে না পারলেও তবে বাবা ও ভাইয়ের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার কারণে আল্লাহ্ তাকে দ্বীন ও দুন্ইয়ার সম্পদ দিয়ে সব ভাইদের মাঝে ধনী ও সম্মানিত করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তীতে তাঁর তিন শিক্ষিত ভাইদেরকে পেছনে ফেলে ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম বন্দর হতে পানির জাহাজ 'আল্ শামস' এ করে হাজ্জে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, তখন হাতে গোণা কয়েকজন এক এলাকা হতে হাজ্জে যেতেন। তাও লটারীর মাধ্যমে যার নাম উঠতো তিনিই কেবল যেতে পারতেন। যিনি হাজ্জে যেতেন তিনি এলাকায় যিয়াফাত দিতেন। দূর দূর হতে মানুষ তাকে দেখতে এবং তার কাছে দো'য়া চাইতে আসতো। তাকে বিদায় দেয়ার সময় এলাকায় এক আলোড়ন সৃষ্টি হতো। আমার বাপ-চাচারা তাঁকে বিদায় দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়েছিলেন। আমার বড়ভাই জনাব মোস্তাফিজুর রহমান যিনি সবেমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তিনিও তাদের সাথে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন।

আল্লাহ্র রাহমাত দেখুন, সে দিন আমার দাদা তাঁর দুই সন্তানকে একসাথে পড়াতে না পারলেও পরবর্তীতে তাঁর বাকি আরো দুই সন্তানকে বড় শিক্ষিত বানিয়েছেন। আমার আব্বা জনাব আব্দুর রায্যাক্বকে ১৯৫৩ সালে Matriculation পাশ করিয়ে এবং সেজ ছেলে জনাব আব্দুর রাহমানকে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহরানপুর হতে দাওরায়ে হাদীস পড়িয়ে ফেনীর উত্তরের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম বানিয়েছেন। মেঝ জ্যাঠার (চাচা) পড়া-শোনা না থাকলেও সম্পদ ছিলো প্রচুর।

নিজের ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন। কথা বলতেন কম, আল্লাহ্র যিক্র করতেন বেশি। জীবনে কথা যত বলেছেন তার চেয়ে আল্লাহ্ শব্দ বলেছেন বেশী। কখনো 'এতেকাফ বাদ দেননি। কোনো সালাতের **তাকবীরে উলাও** ছুটেনি এবং শাওয়ালের ছয় রোযাও কখনো বাদ পড়েনি। একবার ছয় রোযা রেখে ইফতারের পূর্বে নিজ গ্রামে বিয়ে দেয়া মেঝ মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। সবাই ভাবছিলো হয়ত সেখানে তিনি ইফতার ও **সালাতুল মাগরিব** আদায় করে আসবেন। তাই নিজ বাড়ির মাসজিদের লোকজন তার জন্য অপেক্ষা না করে **সালাতুল মাগরিব** শুরু করে দিলেন।

অতঃপর তিনি যখন আসলেন তখন এক রাক'আত শেষ। এমতাবস্থায় আহ্ বলে তিনি যে চিৎকার দিয়ে উঠলেন তাতে যেন আল্লাহ্র আরশ কেঁপে উঠেছে। এমন আওয়ায শোনে সবাই ভয় পেয়ে গেল। সালাতের পর আমার আব্বা সাথে সাথে তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তার তাক্বওয়া ও পরহেযগারী এমন এক পর্যায়ে ছিলো যে, আশ পাশের দু'চার গ্রামের কেউ মারা গেলে তার গোসল দিতেন। কামলা রেখে চাষাবাদ করলেও কারো মৃত্যুর সংবাদ পেলে সব রেখে চলে যেতেন।

নিজের চাষের ক্ষতি হলেও তিনি **সালাতুল জানাযায়** অংশ নেয়ার জন্য চলে যেতেন। ধান কাটার সময় দিন মজুরদের সাথে তিনি নিজেও ধান কাটতেন। ক্ষেতের আইলের উপর **অইল্যা পাগলা** নামক এক পাগলা সারাক্ষণ বসে থাকতো। ধান কেটে কোমর সোজা করার জন্য যখন তিনি একটু দাঁড়াতেন তখন ঐ পাগলা চিৎকার দিয়ে বলে উঠতো **'হু বাইছা ইয়েনদি ধরেন'** অর্থাৎ হাঁ ভাই এবার এই দিক দিয়ে শুরু করেন। তবে সে নিজে কখনো কোনো কাজ করতো না। আর যারা কাজ করতো তাদেরকে কখনো দাঁড়াতে দিতো না।

আমার অবস্থাও তাই। একটি লেখা শেষ করে মনে করি এবার একটু শ্বাস নেব। তার আগেই ছেলে **জারীর নাদভী**, মেয়ে **নাবেগা নাদভী** এবং **নাদেজাহ নাদভী** সেই অইল্যা পাগলার মত বলে উঠে, এবার এ বিষয়ে লিখুন। আর দাম্পত্য জীবনের গোলাপ **নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী** (এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) তো প্রতিদিন নতুন নতুন বিষয়বস্তু দিয়েই চলছেন। এই সব বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য তথ্য উপাত্ত জোগান দিয়ে বলেও যাচ্ছেন সমাজে এখন এটির খুব প্রয়োজন। তোমরা জান না সমাজে কী হচ্ছে?

রয়েল সোসাইটিতে হায়া শরমের শুধু জানাযাহ বের হয়নি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে দাফনও হয়ে যাচ্ছে। তাই এসব বিষয়ে তোমাকে কলম ধরতে হবে। সমাজকে বুঝাও এই দায়িত্ব তোমাদের। তোমরা না করলে এসব কাজ কে করবে? আখেরাতে আল্লাহ্কে কি জাওয়াব দেবে?

এদিকে অফিসের কলিগরাও কম বলেন না। তারাও বিভিন্ন বিষয়ে লেখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে অপেক্ষা করছেন। দেখা হলেই প্রশ্ন করছেন তাঁর

দেয়া বিষয়ে কবে লেখা শুরু হবে। সেই অইল্যা পাগলার মত অনেকে বলেও ফেলেন, এবার এটি শুরু করেন। কেউ বলছেন, সন্তানদের চরিত্র গঠন সম্পর্কে আবার কেউ বলছেন, বৃদ্ধাশ্রম নিয়ে লিখা এখন সময়ের দাবী। আর নিজের পরিকল্পনা তো আছেই। তবে এখানে বলে রাখি, লিখতে বসছিলাম **'ত্বালাক্ব'** নিয়ে। লিখেও ফেলেছি অনেক বড় একটি বই। তাই সেই বইয়ের **'বিয়ে'** অধ্যায়টিকে পৃথক করে সম্পূর্ণ আলাদা **'বিয়ে'** নাম দিয়ে একটি বইও ছেপে দিয়েছি। পূর্বের ত্বালাক্ব সংক্রান্ত বইটি নিয়ে যখন কাজ শুরু করলাম তখন মনে হলো, বিয়ের পরে **সংসার ও দাম্পত্য জীবন** নিয়েও আলোচনা হওয়া দরকার। অতঃপর **'সংসার'** নামক বইটিও প্রকাশিত হয়েছে। এখন পাঠকদের হাতে **'দাম্পত্য জীবন'** বইটিও সেই চিন্তারই ফসল।

এই সংক্রান্ত যত বই লেখা হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রায় সবগুলোতেই শুধু স্বামী-স্ত্রীর হক্ব নিয়েই আলোচনা হয়েছে, যা অনেকটাই প্রাণহীন ও একঘেয়ে। অথচ দাম্পত্য জীবন মানব সমাজের একটি স্বাভাবিক জীবন হলেও এটি মানব জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকা ও রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। মানব জীবনের এই খুঁটির সাথে জড়িয়ে আছে পুরো মানব সমাজ। এই সমাজকে সুন্দর রাখতে পারলে নারী-পুরুষের জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন। এখানে শুধু নিজ পরিবার উপকৃত হবে না, পুরো মানব সমাজ পেয়ে যাবে সুন্দর একটি পরিবেশ। অথচ এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে কম।

তাই সমাজের মানুষদেরকে বিশেষ করে দম্পতিদেরকে এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এই বিষয়ে আমি কলম ধরেছি। এখানে যেসব আলোচনা করা হয়েছে তা শুধু সত্যের কাছাকাছি নয়; বরং দাম্পত্য জীবনের বাস্তব একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এটি সমাজের দম্পতিদের সুন্দর জীবন গঠনে এবং নিজেদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি নিরসনে এক বড় ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য যে, আমি যখনই একটি কথা শুরু করেছি তখন আগে ও পরে ক্বোরআন হাদীসের আলোকে সমাজের প্রচলিত অন্য চরিত্রগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে পুরো বিষয়টিকে পাঠকদের বোধগম্য করার

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বইটিকে তথ্যবহুল এবং অথেন্টিক করতে বহুঘাটে আমার তরী ভিড়াতে হয়েছে। তাই শোনা কথাকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পাঠকদেরকে বুঝানোর জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি। আমাকে এসব ঘষামাজা করতে হয়েছে দিনের পর দিন রাতের পর রাত। নির্ঘুম কেটেছে আমার বহু রাত। শরীরের যেমন হক্ব নষ্ট হয়েছে তেমন স্ত্রী-সন্তানও ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। তারপরও পাঠকদের কাছে অনেক কিছু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে তারা যদি বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে পড়েন তাহলে এই বইতে অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন এবং লেখকের পুরো দর্শনও পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে, **ইন্ শা আল্লাহ্।**

আমি এখানে কাউকে আঘাত দিয়ে কোনো কথা বলিনি। অথবা কোনো এক পক্ষের হয়েও আমার কলম চলেনি। আমি কখনো এসব নিয়ে চিন্তাও করিনা। সমাজের বাস্তব চিত্রগুলো তুলে ধরেছি মাত্র। আমার আলোচনা যদি নাটকীয়ভাবে কারো দাম্পত্য জীবন অথবা ব্যক্তিগত জীবনের সাথে মিলে যায় তাহলে হয়ত তার জীবনের গতিপথ পাল্টে যেতে পারে। নিজের আঙ্গিনায় বয়ে যেতে পারে সুবাতাস। তাই সমাজের নারী-পুরুষ যদি এই বইটি একবার পড়ে নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর সাথে মিলিয়ে দেখেন তাহলে দাম্পত্য জীবনের কলহের কফিনে রীতিমত পেরেক ঠুকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে বলে রাখি, **দাম্পত্য জীবন** সংক্রান্ত সকল বিষয়ই অত্যন্ত বন্ধুর ও পিচ্ছিল, খুবই স্পর্শকাতর এবং উঁচু-নিচু ও এবড়ো-থেবড়ো । তাই এই আঙ্গিনায় বিচরণকারীকে সু-বিচারক বলা বড় কঠিন। তবে ইসলাম গত দেড় হাজার বছর হতে অথেন্টিসিটি ও নৈতিক ভিত্তি এবং শালীনতার অতিপরিচিত যে রোডম্যাপে মানব সমাজের জীবন তরীকে পরিচালিত করেছে, প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সকল অভিজ্ঞতা সেটিকে যুগোপযোগী ও নির্ভুল বলে আখ্যায়িত করেছে। এমন পরিবেশে দাম্পত্য জীবন গঠনের মাধ্যমে সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই আমার এই সামান্য প্রয়াস।

এই বই প্রকাশের পেছনে আমার অনেক আপনজনের ভূমিকা রয়েছে। অনেকে পরামর্শ দিয়ে, আবার অনেকে আর্থিক সাপোর্ট দিয়ে কাজটিকে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করেছেন। আমার সকল কাজের পেছনে কারো না

কারো হাত থাকে। কিছু লোককে আল্লাহ অন্যের সহযোগিতার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কাউকে সহযোগিতা নেয়ার জন্য দুন্ইয়াতে পাঠিয়েছেন। আমি তাদের একজন। কোনো লেখা রেডি করে ছাপানোর পূর্বে বন্ধুদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মতামতের যেমন অপেক্ষা করি অন্যদিকে পুরো লেখার মাঝে কোনো অসঙ্গতিসহ প্রিন্টিং ভুলগুলো খুব সহজে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করি। তারাও আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাকে সামনে চলার পথ দেখিয়ে দেন। এটিই আমার মূল সম্বল এবং এই জগতের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সহকর্মী ড. এ. টি. এম. তাহের (সাবেক প্রিন্সিপ্যাল দারুল উলূম চট্টগ্রাম) বইটির প্রথম প্রুফ রিডিং এর কাজটি করেছেন।

পরবর্তীতে আরো সংযোজন ও বিয়োজন করার কারণে পুনারায় প্রুফ রিডিং এর প্রয়োজন মনে করছিলাম। কিন্তু এমন একটি জটিল কাজ করার লোকের যখন খোঁজ করছিলাম তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সহকর্মী দা'ওয়া বিভাগের প্রফেসর ড. আমিনুল হক স্বেচ্ছায় বইটি নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শব্দ শব্দ পড়ে দ্বিতীয়বার বইটির প্রুফ রিডিং এর কাজটি আঞ্জাম দিয়ে আমার প্রতি অনেক বড় ইহ্সান করে পাঠকদের কাছে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

মানুষের সহযোগিতা করা ড. আমিনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। মানুষকে হাসিমুখে সহযোগিতা করতে পারেন তিনি। সৌদী আরবের কিং আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি হতে পিএইচডি করেছেন। তাছাড়া তিনি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতেও পিএইচডি করেছেন। আইআইইউসেতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ডবল পিএইচডি করেছেন। আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করছি, তিনি তাঁদের শ্রমকে ক্বাবুল করে দুন্ইয়া ও আখেরাতে **জাযায়ে খায়ের** দান করুন।

পরিশেষে পাঠকদেরকে জানিয়ে রাখছি, আমি আমার বইতে অনেকগুলো আরবী শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করেছি। আবার নিজেদের কথোপকথনে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য পাঠকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সেগুলোকে বোল্ড করে তাদের দৃষ্টিতে আনারও চেষ্টা করেছি। এসব শব্দের বানানও আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লিখেছি। এটি আমার একটি মিশন অ্যান্ড

ভিশনও বটে। অতঃপর অভ্যাস অনুযায়ী আমি নিজের লেখাকে সংশোধন ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বারবার পড়েছি। পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ ভাষাগত ত্রুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছি। তবুও ভুল থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। যেহেতু আমি এই ময়দানে কাজ করি, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলতে পারি এরপরও ভুল থেকে যাবে। পাঠকদের চোখে ধরা পড়া ভুল আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আগামী সংস্করণে সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

আল্লাহ্ আমার শ্রমকে ক্বাবুল করুন, **আ-মী-ন**।

নাদভী

বাড়ি নং-৯৮০, রোড নং-৭,
ও আর নিযাম, চট্টগ্রাম।
২৬ ডিসেম্বর ২০১৭

আদম ও হাওয়া সৃষ্টির ইতিকথা

মানব জাতির ইতিহাস একটি আসমানী ইতিহাস। সৃষ্টির রয়েছে ক্বোরআনী সনদ। তাই নারী-পুরুষ সবাই তাদের আদি পিতা আদম (আ.) এর পরিচয় সেই আসমানী ঘোষণা হতেই জেনেছে। অতএব মানব সৃষ্টি নিয়ে যে যাই বলুক না কেন, তারা এটি গ্রহণ করছে না। তাই বানর হতে মানব সৃষ্টি হয়েছে বলে যারা এসব দুর্গন্ধযুক্ত থিউরী পেশ করছে মানব সমাজের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কেউ এটি ক্বাবুল করছে না। শুধু মুসলমানরাই নয় হিন্দুরাও এটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছে।

সম্প্রতি ভারতের দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মন্ত্রী সত্যপাল সিংহ বলেছেন 'আমি রসায়নে পিএইচডি করেছি, ডারউইনের তত্ত্ব মিথ্যা। বাঁদর বাঁদর, মানুষ মানুষ। কোনো যোগ নেই দুই প্রজাতির সঙ্গে। চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব নাকচ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যপাল সিংহের বক্তব্য নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে তখন মন্ত্রী দাবী করলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ বাঁদরকে মানুষে পরিণত হতে দেখেননি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম চলে আসা কোনও কাহিনীতেও এমন ঘটনার উল্লেখ নেই। ওই তত্ত্ব স্কুল-কলেজে পড়ানো উচিৎ নয়" [১]

তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে মানুষ মানুষ হতেই জন্ম নিয়েছে। তাছাড়া শুধু মানুষ নয়; পৃথিবীর সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। আমাকে আপনাকে অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতিকে তিনিই আদম-হাওয়া হতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সর্বপ্রথম আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি সমস্ত পৃথিবী হতে মাটি সংগ্রহ করেছেন। আল্লামা ইমাম ইব্নে কাসীর ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন :

১- আনন্দ বাজার পত্রিকা, কলকাতা, ভারত, ২২, জানুয়ারী-২০১৮

(قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: عَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَبْيَضُ، وَالأَحمَرُ، وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيْثُ، وَالطَّيِّبُ، وَالسَّهْلُ، وَالْحَزْنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ) [2]

'ইমাম আহমাদ (রাহ.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ আদমকে এক মুষ্ঠি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই মাটিকে তিনি সারা পৃথিবী হতে সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং সেই মাটি অনুযায়ী বনি আদমের জন্ম হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে কেউ সাদা কেউ লাল। কেউ কালো কেউ সাদা কালো মিশ্রিত। কেউ ভালো কেউ মন্দ। কেউ সরল সহজ কেউ কঠিন স্বভাবের। আবার কেউ দু'টির মাঝামাঝি।'

হাদীসের মধ্যে আদম সৃষ্টির আরো অনেক কিছু জানা যায়। ইমাম মুসলিম (রাহ.) আদম সৃষ্টি সম্পর্কে নিম্নের হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فِي الْجَنَّةِ، تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيْسُ يَطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلَقَ خَلْقاً لَا يَتَمَالِكُ) [3]

'আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতে যখন আদমের আকৃতি বানালেন এবং তাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে রেখে দিলেন। ইবলিস তখন তার চারপাশ ঘুরতে লাগলো আর ভাবতে লাগলো এটি কী? যখন সে তার ভেতরটা দেখলো তখন বুঝতে পারলো, আল্লাহ এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা বুঝা তার সাধ্যের বাইরে।'

হাদীসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, আদম (আ.) আকার-আকৃতিতে খুব লম্বা ছিলেন। ইমাম বোখারী (রাহি.) এ সম্পর্কে আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন :

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ

2– البداية والنهاية، ج/ 1 لإبن كثير

3– وقد روى مسلم في صحيحه

جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ: فَقَالُوا السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ: فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآن) [4]

'আবু হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ আদম (আ.) কে তার নিজস্ব আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তার উচ্চতা ছিলো ষাট হাত। তাকে সৃষ্টি করে আল্লাহ বললেন, যাও ফিরেশ্তাদের অবস্থানরত সেই দলটিকে সালাম কর। আর মনোযোগ দিয়ে শুনো তারা তোমার সালামের কী জাওয়াব দেয়। এটাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরদের অভিবাদন। সুতরাং আদম (আ.) গিয়ে বললেন, **আস্সালামু আলাইকুম**-আপনাদের ওপর শান্তিধারা বর্ষিত হোক। উত্তরে ফিরেশ্তাগণ বল্লেন, **আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ,** আপনার ওপরও শান্তিধারা এবং রাহমাত বর্ষিত হোক। ফিরেশ্তাগণ নিজেদের উত্তরে **'ওয়া রাহমাতুল্লাহ'** বাক্যাংশটি বর্ধিত করলেন। এরপর যারা জান্নাতে যাবে তারা প্রত্যেকই আদম (আ.) এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তখন হতে এখন পর্যন্ত সৃষ্ট মানবের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েই আসছে।'

আদম সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ ফিরেশ্তাদেরকে যা বলেছেন পবিত্র ক্বোরআন সেই বক্তব্যকে এভাবে রেকর্ড করেছে :

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [5]

'আমি যখন তাকে পূর্ণ অবয়ব দান করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেব, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সাজদাবনত হয়ো।'

উপরিউক্ত আয়াতটি ভালো করে পড়লে আমরা যা দেখতে পাই, তাহলো মানুষের শরীরের মধ্যে যে রূহ ফুঁকে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা মূলতঃ আল্লাহর গুণাবলীর একটি প্রতিচ্ছায়া। মানব শরীরের মাটির কাঠামোর ওপর এ প্রতিচ্ছায়া ফেলানোর কারণে মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ ফিরেশ্তাদেরকে আদমের

4– **روى البخاري رقم الحديث: 6227، ومسلم رقم الحديث: 2841**

৫ -সূরাতুল হিজ্র, আয়াত নং-২৯

সাজদাহ করতে বলেছেন। অতঃপর তারা আদমকে সাজদাহ করেছে। এখানে যে রূহ এর কথা বলা হয়েছে সেটি সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্যই বলা হয়েছে। তবে কীভাবে তা ফুঁকে দেয়া হয়েছে এ সম্পর্কে ওলামা, ফুক্বাহা, মুহাদ্দেসীন ও মুফাস্সেরীনের মত হলো, এর অবস্থা অজ্ঞাত অর্থ সম্পর্কে অবগত। এটি **আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই** ভালো জানেন। অতএব এর ওপর ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং প্রশ্ন করা বিদ'আহ্ বা **খিলাফে সুন্নাহ্**।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ নারী জাতির মধ্যে সর্ব প্রথম হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ক্বোরআন তার সৃষ্টির কাহিনী কোথাও বর্ণনা করেনি। তবে নারী সৃষ্টির কারণ ক্বোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ ক্বোরআনে শুধুমাত্র নর-নারী সৃষ্টির ইতিহাস ও কারণ এভাবে বলেছেন :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾[6]

'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে এবং তারই প্রজাতি থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।'

এখানে একটি প্রাণ বলতে আদম (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তার জন্য হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। হাওয়াকে সৃষ্টির পূর্বে আদম (আ.) জান্নাতে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম হতে উঠে তিনি তাঁর বাম পাশে হাওয়াকে দেখতে পেয়েছেন। আল্লাহ আদম (আ.) এর একাকীত্ব দূর করার জন্য হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি তিনি ক্বোরআনে উল্লেখ করেছেন। ফিরেশ্তারা যখন আদমকে এই নারীর নাম জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন হাওয়া। তাকে একটি জীবিত জিনিস হতে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তিনি তার নাম (حَوَاء) বললেন।

অতঃপর হাওয়া (আ.) জান্নাতে আদম (আ.) এর সাথে স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে লাগলেন। এভাবে তিনি তাঁর একাকীত্ব দূর করলেন। দুন্ইয়ায় আগমনের আগ পর্যন্ত জান্নাতে তিনি তাঁর সঙ্গ দিলেন। যখন তাদের দুন্ইয়ায় আগমনের সময় হয়ে গেল, তখন তারা এমন একটি বৃক্ষের কাছে

৬- সূরাতুল আ'রাফ, আয়াত নং-১৮৯

গেলেন, যেখানে যেতে তাদেরকে পূর্বেই বারণ করা হয়েছিল। তবে এটি মানুষের বানানো বা মনগড়া কোনো কল্প কাহিনী নয়। এই ঘটনাটিকে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন :

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾[7]

'তখন আমরা আদমকে বললাম, 'তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে থাকো এবং এখানে স্বাচ্ছন্দের সাথে ইচ্ছেমতো খেতে থাকো, তবে তোমরা দু'জন এই গাছটির কাছে যেয়ো না। অন্যথায় তোমরা দু'জন যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

মানব সম্প্রদায়ের পরস্পরের মাঝে সর্ব প্রথম সম্পর্ক হলো স্বামী-স্ত্রীর। আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করার অনেক পর হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে তাঁর স্ত্রী বানিয়েছেন। এরপর এই মানব দম্পতির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশের সূচনা করা হয়েছে। আল্লাহ সারা পৃথিবী হতে কতগুলো মাটি একত্রিত করে আদমের কাঠামো বানানোর কারণে বিভিন্ন জনের আকৃতি বিভিন্ন রকম হয়েছে। যেমনটি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস হতে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

তাই কারো শেক্ল ও সুরত বা আকার আকৃতি সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করার আগে আমাদের মনে রাখা উচিৎ, এটি একটি Natural product.এটি কোনো Custom made না। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ আদমের আকৃতি বানিয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রূহ না দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর চল্লিশ বছর পর সেই মাটির কাঠামোর মধ্যে রুহ দিয়ে তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দিলেন।

একটি বিষয় এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। তা হলো, আল্লাহ হাওয়াকে আদম (আ.) এর স্ত্রী হিসেবে আদমের সাথে একসাথে সৃষ্টি করেননি। আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতেও তাঁকে পরে পাঠিয়েছেন। তিনি চাইলে আদম এবং হাওয়াকে এক সাথেই সৃষ্টি করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। না তিনি এমন করলেন না।

৭- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-৩৫

তাঁকে দেরী করে সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজ বান্দাদেরকে অনেকগুলো ম্যাসেজ দিয়েছেন। তাই আদমকে জান্নাতের মত পবিত্র এবং সকল নি'য়ামাতে পরিপূর্ণ একটি স্থানে অবস্থানের পরও স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে হলো। তবে এটিও সত্য অপেক্ষা করাটা কষ্টের হলেও এখানে মজা আছে। কারণ সেটি যদি নিজের আপন কারো জন্য হয় তাহলে এমন অপেক্ষা তার গুরুত্ব এবং ইয্যাত বাড়িয়ে দেয়। এটিও বোঝার বিষয়।

এভাবে আদমকে নারীর জন্য অপেক্ষা করতে দিয়ে মানব জাতিকে বুঝিয়ে দেয়া হলো নারীর মর্যাদা অনেক ওপরে। নারী জাতি দুর্বল জাতি, তাই তার মূল্যায়ন করা পুরুষের কর্তব্য। নারীকে সম্মান করা এবং ইয্যাত দেয়া ভদ্রলোকের কাজ। যারা নারীকে ইয্যাত করবে না তারা ইতর প্রাণী। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ নিজেও নারীকে ইয্যাত দিয়েছেন। ক্বোরআন ও হাদীসে ব্যাপাকভাবে নারীর ইয্যাত ও অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

সৃষ্টি লগ্ন হতে নারীকে

পর্দায় রাখা রয়েছে

আল্লাহ্ প্রথম দিন মাটির পুত্লা দিয়ে হাওয়া (আ.) এর কাঠামো বানাননি অথবা নারীকে মাটির উলঙ্গ কৃশ বানিয়ে রেখেও দেয়া হয়নি। যখন বানালেন তখন প্রথম দিনই তাকে পর্দায় অর্থাৎ covered রেখে দেয়া হলো। নারী দেহের কাঠামো বানিয়ে বস্ত্রহীন রেখে দেয়াকে তার মর্যাদাহানী মনে করা হয়েছে। তাঁকে যে দিন সৃষ্টি করা হলো সেদিন আল্লাহ ফিরেশ্তাদের চোখের উপর পর্দা দিয়ে দিলেন এবং আদমকে ঘুমিয়ে রেখে দিলেন।

এভাবে মানব সমাজের কাছে নারী সম্পর্কীয় একটি আসমানী ম্যাসেজ দেয়া হলো যে, নারী সর্বদা পর্দায় থাকার জিনিস। খোলা-মেলা থাকা তার জন্য বে-মানান। পুরুষদেরকেও বুঝিয়ে দেয়া হলো, সমাজের পর্দানিশীন নারীই হলো পবিত্র নারী। এ ধরনের নারীই হলো স্বামীর অহংকার। দাম্পত্য জীবনের একটি মহা মূল্যবান রত্ন। আর তাই এমন নারীর মাঝেই রয়েছে আল্লাহ্র ঘোষিত প্রশান্তি।

অতএব এমন নারী যার ঘরে আছে তিনিই সমাজে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারেন। মনে রাখবেন পুরুষকে এমন সম্মানী জীবন শধুমাত্র একজন নেক্কার এবং লজ্জাবতী নারীই দিতে পারে। যিনি নিজেকে পর্দায় রেখে নিজের লজ্জার বাস্তব নমূনা পেশ করে। তাকে বে-পর্দা করা এবং বে-পর্দায় দেখতে চাওয়া এবং **দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়** বলা অথবা তারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় বে-পর্দা হয়ে যাওয়া সবই শায়ত্বানী কর্মনীতির বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

নারী জন্মলগ্ন হতেই পর্দায় থাকার জিনিস। এখানে কোনো যুক্তি তর্ক চলবে না। শিক্ষার নামে ইনিয়ে বিনিয়ে ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে এটি সেটি বলে নারীকে বে-পর্দা হতে উদ্বুদ্ধ করা শায়ত্বানের কর্মনীতি বাস্তবায়নের সহায়ক ভূমিকা পালনকারীরা ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যারা সাময়িকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য নিজেদেরকে উদারপন্থী বলে পরিচয় দিতে গিয়ে ছাত্রীদেরকে **'আমরা তোমাদেরকে বোরক্বা পড়তে বলছি না'** বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে পারে তারা যতই ইসলামী আন্দোলন করুক না কেন মূলত এখনো ঈমান বিল কুফ্‌রের প্রভাব হতে তারা মুক্ত হতে পারেনি এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আমরা বলবো, তারা এসব বলে নিজেদের হীনমন্যতার পরিচয় দিচ্ছে অথবা ইসলামের পর্দা সম্পর্কে তারা শুধু অজ্ঞ নয়; বরং তাদের এহেন বক্তব্য খোদাদ্রোহীতারও শামিল। অতএব যে আঙ্গিনায় হোক না কেন, নিজেদের উদার মানসিকতার পরিচয় এবং উন্নতি ও অগ্রগতির দোহাই দিয়ে নারীকে বিবস্ত্র করা এবং বিবস্ত্র হওয়ার সবক শেখানো অবশ্যই কাবীরাহ গোনাহ। কারণ এসব চিন্তা-চেতনা যেখানেই লালিত হোক না কেন পুরুষ সমাজে নারীকে বে-পর্দা করা শায়ত্বানের শায়ত্বানী স্কীম বাস্তবায়নের অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে আমরা মনে করি।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, নারীর উপর পর্দা ফার্‌য ডিগ্রী ফার্‌য নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মানা নারী-পুরুষ সবার জন্য ফার্‌য। নিজেদের পারিবারিক বা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় শারী'য়াতের বিধি-বিধানের শীথিলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা নাফ্‌লও না। তাই যারা মনে করে নারীকে বে-পর্দার সবক দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে একত্রিত করে ইসলামী তা'লীম দিয়ে দা'ঈয়াহ বানিয়ে দেশ ও জাতির খিদমাত করছে মূলত তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। তারা ইসলামের ভুল ম্যাসেজ দিয়ে ইসলামের পিঠে ছুরিকাঘাত করে নিজেদের আখেরাত বরবাদ করছে। এসব করে তারা কোন্ ইসলামের সেবা করছে সেটি বুঝার যোগ্যতা এখনো আমাদের হয়নি।

তবে আমরা যা বুঝি তাহলো, এসব চিন্তা-চেতনা ও বক্তব্য প্রদানকারীরা তাওবা না করে মারা গেলে অবশ্যই আখেরাতে মহা বিপদের মুখোমুখি হবে। তখন নিজেদের বিচার বুদ্ধিতে উপস্থাপিত ইসলামী খিদমাত কোনো কাজে আসবে না। কারণ তাদের এসব আধুনিক ব্যাখ্যা ইসলামের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিচারের দিনে মহা বিচারকের আদালতে এসব কখনো গৃহিত হবে না। যে শিক্ষাকে তারা সাওয়াব মনে করছে সেটি আখেরাতে আযাবের কারণ হবে। আমার এমন বক্তব্যে হয়ত স্বঘোষিত ইসলামের খাদেমরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। তাদেরকে অত্যন্ত

বিনয়ের সাথে বলতে চাই, জ্বলে না উঠে একটু চিন্তা করুন। তখন বুঝতে পারবেন পর্দাকে বিসর্জন দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানো তো দূর কী বাত, নিজের মেয়েকেও শিক্ষিত বানানো ফার্য নয়।

আপনি হয়ত বলবেন ধর্ম হলো যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই কেউ এই ব্যাপারে নাগ গলানো উচিৎ নয়। আমিও বলবো, হ্যাঁ এটি সবার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটিও আমাদেরকে ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে। তাই আপনি কাউকে ধার্মিক হওয়ার শিক্ষা দেয়ার সময় যখন এটি গৌরবের সাথে বলতে পারেন তখন তাকে ধর্ম বিরোধী কথা ও কাজে উদ্বুদ্ধ করার সময় এটি আপনার মনে থাকে না কেন? মনে রাখবেন, মুসলমানদের আক্বীদাহ বিশ্বাস হলো দুন্ইয়া পরীক্ষার জায়গা। পরীক্ষার হলে নিজের পরীক্ষা দেয়ার জন্যই পরীক্ষার্থীরা যায়। অন্যের খাতায় লেখার জন্য কেউ পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে না। এটি মনে রাখতে পারলে আখেরাতে বেঁচে যাবেন।

তাই আমি বলবো, একজন মুসলমান হিসেবে পর্দার ব্যাপারে শীথিলতা দেখানো তো দূরের কথা, বাচ্চাদেরকে রাস্তার বামপার্শে চলাচল করার শিক্ষা দিলেও গুগাহগার হবেন। সুন্নাহ্র বিপরীতে শিক্ষা দেয়ার কারণে রাসূলের শাফা'আত হতে যেমন বঞ্চিত হবেন ঠিক তেমনিভাবে হাশরের দিন আসামীর কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হবে। কারণ ডানপাশে চলাচল করা সুন্নাহ। আপনি সুন্নাহ্র বিপরীতে বাচ্চাকে রাস্তায় বামদিকে চলাচলের তা'লীম দিয়ে নিজেকে রাসূলের অনুসারী বলবেন, এটি কি প্রতারণা নয়? আপনার দেশের ট্রাফিক নিয়মে বাম দিকে চলতে হলে বাচ্চাকে ডান দিকে চলাচলের শিক্ষা দেয়ার ঈমানী সাহস দেখাতে না পারলে চুপ থাকুন। এটিই ঈমানের দাবী। বাচ্চা নিজেই চলাচলের নিয়ম খুঁজে বের করুক। তবুও তাকে সুন্নাহ্র বিপরীতে চলার শিক্ষা দিতে যাবেন না।

আপনি মেয়েদেরকে বোরক্বা গায়ে দিতে হবে না এমন কথা বলার সাহস কোথায় পেয়েছেন? কে আপনাকে এমন কথা বলতে বাধ্য করলো? আপনার দেশের সরকারও এখনো এমন সাহস করেনি। আইন করে সরকার বলেনি, মেয়েরা বোরক্বা গায়ে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে না। কখনো যদি এমন করেও তারপরও ঈমানের দাবী হলো প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে অথবা নিজ মেয়ের পড়া-লেখা বন্ধ থাকবে তবুও শার'ঈ বিধানকে

বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানো যাবে না। শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী বাড়ানোর জন্য যখন যেমন তখন তেমন বলতে হবে? এটির নাম ঈমান? অন্যদের দেখানো কুফুরী নদীতে নিজেদের ঈমানী তরী ভাসিয়ে দিতে হবে?

মনে রাখবেন, প্রতিষ্ঠান বাঁচলে ইসলাম বাঁচবে না। ইসলাম বাঁচলে প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবে। এটিই সত্য এটিই বাস্তাব। ইসলামকে কোনো প্রতিষ্ঠান জন্ম দেয়নি। ঈমান ও ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকতে পারলে প্রতিষ্ঠান অবশ্যই জন্ম নেবে। তাই বলবো আল্লাহ্‌র ক্বসম নারীকে বে-পর্দা করে আপনি কখনো মানব জাতিকে শিক্ষিত মা উপহার দিতে পারবেন না। কারণ নারীকে তার বাবা-ভাই, স্বামী-ছেলে আরো বড় কথা হলো তার রবও তাকে পর্দায় দেখতে পছন্দ করে।

কিন্তু আমার বুঝে আসে না, তারপরও তারা কার জন্য বে-পর্দা হওয়াকে ভালোবাসে? উলঙ্গ হওয়াকে কেন আজ ফ্যাশন মনে করা হচ্ছে? বোরকা গায়ে দিয়ে স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে যেতে কেন লজ্জা হবে? মেয়েরা মনে রেখো, যে ইসলাম তোমাকে পর্দা সহকারে মাসজিদে যেতেও বিধি-বিধান মেনে চলতে বলে, সেই ইসলাম বিবস্ত্র হয়ে তোমাকে কীভাবে শরীর ও কাপড়ের প্রদর্শনীর মাধ্যমে শপিং এ যাওয়ার অনুমতি দেয়? যেই ইসলাম মাহরাম ছাড়া তোমার ওপর হাজ্জ ফার্‌য করেনি সেই ইসলামের অনুসারী হয়ে তুমি আজ স্টাডি ট্যুরের নামে পুরুষ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মাহরাম ছাড়া কক্সবাজার ও বান্দরবান, সুন্দরবন ও সিলেটে গিয়ে রাত-দুপুর কাটিয়ে আসছো। তোমার সাহস কত?

মনে রাখতে হবে, ফিমেল শিক্ষিকা তোমার মাহরাম নয়, তার নিজেরও মাহরাম লাগবে। পুরুষ শিক্ষকের স্ত্রী এবং মহিলা শিক্ষিকার স্বামী কখনো ছাত্রীদের মাহরাম হতে পারে না। অতএব যারা শারী'য়াতের বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে এসবের আয়োজন করবে তারা শুধু স্ত্রীর চোখে নয়, আখেরাতেও কাবীরাহ গুনাহের অপরাধে অপরাধী হবে। যেখানে তুমি নিজ দেশে মাহরাম ছাড়া যেতে পারছো না সেখানে শিক্ষার নামে একা একা ইউরোপ-আমেরিকা কিসের ওপর ভিত্তি করে এবং কোন্ সাহসে ঘুরে বেড়াচ্ছ ? আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্‌র আযাব বড় কঠিন।

আল্লাহ্ হাওয়াকে সৃষ্টি করে ঠিক আদমের বাম পাশে শুইয়ে রাখলেন। ঘুম থেকে উঠে আদম (আ.) দেখতে পেলেন, তার বাম পাশে এক অপূর্ব সুন্দরী নারী শুয়ে আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মানব সৃষ্টির প্রথম দিনই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ রেখে দেয়ার কারণে তাকে দেখে আদম (আ.) এর পছন্দ হলো। তাই মনের মাঝে তার সান্নিধ্য পাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। অতঃপর তিনি তার কাছে যেতে চাইলেন। অন্যদিকে হাওয়াও আদমের কাছে আসতে চাইলেন। কারণ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এটি মানব জাতির জন্মগত স্বভাব। যেমনটি আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

'যাতে করে তার কাছে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার।'

আদম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন কে ইনি ? আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁকে বলা হলো ইনি হলেন আপনার বেগম। কল্পনার উর্ধ্বে এমন এক অপূর্ব সুন্দরী বেগম তিনি দেখতে পেয়ে খুশী হলেন। উল্লেখ্য যে, পুরুষের মধ্যে যেমন আল্লাহ ইউসূফ (আ.) কে সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে নারীদের মধ্যেও তিনি হাওয়া (আ.) কে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী নারী বানিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যাকে আজকের পরিভাষায় বললে বলতে হবে তিনি ছিলেন এক বিশ্ব সুন্দরী নারী। তবে এটি বললেও তার আসল সুন্দর প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কারণ তাঁর সৌন্দর্য ছিলো মানব কল্পনার উর্ধ্বে।

আদম-হাওয়ার বিয়ের মোহরের কাল্পনিক গল্প

আদম (আ.) এর বিয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, মানব জাতির সূচনালগ্ন হতে মানব সমাজে নর-নারীর মাঝে বিয়ে হয়ে আসছে। জান্নাতে আদম-হাওয়ার বিয়ে হয়েছে। এই নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জান্নাতেই তাদের মধ্যে বিয়ে পড়ানো হয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে আদম-হাওয়ার বিয়ে হয়েছে সবচেয়ে মজবুত এবং পরিপূর্ণ একটি বিয়ে। তাদের মাঝে এই বিয়ের প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বড় দলিল হলো আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾[৪]

'এবং আমি আদমকে হুকুম দিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই জান্নাতে থাকো।'

আদম-হাওয়ার বিয়ের মোহর নিয়ে ও'য়ায মাহ্ফিলের বক্তারা অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে শ্রোতাদেরকে মাতিয়ে রাখেন। আর তা হলো বিয়ের সময় আল্লাহর পক্ষ হতে আদমকে বলা হলো তোমার বিয়ের মোহর আদায় কর। এটি বলে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন মোহর ছাড়া স্ত্রী পাওয়া যাবে না। মোহর আদায়ের মাধ্যমেই তাকে হালাল করতে হবে। তার কাছে তখন জান্নাতে সোনা-চান্দির পাহাড় পড়ে ছিলো। তাই ইচ্ছা করলে তিনি স্ত্রীকে স্বর্ণের পাহাড়ও দিয়ে দিতে পারতেন। তবুও তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মোহর হিসেবে তাকে কী দিতে হবে?

আল্লাহ্ বললেন, তোমার বংশে আমার একজন আখেরী নাবী আসবে, তার ওপর একবার দরূদ পড়ে দাও। এটিই হলো তোমার বিয়ের মোহর। আদম-হাওয়ার বিয়ের মোহর নিয়ে বর্তমান সমাজে সত্য মিথ্যা অনেক কথাই রয়েছে।

এ সম্পর্কে ইমাম কুসতুলানীও লিখেছেন:

(أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَـمَّا خَلَقَ آدَمَ خَلَقَ لَهُ حَواءَ مِنْ ضِلَعٍ مِنْ أَضْلَاعِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ نَائِمٌ فَلَمَّا استَيْقَظَ وَرآهَا سكَن إليهَا وَمَدّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَمَنَعَتْهُ الملائكةُ حَتَّى يؤَدِّيَ مهرَها، فَقَالَ: وَمَا مهرُها ؟ قَالُوا: تُصلِّي عَلى مُحَمَّدٍ. ثَلَاثَ مَرَّات)[৯]

৮- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-৩৫

‘আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘য়ালা যখন আদমকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার জন্য হাওয়া (আ.) কে তার বাঁ পাঁজর হতে সৃষ্টি করলেন। তখন তিনি ঘুমে ছিলেন। ঘুম হতে যখন তিনি জেগে উঠলেন তখন হাওয়াকে দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তার কাছে যেতে চাইলেন এবং হাত বাড়ালেন। কিন্তু ফিরেশ্তারা তাকে নিষেধ করলেন। যতক্ষণ না তার মোহর আদায় করা হবে ততক্ষণ তাকে স্পর্শ করা যাবে না বলে জানালেন। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তার মোহর কী উত্তরে ফিরেশ্তারা বললেন, মোহাম্মাদ (স.) এর ওপর তিনবার দরুদ পাঠ করুন।’

আল্লামাহ্ ইবনুল জাওযী (রাহি.) ৭৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনিও তাঁর বিখ্যাত "سلوة الأحزان" নামক গ্রন্থে এমন একটি কথা উল্লেখ করে লিখেছেন:

(أنَّها لَمَّا سَمِعَتْ كَلَامَ الملائكةِ طلبَتْ مَهرَها مِنْ آدمَ، فَسألَ رَبَّهُ كَمْ يُعْطِيْهَا ؟ فَقَالَ: صَلِّ عَلَى حَبِيْبِي مُحَمَّدِ بنِ عَبد اللهِ عِشْرِيْنَ مَرَةً، فَفَعَلَ، وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أنَّ اللهَ زوّجَهُ إيّاهَا وَخَطَبَ فِي ذَلِكَ خُطْبَةً)[10]

‘হাওয়া (আ.) যখন ফিরেশ্তাদের কথা শুনলেন, তখন তিনি আদম (আ.) এর কাছে নিজের মোহর দাবী করলেন। অতঃপর আদম (আ.) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহর কত দিতে হবে? আল্লাহ্ বললেন, আমার হাবীব মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর ওপর বিশ বার দরুদ পাঠ করুন। তিনি তাই করলেন। তাছাড়া আরো কিছু বর্ণনায় এমনও এসেছে যে, আল্লাহ স্বয়ং বিয়ে পড়িয়েছেন এবং এ উপলক্ষ্যে খোতবাও দিয়েছেন।’

তবে সত্য কথা হলো, এসবের কোনো ভিত্তি নেই। এসব লেখকদের কল্পনা প্রসূত ক্বিস্সা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা এখানে বলতে পারি তাঁরা ইসলামের যত বড় পন্ডিতই হোন না কেন এসব কথা তাদের বানানো কল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে মাহফিল কাঁপানো গেলেও দলীল ছাড়া

9- المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني، ج 1 ص 25

10– وذكر ابن الجوزي المتوفى سنة 795هـ في كتابه سلوة الأحزان. ((ولم يذكر الكتاب سند هذا الكلام ولا درجته من القَبول وعدمه، فنحن في حِلٍّ أن نصدِّقه أو لا نصدِّقه. ولا يضُرُّنا الجهل به))

এসব কথা কখনো গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। এগুলো কাহিনী বানিয়ে ও'য়ায মাহফিলে খাওয়ানো গেলেও 'ইল্‌মি হালকায় কখনো গৃহীত হবে না।

কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীস বর্ণনার সময় মুহাদ্দেসীনে কেরাম রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাতে করে হাদীসের মান সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে। এই বিষয়টি ইসলামের সকল পন্ডিতরাই জানেন। তারপরও উল্লেখিত দুই মহান ব্যক্তি তাদের বক্তব্যের পক্ষে কোনো সূত্রই উল্লেখ করেননি। এসব গ্রহণ করা ও ত্যাগ করা সম্পর্কেও কোনো দলীল দেননি। তাই এসব বিশ্বাস করা যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। আরো বড় কথা হলো, এটি কারো জানা না থাকলে তার ঈমানের কোনো ক্ষতিও হবে না। আর জানতে পারলে মহা পন্ডিতও হয়ে যাবে না। তবে এসব কথা ও আলোচনা অনর্থক বলে আমরা মনে করি। আমাদের অনেকে এমন সব বিষয়ের পেছনে অযথা পড়ে থাকেন। এসব জানাকে ইসলাম জানা মনে করেন। অন্যদিকে তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান জানালে তখন তারা প্রশ্ন করেন এমন হুকুম দেয়ার কারণ কি? এমন গুরুত্বের সাথে কারণ জিজ্ঞেস করেন মনে হয় যেন, এখনই ঈমান নিয়ে আসবেন। পাক্কা ও সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাবেন। বা এটি না জানা পর্যন্ত তারা ইসলামের অনুশাসন মানতে পারছেন না। আমরা মনে করি, এটি একটি অজুহাত মাত্র।

অতএব, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম শোনা মাত্রই বলে উঠে এটিই সঠিক এখানে কোনো কারণ বা দলীল জানার আমার প্রয়োজন নেই তারাই প্রকৃত মু'মিন। যেহেতু ক্বোরআন-হাদীসে এ বিষয়ে এমন কিছু উল্লেখ নেই সেহেতু এটি মানুষের মনগড়া কল্প-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন দাবী যারা করতে পারে তাদেরকে আপনি কট্টরপন্থী ও মৌলবাদী, গোড়া ও জঙ্গি যা খুশী তা বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলুন এবং মিডিয়াকে ব্যবহার করে তাদেরকে বদনাম করুন না কেন ইন্দাল্লাহ বা আল্লাহর কাছে তারাই সঠিক। কারণ তারা হানাহানি, মারামারি, গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী ও দাদাগিরি করে আপনাকে দাবিয়ে রাখতে চায় না। তেমনই একটি উদাহরণ দেখুন। পাকিস্তানের ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব কুদরতুল্লাহ্ শিহাবের স্ত্রী ডাক্তার ইফ্‌ফাত একবার লন্ডনের একটি হোটেলে বসেছিলেন। একই টেবিলে একজন সৈনিকও

ইউনিফরমে বসেছিলো। ঐ সেনা অফিসার ডাক্তার ইফ্ফাতকে জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাডাম আর ইউ এ মুসলিম? তিনি উত্তরে বললেন **আল্হামদু লিল্লাহ্**। এটি শোনে অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? তিনি বললেন, অবশ্যই।

তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন আপনারা শূকরের গোশ্ত খান না কেন? ডাক্তার ইফ্ফাত বললেন, এটি আমার আল্লাহ্র হুকুম। তিনি এটিকে আমাদের জন্য হারাম করেছেন। তখন ঐ অফিসার বললেন, এই হুকুমের পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? এর দলীল কি? এটি শোনে ডাক্তার ইফ্ফাত বললেন, আপনি একজন সৈনিক হয়ে অর্ডারের অর্থ বুঝতে পারছেন না? হুকুমের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে আপনি অক্ষম? আদেশ সব সময় দলীল এবং কারণ বর্ণনার উর্ধ্বে মনে রাখবেন। এটি শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আদেশ হলেই মাথা পেতে নিতে হবে। এখানে কারণ খোঁজার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ ক্বোরআনে ইন্সানকে গায়েবের ওপর ঈমান আনতে বলেছেন। অনুরূপভাবে তিনি ঠিক সেই কিতাবের মধ্যেই গায়েব পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মানব জাতিকে রাস্তাও বাত্লে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীসের মধ্যেও এর সঠিক রাস্তা বাত্লে দেয়া হয়েছে। তিনি যে রাস্তা দেখিয়েছেন সেই পথে চলতে পারলেই দুন্ইয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হওয়া যাবে এটি শতভাগ নিশ্চিত। তাই তার দেয়া প্রতিটি জিনিসকে দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ মানব জাতিকে গায়েব পর্যন্ত পৌঁছতে হলে চোখ বুজে নয়; চোখ খুলে সব কিছু দেখতে হবে। অতএব গায়েব পর্যন্ত পৌঁছতে হলে আহম্মক ও নির্বোধ হয়ে জ্ঞান-বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে নয়; বরং গায়েবের এই পথের প্রতিটি কদমে জ্ঞান-বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হবে। এই জন্যই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে বলেছেন:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾[11]

'এদের জিজ্ঞেস করো যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে?'

১১ - সূরাতুয যুমার, আয়াত নং-৯

তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে তার সৃষ্টি হতে বিমুখ হয়ে নয়; বরং তার সৃষ্টিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করার অবশ্যই প্রয়োজন। এটিই একজন ঈমানদারের আসল কাজ। অনর্থক আদম-হাওয়ার বিয়ের মোহর কী ছিলো বা কীভাবে আদায় করেছেন এসব নিয়ে গবেষণা করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলিম উম্মাহর অতীত ইতিহাসেও এমন একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। ইসলামের শত্রুদের মুখে আলেম উলামা ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে যা উচ্চারিত হয় তার চেয়ে আরো কঠিনভাবে ইসলামী লেবাস পরিহিত ও এদেশের একমাত্র ইসলামী ও হাক্কানী আলেম দাবীদারদের মুখে শোনা যায়। তাদের মুখে উপমহাদেশের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ইসলামী দলের বিরোধী বয়ান আমরা শিশুকাল হতে এযাবৎ বহুবার শুনেছি। এমন অবস্থা দেখে আফ্সোস করা ছাড়া সাধারণ পাবলিকের আর কিছুই করার থাকে না।

ইসলাম বিরোধী শিবির যখন কোমর বেঁধে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদেরকে এদেশ হতে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তখন আলেম সমাজ পরস্পরের বিরোধীতা করাকে ইসলামের খেদমাত মনে করছেন। তারা উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদের বইকে কেন্দ্র করে তার পাঠকদের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ করে সময় নষ্ট করাকে মহা সাওয়াবের কাজ মনে করে বসে আছেন। মূলত এটি মুসলিম উম্মাহর একটি চরম দুর্ভাগ্য। তাদের কর্ণধাররা অতীতেও এমন অনর্থক প্যাচালে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখে শত্রুদের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বারোটা বাজিয়েছেন এখনও এদেশে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

একবার এক যালিম বাদশা মুসলমানদের মাথার খুলি দিয়ে মিনার বানানোর পরিকল্পনা করছিলো। আর তখন মুসলমান পন্ডিতরা ঘোড়ার মুখে কয়টি দাঁত আছে তার গবেষণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছিলো। আবার প্রত্যেক গ্রুপ তাদের কথা সত্য ও বাস্তব প্রমাণ করার জন্য মুনাযারা বা বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে। আজও পৃথিবীব্যাপী মুসলামানদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা একে অপরকে কাফের প্রমাণ করার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে বললে ভুল হবে না। নিজেদের মাঝে এই নিয়ে মুনাযারাও চলছে। একে অপরকে গাল-মন্দ করে দা'ওয়াতী কাজ করাকে সাওয়াবও মনে করছে।

কার যুক্তি কত মযবুত তা দেখা ও দেখানোই যেন এযুগে তাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। এভাবেই মুসলিম উম্মাহ্ নিজেদের অধঃপতন ডেকে আনছে। এর জলন্ত প্রমাণ আমরা স্পেনে দেখতে পাই।

স্পেনে যখন মুসলমানদের উৎখাতের পরিকল্পনা হচ্ছিলো মুসলিম উম্মাহর উলামা তখন সূরা নাম্‌ল এ উল্লেখিত **নামলাহ্** নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্বোরআন সোলাইমান (আ.) এর সাথে পিঁপড়ার ঘটনাটি এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾ [12]

'এমন কি তারা যখন সবাই পিঁপড়ের উপত্যকায় পৌঁছলো তখন একটি পিঁপড়া বললো, "হে পিঁপড়েরা! তোমাদের গর্তে ঢুকে পড়ো। তা না হলে সুলাইমান ও তাঁর সৈন্যরা তোমাদের পিশে ফেলবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।'

এখানে যে পিঁপড়া তার সাথীদেরকে সোলাইমান (আ.) সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসার সংবাদ দিয়েছে সেই পিঁপড়াটি (Feminin or Masculin) নর ছিলো না মাদি? এমন অনর্থক বিষয়ে এনার্জি খরচে ব্যস্ত হওয়ার কারণে তদানীন্তন স্পেনের মুসলিম উম্মাহর কর্ণধাররা মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল। পরিণতিতে মুসলমানদের যা হওয়ার তাই হয়েছে। অথচ মুসলমানরা সেখানে প্রায় আটশত বছর (৭১১-১৪৯২) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। পরিশেষে নিজেদের মতবিরোধের কারণে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে তাদের এই সূর্য ডুবে গেল।

তবে ইতিহাস সাক্ষী, তখনও মুসলমানরা স্পেনিয়ানদের বিপরীতে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ভাল পজিশনে ছিল। তারপরও সেখান হতে তারা অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে বিতাড়িত হলো। এর কারণ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় আমরা যা দেখতে পাই তাহলো, স্পেনের খ্রিষ্টানদের ঐক্য যতই মজবুত হচ্ছিল মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য ও মতবিরোধ ততই প্রকট আকার ধারণ করছিল। এভাবে ধীরে ধীরে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরার কারণে দীর্ঘ

১২- সূরাতুন নাম্‌ল, আয়াত নং- ১৮

৮০০ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে বিতাড়িত হতে হয়েছে। আজও মুসলমানরা সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না।

সেদিন যদি তারা পিঁপড়াটি নর না মাদি ছিলো এমন অনর্থক গবেষণা না করে শুধুমাত্র ক্ষুদ্র একটি পিঁপড়ার Software নিয়ে গবেষণা করতো তাহলে আজ মুসলিম উম্মাহ জ্ঞান বিজ্ঞানের আকাশে আলোকিত তারার মত ঝলমল করতো। আর বিশ্ববাসী সে তারার আলোয় আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদেরকে যেমন সৌভাগ্যবান মনে করতো তেমনিভাবে মুসলিম উম্মাহর আগামী প্রজন্ম বিশ্ব দরবারে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতেও পারতো। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রাহ.) এর ভাষায় পৃথিবীকে আহ্বান জানিয়ে বলে উঠতো:

'ফাখ্‌র সে কাহো কেহ্ হাম মুসলমান হ্যাঁয়।'

গর্বের সাথে বল আমি মুসলমান।

হয়ত একারণেই আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র ক্বোরআনে মানুষের বিচার-বুদ্ধি, বিবেক ও বিবেচনাকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন ঠিক সেভাবে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, যৌবনের উদ্যোম ও আবেগ, জোশ ও খোরোশ এবং অনুভূতিকে সমম্বোধন করেননি। তাই আমরা এখানে বলতে পারি, সত্য কথা হলো রাসূল (স.) এর হাদীসে শুধুমাত্র হাওয়া (আ.) এর সৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে। তাঁকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আমরাও এখানে সেসব উল্লেখ করেছি। ক্বোরআনে তাঁর সাথে আদম (আ.) এর বিয়ের কথাও উল্লেখ আছে।

নারীকে আদমের বাঁ পাঁজর হতে সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) এর হাদীস হতে জানা যায়, হাওয়া (আ.) কে উল্টো দিক অর্থাৎ আদমের বাঁ পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেন কী কারণে এমন করা হলো এই নিয়েও বিস্তর আলোচনা পাওয়া যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো বাঁ পাশে হৃদয় বা অন্তর রয়েছে। আর অন্তরের নিচে পাঁজর রয়েছে। সেই পাঁজর হতে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য হলো নারী যেন পুরুষের জীবনে তার অন্তরের কাছে স্থান পেয়ে আদর-যত্ন, মামা-মমতাসহ ইয্যাত ও সম্মানের সাথে কাটিয়ে দিতে পারে পুরো জীবন। [১৩]

এভাবে নারীকে সৃষ্টি করে মানব জাতিকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজ দেয়া হয়েছে যে, নারীর প্রথম রূপ হলো স্ত্রী-মেয়ে, মা-বোন, খালা-চাচি, দাদী-নানী ফুপু ও শাশুড়ি। তাই তাদের সাথে আচরণের সময় সর্বদা পুরুষদেরকে এসব কথা মনে রাখতে হবে। তাছাড়া পুরুষদেরকে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে তাহলো, নারী জীবনের প্রথম ভালোবাসা এবং শ্বশুরালয়ের প্রথম অত্যাচার কখনো ভুলতে পারে না। কথিত আছে যে, প্রথম ভালোবাসা কখনো ভুলা যায় না।

এখন আমার প্রশ্ন তাহলে মানুষ স্ত্রী পেয়ে নিজের মা-বাবাকে কি করে ভুলে যেতে পারে? এবং স্ত্রীর অপছন্দের কারণে মা-বাবাকে কি করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে পারে? অতএব বুঝতে হবে যারা এসব করে তারা মানুষ নয়, অমানুষ। তাই যার যা পাওনা তাই দিয়ে দেয়া উচিৎ এবং দিতে জানলেই দুন্ইয়ার জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন। এটি যারা বুঝতে পারে তারাই মা-বাবাকে নিজের সাথে রেখে মায়া-মমতার চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাদের হক্ব আদায়ের চেষ্টা করে। তাদেরকে সাথে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসে এক গ্লাস জুস খেতে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগিয়ে হর্ষোচ্ছ্বাসে কাটিয়ে দিতে পারে পুরো দাম্পত্য জীবন। এমন স্ত্রী যার ঘরে আছে তারা প্রতি রাতকে অতিশয় উৎফুল্লতার সাথে নিজেদের ভালোবাসার গল্প করতে করতে বানিয়ে ফেলতে পারে বাসর রাত।

এ ধরণের পুরুষরা পর্দাসহকারেও স্ত্রীকে রেস্টুরেন্টে খেতে না নিয়ে নিজেদের বাসায় তার সাথে আড্ডা দিয়ে ফাইভ স্টার হোটেলে আড্ডা দেয়ার মজা উপভোগ করতে পারে। এভাবে একে অপরের প্রতি নিজের ভালোবাসার গভীরতার প্রকাশ ঘটাতে পারে পুরো জীবন। যে জীবনের কখনো পড়ন্ত বিকেল নেই। এমনই এক স্ত্রী এক রাতে নিজ স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ জী শোনো, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ঘরে প্রিয়তমা বউকে রেখে রাতে বাসায় ফিরতে দেরী করলে কেন? স্বামী খুব গাম্ভীর্যের সাথে

১৩ - আরো বিস্তারিত দেখুন লেখকের বই "বিয়ে"

স্ত্রীকে বললো দেখ, সমঝদার নারীরা কখনো স্বামীদেরকে এভাবে প্রশ্ন করে না।

স্ত্রী বললো, কিন্তু সমঝদার পুরুষও নিজ স্ত্রীকে ঘরে একা রেখে রাতে এতক্ষণ বাইরে থাকে না। স্ত্রী এখনো কথা বলতেই ছিলো স্বামী তার কথার মাঝে বলে উঠলো, সমঝদার পুরুষ কখনো স্ত্রী হয় না। অতঃপর দু'জনের মাঝে এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এ ধরণের দম্পতিদের জীবন হলো সত্যিকারের প্রেমিক-প্রেমিকার জীবন। যেখানে শুধু আনন্দ আর আর আনন্দ। এমন প্রেমে শুধু সাওয়াব আর সাওয়াব। তাই নিজের সকল চাহিদা এখানেই পূরণ করতে হবে। অন্যত্র হলে জাহান্নামে যেতে হবে। অতএব সাবধান!

তাই বলছিলাম, নারী যেই রূপেই হোক না কেন, অন্তরের কাছে তাকে স্থান দিন। তাকে ইয্যাত-সম্মান, মায়া-মমতা দিন। একজন নারীর এটি সবচেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া। এজন্যই তাকে পুরুষের অন্তরের কাছের পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তাকে কখনো অপমান করবেন না। তার ওপর অত্যাচার করবেন না। তার সাথে দাম্পত্য জীবনে কোনো ধরনের কঠোরতাও করা যাবে না। মনে রাখবেন, নারী-পুরুষের মাঝে প্রথম সম্পর্ক হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং শেষ সম্পর্কও হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। তাই এই সম্পর্ক প্রতিনিয়ত মজবুত করার চেষ্টা চালাতে হবে। আর দাম্পত্য জীবনে উভয়ের মাঝে সু-সম্পর্ক তৈরী করার চাবি-কাঠিও কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর হাতে।

অন্যদিকে নারীকেও বলা হয়েছে স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যদি কোনো নারীর মৃত্যু হয় তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। তাই এই একটি কারণে হলেও নারীকে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। এভাবে সুন্দর দাম্পত্য জীবন গঠনের জন্য স্বামীর সহযোগিতা করতে হবে। যিনি এমন করবেন তার সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما امرأةٌ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.) [14]

14- فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم

'উম্মে সালামাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যাবে সে জান্নাতে যাবে।'

তাই নারীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি নিজ স্বামীর সন্তুষ্টি কেন অর্জন করতে পারবেন না? বিয়েতে রাজি হয়েছেন তাকে পাওয়ার জন্য এবং তাকে দেয়ার জন্য। দু'জনে মিলে নিজেদের সংসার সাজানোর জন্য। তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে আপনার দুন্ইয়াতেও লাভ এবং আখেরাতেও লাভ। তাই বিয়ের পরে একজন নারীর স্বামী-সংসার ছাড়া আর কোনো কিছু কল্পনা করা ঠিক নয়। কারণ এখানে স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর লাভ বেশি। তাই স্বামীকে বলুন আমি শুধু তোমার। যারা নিজেকে শুধুমাত্র স্বামীর জন্য মনে করে তারাই ধার্মিক নারী।

এমনই একজন লোক ধার্মিক নারীকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে এনে বাসর রাত্রিতে এক স্বামী জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার সাথে কতদিন থাকবে এবং আমাকে তোমার ভালোবাসার চাদরে কতদিন মুড়িয়ে রাখবে? স্বামীর এমন কথা শুনে স্ত্রী তার চোখের এক ফোটা অশ্রু টেবিলের উপরে রাখা পানির জগের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললো, তুমি যতোদিন পর্যন্ত এই এক ফোটা অশ্রু জগের পানি হতে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে পারবে না ততোদিন পর্যন্ত আমি আল্লাহ্র এই ঘোষণা:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾[15]

'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোশাক'

এর বাস্তব নমুনা পেশ করে তোমাকে সন্তুষ্ট রেখে দাম্পত্য জীবনের বাগান সাজিয়ে তোমাকে ভালোবেসে যাবো **ইন্ শা আল্লাহ**।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বর্তমান সমাজের দিক তাকালে আমরা এর সম্পূর্ণ উল্টো দেখতে পাই। এই সম্পর্কের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত স্বামী ছাড়া পরিবারের সবাই যেমন শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর, ভাসুর ও ভগ্নিপতিরাই বেশী হক্ব দাবী করে বসে আছে। আত্মীয়-স্বজনরাও মনে করে তাদের হক্বও কম কিসের? অতএব তাদের সন্তুষ্টিই হলো নারীর ভালো-মন্দের সনদ। এই সম্পর্ক স্থাপনের আগেই তারা এখানে নাক গলাতে শুরু করে।

১৫ - সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৮৭

তাদের পছন্দ হলে বিয়ে হচ্ছে আর না হলে হচ্ছে না। এমনকি এদের কারো অপছন্দ হলেই বিয়ে আটকে যাচ্ছে। কি এক আজীব জগতের বাসিন্দা আমরা এবং কোন্ এক অদ্ভুত সমাজে আমাদের অবস্থান।

অতঃপর কোনো ভাবে বিয়ে হয়ে গেলেও পরবর্তীতে মিথ্যা ও কাল্পনিক অপবাদ লাগিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল ধরিয়ে দিয়ে পরস্পরকে শত্রুতে পরিণত করে সারাক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত রেখে এরা তামাশা দেখে। পরিশেষে কোনো এক সময় স্বামী-স্ত্রী যখন বুঝতে পারে যে, এসব আত্মীয়-স্বজন আপন নয়; বরং তাদের দাম্পত্য জীবনকে বরবাদ করে সমাজে অপমান করার জন্য শুভাকাঙ্খির সুরতে উপস্থিত হয়েছে, তখন নিজের পরিবারের এসব মানুষদেরকে তাদের ফুল মারতে ইচ্ছে করে। তবে শুধু ফুল নয়, ফুলের টব সহ। যেন পড়তেই মরে যায়। অথচ শারী'য়াতে একটি নারী স্ত্রী হয়ে আসার পর শুধুমাত্র স্বামীর সংসারে শ্বশুর ছাড়া আর কারো সাথে দেখা দিতে পারবে না।

অতএব এই একটি বিধান মানলেই দাম্পত্য জীবনের সকল সমস্যার কবর রচিত হবে। শারী'য়াতের পর্দার বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর কারণেই স্বামীর সংসারে থাকার পরও যেনা-ব্যভিচারের কারণে ভেঙ্গে যাচ্ছে অনেকের সংসার। বউকে বাদ দিয়ে ভাবীকে, স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে দেবরকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়, একারণে একে অপরকে হত্যাও করছে। তাই পরিবারের মেয়েরা যখন ভাবীকে নিয়ে পরস্পরে ফুসফুস করতে থাকে তখন বুঝতে হবে এখন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে Data Transfer চলছে। আর যখন কেউ বলে উঠবে তোমরা সমাধান কর, আমার কী? তোমরা যা খুশী তা কর। আমি আগে পরে কোথাও নেই। তখন বুঝতে হবে এখন Data Save হয়ে গেছে। এখন শুধু Virtual হবে। কারণ তারা ভাই-ভাবীকে এক সাথে না রেখে উভয়কে এখন উঠা-বসার বানিয়ে ফেলেছে।

অর্থাৎ ভাবী যখন বসে ভাই উঠে যায়। আর ভাই বসলে ভাবী উঠে যায়। আর যখন তারা বসে তখন ভাই-ভাবী নিজেরাই উভয়ে উঠে চলে যায়। মোটকথা পুরো পরিবারের অবস্থা হলো কিছু মানুষের সাথে তাদের উঠা-বসা আছে। অর্থাৎ যখন তারা বসে এরা উঠে যায়। আর এরা বসলে ওরা

উঠে যায়। এভাবে ভাবীর সাথে ভাইয়ের ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে উভয়ের মাঝের প্রেম-ভালোবাসায় ফাটল ধরিয়ে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারলে নিজেরা খুশি হয়।

আরো আশ্চর্য লাগে, ভাই-ভাবীর সাথে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে অতীতে কখন কী হয়েছিলো সেগুলো মনে করিয়ে দিয়ে নিজের পরিবারের কোনো কোনো নারী সদস্য পেছনে পেছনে Background music ও বাজাতে থাকে। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ইসলামে বিয়ের যে Criteria বা মানদন্ড উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। এই নিয়ে কারো কোনো চিন্তাও নেই। তাই বর্তমান সমাজে যার যেভাবে খুশী সেভাবে বিয়ে করছে বিয়ে বসছে। এক স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে অন্যকে স্বামী বলে তার হাত ধরে তখনই চলে যাচ্ছে। অথবা দুই স্বামী নিয়েও সংসার করছে।

এই বিয়ে শারী'য়াতে জায়েয কি না জায়েয তা জানার ও মানার কোনো প্রয়োজনও মনে করছে না। তেমনি একবার দু'টি সন্তানের মা তৃতীয় বিয়ে বসছিলো। এই বিয়ের সময় তার একটি বাচ্চা কান্না করছিলো। তাই মা তাকে ধমক দিয়ে বললো চুপ কর। এভাবে কান্না করলে আগামীতে আর কোনো বিয়েতে তোমাকে নিয়ে যাবো না। এ সময়ে মহিলার এমন কথা শুনে পাত্র বেহুঁশ হয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানেই পড়ে মরে গেল। অতঃপর তার চতুর্থবার বিয়ের পিঁড়িতে বসার সুযোগও হয়ে গেল।

দাম্পত্য জীবন গঠনে ধার্মিকতার গুরুত্ব

অথচ বিয়ের সময় সর্বাগ্রে উভয়ের ধার্মিকতাকে গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কে কাকে বিয়ে করবে আর কাকে করবে না আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন:

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن

مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [16]

'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে কখনো বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান নিয়ে আসে। একটি সম্ভ্রান্ত মুশরিক নারী তোমাদের মনহরণ করলেও একটি মু'মিন দাসী তার চেয়ে ভালো। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে নিজেদের নারীদের কখনো বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। একজন সম্ভ্রান্ত মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও একজন মুসলিম দাস তার চেয়ে ভালো। তারা তোমাদের আহবান জানাচ্ছে আগুনের দিকে, আর আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। তিনি নিজের বিধান সুস্পষ্ট ভাষায় লোকদের সামনে বিবৃত করেন। আশা করা যায়, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।'

মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের বিয়ে কেন নিষেধ করা হলো? এটি এখন যেন পৃথিবী ব্যাপী কোনো বিষয়ই নয়। যে যাকে পাচ্ছে যখন পাচ্ছে যে ভাবে পাচ্ছে এবং যেখানে পাচ্ছে বিয়ে করে ফেলছে। মা-বাবা পাঠিয়েছে ইউরোপ-আমেরিকায় পড়াশোনা করতে, আর সে পড়াশোনা করেছে ঘোড়ার ডিম, উল্টো আসার সময় কোনো ইয়াহুদী বা খ্রীস্টানকে সঙ্গী বানিয়ে নিয়ে এসে হাযির। অতঃপর অপদার্থ মা-বাবা ধুমধামের সাথে মন্ত্রী-মিনিষ্টারকে ডেকে এনে মিডিয়ায় প্রচার করে নিজের মেয়ের দাম্পত্য জীবন সুন্দর করে সাজানোর জন্য দো'য়ার আবেদন জানিয়ে বিধর্মির বাহুতে তুলে দিলো। অতঃপর ঐশী চরিত্রের সন্তান জন্ম দিয়ে মুসলিম সমাজে তারা মডার্ণ সেজেছে। একটুও ভেবে দেখছে না যে, শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এমন বিয়ে জায়েয কি না-জায়েয? বিয়ে কি শুধু হায়ওয়ান জানোয়ারের মত জৈবিক চাহিদা পূরণের নাম?

আল্লামাহ্ মওদূদী (রাহি.) ইতোপূর্বে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: 'মুশরিক নারীদের সাথে বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে উপরে যে কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে মূল কারণ ও যুক্তি। নারী-পুরুষের মাঝে বিয়েটা নিছক একটি যৌন সম্পর্ক নয়; রবং এটি একটি গভীর তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মানসিক সম্পর্ক। মু'মিন ও মুশরিকের

১৬ - সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২২১

মধ্যে যদি মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাহলে যেখানে একদিকে মু'মিন স্বামী বা স্ত্রীর প্রভাবে মুশরিক স্ত্রী বা স্বামী এবং তার পরিবার ও পরবর্তী বংশধররা ইসলামী আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ও জীবন ধারায় গভীরভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে, সেখানে অন্যদিকে মুশরিক স্বামী বা স্ত্রীর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা ও আচার-ব্যবহারে কেবলমাত্র মু'মিন স্বামীর বা স্ত্রীরই নয়; বরং তার সমগ্র পরিবার ও পরবর্তী বংশধরদেরও প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ধরনের দাম্পত্য জীবনের ফলশ্রুতিতে ইসলাম, কুফ্র ও শির্কের এমন একটি মিশ্রিত জীবন ধারা সেই গৃহে ও পরিবারে লালিত হবার সম্ভাবনাই বেশি, যাকে অমুসলিমরা যতই পছন্দ করুক না কেন ইসলাম তাকে পছন্দ করতে এক মুহূর্তের জন্যও প্রস্তুত নয়। কোনো খাঁটি ও সাচ্চা মু'মিন নিছক নিজের যৌন লালসা পরিতৃপ্তির জন্য কখনো নিজ গৃহে ও পরিবারে কাফেরী ও মুশরিকী চিন্তা-আচার-আচরণ লালিত হবার এবং নিজের অজ্ঞাতসারে জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কুফ্র ও শির্কে প্রভাবিত হয়ে যাবার বিপদ ডেকে আনতে পারে না।' [১৭]

উল্লেখিত ঘোষণাটি পড়ার পর একটু ভেবে দেখুন, নিজেদের পরিবারের যেসব নর-নারীর বিয়ে হচ্ছে সেখানে কী দেখা হচ্ছে? আমার আপনার মনে কয়বার বিয়ের আগে শারী'য়াতের বিধি বিধান জানার ও মানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো? নারীর জন্য শুধু পুরুষ আর পুরুষের জন্য শুধু নারী হলেই হলো? এখানে এসেও এ ধরনের অপদার্থরা থেমে থাকেনি; বরং স্বগৌরবে **'ধর্ম যার যার বউ বা স্বামী আমার'** বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। এরাই আবার বর্তমান মুসলিম সমাজের অভিভাবক!

এমন স্লোগানের মধ্যে রয়েছে আত্মঘাতি বিষ। দুই ধর্মের দুই স্বামী-স্ত্রী যখন একে অপরের আকর্ষণে ডুবে থাকবে এবং দৈহিক সম্পর্ক করবে তখন সেই বিষ বিদ্যুত গতিতে উভয়ের রক্ত মাংসে মিশে গিয়ে শুধু নিজেদের ঈমান ধ্বংস করবে না; বরং আগামী প্রজন্মকেও বে-দ্বীন বানিয়ে ছাড়বে। অতঃপর তাদের মিলনে জন্ম নিবে নাস্তিক ও মুরতাদ। ছেয়ে যাবে পুরো সমাজ ও রাষ্ট্র। মাতম করারও আস্তিক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

---

১৭ - তাফহীমুল ক্বোরআন, খন্ড নং- ১ পৃষ্ঠা-২৮১

অন্যদিকে যারা একটু আধটু ধর্ম মানতে চায় তারাও বিয়েতে অপচয় হতে বাঁচতে পারছে না। আজ-কাল বিয়েতে কনের জন্য তারা এমনভাবে শপিং করছে, মনে হচ্ছে বিয়ের পরে তাকে অন্য কোনো জগতে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যেখানে এসবের কিছুই থাকবে না। তাই ইরান তুরান গিয়ে বিয়ের শপিং করে অপচয় করতে হবে। মনে রাখবেন, এমন দম্পতিদের কয়দিন পরেই আসল চেহারা প্রকাশ পায়। তাদের দাম্পত্য জীবন বাইরে সুন্দর হলেও ভেতরে বান্দর। রাস্তা-ঘাটে তাকে পরী বানিয়ে নিয়ে ঘুরলেও নিজ বাসায় ভূত বানিয়ে রেখেছে। আর তাই দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি রাত উভয়ের জন্য ক্বিয়ামাত হয়ে হাযির হয়। বউ মায়ের বাসায় পড়ে থাকে আর স্বামী হোটেলে রাত কাটায়।

শালীনতার গন্ডি অতিক্রম হয়ে যাওয়ার ভয়ে পরের কথাগুলো আর বলছি না। আর যারা নিজের ঘরে বউকে কাছে রাখতে পেরেছে তাদের অবস্থাও যে স্বর্গের বিষয়টি এমন নয়। এ ধরনের গর্দভের বউ হয়ে তখন নারী তার মা-বাবাকে গিয়ে বলে আমাকে Before marrige বলা হলো তুমি আমার হয়ে যাও তোমাকে আমি রাণী বানিয়ে রাখবো। এখন After marrige আমাকে সারাক্ষণ বলে বর্তনটি ধুয়ে দাও, রুমটিতে ঝাড়ু দিয়ে দাও। সকাল সকাল বাচ্চার পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার করে কাপড়গুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখ। আমার জুতা আর মোজা রেডি করে রেখো। সকালে অফিস আছে।

তাই বলছিলাম, এরাই আবার আদম-হাওয়ার কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে বলে নারীকে বদনাম করার অপচেষ্টা চালায়। নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি নিজেদের ঈমানের গভীরতা কতটুকু তা বের করে ফেলুন। আমরা নিজেদের মনগড়া কথা ও কাজ করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি। তাই জান্নাত হতে আদম ও হাওয়ার দুন্ইয়ায় আগমনের কারণ হিসেবে অনেকে হাওয়াকে দায়ী করে। অতঃপর এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেক কল্প-কাহিনী বানিয়ে প্রচারও করে। এমনকি নিজেদের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সাথে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বলার সময় এটিকে Evidence বা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবেও পেশ করে। নারী জাতিকে বদনাম করার সময় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এটিকে আজকের সমাজের যত্রতত্র হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের লোকেরা কোনো

নারীকে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে নিয়ে আসলেও তার কাছে কখনো প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

তেমনি এক লোকের অবস্থা দেখুন, সে একজন নার্সকে বিয়ে করে স্ত্রী বানিয়ে ঘরে নিয়ে আসলো। ভাবলো নার্সকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়াতে তার কাছে সম্মান যেমন পাবে তেমনিভাবে সেবাও পাবে। আর তাই মহাসুখে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো। একদিন তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করলো ভাই নববধূর সাথে তোমার দাম্পত্য জীবন কেমন সুখে যাচ্ছে? উত্তরে সে বললো, ভাই আর বলিস না, নার্স বিয়ে করে আমি তো এক মহা বিপদে পড়ে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে Sister না বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত সে আমার কোনো কথাই শুনে না। কাছে আসা তো দূরের কথা। রাত-দুপুরে একাই শুয়ে থাকতে হয়। তার কাছে প্রশান্তি লাভের স্বপ্ন তো এখনো স্বপ্নই রয়ে গেল। বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। দো'য়া করিস।

যারা এমন বিপদে আছেন তাদেরকে বলবো, কথিত আছে যে, একবার কোথাও ধোঁকা খেলে সেখানে আর যেতে নেই। কিন্তু তারপরও কী করবেন শ্বশুরালয়ে তো যেতেই হয়। যেতে থাকুন হয়ত নার্স স্ত্রী কখনো আপনার সঙ্গ দেয়ার জন্য কাছে চলে আসতে পারে। ছোটকালে পড়েছেন না, একবার না পরিলে দেখ শতবার। এই জন্যই হয়ত কেউ যেন বলছিলো, বর্তমান যুগে প্রত্যেক মেয়েকে (Karate) ক্যারাটে এবং প্রত্যেক ছেলেকে পরাটে বানাতে শিখতে হবে। বলা যায় না কখন কাজে এসে যায়।

যাই হোক না কেন, তারপরও আমি বলবো বিয়ের মধ্যে অনেক শক্তি রয়েছে। কারণ বিয়েতে দুইজন সাক্ষী ছাড়াও আল্লাহর সন্তুষ্টি নর-নারীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এটি মনে রাখতে পারলে সিস্টার না বললে এবং শক্তি প্রয়োগ না করলেও কোনো একদিন আপনার সেই সিস্টার বউ হয়ে স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেবে। কারণ নারী স্বামী-সংসার ছাড়া থাকতে পারে না। এটি তার স্বভাব বিরোধী।

তবে মনে রাখবেন, নারী যেই পবিারেরই হোক না কেন নারী শুধুমাত্র দু'জন লোকের কথাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। এটি নারীর স্বভাবগত অভ্যাস।

একজন হলো টেইলার আর অন্যজন হলো ফটোগ্রাফার। আর বেকুফ স্বামী এসব না বুঝে স্ত্রীকে সারাক্ষণ শুধু ধমক দিয়ে বলে উঠে তুমি বকওয়াস বন্ধ কর। তোমার প্রতিদিনের চাহিদা পূরণ করতে করতে আমি ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছি। তাই আজ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। স্বামীর এমন কথা শুনে স্ত্রী খুব শান্তভাবে তাকে বললো, তাহলে দ্রুত একটি কাজ কর, আত্মহত্যা করতে যাওয়ার আগে আমার জন্য কয়েকটি সাদা শাড়ি এনে দিয়ে যাও।

তাই বলছিলাম, বুদ্ধিমান স্বামী তার স্ত্রীকে বলে তোমার মুখ বন্ধ থাকলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। আর তাই সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তাকে এমন বলে এবং তার সাথে এমন আচরণ করে দেখুন, নিজের মত করে পাবেন। মনে রাখবেন, দুন্ইয়াতে নারীর প্রথম রূপ হলো রাহমাত। তাই মেয়ে হয়ে সে পুরো পরিবারের প্রিয় হয়ে যায়। নিজের সব দাবী পূরণ করিয়ে নেয়। বোন হয়ে ভাইয়ের জান এবং মেয়ে হয়ে মায়ের সহকারী হয়ে যায়। স্ত্রী হয়ে স্বামীর সাথে পুরো জীবন থেকে তার সকল দুঃখ কষ্ট কাটিয়ে ওঠার সহযোগী হয়ে যায়। আর যখন মা হয়ে যায় তখন আল্লাহ তার মর্যাদাকে এত বেশী বাড়িয়ে দেন যে, তিনি জান্নাতকে উঠিয়ে এনে তার পায়ের নীচে রেখে দেন।

কথায় কথায় নারীকে বদনাম করবেন না

যারা কথায় কথায় নারীকে বদনাম করার অপচেষ্টা চালায় এ যুগে ফেসবুক আসার কারণে এরা সবাই এখন ইসলামের এক মহা বড় পন্ডিত বনে গেছে। ইসলামের বিধি-বিধানের যেটি সেটি নিয়ে কথা বলাকে নিজের অধিকার মনে করে। এদের অভ্যাস ও চরিত্র হলো, যদি কোথাও একটি গাধাও দেখতে পায় তখন তার সাথে সেলফি তুলে সেটিকে ততক্ষণাৎ ফেসবুকে দিয়ে দেয়। আর অত্যন্ত গর্বের সাথে নীচে লিখে দেয় Feeling Ouch with Dunky.

অথচ এক সময় মানুষ খুব গুরুত্বের সাথে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোকে ডায়েরীতে লিখে রাখতো। আর এই ডায়েরী কেউ পড়লে খুব

নারায হ'ত। আজকাল মনের অতি গোপন কথা এবং অপদার্থের মত করে ফেলা নিজের অপকর্ম ও কু-কর্মকেও অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ফেসবুকে লিখে দিচ্ছে। আবার এসব কেউ না পড়লে বা মন্তব্য না করলে অসন্তুষ্ট হচ্ছে। ফেসবুক আসলে কি? কী তার পরিচয়? এর সঠিক পরিচয় দিতে গিয়ে আমি এটিকে **'ফাসাদবুক'** বলি।

কারণ এখানে চলছে পাতানো বোন, পাতানো ভাই, পাতানো মা। পাতানো বউও যে হচ্ছে না তা বলা মুশকিল। আর তাই দাম্পত্য জীবনের সকল নষ্টের মূলে এর হাত রয়েছে। তাছাড়া এর কারণে যুগ এখন এত বেশী পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, যাদের মাঝে সাপ ও নেউলে সম্পর্ক তাদের নামও এই বইয়ের ফ্রেন্ডলিস্টে থাকে। কোথায় যেন পড়ছিলাম কোনো একজন এর খুব সুন্দর এক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। আমিও বুঝি f লেখাটি একটি আইকন। এখানে প্রেস করার সাথে সাথেই আপনার চোখে পড়বে What's on your mind?

কি এক যাদুকরী কথা। কত আপন হয়ে আপনার মনের কথা জানতে চায়। অথচ কে কার মনের কথা জানতে চায়? কার এত সময় আছে? তাই আপনি নিজের কথা জানাতে চাইলেও অনেকে শুনতে চায় না। তবে এই বইটি জানতে চায়। আবার সেটি জেনে নিয়ে অন্যদেরকেও জানাতে চায়। যারা তার এই প্রশ্নটিকে ভালো করে না বুঝেই উত্তর দেয়ার জন্য রাত-দিন এক করে ফেলছে তাদের নৈতিক চরিত্র যে শূন্যের কোটায় গিয়ে পৌঁছেছে তা কাউকে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। তাদের ঐ জগতে একটু ঘুরে আসলেই টের পেয়ে যাবেন।

আমি মনে করি, তাদের পার্সোনালিটি বলতে কিছুই নেই। তারপরও তারা নিজেকে অনেক জনপ্রিয় এবং বিশাল এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী মনে করে বসে আছে। তাই যা করছে তা ক্যামেরা বন্দী করে এর হাওয়ালা করে দিচ্ছে। যা দেখছে তাই লাইক দিচ্ছে। সব কিছুতেই নিজেকে জড়াতে পারলেই মনে করে প্রযুক্তির জগতে আমি এ্যাক্টিভ। ছাত্র জীবনে এদের অনেকেই আবার ইসলামী আন্দোলনও করেছে। হয়ত এই কারণে কর্ম জীবনে এসে ইসলামী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীও পেয়েছে। কিন্তু এখন মনে করছে আমার যা খুশী তাই করা যাবে। আর আমি যাই করবো সবই বৈধ। সবই

ইসলামিক। আর তা না হলেও ইসলাম এবং শারী'য়াতে ইসলামের এখানে কথা বলার সুযোগ কোথায়?

নিজের জন্ম দিনের কেক কাটছে ছাত্রীর নামে বেগানা মেয়েদের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে তাকে শুধু মেয়েরাই পছন্দ করছে। মেয়েদের কাছেই সে প্রিয়। ছেলেদের কাছে নয়। আবার যেসব অপদার্থরা এসব গুনায় যুক্ত থাকতে পারেনি তাদেরকেও যুক্ত করার জন্য ফেসবুককে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে। অতঃপর অনুপস্থিতরাও ফেসবুককে কাজে লাগিয়ে বলতে শুরু করেছে 'Happy Birthday to You, Happy Birthday to You & May Allah bless you সহ আরো কত কী কামনা।

আমার বুঝে আসেনা আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে তার রাহ্‌মাত কিভাবে সম্ভব! যেখানে হারাম খেয়ে হারাম পরে এবং কাবীরাহ্‌ গুনাহে লিপ্ত থেকে বায়তুল্লাহর দরজা ধরে দো'য়া করলেও দো'য়া ক্বাবুল হবে না বলে শারী'য়াত জানিয়ে দিয়েছে সেখানে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে May Allah bless you বলার যৌক্তিকতা আমার বুঝে আসে না।

সত্যি বলতে কি, এই প্রযুক্তিটি মানুষের মাঝের হায়া-শরম শেষ করে দিয়েছে। রেডিও-টিভি যা করতে পারেনি এটি সেই অসমাপ্ত কাজটি করে মানব সমাজের লজ্জা শরমের দাফনের কাজটি সবার সম্মতিক্রমে সম্পন্ন করেছে। তাই এটিকে ব্যবহার করে নারী-পুরুষ নিজের বিবস্ত্র শরীরও অন্যকে দেখাচ্ছে। অথচ আগে কে কি করছে কার সাথে ঘুরছে সব কিছুই গোপন থাকতো। তখন এসব করাকে শুধু অপরাধ মনে করেনি, মা-বাবা এবং পাড়া-প্রতিবেশীর ভয়ে গোপনও রেখেছে। বর্তমানে কে কাকে কীভাবে ফাঁদে ফেলেছে, প্রথম কোথায় দেখেছে এবং দেখার পর হতে তাকে পাওয়ার জন্য কত রাত নির্ঘুম কেটেছে এমনকি পরিশেষে তার ছেঁড়া জুতাটিও তার কোন্‌ গালে পড়েছে সবই লিখে দিচ্ছে। আর তার পাপের কাহিনী পড়ছে তার মা-বাবা ও উপযুক্ত বোন-ভাবী। সমাজের আরো দশজন যুবক-যুবতী। তারাও এসব অশ্লীলতা শেখছে এবং একে অপরকে শোনিয়ে গোনাহের পাল্লা ভারি করছে।

অতঃপর তার মত বাদাইম্মাদের অসভ্য মন্তব্যও চাটনির মত কাজ করছে। অন্যদিকে যারা নিজেদেরকে ভদ্র ও শিক্ষিত ভাবে এবং সমাজের সম্মানী

ব্যক্তি বলেও মনে করে তারাও পিছিয়ে নেই। তারাও এমন কিছু স্ট্যাটাস দিয়ে নিজেকে এত নীচে নামিয়ে ফেলেছে যার গভীরতা বুঝতে পারলে সেখান হতে উঠে আসতে তাদের হাজার বছর লেগে যাবে। যেমন আমি অমুক ক্লাসের যাত্রী হয়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। বাথরুমে আমি আমার বউয়ের কাপড় ধুয়ে ছাদে নিয়ে শুকাতে দিচ্ছি। বোন-ভাবী, ভাগিনা-ভাগিনী, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হাসি-তামাশা ও ব্যঙ্গ করে ছবি উঠিয়ে সেটিকে আবার এই বইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলে এখন তুমি বিশ্বকে জানিয়ে দাও। আমি উদার, আমি আধুনিক।

বউয়ের সাথে হাজার ধরনের ছবি উঠিয়ে ফেসবুককে বলে দিলো তুমি পৃথিবীকে জানিয়ে দাও আমার বউয়ের মত বউ কারো নেই। পরিশেষে বিশ্ব বাজারের বে-হায়া আর বে-শরমদের কাছ থেকে জেনে আমার বউয়ের মূল্য জানাও। এ ধরনের গর্দভদেরকে দেখে আমার একটি গল্প মনে পড়েছে।

আপনি দেখবেন, যার কোনো দাম নেই সেই চিৎকার দিয়ে অন্যদেরকে বলবে আমি আইনের লোক। অতএব আমার সাথে কথা বলতে সাবধান! আমাকে চেন? আমি থানার ওসির নৌকার মাঝির শালা। এই প্রসঙ্গে যে ঘটনাটি মনে পড়ছে তাহলো সিলেটের ওবায়দুল্লাহ্ বিন সাঈদ বিন জালালাবাদী একটি বই লিখেছেন। তিনি তার বইয়ের নাম দিয়েছেন **'আমি রাজাকার আমি মুক্তিযোদ্ধা।'**

একবার আমার জ্যাঠাতো ভাই মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ (রাহি.) এর সাথে তার উপরোক্ত বই নিয়ে কথা হচ্ছিলো। তখন তিনি তাকে বললেন আপনার বইয়ের নামটি ঠিক হয়নি। নাম হওয়া উচিৎ ছিলো **'আমি রাজাকার আমি মুক্তিযোদ্ধা আমি মুনাফিক্ব।'** কারণ একটি মানুষ রাজাকার হলে সে আবার মুক্তিযোদ্ধা হয় কি করে? মুক্তিযোদ্ধা হলে আবার রাজাকার হয় কি করে?

তাই ফেসবুকে যারা এসব করছেন তাদেরকে আমি বলবো, আপনার বউ কিছুই নয়। ছকিনার মার কাইল্যনীকে বিয়ে করে এখন ক্যাটরিনা বলে সমাজের সাথে প্রতারণা করছেন। অতএব এসব না বলে বলুন, আমরা স্বামী-স্ত্রী বে-হায়া। আমরা নির্লজ্জ। আমরা পাপী। আমরা গোনাহগার। আমরা সাহসী, তাই দুন্ইয়া ও আখেরাত হারাতে আমরা প্রস্তুত। আর চোখ থাকতে আমরা অন্ধ।

বিয়ের বাজারের পাত্ররা তো Got marrige বলে আগে পরের সব জাতিকে জানাতে কৃপণতা দেখাতে রাজি নয়। কাকে বউ বানালো সে কী করতো। বিয়ের আসরে বসে তার দিকে কীভাবে তাকালো। বিয়ের রাতে কীভাবে কথা শুরু হলো। অতঃপর সেন্টমার্টিনে সাগরের পানিতে নেমে বউয়ের সাথে গোসল করার দৃশ্য কেন গোপন রাখবে। রেস্টুরেন্টে বউয়ের মুখে খাবার তুলে দেয়াসহ কক্সবাজারের ফোর স্টার হোটেলে নববধূকে নিয়ে হানিমুনের খবর না জানালে কেমন হয়? আর তাই এসব জাতিকে জানানোর জন্য সকালের অপেক্ষা করতে রাজি নয়। রাতেই ফেসবুকের হাতে তুলে দিচ্ছে স্বচিত্র প্রতিবেদন। **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিকা।**

স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসা, সিজারের মাধ্যমে সন্তানের জন্মসহ মা-শিশু দুইজনই সুস্থ থাকার সংবাদ দিয়ে পরবর্তী আক্বীকাহ্ ও সন্তানের বার্থডে উদযাপন নিয়ে নিজেদের মাঝে ঝগড়া পরিশেষে ডিভোর্সসহ আরো কতো কী? সব খবর এখানেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। নিজেদের প্রাইভেসি বলতে আর কিছুই বাদ রাখছে না। যখন যা খুশী তাই লিখে দিচ্ছে। দুন্ইয়া ও আখেরাতে লাভ ক্ষতি কী তা দেখার ও ভাবার কোনো প্রয়োজনও মনে করছে না। এই তফাৎ না বোঝার কারণে এদেরকে এখনো তাদের মা-বাবারা জরুরি কোনো কথা বলার সময় ঘর হতে বের করে দেয়। স্ত্রীরাও তাদেরকে কথায় কথায় বলে তুমি বুঝবে না। কী বুঝলেন?

ফেসবুকে যারা আজ দার্শনিক ও পন্ডিত পারিবারিক জীবনের তাদের এই পরিণতি। মানুষকে নিজের জীবনের সুখ বা দুঃখ জানিয়ে কী লাভ। এখানে নিজের পার্সন্যালেটি কী তাও বুঝতে পারে না। নিজের সব কিছু জানানো দরকার যার কিছু দেয়ার ও নেয়ার ক্ষমতা আছে তার কাছে। আর তিনি হলেন একমাত্র **আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা**।

অতএব নিজের মাঝে What's on your mind যদি তার কাছে জানানোর মানসিকতা সৃষ্টি হয়, তখনই বুঝতে হবে এই দুন্ইয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু একটা অর্জন হয়েছে। তাই বলছিলাম, যারা বিয়ে করা বউকে নিজের কথা শুনাতে পারে না, মা-বাবার কাছেও কোনো দাম নেই তারাই আবার অন্যদেরকে ইসলামের সবক শেখাতে চলে আসে।

এখানেই শেষ নয়, নিজের মতের বিরোধী হলে আলেমদেরকেও যা তা বলে নিজের পান্ডিত্য ও সততা জাহির করার অপচেষ্টা চালায়। তারা গরু খাওয়াকে ইসলাম মনে করে বসে থাকলেও মুখে দাঁড়ি রাখাকে সুন্নাত মনে করতে পারেনি। যারা পাঁচ ওয়াক্ত ফার্‌য সালাত আদায় করতে পারে না তারাই আবার চার বিয়ে করে সুন্নাত আদায়ের পরিকল্পনায় ব্যস্ত জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। মিলাদুন্নাবী, শবেবরাত বা মরা মানুষের মেযবানের গোশ্‌ত খাওয়া সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য শুনতেই এদের শরীরে জ্বালা-পোড়া শুরু হয়ে যায়।

বউকে বুঝাতে না পারলেও নিজে মহা পন্ডিত

সমাজে এখন কিছু পন্ডিতের আগমন ঘটেছে। এদের প্রথম কাজ হলো আলেমদের ভুল ধরা। এখানেই শেষ নয়; গাল-মন্দ করে মনের ক্ষোভ মেটাবে। আলেম-ওলামাসহ ইসলামকে গাল-মন্দ করে নিজেই এক মহাপন্ডিত সেজে বসেছে। অথচ নিজের বউকে ইসলাম বুঝাতে পারে না। পারপরও আলেমদেরকে ইসলাম বুঝাতে আসে। বাবার পয়সায় ভালো স্কুলে পড়ে অতঃপর কলেজ ডিঙ্গিয়ে ভার্সিটির আঙ্গিনা মাড়াতে পারলে মনে করে **হাম সে মন দীগরে নিস্ত**। পরিশেষে লন্ডনে গিয়ে তাদের অনেকেই Plagiarism এ ভরা Ph.D ডিগ্রী নিয়ে এসে অহংকারে যামীনে চলতে পারে না।

এমন পন্ডিতরা নিজ জীবনের ৩০/৩৫ বছর বাবার টাকা খরচ করে **'তারে নারে বন্ধুরে কুমড়া খেলো ইন্দুঁরে'** বলে গান গাইতে কাটিয়ে দিলো।

জীবনের কোনো এক বাঁকে যদি দ্বীন বুঝার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে তাহলে, তখন নিজেকে ইসলামিক স্কলার ভাবতে শুরু করে। অতঃপর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বসে **'আমরা ইউরোপে দেখে এসেছি'** আজ পশ্চিমারা সায়েন্স নিয়ে গবেষণা করে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

এ যুগে মানুষ শুধু চাঁদে পৌঁছে যায়নি; বরং সাগরের তলদেশেও পৌঁছে গিয়েছে। আর আমাদের মৌলভীরা এখনো হালাল-হারামের মাস্আলা পড়াতেই ব্যস্ত থেকে গেলো। এসব গর্দভরা এটিই বুঝলো না যে, ইসলামের মূল শিক্ষাই হলো হালাল-হারাম। যারা হালাল-হারাম বুঝেছে তারাই দুন্ইয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাবে বলে ইসলাম জানিয়ে দিয়েছে। তাই এদেরকে ধরে এনে জিজ্ঞেস করা উচিৎ তোমরা ত্রিশ বছর বাবার টাকাকে হারাম করে কোন্ রকেট বানিয়ে জাতিকে উপহার দিয়েছো? তাদের সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে আমরাও বলি, তারা বহু কিছু করে ফেলছে। গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর পূর্বে রিমোটের মাধ্যমে গাড়ির দরজা খুলে ফেলছে। শীত আসার আগে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করে ফেলছে। রাতে বাসায় ফেরার আগে সকালের নাশ্তার জন্য ডিম ও ব্রেড নিয়ে আসছে। সন্তানের জন্মের পূর্বেই তার জন্য জামা-কাপড় জোগাড় করে ফেলছে। বৃষ্টি আসার আগে ছাতার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। দূরে কোথাও যাওয়ার আগে গাড়ির চাকার বাতাস, পানি ও পেট্রোল চেক করে নিচ্ছে। অন্ধকারে যাওয়ার আগে টর্চের ব্যবস্থা করছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তারা কবরে যাওয়ার আগে কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারছে না। কেউ বললে বলে ভেবে দেখবো।

اک **دن مرنا ہے** آخر موت ہے.
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے.

'একদিন মরন আসবে, মরতেই হবে। তাই যা কিছু করার এখনই করে নাও।'

আল্লামাহ্ গালিব বলেছিলেন:

'একদিন মরনা হায়, কুচ 'আমল তো কর লে,
কাহাওয়াত হায় কেহ কেসী কে ঘর খালী হাত জায়া নাহী করতে।'

'একদিন মরতে হবে কিছু 'আমল তো করে নাও। কথিত আছে যে কারো বাসায় খালি হাতে যেতে নেই।'

এধরণের পন্ডতরা আলেমদের ওপর ইসলামের পন্ডিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। অথচ এদের একজনকে একবার এক শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে কী জান? সে খুব সরলভাবে উত্তর দিল স্যার তারা সবাই মারা গেছে।

অতঃপর শিক্ষক তাকে আরেকটি প্রশ্ন করলেন বলতো চাঁদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ না সূর্য? উত্তরে সে বললো, চাঁদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, কেন? ছাত্রটি বললো, স্যার! চাঁদ রাতে উঠে। তাই চাঁদের কারণে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আর সূর্য দিনে উঠে। দিনে তো এমনিতেই আলো আছে। তখন তার দরকার নেই। তাই চাঁদই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরাই এখন দিনমুজুরের মত ভাতাপ্রাপ্ত আলেমের কাছে দাবী করছে আলেমরা নাকি জাতিকে হালাল-হারামও শেখাবে এবং রকেটও বানিয়ে দেবে? শখ তো কম না। যেই আলেমের সমালোচনা করতে পারলে মনে করে কিছু একটা করতে পেরেছে। অথচ সেই আলেম রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দেড় হাজার বছর পূর্বের হাদীসের সনদসহ আজও মুখস্ত বলতে পারে। আলেমদের এমন যোগ্যতা নিয়ে তারা একবারও ভেবে দেখলো না। যারা দশ লাইনের জাতীয় সঙ্গীত মুখস্ত বলতে পারে না তারা আবার ত্রিশপারা ক্বোরআনের হাফেযের ভুল ধরার সাহস দেখায়! কতবড় বাহাদূর!!

কথায় কথায় বলে ওঠে **মোল্লার দৌড় মাসজিদ পর্যন্ত**। এটি বোঝে না যে, এখানে যাওয়ার জন্যই তো সে পুরো জীবন **ক্বালাল্লাহু ওয়া ক্বালার রাসূল** বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন এ কথাটি পড়েছে। আর অন্যরা পড়া-শোনা করেছিলো চাকরি করার জন্য পরিশেষে চাকুরী না পেয়ে বাবার মুদি দোকানে গিয়ে বসেছে। আলেম মাসজিদে দৌড় দেয়ার জন্যই পড়া-শোনা করেছে আর তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িতও হয়েছে।

এমন একজন একবার এক আলেমের কাছে গিয়ে দেখলো তিনি মাসজিদে বাচ্চাদেরকে নূরানী কা'য়েদাহ পড়াচ্ছেন। এটি দেখে সে বললো, মাওলানা পশ্চিমারা চাঁদে পৌঁছে গেছে। আর আপনারা এখনো বসে বসে বাচ্চাদেরকে নূরানী কা'য়েদাহ পড়াচ্ছেন। উক্ত আলেম তাকে বললেন, এখানে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? পশ্চিমারা মাখলুক বা Creation পর্যন্ত পৌঁছেছে আর আমরা Creater বা স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

হলো, আমাদের এবং পশ্চিমাদের মাঝে তুমিই একমাত্র নিঃস্ব ও দরিদ্র এবং বাদাইম্মা। তুমি না তাদের সাথে চাঁদে পৌঁছতে পারছ আর না আমাদের সাথে ক্বোরআন পড়তে পারছ? আবার আলেমদের নিয়ে বড় কথা।

অথচ দাম্পত্য জীবনে এরা বউয়ের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালায়। যেই বউ ইঁদুর দেখলে ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করে আসলেও কিন্তু তেলাপোকা আর টিকটিকি হতে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু স্বামীকেই নিতে হবে এটিও তাদের অধিকারের মধ্যে রেখে স্বামীকে বেকুফ বানিয়েছে। এমন এক নারীকে বিয়ে করে এখন নিজের কথা মানাতে পারছে না! ইসলামের অনুশাসন মানতে বাধ্য করানো তো দূর কী বাত। তারাই আবার এখন আলেমদেরকে ইসলাম বুঝাতে চলে আসে।

আদম-হাওয়ার দুন্ইয়ায় আগমনের কল্প-কাহিনী

মানুষ কথায় কথায় নিজের বক্তব্যে যৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য জান্নাত হতে আদম-হাওয়ার দুন্ইয়ায় আগমকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করে। নিজের ভূলের বৈধতা দেয়ার জন্য বলে উঠে আদম-হাওয়াও ভূল করেছেন। এই সম্পর্কে কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে সঠিক জ্ঞান না থাকায় আদম-হাওয়া সম্পর্কে মানুষের বানানো কল্প-কাহিনীতে জমে উঠে শিক্ষিত অশিক্ষিত আলোচনার আসর।

তবে আমরা এখানে বলতে চাই, যে যাই বলুক না কেন, নারী সম্পর্কীয় এসব কল্প-কাহিনীর কোনো সত্যতা নেই। এরপরও আপাতদৃষ্টিতে হাওয়া সম্পর্কে এসব কথার কোনো ভিত্তি না থাকলেও এমন প্রচার ও প্রপাগান্ডা পুরো নারী জাতির নৈতিক, সামাজিক এবং আইনগত মানহানি ঘটানোর পেছনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে।

আপনি যদি ভালো করে নিম্নের আয়াতটি পড়ে দেখেন, তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবেন হাওয়া সম্পর্কে এ ধরনের অমূলক এবং অসত্য কথাটির কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ আল্লাহ্ যখনই আদমকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখনই তিনি সৃষ্টির কারণ হিসেবে বলেছেন:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[18]

'যখন তোমার রব ফিরেশ্তাদেরকে বলেছিলেন আমি পৃথিবীতে একজন খালীফাহ -প্রতিনিধি- নিযুক্ত করতে চাই।'

অতএব, উপরোক্ত আয়াতটি ভালো করে পড়লে যে কেউ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ জান্নাতে খালীফাহ বানানোর কথা বলেননি। তিনি দুন্ইয়ায় তাঁর খালীফাহ বানানোর জন্যই আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জান্নাতে কেন রেখেছিলেন তা তিনিই ভালো জানেন। ইসলামের বিশেষজ্ঞদের মতে দুন্ইয়াতে আদম ও হাওয়ার আগমন শাস্তি হিসেবে নয়; বরং সম্মান বৃদ্ধির জন্যই হয়েছে। তাই আদমকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে জান্নাতে রেখে তিনি তাঁকে সব জিনিসের নামও শিখিয়ে দিয়েছেন। এ কথাটিকেও ক্বোরআন এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا﴾[19]

'অতঃপর আল্লাহ্ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন।'

এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, জমিনে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নাম জানা দরকার। তাই আদমকে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে পরিপূর্ণ প্রস্তুত করেই দুন্ইয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ জমিনে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে হলে জমিনের জিনিস সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ নিজেই তাকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখিয়ে খালীফার উপযুক্ত করেই দুন্ইয়াতে পাঠিয়েছেন। দুন্ইয়ায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে। তাই তারা এবং তাদের সন্তানরাও যেন বুঝতে পারে যে, তাদের মা-বাবা জান্নাত হতে বিতাড়িত হওয়ার পেছনে শায়ত্বান ভূমিকা রেখেছে।

১৮- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-৩০

১৯- সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-৩১

অতএব জান্নাতের রাস্তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আর শায়ত্বানের বিরোধিতার মাধ্যমেই উন্মুক্ত হয়ে থাকে। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে পরিষ্কার বলেছেন:

﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾[20]

'আদম তার রবের নাফরমানী করলো এবং সঠিক পথ থেকে সরে গেল।'

এই কাজটিও যে শায়ত্বানের প্ররোচনায় হয়েছে এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আদম ও হাওয়া (আ.) ইচ্ছে করে এমন কাজ করেননি। শায়ত্বান আদমকে আল্লাহ্র অবাধ্য বানানোর জন্য সব সময় সুযোগের সন্ধানে ছিলো। আগামীতেও বণি আদমকে আল্লাহ্র অবাধ্য করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। যেমনটি আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন। সুতরাং শুরু হতেই বিভিন্নভাবে সে আদমকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্ররোচিত করতে লাগলো। আল্লাহ্ তা ক্বোরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾[21]

'তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা পরস্পর থেকে গোপন রাখা হয়েছিলো, তাদের সামনে তা উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য শায়ত্বান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো। তাদেরকে বললো তোমাদের রব যে তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন তার পেছনে এছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, পাছে তোমরা ফিরেশ্তা হয়ে যাও, অথবা চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে পড়ো।

আর সে ক্বসম খেয়ে বললো, আমি তোমাদের যথার্থ কল্যাণকামী। এভাবে প্রতারণা করে সে দু'জনকে ধীরে ধীরে নিজের পথে নিয়ে এলো। অবশেষে

২০- সূরা ত্বোয়াহা, আয়াত নং-১২১

২১ -সূরাতুল আ'রাফ, আয়াত নং-২০

তারা যখন সেই গাছের ফল আস্বাদন করলেন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সমানে খুলে গেল, এবং তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলো জান্নাতের পাতা দিয়ে।
তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে, শায়ত্বান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'

উপরিউক্ত আয়াতটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এবং তাফসীরের পাতা উল্টালে পাঠকদের কাছে যে কয়কটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো। তার মধ্যে অন্যতম হলো লজ্জা-শরম। যার লজ্জা শরম নেই তার ঈমানও নেই। আমরা সামনে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি।

যৌন বিষয়ক দিক হলো মানুষের দুর্বল দিক

পূর্বের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত সূরাতুল আ'রাফের বিশ নম্বর আয়াতটি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা যা দেখে পাই তা হলো:

(ক) লজ্জা মানুষের অলংকার। তাই তারা নিজেদের বিশেষ স্থানগুলোকে অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে রেখে স্বাভাবিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটায়।

(খ) শায়ত্বান কখনো নারী স্বাধীনতা আবার কখনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে মানুষকে তাদের স্বভাবসুলভ সরলতা হতে সরিয়ে নেয়ার জন্য প্রথম দিনই নর-নারীর লজ্জা নামক দুর্গটিতে আঘাত করেছে।

এখানে উল্লেখ্য, প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণের জন্য যৌন বিষয়ক দিকটিই হলো মানুষের দুর্বল দিক। এটি নারী-পুরুষ সবার কাছে পরিষ্কার। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে এটি প্রতিনিয়ত প্রমাণিতও হচ্ছে। লজ্জা হলো মানুষের প্রকৃতিগত একটি দুর্গ। এটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে পারলে মানুষকে দিয়ে সব করানো যাবে। এটি শায়ত্বান ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। তাই

আজকের প্রতারকরা অর্থ হাতিয়ে নেয়ার জন্য কাউকে ধরে নিয়ে বিবস্ত্র করাকে তাদের প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। এভাবেই বর্তমান পৃথিবীতে আজও শায়ত্বানের সকল কর্মনীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রয়েছে।

মানুষরূপি শায়ত্বানের চেলারা এক এক সময় এক এক নামে মানব চরিত্রে আঘাত হানে। তারা হায়া-শরমের দুর্গটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চায়। কখনো সুন্দর সুন্দর শ্লোগান দিয়ে মানব মস্তিষ্কে এসব শায়ত্বানী পরিকল্পনার অনুপ্রবেশ ঘটায়। আবার কখনো আধুনিকতার নামে নারীকে বিবস্ত্র করার কল-কাঠি নাড়ে। আর নাচবে তুমি দেখবে বিশ্ব বলে নারীদের উলঙ্গপনাকে শায়ত্বান নারী উন্নয়ন ও প্রগতির নামে চালিয়ে দিচ্ছে। ফ্রি মাইন্ডের নামে যা খুশী তাই করছে। তেমনই শায়ত্বানের দুই চেলার একটি সংলাপ শুনুন।

একবার একটি ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে বললো, জানো! আমার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি দু'টি মূলনীতি অবলম্বন করেছি। একটি হলো, আমি কোনো অপরিচিত মেয়ের সাথে কখনো কথা বলি না। আর দ্বিতীয়টি হলো, আমি কোনো মেয়েকেই অপরিচিত মনে করি না। এটি শুনে মেয়েটি সাথে সাথে বলে উঠলো, তুমি খুব ভালো এবং চরিত্রবান ছেলে। তা আমি আমার অনেক বান্ধবী হতে আগেই জেনেছি। তবে তারা এমন চরিত্রবান ছেলের ছায়া হতেও পালায়। কি বুঝলেন? এরপরও কি শায়ত্বান এসে বলতে হবে এরাই আমার চেলা এবং আমি নই এরাই শায়ত্বান?

তাই বলছিলাম, শায়ত্বান শুধু পুরুষকে তার চেলা বানিয়েছে বিষয়টি এমন নয়; নারীও শায়ত্বানের ফাঁদে পা দিয়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। শায়ত্বানকে সহযোগিতার জন্য পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা যখন আনন্দের ঢেকুর তুলছে, ঠিক তখনই ধান্ধাবাজরা তাদের শরীরকে খামছে খাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে মা-বাবার সমানে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অতএব নারী যেখানে অধিকার পেয়েছে মনে করেছিল সেখানে তারা এখন সবই হারিয়েছে। লজ্জা শরমের চাদর ফেলে দিয়ে যা খুশি তা করার স্বপ্ন এখন তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অবস্থা বুঝার জন্য একটি ব্যাঙের গল্প শুনুন।

একটি ব্যাঙ একবার নিজের ভবিষ্যৎ জানার জন্য রাশির ফলাফল বলতে পারে এমন একটি কম্পিউটারের বাটন টিপ দিল। তখন স্ক্রিনে ভেসে উঠলো, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি সুন্দরী কুমারীর সাথে তোমার সাক্ষাত হবে। সেই মেয়েটি তোমার সব কিছু জানার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছে। আরো জানার জন্য অনেক টাকাও খরচ করবে।

ব্যাঙটি খুশিতে নেচে উঠে কম্পিউটারকে পুনরায় প্রশ্ন করলো, সাক্ষাত কখন এবং কোথায় হবে? কোনো বাগানে না কোনো কুয়ার ধারে? কোনো লেকের কিনারে না সাগর পাড়ে? কোনো পার্টিতে না ফাইভস্টার হোটেলে? খুব অস্থির হয়ে সে এটি জানতে চাচ্ছে। কম্পিউটার উত্তর দিয়ে বললো তার সাথে তোমার সাক্ষাত পার্কের নরম কোনো ঘাসের ওপর অথবা কোনো ঝর্ণা বা সুইমিং পুলের মধ্যে হবে না। তোমার সাক্ষাত হবে মেডিক্যাল কলেজের ল্যাবরেটরীর টেবিলে। বুঝলেন কিছু?

আমাদের নারী সমাজের সাথেও তাই হচ্ছে। পরিশেষে তারা বিষ খেয়ে দুন্ইয়া ছাড়ছে। আর সেই ধান্ধাবাজ পুরুষরাই মিডিয়ায় এসে মায়াকান্না জুড়ে দিয়ে নাটকের শেষ পর্বটিরও পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছে। এ ধরনের নারীদের সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলতে পারছি না। ভাষা হারিয়ে ফেলছি। তাদেরকে শুধু এটুকুই বলবো, ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি নিজের হাতের ছোট্ট একটি মোবাইল খুলতে না পারেন, তাহলে ভুল পথে গিয়ে কীভাবে নিজের অধিকার আদায়ের কথা ভাবতে পারেন? এই নিয়ে কখনো ভেবে দেখছেন কি? অতএব, যার যেখানে থাকার কথা সেখানে না থাকলে যা হওয়ার তাই হবে।

এ প্রসঙ্গে তাদেরকে ছোট্ট একটি পরামর্শ দিয়ে বলবো, সমাজে মা-বাবার মুখ কালো করার আগে নিজের হাতে কালির কলমটি উঠিয়ে নিয়ে নিজের হাতকে কালো করে নাও। অর্থাৎ শার'ঈ পদ্ধতিতে বিয়ের পিঁড়িতে বসে কালির কলম দিয়ে কাবিন নামায় দস্তখত করে নাও। তাহলে দুন্ইয়া ও আখেরাতে সুখে থাকতে পারবে। এটিই একমাত্র সঠিক পাসওয়ার্ড যা দিয়ে দুন্ইয়াতেও সুখের দাম্পত্য জীবনের রাস্তা উন্মুক্ত করা যাবে আর আখেরাতেও জান্নাতের দরজা খোলা যাবে। স্বামীর সত্তরটি হুরের নেত্রী হয়েও থাকা যাবে। আর এর বিপরীত হলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عن أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) [22]

'আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমার যদি লজ্জা শরম না থাকে তাহলে যা খুশি তা কর।'

(গ) স্বভাবসুলভ মানুষ কোনো অপকর্মকে গ্রহণ করে না। তাকে দিয়ে অপকর্ম করাতে হলে কল্যাণকামীর ছদ্মবেশেই আসতে হয়। শায়ত্বান এটি ভালো করেই জানে। তাই আজকের সমাজে গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড নামক কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে এসেই শায়ত্বান যেনা ব্যভিচারের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। যুব সমাজের রক্তের সাথে শায়ত্বানের মিশে যাওয়ার পথটি কেমন একটু দেখুন, অতঃপর ভাবুন।

ভার্সিটির একটি মেয়েকে দেখে একবার এক যুবকের খুব পছন্দ হলো। কিন্তু কথা বলার সাহস হলো না। এটি যখন তার বন্ধু অর্থাৎ শায়ত্বানে শায়ত্বানে খালাতো ভাইকে জানালো তখন সে তাকে বুদ্ধি দিয়ে বললো, মেয়েটির সামনে একশ টাকার একটি নোটে তোর মোবাইল নম্বর লিখে ফেলে দিয়ে বল, আপু নেন এটি আপনার টাকা পড়ে গিয়েছিলো। শায়ত্বান তাই করলো। যেমন কথা তেমন কাজ। কারণ নিজে তো কামায় না, কামায় তো তার বাপ।

তাই টাকার মধ্যে নিজের মোবাইল নম্বর লিখে মেয়েটির সামনে ফেলে দিয়ে বললো, আপু এটি আপনার টাকা। এই কথা বলতেই মেয়েটি টাকাটা নিয়ে ক্যান্টিনে গিয়ে burger and hotdog খেয়ে বাড়ি চলে গেল। এখন বার্গারওয়ালা প্রতিদিন ফোন করে জানতে চায় সেদিনের বার্গার কেমন ছিলো। আবার তার দোকানে বার্গার খেতে কবে আসবে তাও বারবার ফোন করে জানতে চায়। দেখলেন কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ালো? এক শায়ত্বানকে ভাগে পাওয়ার জন্য কত শায়ত্বান ফাঁদ বসিয়েছে। এরাই নাকি আবার জাতির ভবিষ্যৎ!

(ঘ) মানুষের মধ্যে চিরন্তন জীবন লাভের আশা কাজ করে। শায়ত্বান এটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাকে উন্নতির উচ্চ শেখরে পৌঁছে

22– فتح الباري شرح صحيح البخاري.

দেয়ার টোপ ফেলে। মানুষ যখন এটিকে সানন্দে লুফে নেয় তখন নীচে নামিয়ে এনে তার দুন্ইয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলে।

(ঙ) হাওয়ার প্ররোচনায় আদম গাছটির ফল খেয়েছিলেন বলে মানুষের মাঝের প্রচলিত ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে। ক্বোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী শায়ত্বান আদম-হাওয়া উভয়কেই ধোঁকা দিয়েছে। কোনো একজনকে নয়। আবার কেউ কারো কারণে প্রতারিতও হয়নি।

(চ) কোনো গাছ সম্পর্কে এমন ধারণা করার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণই নেই যে, এটি এমন একটি গাছ যার ফল খাওয়া মাত্রই আদম-হাওয়া বিবস্ত্র হয়ে গেলেন। বিষয়টি এমন নয়; বরং আল্লাহর নাফরমানী করার কারণেই এমন হয়েছিলো। যে আল্লাহ্ দয়া করে তাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রেখেছিলেন এখন তাঁর আদেশ অমান্য করার কারণেই তিনি নিজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তাদের ওপর হতে তুলে নিলেন। সুতরাং এখন তারা এটি প্রয়োজন মনে করলে নিজেরাই নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করুক। অতএব, যে যেভাবে থাকতে চায় থাকুক। এতে আল্লাহ্র কিছু আসে যায় না।

আল্লাহ চির দিনের জন্য একটি সত্যকে মানব জাতির কাছে স্পষ্ট করে দিলেন যে, আল্লাহ্র নাফরমানী করলে কোনো একদিন নাফরমানের আবরণ উন্মুক্ত হবেই হবে। বান্দা আল্লাহর সাহায্য ততদিন পর্যন্ত পাবে যতদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর আনুগত্য করবে। আনুগত্যহীন জীবন মূল্যহীন একটি জীবন। দুন্ইয়া ও আখেরাতে কোথাও কোনো মূল্য নেই। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এভাবে দো'য়া করতেন:

(اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ) [23]

'হে আল্লাহ! তোমার রাহমাতের আশা করছি। চোখের পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমাকে আমার নিজের ওপর ছেড়ে দিও না। তুমি আমার

---

[23]- أبو داود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، برقم 5090، وأحمد، برقم 20430، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 3/ 250،

সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও এবং আমার সকল কাজ সুন্দর করে দাও। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মা'আবুদ নেই।'

(ছ) এখানে শায়ত্বান আরো একটি কৌশল অবলম্বন করে বুঝাতে চেয়েছিলো যে, তার বিপরীতে মানুষকে আল্লাহ যেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন মূলত মানুষ সেই শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্য নয়। দৃশ্যত শায়ত্বান তার উদ্দেশ্যে সফল হলেও এখানে চুড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ নৈতিকতার দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র একটি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আর তাই শায়ত্বান নিজেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলেও মানুষ কখনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেনি; বরং আল্লাহ নিজেই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

(জ) শায়ত্বানের পথ আর মানুষের উপযোগী পথ দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা। তাই আল্লাহ এখানে মানুষের মনে এই শিক্ষাটিই বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, তোমরা যে পথে চলছো সেটি শায়ত্বানের পথ। অতএব আল্লাহ্‌র হিদায়াতের পরোয়া না করে শায়ত্বানকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়া শায়ত্বানী কর্মনীতির বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তোমাদের বাবা আদম এবং মা হাওয়া নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যেই পথ ধরেছিলেন তোমরাও সেই একই পথ ধর। তাহলেই তোমরা দুন্‌ইয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাবে। আর মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যেই আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাকে দো'য়াও শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে:

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [24]

'হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।'

এখানে একটি বিষয় খুবই প্রণিধানযোগ্য, তাহলো ক্বোরআনের উপরোক্ত আয়াতে আদম (আ.) এর নাফরমানীর কথা উল্লেখ করা হলেও কিন্তু হাওয়া (আ.) এককভাবে তাঁর রবের নাফরমানী করেছেন এমন কথা ক্বোরআন-হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। উপরোক্ত আয়াত সমুহেও উভয়ের কথা বলা হয়েছে। কোনো একজনের দোষ দেয়া হয়নি। তাই এককভাবে হাওয়া

২৪ - সূরাতুল আ'রাফ, আয়াত নং-২৩

বা আদম (আ.) কে দোষারোপ করা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজে যা প্রচলিত রয়েছে সবই মানুষের কল্পনাপ্রসুত বানানো কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এসব অনর্থক আলোচনার কোনো মূল্য নেই। একটু চিন্তা করলে দেখবেন, এতে আমাদের কোনো লাভও নেই। আমাদের কাজ হলো, আমরা মানুষ, আদম হতে আমাদের সৃষ্টি এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে এবং এই আক্বীদাহ নিয়ে মরতে হবে। বানর হতে সৃষ্টি এসব কথা কখনো বিশ্বাস করা যাবে না। অথচ আমাদের যা করণীয় তার কোনো খবর নেই আবার অনর্থক বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে এর পেছনে সময় নষ্ট করেই চলছি। ফার্‌য এবং সুন্নাহর খবর নেই। এটি না জানার কারণে কোনো লজ্জাও নেই। কিন্তু নিজেদের বানানো রুসূম ও রেওয়ায পালন করতে না পারলে এবং মিলাদুন্নাবীতে গরুর গোশ্‌ত এবং মরা মানুষের জন্য দেয়া মেযবান খেতে না পারলে মনে করি মুসলমানিত্বই চলে গেল। এখানেই শেষ নয়, যারা এসব করতে নিষেধ করবে তাদেরকে মুখে যা আসছে তা বলে নিজের ক্ষোভও প্রকাশ করছে।

অতএব নারী সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আমাদের অনেকেই এই বিষয়টি নিয়ে নারীকে বদনাম করার চেষ্টা করেন। এমন যারা করেন তারা অবশ্যই অন্যায় করেন। তাছাড়া নারী সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে ও গোত্রে অনেক কল্প-কাহিনী রয়েছে। মুসলমানদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে ইসলামে এসবের কোনো স্থান নেই। তাই ঈমানদারের জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা ঈমানের দাবী।

দাম্পত্য জীবনে
স্ত্রীর মর্যাদা

মুসলিম উম্মাহ নারী সম্পর্কীয় কোনো কল্প-কাহিনী বা তাদের তথাকথিত স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন নিয়ে কারো কোনো ব্যানারকে কখনো বিশ্বাস করতে পারে না। অনুরূপভাবে তারা নারী অধিকার নিয়ে কখনো অন্য কোনো ধর্মের অনুকরণও করতে পারে না। তাই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী স্বাধীনতার দাবীদারদের কোনো স্লোগানে তারা আত্মহারা হয়ে বাহ্ বাহ্ দিয়ে নিজের পরিচয়কে বিসর্জনও দিতে পারে না। কারণ বাস্তবতা হলো, সত্যিকারের মুসলমানের কাছে নারী সব সময় যেমন সম্মানিত ঠিক তেমনিভাবে ধান্ধাবাজদের কাছেই সব সময় বঞ্চিত-লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্যাতিত। কারণ, যারা নারী স্বাধীনতার কথা বলে তাদেরকে মাঠে-ঘাটে নামিয়েছে তারা এখনো নারীকে মানুষও ভাবতে পারেনি। অন্যদিকে ইসলামের আঙ্গিনায় নারী সব সময় সম্মানিত এবং তাদের অধিকার সেখানে ষোলআনা প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম ও শারী'য়াতে ইসলামে নারীর যে ইয্যাত-সম্মান এবং অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা অন্য কোনো ধর্ম-বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠী কখনো কল্পনাও করতে পারে না। তাই একবিংশ শতাব্দীতেও নারী সম্পর্কে এক এক ধর্ম এক এক বিশ্বাস লালন করে আসছে। যেমন:

- খ্রীস্টান ধর্মে নারীর গুণের চেয়ে পুরুষের দোষও অনেক ভালো।
- ইয়াহুদীরা মনে করে নারী নরকের দ্বার।
- গ্রীস ধর্মালম্বীরা মনে করে নারী শায়ত্বানের প্রতিনিধি।
- হিন্দু ধর্মে নারী মা-বাবার উত্তরাধিকার পাবে না।
- বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে সকল পাপের মূলে রয়েছে নারী।

এখন একটু ভেবে দেখুন, নারী সম্পর্কে এই সব শিক্ষা যদি ধর্মীয়ভাবে মানব সমাজ পেয়ে থাকে তাহলে নারী এমন সমাজে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার পাবে কীভাবে? কীভাবে সে প্রমাণ দিবে যে সেও মানুষ? কারণ, অন্যসব ধর্ম নারীকে শুধু শরীর মনে করেছে। ইসলাম এসে নারীর শরীরের মাঝে রূহও আছে মানব জাতিকে এটি বুঝতে শিখিয়েছে। তারপরও এসব ধর্মালম্বীরাই নাকি এখন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার হোতা! এসব দেখে শায়ত্বানও হাসে। এমন প্রতারণার ফাঁদ বসাতে শায়ত্বানও ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম ও শারী'য়াতে ইসলাম পৃথিবীকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে যে পয়গাম শুনিয়েছে তারা তা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

তাই বলছিলাম, নারী অধিকার নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার আগে ইসলামের দেয়া নারী অধিকারের সেই ঐতিহাসিক World charter টিও একটু দেখে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করুন, ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে পৃথিবীতে আকাশের নীচে জমিনের ওপরে কোনো জাতি-গোষ্ঠী, ধর্ম-সমাজ, সভ্যত-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-কালচার, এলাকা-অঞ্চল, পশ্চিমা সভ্যতা, প্রাচ্যসভ্যতা, উন্নত বিশ্ব ও অনুন্নত বিশ্ব কোনো বিশ্বই কি ইসলাম পূর্বে কখনো তা ভাবতে পেরেছে? তারা নারীকে শুধু ভোগের বস্তু বানানোর কলা-কৌশল খুঁজে বের করা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনি কখনো পারবেও না এটি হলফ করে বলা যেতে পারে।

আমাদের বক্তব্যে সন্দেহ হলে একটু পেছনে যান। তবে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না। মাত্র দেড়হাজার বছর পূর্বের ইতিহাসের পাতা উল্টান। সেখানে আমাদের দাবীর শতভাগ বাস্তবতা ও সত্যতা দেখতে পাবেন। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে সেখানে লেখা আছে, পৃথিবী যখন জাহেলিয়্যাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো, তখন কন্যা সন্তান জন্ম হলে সমাজের ভয়ে জন্মদাতা বাবার মুখ কালো হয়ে যেতো।

জাহেলী যুগের অবস্থা এতো ভয়াবহ ছিলো যে, ক্বোরআন সকল যুগের সকল মানুষের জন্য জাহেলী যুগের সেই ঘটনাটিকে এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾[25]

'এরা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে কন্যা সন্তান, **সুবহান আল্লাহ্**! এবং নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে তাদের কাছে যা কাঙ্খিত। যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে, কারণ এই দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে। ভাবতে থাকে, অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দিবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে?'

উপরিউক্ত আয়াত হতে বুঝা যাচ্ছে যে, জাহেলী যুগের লোকেরা কন্যা সন্তানকে কখনো মেনে নিতে পারতো না। তাই তাদেরকে জীবিত মাটি চাপা দেয়া হত। পবিত্র ক্বোরআনের অন্যত্র আমরা দেখতে পাই, যারা এমন করবে আল্লাহ এসম্পর্কে ক্বিয়ামাতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন। সেই প্রশ্নটিকে তিনি ক্বোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ﴾[26]

'যখন জীবিত পুঁতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?'

---

২৫ - সূরাতুল নাহাল, আয়াত নং- ৫৭- ৫৯

২৬- সূরাতুত তাকভীর, আয়াত নং-৮-৯

মনে রাখবেন, যারা পাষাণ হৃদয়ের মানুষ, তারা উপহার ও অনুদানের মূল্য কখনো বুঝতে পারে না। দূর্বল ঈমানের লোকেরা যখন তাদের ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, তখন তারা কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অথচ কন্যা সন্তান হলো মানব জীবনে আল্লাহর দেয়া একটি বড় নি'য়ামাত। এমন পরিস্থিতিতে তারা শুধু আল্লাহর নি'য়ামাতকে অস্বীকারই করে না; বরং এর বিপরীতে নিজেদের অসন্তোষও প্রকাশ করে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ ও দয়ার বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখায়। তারা শুধু নিজেদের অজ্ঞতা এবং মুর্খতার পরিচয় দেয়। অথচ বাস্তবতা হলো:

Daughters are not a tension. Daughters are equal to ten sons.

কন্যা সন্তান বাবার জন্য কখনো মানসিক চাপের কারণ হতে পারে না। এক কন্যা অনেক সময় তার বাবার দশটি ছেলের চেয়েও বেশি কাজে আসে। কারণ নারীকে আল্লাহ এমন এক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রয়োজনের সময় তারা বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের ভূমিকা রাখতে পারে। আবার বাবার অবর্তমানে সন্তানের পাশে দাঁড়িয়ে বাবার অভাবও পূরণ করতে পারে। আর বিয়ের পরে স্বামীর সংসারে এসে প্রথমেই জানিয়ে দেয় আমার জন্ম শুধু তোমার জন্য।

আমার কলিগ আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ড. হুমায়ুন কবির একবার আমাকে বললেন, বাসায় গ্যাস না থাকলে ইলেক্ট্রিক হিটার দিয়ে হলেও তার স্ত্রী ডাক্তার রিফাত কারনাইন (রুহি) শীতকালে অযু-গোসলের জন্য তাকে পানি গরম করে দেন। আমি যখন তার নাম শুনলাম তখন মনে মনে বললাম, মা-বাবা যেমন নাম রেখেছেন কাজও তেমন করে তিনি পরিবারের সম্মান রেখেছেন। কারণ রুহি অর্থ হলো আমার রূহ। তার স্বামী যখন তাকে রুহি বলে ডাকেন তখন তার অর্থ দাঁড়ায় আমার রূহ। তাই তিনি তার স্বামীর সুখান্বেষণে রূহ হয়ে ঠান্ডা পানিতে অযু করার কষ্ট অনুভব করেছেন বলেই গরম পানির ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া পেশায় তিনি একজন ডাক্তার। যারা রোগীর সেবা করার সময় তার দ্বীন-ধর্ম জিজ্ঞেস না করেই সেবা করতে পারেন, তারা তো স্বামী ও সন্তানের সেবা এমনই করবেন। এটি করে তিনি তার পেশারও ইয্যাত রেখেছেন।

উল্লেখ্য যে, তার স্ত্রী একজন বিজ্ঞ ডাক্তার। এছাড়াও এলাকার প্রতিষ্ঠিত সম্মানী এবং বিত্তবান পরিবারের সন্তান তিনি। দীর্ঘ পনের বছরের তাদের বর্তমান দাম্পত্য জীবন চলছে। তবে বর্তমান বলাতে কেউ সন্দেহ করবেন না। তাঁদের কারো অতীত কোনো সংসার ছিলো না। উভয়ে মা-বাবার হোটেলে খেয়েছেন। ভবিষৎ আল্লাহর হাতে। তবে তাদের এই দীর্ঘ জীবনে নিজেদের মাঝে কোনো দিন কোনো বিষয়ে মতবিরোধও হয়নি। তাই ভবিষৎ জীবনে অন্য কোনো কিছু হওয়ার রাস্তা কোনো ভাবেই উন্মুক্ত বলা যাবে না। মোটকথা একটি আদর্শ পরিবার।

তিনি আরো বললেন, সারাদিন বাইরে দশবার চা খেলেও বাসায় এসে স্ত্রীর হাতে চা না খেলে অতৃপ্ত থেকে যান। তাই বাসায় গিয়ে তার হাতের এককাপ চা খেলে মনে হয় দিনের বেলায় খাওয়া অন্য সব চায়ের ওপর এটি নেতৃত্ব দিচ্ছে।

সেদিন আমি ভার্সিটি হতে বাসায় এসে রাতে লেখার টেবিলে বসে আমার কন্ট্রোলারকে কাছে ডেকে তার কাছে চা না চেয়ে তাকে এই গল্পটি শুনালাম। বললাম জানো, ডাক্তার ভাবী খুব মজার চা বানাতে পারেন। তাই ভাবীর হাতে চা না খেলে নাকি হুমায়ুন ভাইয়ের ঘুমও আসে না। আমাকে এককাপ চা দাও সেটি আর তাকে বললাম না। চালাক সহধর্মিণী গল্প বলার উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম আমার টেবিলে তিনি চা নিয়ে এসে হাযির। এটি দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। আর বলে উঠলাম আমার এখন চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, আছে কেউ দাম্পত্য জীবনে আমার মত সুখী? তখন তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, তোমার হাতের চা না খেলে লেখার সকল দর্শন হারিয়ে ফেলি। উল্লেখ্য যে, আমি এভাবে এক এক সময় এক এক গল্প শুনিয়ে তার কাছ থেকে অনেক কিছুই আদায় করে নেই।

প্রফেসর ড. হুমায়ুন আরো বললেন, একদিন তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শুধু শুধু হিটার দিয়ে কষ্ট করে পানি গরম করার কী দরকার। তাছাড়া এটি ঝুঁকিপূর্ণও বটে। তুমি এটি আর করো না। ঠান্ডা পানি দিয়েই আমি সব করতে পারবো। বাবার মুখে এ কথাটি শুনে ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া ছোট্ট মেয়ে রাফিহা তার মাকে গোপনে বললো, আম্মু,

গ্যাস না থাকলে আব্বু আসার আগেই তুমি হিটার দিয়ে পানি গরম করে রেখে দিও। তখন আব্বু আর বুঝতে পারবেন না তুমি কী দিয়ে পানি গরম করেছো। **সুবহান আল্লাহ্!**

ছোট্ট মেয়ের অন্তরের মধ্যেও তিনি বাবার জন্য এমন ভালবাসা দিয়ে দিয়েছেন। তাই তো একজন পশ্চিমা দার্শনিক ও ইংরেজ সাহিত্যিক নারীর পরিচয় দিতে গিয়ে খুব চমৎকার লিখেছেন :

`Wives are young men's mistresses, companions for middle age, and old men's nurses' [27]

'স্ত্রীগণ যুবক স্বামীদের প্রেমিকা, মধ্য বয়সী স্বামীদের সঙ্গীনী এবং বৃদ্ধ স্বামীদের সেবিকা।'

স্বামীকে ধমক দিয়ে কথা বলবেন না

সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই, ৯৯% নারী নিজ স্বামীর সাথে নিত্য দিনের বুলি হলো আমি ছাড়া তোমার সাথে অন্য কোনো মেয়ে এক দিনও সংসার করতে পারবে না। অনেক নারী এমনও আছে যারা কথায় কথায় স্বামীকে ধমক দিয়ে বলে উঠে শুধু বাচ্চাদের দিকে চেয়ে তোমার সংসার করে যাচ্ছি, তা না হলে কবে আমি তোমার সংসার ছেড়ে মায়ের কাছে চলে যেতাম। এমনই এক স্ত্রী একবার নিজ স্বামীকে বললো, তোমাকে বিয়ে করে আমি আমার জীবনটাই বরবাদ করে ফেলেছি। কারণ, তোমার কাছে কোনো দিন কোনো ভালবাসা পেলাম না। এটি শুনে স্বামী তার পাঁচটি সন্তানের দিকে ইশারা করে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো তাহলে এদের সবাইকে আমি কি গুগুল হতে ডাউনলোড করেছি?

অতঃপর স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে স্বামীও বলে উঠে, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে তাই এখন চলে যাও। যাচ্ছ না কেন? তখন স্ত্রী বলে উঠলো তুমি ভাই খুব দুষ্ট লোক। এখন নাতি-নাতনিদের বিয়ে হওয়ার অপেক্ষায় আছি।

27-Francis Bacon. (1561–1626). Essays, Civil and Moral. The Harvard Classics. 1909–14.

তাদের বিয়ে দেখে চলে যাবো। আর কয়টা দিন থাকি। যারা এমন বলে তারা স্বামী ও সংসারকে কত ভালবাসে তা বোঝার আর বাকী থাকে না। তেমনই এক মহিলার স্বামী মারা গেল। স্বামীর মৃত্যুতে সে বিলাপ করে কান্নাকাটি করছে। দুপুরে বাচ্চাদের খাবারের জন্য ভাত নেই। তাই বড় মেয়েটি এসে ক্রন্দনরতা মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা রান্নার জন্য চাল কতটুকু দেব? তখন মা কান্নার মাঝেও বিলাপের সুরে বলে উঠলো **"আদ্দের দে, আদ্দের দে"** অর্থাৎ আধা সের রান্না কর। এখানেও স্ত্রী তার স্বামীর সন্তানদের মায়া ছাড়তে পারেনি।

আরেক মহিলার স্বামী মারা গেল। স্বামীর বিরহে মহিলা বিলাপ করে কান্নাকাটি করছে। বিলাপের ধরন ও ভাষা দেখুন, **হায় ধনিয়া পাতা! হায় কাঁচা মরিচ! হায় নতুন গোলআলু**! বার বার এসব বলছে আর মূর্ছা যাচ্ছে। যারা এই বিপদের সময় তাকে সান্তনা দিতে এসেছে তারা এসবের কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছে না। তাই একে অপরকে এসব বলার কারণ জিজ্ঞেস করছে আর নিজেরাই বলছে, এত বড় ধাক্কা সইতে না পেরে হয়ত সে পাগল হয়ে গেছে। অনেকে অনেক কিছু বলার পর জানা গেল, এসব কিছুই নয়।

এভাবে বিলাপ করার কারণ হলো, তার স্বামী দুপুরে বাজার হতে শীতকালীন কাঁচা মরিচ, ধনিয়াপাতা আর গোলআলু নিয়ে এসে তাকে বলছিলো, আমি গোসল করে আসি তুমি আলুভর্তা বানাও। ভর্তা আর ডাল দিয়ে আজ আমরা দু'জনে একসাথে গরম ভাত খাব। কিন্তু স্বামী পুকুরের ঘাটে গিয়ে সিড়িঁতে পড়ে মারা গেল। তাই আলু ভর্তা ও ডাল দিয়ে তার গরম ভাত আর খাওয়া হলো না। এ কারণেই স্ত্রী এসব বলে বিলাপ করছে। স্বামী যদি আলু ভর্তা আর ডাল দিয়ে গরম ভাত খেয়ে মারা যেত, তাহলে তার কোনো আফ্সোস থাকতো না।

তবে এখানে নারীদেরকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, মৃতের জন্য চিৎকার করে বিলাপ করে **'ও বোন্ রে..... বোন, আমি..... কেমনে তারে ছাড়া ..... থা....কবো.....রে'** এসব বলে কাপড়-চোপড় এবং মাথার চুল ছিঁড়ে বুক থাপড়িয়ে কান্না করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এসব করতে

নিষেধ করেছেন। মৃতের পরিবারের লোক জনের কান্নাকাটি করার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

তাই কেউ যদি চিৎকার করে কান্নাকাটি করার অসিয়াত করে যান তাহলে তিনি অবশ্যই গুনাহগার হবেন এবং কবরেও তার আযাব হবে । রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) [28]

'যে ব্যক্তি শোকাতুর হয়ে গাল চাপড়াতে থাকে, বুকের জামা ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে বেড়ায় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

অনুরূপভাবে কিছু কিছু পুরুষও আছে তারাও কিন্তু স্ত্রীর চেয়ে কোনো ভাবেই কম নয়। তারাও স্ত্রীকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে জানে। স্ত্রী ছাড়া কিছুই বুঝে না। যারা দূরে চাকরি করে তারা স্ত্রী অসুস্থ বলে বছরে কতবার ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে তা তারা নিজেরাও বলতে পারবে না। আপনি শুনলে হাসি রাখতে পারবেন না। এরা অনেক সময় স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বলেও স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার জন্য ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। এসব গোপন কথা শুধু অফিসের বসই জানেন।

একবার এক লোকের স্ত্রী নিজ স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো? স্বামী উত্তরে জানালো দিল্লির বাদশা শাহজাহান তার স্ত্রী মমতাজকে যেমন ভালোবাসতো ঠিক তেমনিভাবে আমিও তোমাকে ভালোবাসি। স্ত্রী খুশীতে নেচে উঠে বললো সত্যি? তা হলে আমার মৃত্যুর পর তুমিও কি আমার স্মরণে তাজমহল বানাবে? তখন স্বামী বললো আমি তো প্লট কিনেই রেখেছি শুধু তোমার পক্ষ হতেই দেরী হচ্ছে। কি বুঝলেন?

28- رواه البخاري، رقم الحديث: 1294.

ভদ্রলোকদের আঙিনায় স্ত্রীর মূল্যায়ন

এ প্রসঙ্গে কথা বললে অনেকেই আমাকে নারীবাদী বলে আখ্যায়িত করে। আমার বই বাসায় নিতে চায় না। কারণ আমার বউ পড়লে নাকি নারীরা চালাক হয়ে যাবে। তবে আমি মনে করি যে যাই বলুক না কেন আমি নর-নারীর দাম্পত্য জীবন সুন্দর দেখতে চাই। এটিই হলো আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। বউ পাগল স্বামীদেরকে ইতিহাসের দুই বউ পাগলের ঘটনা বলার লোভ সামলে রাখতে পারছি না। তাদের একজন হলেন বাদশা শাহ জাহান এবং অন্যজন হলেন King Edwerd. উভয়ে নিজ নিজ সময়ের সম্রাট ছিলেন। নিজ স্ত্রীকে তারা অত্যাধিক ভালোবাসতেন। মোটকথা স্ত্রী ছাড়া তারা কিছুই বুঝতেন না।

তবে দুঃখের বিষয় হলো, উভয়ের স্ত্রী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। বাদশা শাহ্ জাহান নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশের জন্য কোটি কোটি রুপি খরচ করে দিল্লী আগ্রায় স্ত্রীর কবরের ওপর তাজ মহল বা **'স্মৃতির খুঁড়া'** নির্মাণ করেছেন। আর King Edwerd অন্যদের স্ত্রীদেরকে

ক্যান্সার হতে বাঁচানোর জন্য University for medical research প্রতিষ্ঠা করে নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং মমতার চিরস্থায়ী প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এটিই হলো আমাদের মাঝে আর অন্যদের মাঝে পার্থক্য।

যারা বাসা নিয়ে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখেন তারা অফিসের কোনো অনুষ্ঠানে দেয়া নাস্তার প্যাকেটটিকে পরে খাব বলে স্ত্রীর জন্য গোপনে নিজের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখেন। বাসায় এসে নাশ্তার সেই প্যাকেটটিকে স্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। এ ধরনের বউ পাগলরা বিভিন্ন সময় অফিস হতে ছুটি নিয়ে আসে বাসায় কিছু পড়া-শোনা ও গবেষণার কাজ করবে অথবা অসমাপ্ত লেখাটির শেষ লাইনটি লিখে প্রেসে পাঠিয়ে দিবে বলে, কিন্তু না কিছুই হয় না। ছুটি নিয়ে বাসায় থেকে স্ত্রীকে কাছে পেয়ে কাঁথা আর বালিশ নিয়ে শুয়ে থাকার কাজটি ছাড়া আর কোনো কাজই করার মত খুঁজে পায় না। পুরো দিন স্ত্রীর পেছনে পেছনে এই রুম আর ঐ রুম ঘুরে বেড়ানোর কারণে উল্টো স্ত্রীও কোনো কাজ করতে পারে না। এমন বউ পাগল স্বামী যেই নারী পেয়েছে তার দাম্পত্য জীবন হলো স্বর্গীয় জীবন।

তেমনই এক বউ পাগলের কাহিনী পড়ুন। বউ পাগল হওয়ার পরও তারা অনেক কিছু করতে পেরেছেন শুধু স্ত্রীর কারণে। আর নিজের উন্নতির পেছনে স্ত্রীর অবদান প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন। কাহিনীটি তিনি নিজেই লিখেছেন এভাবে 'আজ আনুমানিক দুপুর একটা। আমি অফিসে ছিলাম। আহ্লিয়া অর্থাৎ আমার স্ত্রী আমাকে ফোন করে বললেন, আপনার মনে নেই, সাতাশ বছর পূর্বে এই দিনে এই সময়ে আমরা বিয়ের বন্ধনে বন্দী হয়েছিলাম। আমি উত্তরে বললাম, বইয়ের পাতা উল্টানো, আর কলমের শোঁ শোঁ আওয়ায, অফিসের ব্যস্ততা এবং রুজি রোজগারের চিন্তায় সব ভুলে গিয়েছি। এটি শুনে স্ত্রী হয়ত অভিমান করে ফোনের লাইনটি কেটে দিলেন।

তিনি লিখেছেন, বিয়ের সময় সর্ব সাকুল্যে আমার ইনকাম ছিলো মাত্র তিন হাজার রুপি। এক হাজার রুপি বাসা ভাড়ায় চলে যেতো। ছোট একটি ভাই ও বোন ছিলো। ভাইটি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। তার পড়ার খরচও আমাকে চালাতে হতো। এছাড়াও কিছু টাকা বাড়িতে আব্বার হাত খরচের জন্যও দেয়া হতো। এতসব ঝামেলার কারণে আমি চিন্তা করে

একটি বুদ্ধি বের করলাম। প্রতিমাসে বেতনের খামটি নিয়ে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলতাম, তোমার সংসার তুমি চালাও। যেভাবে খুশী সেভাবে খরচ করো। আমাকে এ ঝামেলায় জড়াবে না। আমার এমন আচরণে স্ত্রী বুঝতে পারলো যে, তার ওপর আমার পুরো বিশ্বাস রয়েছে।

মূলত এটি করে আমি সংসারের ঝামেলা মুক্ত থাকতে চেয়েছি। যাতে করে আমি আমার পড়া-শোনা ও লেখা-লেখিতে মনোযোগ দিতে পারি। রাত-দিন একনিষ্ঠভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারি। এটি করার কারণে এখন সংসার চালানোর জন্য তার কোনো হুকুম-আহকাম আমাকে শুনতে হবে না। এই টাকায় পুরো মাস চালানো এখন তার দায়িত্ব। আজ দাম্পত্য জীবনের সাতাশ বছর কেটে যাওয়ার পর এখন ভাবছি পুরো সংসারের দায়িত্ব আমার স্ত্রী সানন্দে কাঁধে তুলে নিয়ে আমার প্রতি এক বিশাল এহসান করেছে। যে এহসান কখনো ভুলবার নয়। কারণ আমার গবেষণার যত কাজ হয়েছে সবই বিয়ের পর হয়েছে। যত বইয়ের উপরে আমার নাম ছাপা হয়েছে সব বিয়ের পরেই হয়েছে। সত্য কথা হলো, আমার স্ত্রী যদি সংসারের পরিবেশ সুন্দর না রাখতো এবং আমার জীবনে শান্তি বজায় না রাখতো, সাব্‌র ও শুক্‌রসহ আল্লাহ্‌র সকল ফয়সালায় সন্তুষ্টির মাধ্যমে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি না দিতো, তাহলে আমার পক্ষে কোনো ভাবেই এসব গবেষণা করা সম্ভব হতো না।

আমার স্ত্রী প্রতি মাসের খরচের টাকা হতে অল্প কিছু অর্থ বাঁচিয়ে রাখতো। আশ্চের্যের বিষয় হলো, তাঁর এই জমানো টাকা দিয়ে আলীগড়ে একটি প্লট কেনা হলো। পাঁচ বছর পূর্বে সেখানে দু'টি রুমের একটি ঘরও নির্মাণ করা হলো। তাই স্ত্রীর এহেন উৎসর্গ ও বিচক্ষণতার কারণে আমার মনের গভীরে লালিত তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য দুই বছর পূর্বে আমি একটি ড্রামা করলাম। জ্বী হ্যাঁ, সেটিকে আমি ড্রামাই মনে করি। কারণ আমার স্ত্রী গত দুই দশক পর্যন্ত নিজের সকল প্রয়োজনকে সীমিত করে নিজের সকল বৈধ চাহিদার টুঁটি চেপে ধরার কারণে আলীগড়ের মত জায়গায় এই গৃহটি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। তা না হলে এটি কোনো ভাবেই সম্ভব হতো না। তাই সেটিকে আমি দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছর পুরো হওয়ায় আমার স্ত্রীকে গিফ্‌ট হিসেবে দিয়ে দিলাম। গিফ্‌ট দেয়ার সময় ফ্রেমবন্দি করে যে লেখাটি লিখে তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম তার শিরোনাম ছিলো:

বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্ত্রীকে 'তোহফায়ে মুহাব্বাত'

১৮ নভেম্বর ১৯৯০ ইং

প্রিয়তমা! এদিনটিকে আমি কি করে ভুলবো, এই দিনে তুমি আমার জীবনে বসন্তের ফুল হয়ে এসেছিলে। সাজিয়েছিলে আমার দাম্পত্য জীবনের বাগান। যে ফুলের একমাত্র ভ্রমর আমি। সেই ফুল আজও তেমন যেমন আমার বাগানে প্রথম ফুটেছিলে। সেই ফুলের ঘ্রাণ আজও সুমধুর ও চিত্তাকর্ষক। বাসর রাত্রীতে সেই নিষ্পাপ চেহারাটিকে **ওয়ারদাহ মাফতুহা** বানিয়ে আমার চোখের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রথম প্রকাশ ঘটিয়েছিলে তোমার কথা মনে পড়তেই সেটি আজও আমার চোখে ভাসে। তোমার সান্নিধ্যে গিয়ে এখনো সেই ফুলের রং ও স্বাদ অপরিবর্তিত দেখতে পাই। আজ সেই ফুলের সুরভীর পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো। দাম্পত্য জীবনের এই দীর্ঘ পথে কোনো এক সময়েও কখনো অভিযোগের একটি শব্দও তোমার মুখ হয়ে বের হয়নি।

এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তুমি খুশী এবং আনন্দের স্বর-মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছিলে আমার দাম্পত্য জীবনে। তোমার ছড়ানো সেই মাধুর্যতা আজও আমার জীবনে সজীবতা রজায় রেখে চলছে। তাই এখন চিন্তা করছি তোমার এই দীর্ঘ ভালবাসার প্রতিদানের জন্য এ উপলক্ষে তোমাকে কিছু **তোহ্ফা** দেব। অতএব এই **'দারুল ইসলাম'** কে **'তোহ্ফায়ে মুহাব্বাত'** হিসেবে তোমাকে পেশ করলাম। মাথাগুজে ঠাঁই নেয়ার জন্য এই ছোট ঝুপড়িটি যার নাম করণ করা হয়েছে আমাদের প্রিয় সন্তান নাজমুল ইসলামের নামে এবং ঐ ইসলামী সেন্টারের সাথেও যার সংযোগ রয়েছে যেখানে বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সৈয়্যদ আবুল আলা মুওদূদী (রাহি.) জামায়াতে ইসলামীর নামে ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদ রেখেছিলেন।

রাদ্বীউল ইসলাম নাদভী

১৮, নভেম্বর ২০১৫।'

তাই বলছিলাম, যারা ভদ্রলোক তারা স্ত্রীকে শুধু মূল্যায়ন করেন না; বরং তার জন্য নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে নিজের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। তবে সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে মুহাব্বাত লেন-দেনের নাম। আসলে বিষয়টি এমন নয়, মুহাব্বাত শুধু দেয়ার নাম। তাই স্ত্রীদেরকে ধৈর্য

ধরে নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর সংসার সাজিয়ে যেতে হবে। নিজেকে স্বামীর প্রশান্তির জন্য বিলিয়ে দিতে হবে আজীবন। এটি করতে পারলে একদিন এই বাগানে নিত্য নতুন ফুল ফুটবেই **ইন্ শা আল্লাহ্**।

একটি কথা মনে রাখতে হবে এবং ভালো করে বুঝতে হবে সকাল বেলা রেডিও টিভিতে যেসব মহিলারা আপনাকে ঘর সাজানোর পলিসি শেখায় তাদের অধিকাংশ নারী মুতাল্লাকাহ বা তালাক্বপ্রাপ্তা। স্বামী-সংসার বঞ্চিত। তাদের কোনো সংসার নেই। তাই তাদের কথাকে সিরিয়াস মনে করার কোনো কারণ নেই। আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরুন। শারী'য়াতের বাত্লানো মত ও পথকে দাম্পত্য জীবনের পথ ও পাথেয় মনে করুন। এখানেই মুক্তি নিহিত। অতএব, যে স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করবে সে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। আর যে করবে না তার দুন্ইয়াই হলো জান্নাত। তাই সব স্বামীই নিজ স্ত্রীর নামে নিজের সঞ্চিত অর্থ ও বাড়ি-ঘর লিখে দিবে না এটিও মনে রাখতে হবে।

আমি অনেকের সম্পর্কে জানি, তারা ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় স্ত্রীকে নমিনী রাখতেও রাজি নয়। লাখ লাখ টাকা এফডিআর করার সময় নিজের অপ্রাপ্ত বয়সের সন্তানকে নমিনী করবে তবুও স্ত্রীকে করবে না। কারণ তারা স্ত্রীকে অন্যের মেয়ে মনে করে, তাই তাকে কেন নিজের গচ্ছিত অর্থের নমিনী করবে? মাসিক বেতন এবং ঈদ উপলক্ষে বোনাস পাওয়ার খবর ৯০% স্বামী গোপন রাখে। তারপরও কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাঁকে স্বামীর সাথে স্ত্রীর গভীর ভালবাসা থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ তার মঙ্গলের জন্যই তাকে এমন পুরুষের স্ত্রী বানিয়েছেন। আল্লাহ যা করেন বান্দার ভালোর জন্যই করেন।

স্ত্রীকে বুঝতে হবে প্রত্যেক নারীর কাছে তার দাম্পত্য জীবনে স্বামী হলো একটি ঘন ছায়া। এই ছায়ায় তিনি ছাড়া আর কেউ আশ্রয় নিতে পারবে না। স্ত্রী যখন খুশী তখনই এখানে আশ্রয় নিতে পারে। স্ত্রী এই ছায়ার অভাব তখনই বুঝতে পারে যখন স্বামী দূরে কোথাও চলে যায়। যেসব স্ত্রীরা সব সময় স্বামীদের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে তাদের মনে রাখা উচিৎ, যার স্বামী আছে তার সব কিছু আছে। যার স্বামী নেই তার কিছুই নেই। মানব সমাজে সে অনেক অসহায় নারী। তাই স্বামীর মূল্যায়ন করা উচিৎ।

তবে এই জীবন কারো জন্য সহজ নয়। এটিকে সহজ বানাতে হয়। কখনো ভালোবাসার মাধ্যমে, আবার কখনো একনিষ্ঠতার মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় কথা হলো ধৈর্য-সহ্যের মাধ্যমে স্ত্রী দাম্পত্য জীবনকে স্বর্গীয় জীবনে পরিণত করে ফেলতে পারে।

এখানে একটি কথা মনে পড়ছে, আমার আব্বা জনাব আব্দুর রায্যাক মাষ্টার ২৭.১১.১৯৫৪ ইংরেজীতে মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনে নোয়াপুর বোর্ড স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ১৯৯৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। আমার মায়ের সহযোগিতায় এই টাকা দিয়ে সংসার চালিয়ে তিনি অনেক জায়গা-জমিও কিনেছেন। আমার আম্মা মেহের আফজুন বেগম ফেনীর ফুলগাজী থানার শ্রীপুর মজুমদার বাড়ির জনাব কফিল উদ্দীন মজুমদারের মেয়ে। শ্রীপুর মুজমদার বাড়ি ফেনীর উত্তরে তখনও এক নামে পরিচিত। বর্তমানেও এই পরিবারটি সারা বিশ্বে পরিচিত। কারণ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও এই বাড়ির সন্তান। এ কারণেই খালেদা জিয়ার আচরণে শালীনতা ও ভদ্রতা লক্ষণীয়। ফেনীর উত্তরে তারা ভদ্রলোক হিসেবে সর্ব মহলে পরিচিত।

পারিবারিকভাবে আমার আম্মা কখনো কোনো অভাব দেখেননি। নানার বড় ছেলে জনাব কামাল উদ্দীন মজুমদারের পর পরিবারের সবার বড় মেয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু আমার আব্বার সংসারে এসে তিনি অনেক কষ্ট করেছেন। আমার জন্মের পর পরই তিনি বাতে আক্রান্ত হয়ে চলা-ফেরায় মোটামুটি অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। সারাক্ষণ চেয়ারে বসে থাকতেন। কাজের মেয়েদের দিয়ে সংসারের রান্না-বান্নার কাজ করাতেন। তারপরও মনে-প্রাণে তিনি আমার আব্বার সহযোগিতা করেছেন। ১৯৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী শনিবার দুপুর একটায় আম্মা মারা গেলেন। আমি তখন ঢাকা লালবাগ জামেয়ার ছাত্র।

আমার আব্বা **আল্-হামদু লিল্লাহ্** এখনো জীবিত আছেন। তিনি সব সময় আমাদেরকে বলেন, তোমাদের আম্মা মজুমদার বংশের মেয়ে হওয়ার পরও জীবনে কখনো আমাকে না বলে আমার পঁচিশটি পয়সাও ধরেননি। অনেক অভাব অনটনে থাকার পরও কোনো দিন নিজের কষ্টের কথা মা-বাবা ও

ভাই-বোনকে জানাননি। ভাইয়েরা আসলে তাদেরকে অভাবের কথা বুঝতে দিতেন না। আমার নিজের কাছেও কোনো দিন কোনো কিছু না পাওয়ার অভিযোগ করেননি।

আম্মার এই একটি কারণেই আজও আমার আব্বার সম্মান আমাদের মামা-খালারাসহ মামাতো ভাই-বোনেদের মাঝে শুধু নয়; বরং নানার পুরো মজুমদার বংশে অনেক বেশি বলে আমরা মনে করি। আম্মার এইসব গুণের কথা বলে আমার আব্বা আজও কেঁদে ফেলেন। তিনি আমাদেরকে প্রায় সময় বলেন, যে পরিবারে এমন গুণাবলীর স্ত্রী থাকে সে পরিবারের প্রতি আল্লাহ রাহমাত ও বরকত দান করেন। আমার উন্নতির পেছনে তোমাদের মায়ের ভূমিকা অনেক বেশী। তার সহযোগিতা না থাকলে হয়ত আমি এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না।

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র বিশেষ রাহ্‌মাত এবং আমার মা-বাবার দো'য়ায় আমার সহধর্মিণী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভীও আমাকে না বলে আমার একটি টাকাও কোনো দিন এদিক সেদিক করেন না। ভাই-বোনদেরক দেয়া তো দূরের কথা। যাকাতের টাকা দেয়ার সময়ও আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে একটি টাকা দেন না। অথচ টাকা সব সময় তার সামনেই শুধু পড়ে থাকে না; বরং তার কাছেই থাকে। আমার পারমিশনও দেয়া আছে। তারপরও আমার অজান্তে তিনি একটি টাকাও খরচ করতে রাজি নন।

আজ বিয়ের তেইশ বছর চলছে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু না পাওয়ার কোনো অভিযোগ তার মুখে উচ্চারিত হয়নি। আর তাই এমন চরিত্রের নারীকে জীবন সঙ্গীনী পেয়ে আমি উপভোগ করছি এক স্বর্গীয় জীবন। যেই জীবনে কোনো অভাব নেই। তবে স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, পুরুষ এমন এক আজব প্রাণী প্রয়োজনের সময় মনে করে স্ত্রীই হলো তার অনেক কাছের। যার জন্মই হয়েছে শুধু তার জন্য। এমন এক হাসি দেবে যে হাসি জানান দেবে:

যেটুকু সময় তুমি থাকো কাছে,
মনে হয় এই দেহে প্রাণ আছে।
বাকীটি সময় যেন মরণ আমার,
হৃদয় জুড়ে নামে অথৈ আঁধার।

এমন ভাব দেখালেও এবং স্ত্রী সাথে থাকলেও কিন্তু রাস্তায় চলন্ত বে-পর্দা নারীদের সম্পর্কে ধারণা করা থেকে কখনো বিরত থাকে না। স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলার সাহস দেখাতে না পারলেও স্ত্রী তার মনের কথা বুঝতে পারে। স্বামীর সকল উত্থান পতনের টের স্ত্রী ঠিকই পেয়ে যায়। তাই স্ত্রীকে বলে দেখ, ঐ মেয়েটিকে কেমন খারাপ দেখাচ্ছে। এমন কথা বলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়।

ভবিষ্যৎ সাজানোর জন্য স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন

স্ত্রীকে দেয়ার সময় কখনো কৃপণতা করবেন না। নিজের সংসারের চাবি তার হাতে তুলে দিন। তাকে কখনো অন্যের মেয়ে মনে করবেন না। তাকে আপনার শারীকে হায়া ভাবুন। নিজের মনের মধ্যে তাকে স্থান দিন। সব সময় মনে করবেন যে, তাকে দিতে হবে এবং তার জন্য করতে হবে। এটি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্ত্রীর আড়ালে নিজ সন্তানদের জন্য খুব অর্থ জমা করুন, তাতে দোষের কিছু নেই। তবে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে করুন। আপনার ক্ষতির চেয়ে লাভ হবে বেশি। কারণ স্ত্রী আপনাকে পরামর্শ দিয়ে বলবে তাদের জন্য এত বেশি জমা করবেন না, সামান্য অসুখ হলেই তারা ডাক্তার না এনে উকিল নিয়ে হাজির হয়ে যাবে।

তাই নারীকে বলবো আপনার সাথে স্বামীর এসব আচরণ জানার পরও ধৈর্য হারাবেন না। মনে রাখবেন, রাগের সময়ে ধৈর্যের একটি মুহূর্ত আগামী দিনের হাজার বার লজ্জা পাওয়া থেকে আপনাকে বাঁচাবে। সাব্‌র এমন একটি সাওয়ারী, যে তার আরোহীকে কখনো ফেলে দেয় না। তাই সাব্‌রকারী স্ত্রী কখনো কারো পায়েও পড়ে না এবং কারো দৃষ্টি হতেও পড়ে না। স্বামীর সংসারে রাণী হয়ে থাকে আজীবন।

এ ধরনের নারীকে আরো বলবো, স্বামীর এমন আচরণে কখনো মন খারাপ করবেন না। তবে এটি শতভাগ সত্য, তার মেয়ের সাথেও এমন আচরণ হবে যেটি সে আজ আপনার সাথে করছে। আপনি সেটি দেখার অপেক্ষা করুন। অতএব স্বামীর কাছে কিছু না পেলেও কিন্তু এখানে আরো একটি

কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে, তাহলো দাম্পত্য জীবনে স্বামীর কাছে কী পেলেন বা পেলেন না সেটি বড় কথা নয়, বড় কথা হলো আপনি সমাজে একজন পুরুষের বউ উপাধি পেয়েছেন। তাই স্বামী গৃহের প্রত্যেক কাজের জন্য আপনি অবশ্যই সাওয়াব পাবেন।

রাসূল (স.) বলেছেন স্বামীর খেদমাত করলে স্ত্রী সাদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করলে যেমন সাওয়াব পাওয়া যায় ঠিক তেমনিভাবে স্বামীর খেদমাত করেও স্ত্রী সাওয়াব পাবেন। এমন কি স্বামীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করলেও সাওয়াব পাবেন। রাসূল (স.) বলেছেন:

(جابر بن عبد الله أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً، فأتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلى أَصْحَابِهِ، فَقالَ: إنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ في صُورَةِ شيطَانٍ، وَتُدْبِرُ في صُورَةِ شيطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فإنَّ ذلكَ يَرُدُّ ما في نَفْسِهِ. [وفي رواية]: لَمْ يَذْكُرْ: تُدْبِرُ في صُورَةِ شيطَانٍ) [29]

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তার স্ত্রী যায়নাব এর নিকট আসলেন। তিনি তখন তার একটি চামড়া পাকা করায় ব্যস্ত ছিলেন এবং রাসূল (স.) নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর বের হয়ে সাহাবীগণের নিকট এসে বললেন: নারীরা শায়তানের বেশে সামনে আসে এবং ফিরে যায় শায়তানের বেশে। অতএব তোমাদের কেউ কোনো নারী দেখতে পেলে সে যেন তার স্ত্রীর নিকট চলে যায়। কারণ তার মনের ভেতর যা রয়েছে তা দূর করে দেয়।' [৩০]

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, যারা এটি বুঝতে পারে তারা স্বামীর সব কিছুতেই নিঃস্বার্থভাবে খেয়াল রাখে। তাই আপনি খেয়াল রাখবেন না কেন? দেখুন না আপনার সম্পর্কে রাসূল (স.) কি বলেছেন?

(عن كَعْبِ بن عَجْرَة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُم بِرِجَالِكُم فِي الجَنَّةِ ؟! النَّبِي فِي الجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الجَنَّةِ، وَالمَوْلُودُ

29- **صحيح الجامع، الرقم: 1939 خلاصة حكم المحدث : صحيح**

৩০- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, স্বাহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং- ৩২৭৩, ইসলামিক সেন্টার, ৩২৭১

فِي الجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ المِصْرِ- لَاْ يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ- فِي الجَنَّةِ. أَلَاْ أُخبِرُكُم بِنِسَائِكُم فِي الجَنَّةِ ؟! كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ، إِذَا غَضِبَت أَو أُسِيءَ إِلَيهَا أَو غَضِبَ زَوجُهَا، قَالَت: هَذِه يَدِي فِي يَدِكَ، لَاْ أَكْتَحِلُ بِغُمضٍ حَتَّى تَرضَى) [31]

‘রাসূল (স.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে কারা জান্নাতে থাকবে আমি কি তা তোমাদেরকে বলবো না? (তখন তিনি বললেন) নাবী জান্নাতে থাকবেন। সিদ্দিক্ব জান্নাতে থাকবেন। শহীদ জান্নাতে থাকবেন। নবজাতক শিশু জান্নাতে থাকবে এবং এমন ব্যক্তি যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শহরের অন্য প্রান্তে গিয়ে নিজের ভাইকে দেখে আসে সে জান্নাতে থাকবে। (অতঃপর তিনি বললেন) তোমাদের নারীদের মধ্য হতে কারা জান্নাতে থাকবে আমি কি তা তোমাদেরকে বলবো না? (তখন তিনি বললেন) প্রত্যেক স্নেহপরায়ণ মা যিনি ঘন ঘন সন্তান জন্ম দেন তিনিও জান্নাতে থাকবেন। যখন তিনি রেগে যান বা তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয় অথবা তার স্বামী তার উপর রাগ করে, তখন তিনি স্বামীকে বলেন তোমার হাতে এটি আমার হাত। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবো না।’

তাই বুদ্ধিমান স্ত্রী অফিসে যাওয়ার সময় স্বামীর সবকিছু নেয়া হয়েছে কিনা যেমন খেয়াল রাখে, ঠিক তেমনিভাবে খেতে বসেও স্বামী সবকিছু হাতের কাছে পেয়েছে কিনা এবং ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাছেই বসে থাকে। তেমনই এক ভদ্রলোক খেতে বসে একবার স্ত্রীকে বললেন, তুমি কি যে রান্না কর আমার কিছুই বুঝে আসে না। লবন-মরিচ, পেয়াজ-তেল মনে হয় কিছুই দাওনি। আমার মনে হয়, শুধু মোবাইল নিয়ে সারাক্ষণ বসে থাক। মা-ভাবীর সাথে কথা বলাই তোমার কাজ। আমার সংসারের কী হচ্ছে আর কী করতে হবে কিছুই ভেবে দেখ না। বল, এভাবে সংসার চলে?

31- **أخرجها النسائي في الكبرى (361/5) والطبراني في الكبير (14/19) والأوسط (301/6) وقال الشيخ الألباني : إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، "السلسلة الصحيحة " (287، 3380)**

স্বামীর মুখে এসব অভিযোগ শুনে স্ত্রী বলে উঠলো, তুমি মোবাইল রেখে খাও। অনেক্ষণ হতে দেখছি টেবিলে রাখা পেয়ালায় হাত ধোয়া পানির মধ্যে ডুবিয়ে ডুবিয়ে রুটি খাচ্ছ। নিজে খেতে বসেও ফেসবুকে ব্যস্ত থেকেছো। কী খাচ্ছ আর কী খেতে হবে না তা দেখারও সময় নেই। উল্টো স্ত্রীকে বলছো আমার সংসার নিয়ে তোমার ভাবনা নেই। এ ধরনের দম্পতিদেরকে ফেসবুক যুদ্ধ করতেও শিখিয়েছে।

তেমনই একজন লোক একবার তার এক বন্ধুকে হাসপাতালে দেখতে গেল। তখন বন্ধুর অবস্থা খুবই খারাপ। এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বন্ধুটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, বন্ধু! তোর এতবড় দুর্ঘটনা কোথায় এবং কীভাবে ঘটলো? সে এক দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বললো, দোস্ত আর বলিস না। কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তোর ভাবী আমার ফেসবুকের পাস ওয়ার্ড জেনে গেছে। ব্যস এর পর আমি নিজেকে হাসপাতালে দেখেতে পেলাম। কি বুঝলেন?

এইসব ভাইদেরকে বলবো, স্ত্রীর ওপর সবসময় ভরসা রাখবেন। এখানেই প্রশান্তি লাভ হবে। ঘরের স্ত্রীই হলো দুন্ইয়াতে আপনার জান্নাতের হুর। ভালো মানুষের মেয়ে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে স্বামীর অপছন্দের কোনো কাজ কখনো করবে না। কারণ স্ত্রী ভালো করেই জানে ভরসা ছোট্ট একটি শব্দ। পড়তে এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। চিন্তা করতে এক মিনিট সময় লাগবে। বুঝতে একদিন লেগে যাবে। তবে এটি প্রমাণ করে দেখাতে গেলে নিজের পুরো জীবন লেগে যাবে। তাই এটি প্রমাণের জন্য নিজের পুরো জীবন ও যৌবন যেই নারী নিজ স্বামীর জন্য বিলিয়ে দিতে পারে সেই সত্যিকারের স্ত্রী হওয়ার স্বাদ পায়। তবে হ্যাঁ কিছু নারী আছে যারা স্বামীর মনের মাঝে নিজের জন্য রক্ষিত প্রেমের গভীরতা জানার জন্য সব সময় মান-আভিমান শুরু করে দেয়। রাগ-অনুরাগের মাধ্যমে স্বামীর ভালবাসা জানতে চায়। স্বামী তাকে কেমন ভালবাসে তা দাম্পত্য জীবনে হাজার বার পরীক্ষিত হলেও তবুও বার বার সেই ভালবাসার গভীরতায় ডুবে থাকতে স্ত্রীর কাছে ভালো লাগে।

এমন এক দম্পতি একবার রাতে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। স্বামী তার স্ত্রীকে বলছে, মনে কর আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে কখনো

দেখবো না। স্বামী আর কিছু বলার আগেই স্ত্রী হাসতে হাসতে খাট হতে নীচে পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলো। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করানোর পর যখন তার হুঁশ ফিরে আসলো, তখন স্বামী জিজ্ঞেস করলো তুমি হাসছিলে কেন? এখানে হাসার কী আছে?

স্ত্রী বললো আমি তো এমন কথা মনেও করতে পারছি না। তুমি পথে-ঘাটে অন্য কোনো নারীর দিকে কখনো তাকাবে না? এমন কথা আমি ভাবতেও পারছিলাম না। তাই তোমার **'মনে কর'** একথা শুনে আমি আর আমার হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

এই ধরনের স্ত্রীদের স্বামীরা নিজ স্ত্রীদের সন্দেহ হতে বাঁচার জন্য দাড়ি রেখে দেয়। নিয়মিত মাসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে শুরু করে। তারপরও স্ত্রীদের সন্দেহ দূর হয় না; রবং আরো বেড়ে যায়। স্বামীর মাঝে এমন পরিবর্তন দেখে তখন তারা তাদের বান্ধবী ও প্রতিবেশী ভাবীদেরকে বলতে শুরু করে, বলেন ভাবী কোথায় যাবো? আর কাকে বিশ্বাস করবো? যার জন্য নিজের জীবন ও যৌবন বিলিয়ে দিচ্ছি তার অবস্থা জানেন?

আপনার ভাই এখন আমাকে বাদ দিয়ে হুরের চক্করে পড়েছে। আমাকে সময় না দিয়ে সারাক্ষণ মাসজিদে গিয়ে পড়ে থাকে। কি বুঝলেন? তাই বলছিলাম, স্বামীরা বাসায় বসে থাকলেও স্ত্রীরা সন্দেহ করে, ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ালেও সন্দেহ করে। বাসায় থাকলে বলে সারাক্ষণ বিরক্ত কর। আর মাসজিদে থাকলে বলে যাও, হুরের চক্করে পড়ে থাকো। বাসায় আসার দরকার কি?

একবার এক মাসজিদের ইমাম মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়ে বললেন আপনারা আজ বাসায় গিয়ে স্ত্রীদেরকে বলবেন, যার স্ত্রী সালাতুল ফাজরের জন্য তার স্বামীকে ঘুম হতে জাগিয়ে তুলবে না মাসজিদ কমিটি তার দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য পুরো খরচ বহন করবে। ইমাম সাহেবের এমন ঘোষণার পর সেই রাত শেষে সবার বাসায় পানির সংকট দেখা দিলো। বাসা হতে বের হওয়ার সময় স্ত্রী বললো, ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে আমার সালাম দিয়ে আসবে। পরিশেষে সালাতুল ফাজরের সময় জুমার সালাতের মত মাসজিদে নামাযীদের ভীড় লেগে গেল। অনেকে জায়গার অভাবে প্রথম

জামায়াতে সালাত আদায় করতে না পেরে বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদেরকে দ্বিতীয় জামায়াত করতে হয়েছে।

আমাদের সমাজের নারীরা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে খুব বেশি অপছন্দ করে। কোনো ভাবেই এটি মেনে নিতে পারে না। এক লোকের স্ত্রী খুবই দ্বীনদার ছিলো। তাই স্বামী সন্তানকে শারী'য়াতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে সাহায্য করে। একবার সালাতুল ফাজরের জন্য স্বামীকে ঘুম হতে জাগালো। কিন্তু স্বামী গভীর ঘুম এবং ক্লান্তির কারণে উঠতে পারছে না। বার বার জাগানোর পর স্বামী বলে উঠলো, তুমি হৈ চৈ করো না, আমি সালাত ফাজ্‌র ক্বাযা আদায় করে নেব। উত্তরে স্ত্রী তাকে বললো, তুমি জানো না, শারী'য়াতে ক্বাযা বলতে কিছু নেই। তাই সালাতের ক্বাযা আদায় করলে হবে না।

স্ত্রীর মুখে এটি শুনে স্বামী বলে উঠলো, যে শারী'য়াতে ক্বাযা বলতে কিছু নেই সেই শারী'য়াতেই কিন্তু পুরুষের চারটি বিয়ের কথা বলা আছে। আর কিছু বললো না। তবে এটি শোনা মাত্র স্ত্রী বলে উঠলো, ওহ্ আমার জান! ওহ্ আমার পাগল! মনে হচ্ছে তুমি আজ খুবই ক্লান্ত। উঠতে পারছো না। তাহলে ঘুমিয়ে যাও **আল্লাহ্ গাফুরুর রাহীম**। তিনি তার বান্দাকে মাফ করবেন।

অথচ এ যুগের নারীরা নিজেরা যে জান্নাতের হুর নয়, তাদের ওপর যে কারো দৃষ্টি পড়ছে না বিষয়টি এমন নয়, **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বী বা** আল্লাহ্ যাকে তার রাহ্‌মাতে বাঁচিয়েছেন তিনি ছাড়া। তারপরও কিন্তু তারা নিজেদেরকে হিন্দুদের তুলসী পাতা মনে করে বসে আছে।

তেমনই একটি মেয়ে তার বান্ধবীকে একবার বললো আর বলিস না আজকাল ছেলেদের ওপর বিশ্বাস করা যায় না। তাই আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে ছেড়ে দিয়েছি। এটি শুনে বান্ধবী বললো, কেন? সে কি এখন তোকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে? বান্ধবী উত্তর দিয়ে বললো আরে না। সে আমাকে গতকাল অন্য একটি ছেলের সাথে ভার্সিটিতে ঘুরতে দেখে ফেলেছে। অথচ আমাকে জানিয়ে ছিলো তিন দিনের জন্য সে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে। ধোকাবাজ গ্রামের বাড়ি না গিয়ে সারা দিন আমাকে পাহারা দিয়েছে। আমি তার হাতে ধরা খেয়ে গেলাম। বল

এখন কী করি? কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। এটি কারো বানানো কাহিনী নয়। আজকের সমাজের বাস্তবতা। যার কারণে হত্যার মত ঘটনাও ঘটছে প্রতিনিয়ত। পত্রিকার পাতা উল্টালেই সত্যতা খুঁজে পাবেন।

একবার এক ভদ্রলোকের মেয়ে ভার্সিটি হতে বাসায় এসেই হৈ চৈ শুরু করে দিলো। তার চিৎকারে মা-বাবা দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, মা কী হয়েছে? রাস্তায় কোনো সমস্যা হয়েছে? অতঃপর মেয়েটি বাবাকে জানালো বাবা, একটি ছেলে আমাকে গত দুই মাস হতে প্রতিদিন খুব বিরক্ত করছে। এটি বলেই মেয়েটি নিজের চোখের পানি ছেড়ে দিলো। বাবা মেয়ের কান্না দেখে বললেন, মা তুই কান্না করিস না। আজকাল ছেলেরা অসভ্য হয়ে গেছে। তাদের লজ্জা শরম বলতে কিছুই নেই। আমি এখনই ঐ ছেলেকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে জেলের ভাত খাওয়াবো।

এটি শোনে মেয়েটি তার বাবাকে বললো, না বাবা! এমন করো না। আমি তার চেয়েও কঠিন শাস্তি দেব। বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেটি কী? মেয়ে বললো, বাবা ওর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও। অতঃপর বাবা মুসকি হাসি দিয়ে বলে উঠলেন, মা তুই তো দেখি প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে তোর মায়ের মত হয়েছিস। কি বুঝলেন? তার মা-বাবার বিয়ের কাহিনী আমার কলমে আর আসছে না। গবেষণা করুন বুঝতে পারবেন। এবার বুঝুন, বর্তমান সমাজে শুধু ছেলেরা অসভ্য হয়নি; বরং মা-বাবা-মেয়ে-ছেলে সবাই আজ ফ্রী মাইন্ডের নামে নিজেদের আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিয়েছে।

তাই বলছিলাম, ছেলেরা যদি নিজেদের দৃষ্টির মধ্যে এবং মেয়েরা নিজেদের ড্রেসের মাঝে লজ্জাকে স্থান দিয়ে দেয়, তাহলে ঘুণে ধরা আজকের এই সমাজ মুহূর্তের মধ্যে দ্বীনদার এবং আল্লাহ ভীরুদের সমাজে পরিণত হবে। পরিণতিতে সমাজে মেয়েদের ইয্যাত যেমন রক্ষা হবে ঠিক তেমনিভাবে ছেলেদের নৈতিকতাও বৃদ্ধি পাবে। আর উভয়ে দুন্ইয়া ও আখেরাতের শাস্তি হতে মুক্তি পাবে।

তাই আমাদের মনে রাখা উচিৎ, নারী-পুরুষের মাঝে সবচেয়ে সুন্দর এবং কাঙ্খিত সম্পর্ক হলো বিয়ের সম্পর্ক। বিয়ে এমন একটি ঢাল যেটি স্বামী-স্ত্রীকে অনেক গোনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখে। এটি এমন একটি সম্পর্ক যা

আল্লাহ্‌র কাছে খুব প্রিয়। আর তাই আল্লাহ্ জান্নাতে নর-নারীর মাঝে সর্ব প্রথম এই সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

একলোক গাড়ি চালিয়ে গভীর রাতে ভুল করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঢুকে পড়লো। চেকপোষ্টের সৈনিকরা গভীর রাতে নিষিদ্ধ এলাকায় পাবলিক গাড়ি দেখে গুলি করার জন্য প্রস্তুতি নিল। লোকটি তাড়াতাড়ি গাড়ি হতে বের হয়ে দু'হাত উপরে তুলে ধরলো। একজন সৈনিক গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো। অতঃপর চীফ অফিসার এসে তাকে বললেন, এখানে পাবলিক গাড়ির প্রবেশ নিষেধ। এটি কি তুমি জানো না? সে নিজের ভুল স্বীকার করে নিল। অফিসারটি তাকে আরো বললেন, আগামীতে এমন হলে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

তবে আজ পুরো রাত তোমাকে আমাদের জেলে আটকে রেখে সকালে ছেড়ে দেয়া হবে। পরের দিন সকালে ছাড়া পেয়ে লোকটি সাথে সাথে বাসায় চলে গেলো। রাতের ঘটনা স্ত্রীকে জানিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে বললো। কিন্তু মৃত্যুর মুখ হতে স্বামীর বেঁচে আসার ঘটনা জানার পরও স্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারছে না। লোকটি স্ত্রীকে কোনো ভাবেই বুঝাতে পারলো না যে, তার দ্বিতীয় কোনো বউ নেই।

পরের রাতে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে আবারও লোকটি উক্ত এলাকায় গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়লো। সৈন্যরা আবারও তাকে গুলি করার জন্য অস্ত্র হাতে নিল। সে দ্রুত গাড়ি হতে বের হয়ে দু'হাত উপরে উঠিয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, স্যার আমার মৃত্যুর কোনো ভয় নেই। আমাকে আপনারা মেরে ফেলুন। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত। তবে তার আগে গাড়ির সামনের সীটে বসা মহিলাটিকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জানিয়ে দিন যে, গতরাতে আমি আপনাদের হাতে বন্দী ছিলাম। অন্য কোনো নারীর কাছে আমি ছিলাম না। আমার দ্বিতীয় কোনো স্ত্রী নেই।

তেমনি এক লোকের স্ত্রী বিয়ের কয়েক বছর পর মনে করলো, আমি যদি এখন আমার স্বামীকে রেখে চলে যাই তাহলে তার কী হবে একটু দেখা দরকার। কারণ বিয়ের পর হতে লক্ষ্য করছি সে আমাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। অতএব এখন তার পরীক্ষা নেয়া উচিৎ। যখনই এমন চিন্তা মাথায় আসলো তখনই এটি বাস্তবায়নের রাস্তা খুঁজে বের করে নিল।

অতঃপর একটি কাগজ নিয়ে সেখানে লিখলো, আমি এখন আর তোমার সংসারে থাকতে পারবো না। তোমার সংসারের জন্য অনেক করেছি এবং তোমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছি এখন ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছি। তাই তোমার সংসার ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছি। আর কখনো আসবো না।

এসব কথা লিখে সেটিকে টেবিলের উপর রেখে দিলো। অফিস হতে স্বামীর যখন বাসায় আসার সময় হলো তখন তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য খাটের নীচে গিয়ে লুকিয়ে থাকলো। স্বামী যথারীতি বাসায় আসলো এবং টেবিলের উপর কাগজটি দেখতে পেয়ে সেখানে যা লেখা রয়েছে তা খুব ভালো করে পড়লো। কিছুক্ষণ চুপ থেকে এরপর ঐ কাগজে সেও কিছু লিখলো এবং খুশীতে নাচতে লাগলো। অনেকক্ষণ রুমের মধ্যে নাচানাচি করলো। ড্রেস পাল্টিয়ে অন্য একজনের সাথে মোবাইলে কিছু কথা বললো। তাকে জানালো আজ আমার আনন্দের দিন। আমি আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ আমার অপদার্থ স্ত্রী এতদিন পর বুঝতে পারছে যে, সে কোনো ভাবেই আমার উপযুক্ত ছিলো না। আমাকে কখনো সন্তুষ্ট করতে পারছে না এটি তার বুঝে এসেছে।

তাই সে চিরদিনের জন্য আমার বাসা ছেড়ে চলে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছে। আমি আজ স্বাধীন। তোমার সাথে দেখা করার জন্য এখনই আসছি। তুমি সেজেগুজে এসে আমার বাসার সামনের পার্কে অপেক্ষা কর। আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে একসাথে লাঞ্চ সারবো। এরপর ঘুরতে বের হবো। আজই তোমাকে আমার বাসায় নিয়ে আসবো। সারা রাত দু'জনে আনন্দ ফুর্তি করে কাটাবো। কাল অফিসেও যাবো না।

মোবাইলে এসব কথা বলে স্বামী ঘর হতে বাইরে চলে গেল। ক্রন্দররত অবস্থায় স্ত্রী তাড়াতাড়ি খাটের নীচ হতে বের হয়ে আসলো। কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের উপর রাখা কাগজটি উঠালো। অতঃপর পড়তে লাগলো সেখানে স্বামী লিখেছে খাটের নীচ হতে তোমার পা দেখা যাচ্ছে। পার্কের কাছের দোকান হতে ব্রেড নিয়ে আসছি।

ততক্ষণে তুমি চা বানিয়ে ফেল। সালাতুল আস্‌র আদায় করে চা খেয়ে দু'জন ঘুরতে যাবো। রাতে তোমাদের বাসায় গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে

দেখা করে সেখানে খেয়ে তারপর বাসায় ফিরবো **ইন্ শা আল্লাহ্**। অফিস হতে প্রতিদিন বাসায় এসে তোমাকে পেয়ে আমার জীবনে খুশির বন্যা বয়ে যায়। যার অর্ধেক তোমাকে উত্যক্ত করে উপভোগ করি, আর বাকি অর্ধেক তোমাকে কাছে পেয়ে আপন করে নিয়ে পূরণ করি। অর্থাৎ অর্ধেক তোমাকে কষ্ট দিয়ে আর অর্ধেক তোমার অভিমান ভাঙিয়ে।

স্ত্রী আপনার সিংহাসনের রাণী দাসী নয়

যারা একজন নারীকে বিয়ে করে নিজের জীবন সিংহাসনের রাণী বানিয়ে রাখতে চায়, তারা নারীকে ভোগের বস্তু মনে না করে তাকে আল্লাহ্‌র আমানাত মনে করে। এরাই সত্যিকারের স্ত্রীর প্রেমিক। এরাই দাম্পত্য জীবন সাজাতে জানে। এমন পুরুষই হলো নারীর অহংকার। একজন নারী তার জীবনের উষালগ্ন হতে এমন পুরুষকে স্বামী বানিয়ে তার বাহুতে আশ্রয় নিয়ে নিজের জীবন কাটিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখে। কারণ একজন নারীর এরাই হলো আসল অভিভাবক।

তাই নারী সারাক্ষণ এমন পুরুষের ছবি নিজ কল্পনায় আঁকে। পত্রিকায় প্রকাশিত এমন পুরুষের পাত্রী চাই বিজ্ঞপ্তিটিও দেখুন। অতঃপর আমাদের দেশের দৈনিক প্রত্রিকায় প্রকাশিত পাত্রী চাই বিজ্ঞপ্তি এবং নিজের অন্তরে লুকায়িত বিয়ের পাত্রী সম্পর্কীয় Requirements বা চাহিদাটির সাথেও একটু মিলিয়ে দেখুন। তখন অবশ্যই ব্যবধানটি খুঁজে পেতে কারো কোনো সমস্যা হবে না।

বর্তমান সমাজের বিয়ের বাজারের বল্টু নামের এক রাজপুত্রের চাহিদা কী ছিলো এবং কী পেয়েছে দেখুন। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করলেন। একদিন অবিবাহিত যুবকদেরকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, আমার বয়স

যখন তেইশ বছর তখন নিজ ডায়েরীতে আমার স্বপ্নের নারীর চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য লিখে রাখলাম।

সেখানে আরো লিখলাম, যে মেয়ের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে তাকেই আমি বিয়ে করবো। অর্থাৎ এসব বৈশিষ্ট্য আমার স্ত্রীর মধ্যে থাকতেই হবে। এমন নারীকে খুঁজতে লাগলাম। সময় দ্রুত চলে যেতে লাগলো, কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্যের কোনো নারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই প্রতি বছর সেখান হতে দুই চারটি করে বাদ দিতে লাগলাম। এবার মা-বাবাকে বলতে লাগলাম এটি না হলেও চলবে। ঐটি না হলেও চলবে। বিয়ে করে ফেলবো।

পরিশেষে আমার বয়স যখন চল্লিশ হয়ে গেলো, তখন আমার সেই ডায়েরীতে শুধু নারীর একটি বৈশিষ্ট্যই রয়ে গেলো। আর তা হলো যাকে আমি বিয়ে করতে চাই তাকে শুধুমাত্র নারী হতে হবে। নারী হলেই আমি তাকে বিয়ে করে এখনই দাম্পত্য জীবন সাজাতে প্রস্তুত। এটি পুরুষের জন্য অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও মর্মান্তিক যে, তারা সব সময় নারীকে স্ত্রী বানিয়ে ভালবাসতে চায়, তবে তার জন্য আকর্ষণীয় হলো শুধুমাত্র নারীর সৌন্দর্য ও আকর্ষণীয় মারীরিক গঠন। অথচ শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

আফ্সোস এমন বাস্তবতা আমাদের যুব সমাজ বুঝতে পারছে না। যারা শুধু নারীর সৌন্দর্য দেখে বিয়ের পাত্রী খুঁজে বেড়ায় তাদেরকে বলবো মনে রাখবেন, সুন্দরী নারীদের স্বামী তাড়াতাড়ি মারা যায়। তাই সুন্দরী নারীকে বধূ বানানোর চিন্তা বাদ দিয়ে নিজে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে বের করুন। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাদের স্ত্রীরা বেশী সুন্দর তাদের আয়ুও কম। এ সম্পর্কে সাউদী আরব হতে প্রকাশিত দৈনিক আরব নিউজ জানিয়েছে, স্পেনের University of Valencia তে এ সম্পর্কে এক গবেষণা চালিয়ে জানা গেছে যে, একজন পুরুষ যখনই কোনো সুন্দরী নারীর সাথে সাক্ষাত করে তখনই তার শরীরের একটি Cortisol hormone খুব বেশি বেড়ে যায়। যার পরিণতিতে তার ব্লাড প্রেশার এবং সুগারও সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

উক্ত গবেষণায় ৩৫০০ বিবাহিত দম্পতির ওপর জরিপ চালানো হয়েছিলো। তাদের দাম্পত্য জীবন পর্যালোচনা করে জানা গেছে, যে নারী বেশি সুন্দর সে দ্রুত স্বামী হারিয়েছে। যে যতবেশি কম সুন্দর তার স্বামী ততবেশি দীর্ঘায়ু পেয়েছে।

তাই বলছিলাম, আমাদের বর্তমান সমাজে যারা এসব খুঁজতে খুঁজতে বিয়ের বয়স পার করে দিচ্ছে, তারা যখন শুধুমাত্র নারীই খোঁজে তখন কিন্তু নারীরা বলে আমি পুরুষ চাচ্ছি। আমি পুরুষের বউ হবো, দাদু বা বুড়োর নয়। নারীরা মনে করে যে পুরুষ হবে সে বিয়ে না করে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বসে থাকতে পারে না। তাই এমন বুড়োকে বিয়ে করে আমার জীবন ও যৌবন নষ্ট করবো? ভারতের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন দেখুন। লোকটি একটি পত্রিকার সম্পাদক। পাত্রী চাই বলে নিজ পত্রিকায় যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন সেখানে তিনি লিখেছেন:

মহিলা সেক্রেটারী/স্ত্রী আবশ্যক

সম্মানিত সম্পাদককে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহযোগিতার জন্য নিম্ন লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন মহিলা সেক্রেটারী প্রয়োজন :

- আরবী মাদ্‌রাসা হতে আলেমা অথবা ফাযেলা হতে হবে।
- দ্বীন ও শারী'য়াতের পুরোপুরী অনুসরণ করতে হবে।
- উর্দু-আরবী এবং ইংরেজীতে দক্ষ হতে হবে।
- **'আল্লাহ কী পুকার'** প্রতিষ্ঠানের মতাদর্শের সাথে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।
- উক্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে হবে।
- হুসনে সীরাত ও সূরাতের আল্লাহ প্রদত্ত নি'য়ামাতে ভরপুর হতে হবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা ও কর্মের স্পৃহার ওপর নির্ভর করে উপযুক্ত ভাতা দেয়া হবে। সেক্রেটারীর পদ ছাড়াও সম্পাদক তাঁকে শার'ঈ ভাবে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েও রাখতে আগ্রহী।

অতএব স্ত্রী হয়ে থাকতে আগ্রহী হলে ইসলামী শিক্ষার আলোকে বিয়ের কাজটি সম্পাদন করা হবে। যেখানে থাকবে না কোনো বরযাত্রী, দিতে হবে না কোনো যৌতুক। পালন হবে না কোনো রস্‌ম ও রেওয়াজ। তাছাড়াও

সেক্রেটারী হিসেবে তিনি যে ভাতা পাবেন তার পুরোপুরি মালিক তিনিই থাকবেন। সেখানে স্বামীর কোনো দাবী থাকবে না। স্ত্রী হিসেবে থাকতে রাজি হলে শারী'য়াতের ঘোষিত মোহর এবং খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ সম্পত্তির ওয়ারিসও হবেন। বয়স-বংশ এবং এলাকার কোনো শর্ত নেই। যে কোনো এলাকার হলেই হবে। বায়োডাটা ডাকে অথবা **drkhalidhmidi@gmail.com** পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সম্পাদক এবং পত্রিকা সম্পর্কে **www.allahkipukar** চার্চ করে বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

এমন প্রেম-ভালবাসা খুবই ঈর্ষার হয়ে থাকে, যদি কোনো পুরুষ বা নারী এমন এক জীবন সাথী পেয়ে যায়, যে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকতে, ঈমান নিয়ে বাঁচতে এবং ঈমান নিয়ে মরতে উদ্বুদ্ধ করে। যাতে করে আখেরাতেও তারা একসাথে থাকতে পারে।

নাদওয়ায় হাদীসে নাববীর আমার সরাসরি একজন শিক্ষকের বিয়ের গল্পটি শুনুন। নাদওয়ার ছাত্র থাকাকালে আমি যাঁর কাছে বোখারী পড়েছি, তিনি হলেন শায়েখ মাহবুবুর রাহমান নাদভী আল্-আযহারী। তিনি নাদওয়ার ডিগ্রী লাভের পর মিশরের জামেয়াহ আল্-আযহার হতে ডিগ্রী নিয়ে যখন দেশে ফিরে আসলেন, তখন তাঁর আব্বা এক সকালে একটি চিঠি দিয়ে তাঁকে নিজ ছোট ভাইয়ের বাড়ি উত্তর প্রদেশের খায়রাবাদে পাঠালেন। মাহবুবুর রাহমান নাদভী সকালের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে দুপুরে গিয়ে খায়েরাবাদে চাচার বাড়ি পৌঁছে তাঁর হাতে বাবার দেয়া চিঠিটি দিলেন। কিছুক্ষণ তার বাসায় থাকলেন।

অতঃপর দুপুরের খাবার খেয়ে চলে আসার জন্য চাচার অনুমতি চাইলেন। চাচা নিজ ভাতিজার মুখে অনুমতি চাওয়া দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাই তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভাই সাহেব কি তোমাকে কিছু বলেন নি? উত্তরে তিনি বললেন, না। আব্বা শুধু এই চিঠিটি দিয়ে আমাকে বললেন, তোমার চাচাকে সকালের ট্রেনে গিয়ে এটি দিয়ে আস। তাই সেটি দেয়ার জন্য চলে এসেছি। তখন তিনি তাকে জানালেন, তুমি যে চিঠি নিয়ে এসেছো সেখানে ভাই সাহেব লিখেছেন, **আমি যদি তোমাকে উপযুক্ত মনে করি তাহলে তোমার কাছে আমার মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিতে।** আমি

তোমাকে তার উপযুক্ত মনে করেছি। তাই তুমি থেকে যাও। সালাতুয যোহরের পর মাসজিদে তোমার সাথে আমার মেয়ের বিয়ের আক্বদ হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

তাই হলো। সালাতুয যোহরের পর মাসজিদে তাঁর চাচা যখন নিজ মেয়ের বিয়ের আক্বদের কথা ঘোষণা দিয়ে বললেন, এখন আমার মেয়ের বিয়ের আক্বদ হবে। উপস্থিত সকলের প্রতি থাকার জন্য অনুরোধ রইলো। এটি শুনে উপস্থিত লোকজন হয়রান হয়ে গেল। এটি কেমন বিয়ে? যার আগে আমরা কোনো আলোচনাই শুনলাম না।

অতঃপর সালাতুয যোহরের পর বিয়ে হয়ে গেল। সালাতুল আসরের পর তিনি চাচাতো বোনকে বধূ বানিয়ে নিজ বাড়ি লাক্ষ্ণৌর ঢালীগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাতে বাড়ি এসে পৌঁছলেন। ঘটনাটি তার মেয়ের জামাই আমার শিক্ষক আবু সাহ্বান রুহুল কুদ্দুস নাদভী শুনিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি হাদীস পড়েছি। তিনি আমাকে ইমাম নাববীর **'রিদাদুস্ স্বালেহীন'** পড়িয়েছেন।

শারী'য়াত বিয়েকে সহজ করতে বলেছে এবং যারা শারী'য়াত বুঝেছেন তারা সহজও করেছেন। আর আমরা শারী'য়াত না বুঝেই নিজের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত শারী'য়াতের বিরুদ্ধাচরণ করে আবার শারী'য়াতেরই একজন বড় প্রবক্তা সেজে বসে আছি। এসব কারণেই আজ আমাদের পারিবারিক জীবনে এতসব পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। পরিশেষে দাম্পত্য জীবন একটি আযাবে পরিণত হচ্ছে। এখন অনেকের অবস্থা হলো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

তাই বলছিলাম, নিজে নগ্ন ও অর্ধনগ্ন শুধু নয়; বরং প্রায় বিবস্ত্র হয়ে হাজার হাজার মানুষের মাঝে উপস্থিত। তাকে দেখে উপস্থিত সবাই খুশীতে ফেটেও পড়ছে। হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগতও জানাচ্ছে। ক্যামেরার বাতি জ্বলে উঠছে। ক্লিক ক্লিক আওয়াজে পুরো অনুষ্ঠানস্থল কেঁপে উঠছে। এ ধরনের মডেলদের বাহ্ বাহ্ পাওয়া এখানেই শেষ নয়, মৃত্যুর পরও তাদের ডকিউমেন্টারিও বানানো হবে।

অন্যদিকে ঠিক এমনই একজনকে যদি বিবস্ত্র করে পুরো এলাকার অলি-গলিতে ঘুরানো হয় তাহলে সবাই **তাওবা তাওবা** বলে মুখ লুকায়। তাই তো বলে, রাস্তায় ময়লা দেখে প্যান্ট উঠিয়ে যারা হাঁটে তারা মূলত নিজেদের ভেতরের ময়লা কখনো দেখতে পায় না। অথচ অন্যের মাঝে দেখে নাক ছিটকায়। এসব ইতর প্রাণীরাই ইসলামী শারী'য়াতের দোষ খুঁজে বের করার অপচেষ্টা চালায়।

তেমনই এক পর্দানশীন ভাবী আরেক পর্দানশীন ভাবীর বে-পর্দা মেয়েকে কলেজে যেতে দেখে একদিন বললো ভাবী, আপনার মেয়েটিতো দেখতে খুবই সুন্দর ও স্মার্ট, শারীরিক গঠনও আকর্ষনীয়। তাই এমন একটি প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য তার নাম রেজিস্ট্রেশন করে ফেলুন। যেখানের পুরুষরা তার শরীরে কিছু কাপড় রেখে আর কিছু কাপড় খুলে মাথা হতে পা পর্যন্ত খুব ভালো করে যাছাই করে দুন্ইয়াতে পুরস্কৃত করবে। অতঃপর মিডিয়া তার অর্ধনগ্ন দেহকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে তাকে যুব সমাজের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুত গতিতে তার ছবি সবার মোবাইলে মোবাইলে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আর মৃত্যুর পর আখেরাতের জীবনে বিনা পুঁজিতে মা-বাবা অর্থাৎ আপনাদের নামে গুনাহে জারিয়াহ হিসেবে কাবীরাহ গুনাহ Flexi load হতে থাকবে। তার এসব কীর্তি ও খ্যাতি পুরো পরিবারকে দ্রুত জাহান্নামে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এটি শোনে ঐ ভাবীকে তিনি গাল-মন্দ করতে লাগলেন। এসব কী বলছেন?

অতঃপর তিনি বললেন, না ভাবী রাগ করবেন না। আমি হয়ত বিষয়টি আপনাকে বুঝাতে পারিনি। আসলে বলতে চেয়েছিলাম **'বিশ্ব এখন তোমাকে খুঁজছে' 'নাচবে তুমি দেখবে দেশ' 'দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়'** বলে আগামী মাসে আমাদের দেশেও বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য তার নাম রেজিস্ট্রিশনের কথা বলছিলাম। এটি শোনে তিনি খুশীতে নেচে উঠলেন আর বললেন, হ্যাঁ ভাবী আপনি ঠিকই বলছেন। আমি আপনার কথা বুঝতে পারিনি। রাগ করবেন না। মেয়েও গতরাতে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশনের কথা আমাকে বলছিলো।

তার ফ্রেন্ড সার্কেলের আরো কয়েকজনকে সে ফোন করেছে। তারাও অংশ নেবে। তাই দু'একদিনের মধ্যে সে তার নাম রেজিস্ট্রেশন করে ফেলবে বলে তাদেরকে জানিয়েছে। দো'য়া করবেন। তার বাবা এখন জীবিত থাকলে কত খুশী হতো জানেন? এই হলো আজকের মুসলিম উম্মাহর অবস্থা। যারা ধর্ম-কর্ম মানে বলে দাবী করে এবং নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে তারাও আজ পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে নিজেদের পরিবারকে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

অন্যদের কথা কী বলবো? এরাই আবার মাসজিদ কমিটির সভাপতি হয়ে Mosquito bat দিয়ে মশা মারা জায়েয কি না-জায়েয সেই ফাত্ওয়া খুঁজে বর্তমান সমাজে ঈমানদার সাজতেছে। ইমাম শবে বরাত না মানলে তার পেছনে সালাত হবে না বলে ফাত্ওয়া দিয়ে তাকে ইমামতি হতে বাদ করে দিচ্ছে।

আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা অনুধাবনের জন্য একটি গল্প শুনুন। আমেরিকার বুশ আর ট্রাম্প একবার মুসলমানদের একটি প্রতিষ্ঠান দেখার জন্য গেলো। কিন্তু সেখানে তাদের পরিচিত কেউ না থাকায় তারা ভেতরে ঢুকতে পারলো না। গেইটের সিকিউরিটিরা তাদের জন্য ভিজিটর কার্ডের ব্যবস্থা করতেই দুপুর গড়িয়ে গেলো।

মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানের এই অবস্থা দেখে তারা গেইটের বাইরে বটতলায় বসে গল্প করছে। ততক্ষণে প্রক্টরের কাছে এ সংবাদ গিয়ে পৌঁছলো। প্রক্টর এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনারা কারা এবং কেন এসেছেন? তাদের একজন বললেন আমি বুশ এবং উনি আমার বন্ধু ট্রাম্প। আমরা মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান দেখতে এসেছি। প্রক্টর জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখলেন?

তারা তখন বললো, তাদের ব্যবস্থাপনা এত দুর্বল, ভিজিটর কার্ড দিতেই দিন পার করে দিলো। উন্নয়নের গতি এমন, দশ মিনিট গড়লে এক ঘন্টা ভাঙে। মনে হয় পৃথিবীতে সর্ব প্রথম তারাই এই কাজ করছে। আগে আর কোথাও এটি হয়নি। তাই অভিজ্ঞতার অভাবে ভাঙা-গড়া চলছে। যেন অভিভাবকহীন একটি প্রতিষ্ঠান। এইসব দেখে এখানে বসে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা করছি। এটি শোনে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, কার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ? এবং কেন? এখানে কার কী লাভ কী ক্ষতি? বুশ বললো এই যুদ্ধে আমরা ১৪০ মিলিয়ন মুসলমানসহ একজন বিশ্বসুন্দরীকে হত্যা করবো।

এটি শুনে তিনি লাফ দিয়ে উঠলেন। আশ্চর্য হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই যুদ্ধে একজন বিশ্বসুন্দরীকে হত্যার প্রয়োজন কেন হলো? এসব প্রশ্ন-উত্তর শোনার জন্য ততক্ষণে প্রক্টরের পাশে বহু ছাত্র-ছাত্রীও এসে একত্রিত হয়ে গেলো। বুশ ট্রাম্পকে বললো দেখছেন, মুসলমানদের অবস্থা? আপনাকে বলছিলাম না এরা কত নির্বোধ?

১৪০ মিলিয়ন মুসলমানকে হত্যার পরিকল্পনার কথা জানার পরও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু একজন বিশ্বসুন্দরীকে হত্যা করা হবে এটি শুনেই তারা উদ্বিগ্ন। অতএব এই যুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধের জন্য কেউ সামনে এসে আর দাঁড়াবে না। যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা কী হতে পারে আমরা জেনে ফেলেছি। তাই পরিকল্পনা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে। কারণ পৃথিবীব্যাপী আজ মুসলমানরা অনৈক্যের স্বীকার। অথচ ঐক্য হলো মুসলিম উম্মাহর ঈমানী বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ নিজেও পবিত্র ক্বোরআনে উম্মাহকে ঐক্য থাকতে বলেছেন। ঐক্যের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য শুনুন, আপনি একটি পাথর একটি কুকুরকে মারলে সে দৌড়ে পালাবে। ঠিক একই পাথর মধুপোকার চাকার মধ্যে মারলে আপনাকে তারা নাকানি চুবানি খাওয়াবে। অথচ পাথরও এক মানুষও এক। পার্থক্য শুধু কুকুর একা ছিলো আর মধুপোকা দলবেঁধে ছিলো। কুকুর শরীরের দিক দিয়ে শক্তিশালী এবং মধুপোকার চেয়ে আকারেও অনেক বড়। কুকুরের চেয়ে মধু পোকা আকারে অনেক ছোট এবং দুর্বল। কিন্তু ঐক্যের দিক দিয়ে অনেক শক্তিশালী।

তাই আমরা যদি সকল মতভেদ ভুলে গিয়ে এক হতে না পারি তাহলে আমাদের ভাগ্য কখনো পরিবর্তন হবে না। শত্রুরা কিন্তু সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে এটি ভুলে গেলে চলবে না। তারা প্রতিটি মুহুর্ত কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনায় কাটাচ্ছে। ঐক্যের অভাবে তাদের হাতে আমাদেরকে অপমান অপদস্ত হতেই হবে।

একবার গ্রাম হতে একটি ছেলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে গেলো। বিকেলে দেখতে পেলো কিছু ছেলে একটি বলকে মাঠে লাথি মারছে। এটি দেখে সে হাসতে লাগলো। আর মনে মনে বলতে লাগলো এরা নাকি শিক্ষিত? এতগুলো ছাত্র একটি বলকে লাথি মারছে। আর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে।

অনেক্ষণ চিন্তা করে যখন কোনো কারণ খুঁজে পেলো না তখন একজন মুরুব্বির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাবা ! এই বলটার অপরাধ কী? এতগুলো মানুষের সামনে এরা কেন এটিকে লাথি মারছে। কেউ নিষেধও করছে না। এর কারণ কী? তখন মুরুব্বি বললেন এর কোনো অপরাধ নেই। এর অপরাধ হলো ভেতর হতে এটি খালী। এর ভেতরে কিছু নেই। তাই সবাই লাথি দেয়ার সাহস করছে। যদি ভেতরে কিছু থাকতো তাহলে কেউ লাথি দেয়ার সাহস করতো না। বর্তমান সমাজে মুসলমানদের অবস্থাও হলো তাই ভেতর হতে ফাঁকা। তাই সর্বত্র মুসলিম নিধনের পরিকল্পনা চলছে। মুসলিম উম্মাহ আজ কেমন ফাঁকা দেখুন, এমন বয়সের দাদীরা ও নানীরা, মায়েরা ও চাচীরা বোরক্বা গায়ে দিচ্ছে যাদের দিকে এখন কেউ আর তাকাবে না। যখন কেউ তাকাবে না তখন সাধু সেজে বোরক্বা পরা শুরু করে।

আবার অন্যদিকে এমন দাদারা ও বাবারা, মামারা ও চাচারা মুখে দাড়ি রেখে মাথায় টুপি দিয়ে এবং মাসজিদের সভাপতির পদেও অধিষ্ঠিত হয়ে সমাজে নিজের ধার্মিকতার পরিচয় দিচ্ছে যারা নিজেদের যুবতী মেয়েদেরকে বিবস্ত্র হয়ে কলেজ-ভার্সিটিতে পাঠিয়ে দিয়ে মডার্ণ পরিচয় দেয়।

অথচ পুরুষের মুখে দাড়ি রাখা সুন্নাহ্। মাথায় টুপি দেয়া যেতেও পারে না দিলেও কোনো সমস্যা হবে না, **ওয়াল ইলমু ইন্দাল্লাহ্** বা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে পরিবারের মহিলাদের পর্দা করা সুন্নাহ্ নয়; ফার্য। ফার্য বাদ দিয়ে সুন্নাহ নিয়ে মাতামাতি করার অর্থ হলো লুঙ্গি খুলে পাগড়ি বাঁধার মত দ্বীনদারী। তাই বলছিলাম, নারীদের বিবস্ত্র হওয়াকে এ যুগে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা নাম দেয়া হলেও মূলত এটি জাহেলী যুগের নারী লাঞ্ছনার

নতুন সংস্করণের আরেক নাম। আল্লাহ্ আমাদের নারী সমাজকে সঠিক জ্ঞান দান করুন।

অতএব নারীকে বুঝতে হবে যে, নারীর সাথে পুরুষের সম্পর্ক যদি মাহরাম এর সম্পর্ক হয়; তাহলে মনে রাখবেন, তখন পুরুষের চেয়ে বড় নারীর রক্ষাকারী আর কেউ হতে পারে না। যাক, আমরা আলোচনা করছিলাম জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানের সামাজিক অবস্থান নিয়ে। জাহেলী যুগে তাদেরকে মানুষও মনে করা হতো না। ইসলামের আগমনের পরই কেবল তারা মানব সমাজে মানুষ হিসেবে বাঁচার এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের আসমানী সনদ পেয়েছে। তবে ভাবতে অবাক লাগে, একবিংশ শতাব্দিতে এসেও আমরা নারী সংক্রান্ত বিষয়ে জাহেলী যুগের প্রভাব মুক্ত হতে পারিনি। তাই বর্তমান সমাজেও অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী স্বামীরা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে।

এটি শুধু জাহেলী যুগের কাহিনী নয়, বর্তমান যুগেও কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে নারীদের ওপর এমন বর্বরতা সমাজের উপরতলা আর নীচতলা, আমতলা আর জামতলা সকল তলায় সমান তালে চলছে। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে নিজেরা যে স্ত্রীর শাসক হয়ে মহা সুখে আছে বিষয়টি তা নয়, তাদেরকে স্ত্রীরা কীভাবে আঘাত করে দেখুন। এরা স্বামীকে হাতে মারতে না পারলেও ভাতে মারে।

তেমনই এক দম্পতির পরস্পরের মাঝের আচরণ দেখুন। একবার এক স্ত্রী নিজ স্বামীকে বললো তুমি আমাকে রাণী বলে কেন ডাক? স্বামী বললো চাকরানী ডাকতে অনেক লম্বা লাগে তাই। এটি শুনো স্ত্রীও বলে উঠলো আমি তোমাকে জান বলে কেন ডাকি তুমি জান? স্বামী বললো, না। কেন ডাক একটু বল। তখন স্ত্রী বললো জানোয়ার শব্দটি অনেক লম্বা হয়ে যায়, তাই শর্ট করে তোমাকে 'জান' ডাকি।

কি বুঝলেন? কেউ কারো থেকে কম নয়। তবে স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে দুন্ইয়া হলো **মুকাফাতে 'আমল** বা যেমন কর্ম তেমন ফল। তাই স্ত্রী যদি স্বামীর রক্ত চুষে তাহলে উকুন মাথায় বসে তার রক্ত চুষবে। এটিই সত্য, এটিই বাস্তব। অতএব দাম্পত্য জীবনে যা করতে হবে তা স্বামী-স্ত্রীকে বুঝে শোনেই করতে হবে।

এ ধরনের এক নববধূ প্রথম দিনই নিজের মাকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে। তার পরিকল্পনার ধরন দেখুন, খাবার রান্না করে স্বামীকে খেতে দিয়ে বললো জানো আমি দু'টি খাবার খুব ভালো করে রান্না করতে জানি। স্বামী খুশীতে নেচে উঠে জিজ্ঞেস করলো, সেগুলো কী কী? স্ত্রী বললো, একটি হলো কোরমা আর অন্যটি হলো দধি। অতঃপর স্বামী প্রথম দিনেই স্ত্রীর রান্না করা তরকারী মুখে দিয়ে চোখ মুখ বন্ধ করে খুব কষ্ট করে গিলে নিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো তাড়াতাড়ি বল আমি এখন যেটি খাচ্ছি এটি কোরমা না দধি? কারণ তার রান্নার যেই ঢং তা কোনোভাবেই স্বামীর পেটে ঢুকছিলো না।

অতঃপর স্বামী বলে উঠলো, তোমাকে কোনোটাই রান্না করতে হবে না আমি আমার মাকে নিয়ে আসবো। আমার মা তোমার কাছ থেকে রান্না শিখে নেবে। এটি শোনে তখন স্ত্রী বলে উঠলো, এটি কি করে সম্ভব মাকে রান্না করার জন্য নিয়ে আসবে। তাকে গ্রামেই থাকতে দাও। আমার মা শহরে থাকতে পছন্দ করে এবং তিনি রান্নাতেও খুব পারদর্শী। কাল আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসবো। তিনি তোমাকে প্রতিদিন নিত্য নতুন সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়াবেন। শাশুড়ির হাতের রান্নার মজাই আলাদা। পরের দিন স্বামীকে নিয়ে মায়ের বাড়ি গেল। মেয়ে ও মেয়ের জামাইকে পেয়ে শাশুড়ি খুব খুশি। বার বার জানতে চাচ্ছে জামাই কী নিয়ে এসেছে। ফল-ফ্রুট ও মিষ্টি কোথায় রেখেছে? কিন্তু জামাই বাবু ভাবছিলো একবেলা ভাত খেয়ে শাশুড়িকে নিয়ে চলে আসবে তাই কিছু নেয়ার প্রয়োজন নেই। শাশুড়ি যখন বুঝতে পারলো, জামাই কিছু না নিয়েই চলে এসেছে তিনিও জামাইকে কোনো ভাবে বিদায় করে দিতে চাইলেন।

অতঃপর দুপুরে রুটির সাথে খাওয়ার জন্য তাকে শুধুমাত্র ডিমের ঝোল দিলেন। জামাই এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন মাছ-গোশ্ত তো দূরের কথা অন্য কোনো তরকারীও আর আসছে না, তখন ডিমের মা-বাবার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করে শাশুড়িকে বললেন আম্মা এর মা-বাবা কোথায়? খেতে বসে তাদেরকে দেখতে পেলে ভালো লাগতো। এটি শোনে শাশুড়ি বুঝে গেলেন, জামাই বাবু গোশ্ত ছাড়া খেতে চাচ্ছে না। তাই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, বাবা এ ইয়াতীম। তার মাথার উপর তোমার

দস্তে শাফক্বাত অর্থাৎ মায়ার হাতটি রেখে দাও। কি বুঝলেন? একেই বলে বাবা নম্বরী বেটা দশ নম্বরী।

দাম্পত্য জীবনে এমন নারী যদি ভালো করে পারফিউম লাগায় তাহলে বুঝতে হবে, সে এখন আপনার পার্মিশন ছাড়াই শপিং করতে চলে যাবে। আপনাকে তার দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া এখন আর কিছুই করার থাকবে না। অন্যদিকে আপনি যদি এমন করে পারফিউম ব্যবহার করেন তখনও সে সন্দেহ করে। তাই অন্যদেরকে বলে গত দুই সপ্তাহে আপনি একবারও গোসল করেননি। কি বুঝলেন? তারপরও কিন্তু নারীরা বিয়ের পরে আংটি এবং স্বর্ণ অলংকার ব্যবহার করে নিজের বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা জানান দেয়। অথচ বর্তমান সমাজে নর-নারীর বিয়ে এমন একটি ক্ষত হয়ে দেখা দিয়েছে যার ওপর আঘাত লাগার আগেই হলুদ লাগানো হয়।

অন্যদিকে পুরুষের এসব ব্যবহার করে জানান দিতে হয় না। কারণ তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে, তার কাঁধে এখন অন্য আরেকটি জোয়াল রয়েছে। তাই স্বামী ইচ্ছে করলেই স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে না। এক লোক নিজের ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে লিখেছে আমি স্বাধীন। তাই পাখির মত মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াই। তার স্ত্রী এটি পড়ে নীচে কমেন্ট করেছে বাসায় তরি-তরকারি কিছুই নেই। জমিনে নেমে এসেই তরি-তরকারি, লবন-মরিচ ও তৈল-চিনি নিয়ে এসো। তা না হলে উপোস থাকতে হবে। পুরুষের স্বাধীনতার সীমানা কতটুকু বুঝলেন? তাই বলছিলাম, নারীকে এই নিয়ে ভাবতে হয় না। কোনো আবেদন ছাড়াই তার খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা পুরুষকে করতেই হবে। আল্লাহ্ নারীকে আরো বিরল এক সম্মান দিয়েছেন। পুরুষদেরকে পরিশ্রম করে ইয্যাত অর্জন করতে হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত। এখন প্রশ্ন হলো মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত হলে বাবার পায়ের নীচে কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে আমি মনে করি, বাবার পায়ের নীচে শুধু ছেঁড়া জুতা। কারণ তিনি নিজের স্ত্রী-সন্তানদের মুখে হালাল খাবার তুলে দেয়ার জন্য এখানে সেখানে দৌড়াতে গিয়ে নিজের পায়ের জুতা ক্ষয় করে ফেলেছেন। তারপরও এ ধরনের পুরুষরা খুব বেশি মাপ চায় কার কাছে জানেন? ফাক্বীরদের কাছে।

আপনি হয়ত মনে করছেন, স্ত্রীর কাছে? তবে আপনিও সঠিক ভেবেছেন। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এসব নারীদের হাত প্রচন্ড শীতের সময়ও সফ্ট বা মুলায়েম থাকে। বাকি শরীরের কথা আর নাই বললাম। কারণ তাদের স্বামীদেরকেই সব সময় হাঁড়ি-পাতিল ও বাসন-কুশন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার রাখতে হয়।

তেমনই এক দম্পতি রাতে শুয়ে শুয়ে একে অপরের সাথে কথা বলছে। কীভাবে তাদের বিয়ে হলো, বিয়ে করতে কেন দেরী হলো একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে। স্ত্রী বললো, আমি তো পড়া-শোনা করার কারণে বিয়ে করতে দেরী করেছি। কিন্তু তুমি তো পুরুষ, শুনেছি পুরুষরা বিয়ে ছাড়া থাকতে পারে না। বিয়ে করতে তুমি দেরী করলে কেন? স্বামী এক দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললো, আমি প্রতি বছর সাদাক্বাহ করতাম। আর সাদাক্বার কারণে আল্লাহ্ আমাকে এই বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন বলে দেরী হয়েছে। এ বছর ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই খারাপ চলছিলো বলে আমি সাদাক্বাহ করতে পারিনি। তাই এবার এই বিপদ হতে আর রক্ষা পেলাম না। এমনই এক লোকের স্ত্রী সকাল সকাল স্বামীকে ঘুম হতে জাগিয়ে তুলে বললো, শোনো শোনো, তাড়াতাড়ি উঠ। মাসজিদের মাইকে ঘোষণা দিচ্ছে আমাদের বিয়ে যেই মাওলানা পড়িয়েছিলেন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। স্বামী চোখ মুছতে মুছতে ঘুম হতে উঠে বসলো।

অতঃপর স্ত্রীকে খুব গম্ভীরভাবে বললো আল্লাহ কখনো কারো ওপর যুল্‌ম করেন না। আমি তো তোমাকে বিয়ে করার পরপরই আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছি। আল্লাহর চেয়ে বেশী ইন্‌সাফকারী আমি আর কোথায় পাবো? যিনি বৃষ্টির মধ্যেও সাত রং বা রঙধুনুর খেলা দেখাতে পারেন তার জন্য নিজ বান্দার দুঃখকে সুখে পরিবর্তন করা কোনো বিষয় হলো? অতঃপর স্ত্রীকে বললো, মনে রেখো যেখানে গিয়ে তোমার আমার চিন্তার গতি ও শক্তি থেমে যাবে, ঠিক সেখান থেকে আল্লাহর ফায়সালার সুবাতাস বইতে শুরু করবে। যা ছিলো আমাদের কল্পনার বাইরে। এখানে শুধু ধৈর্য ধরা শর্ত। তিনি কেন সেই মাওলানার মৃত্যুতে এত খুশি সেটি আর বললাম না। আক্বল মন্দ কে লিয়ে ইশারাই যথেষ্ট।

স্বামীকে প্রথমেই বুঝতে হবে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রথম ও শেষ দাবী এবং চাহিদা কি? এমন প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য কোনো ডিগ্রী লাগে না একেবারে হাবাগোবা পুরুষও বুঝতে পারে। আর তা হলো স্ত্রী চায় শুধু স্বামীর প্রেম-ভালবাসা। এর বাইরে আর কিছুই বুঝে না। কোনো চাহিদাও নেই। তেমনই স্বামীর ভালবাসা বঞ্চিত এক মহিলা রাতে ঘুমিয়ে আছে। গভীর রাতে যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন রাত তিনটা। অতঃপর সে তার মাথার কাছে খুব সুন্দর একটি পরীকে বসে থাকতে দেখলো। পরীটি তার মনের তিনটি গোপন ইচ্ছা জানতে চাইলো।

অতঃপর বললো, আমি তিন দিন তোমার কাছে আসবো এবং তোমার এক একটি ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, আর সে দিনই তোমার সেই ইচ্ছাটি পূরণ হবে। কিন্তু এখানে একটি শর্ত আছে। তাহলো, তুমি নিজের যে ইচ্ছাটি পূরণের আগ্রহ প্রকাশ করবে সেটি অবশ্যই পূরণ হবে। তবে তুমি যা পাবে তোমার স্বামী তোমার চেয়ে দশগুণ বেশী পাবে। পরের দিন মেয়েটি খুব চিন্তা করে পরীটিকে বললো, আমার প্রথম ইচ্ছাটি হলো আমি আমার স্বামীকেই ভালবাসবো, খুব বেশী এবং সীমাহীন ভালোবাসবো।

এটি শুনে পরীটি তাকে জানালো, কাল তোমার এই ইচ্ছাটি পূরণ হবে। আর তোমার দশগুণ তোমার স্বামীর পূরণ হবে। পরের রাতে ঠিক তিনটার সময় পরীটি এসে তার রুমের দরজা নক করলো। দরজায় আওয়াজ শোনা মাত্র মেয়েটি যখন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো তখনও সে নিজেকে স্বামীর বাহুতে এবং বুকের মাঝে পেল। যেমনটি সে বিয়ের পর হতে স্বামীর কাছে চেয়ে আসছিলো। কিন্তু কখনো এমন হয়নি।

অতঃপর তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসলো। তখন পরীটি তাকে পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জল দেখতে পেলো। তার চেহারা খুশীতে উজ্জল হয়ে চারিদিকে ফুটন্ত গোলাপের সুরভী ছড়াচ্ছে। পরীটিকে দেখে বললো আমার এমন আনন্দের সময় তুমি কেন আসলে? পরীটি জিজ্ঞেস করলো তাহলে আজ তুমি প্রচন্ড খুশি, তোমার প্রথম ইচ্ছাটি পূরণ হয়েছে? সে খুশিতে ফেটে পড়লো এবং বললো হ্যাঁ। আমি খুব খুশি।

অতঃপর পরীটি তাকে বললো, এবার তোমার দ্বিতীয় ইচ্ছাটি বল। আগামী কাল সেটিও পূরণ হবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। আর তোমার স্বামীর পূরণ হবে

তোমার চেয়ে দশগুণ বেশী। উত্তরে মেয়েটি বললো, আমার আর কিছু লাগবে না। আমি আর কিছুই চাই না। আমার আর কোনো ইচ্ছাও নেই। আমার যা দরকার ছিলো তা পেয়িছি। ঐ দু'টি ইচ্ছা অন্য কোনো মেয়ের পূরণ করে দাও। কী বুঝলেন?

দাম্পত্য জীবনে নারীর সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া হলো স্বামীর ভালোবাসা। এটি পাওয়ার জন্যই সে বেঁচে থাকতে চায়। তার ইচ্ছা স্বামী শুধু তাকেই ভালবাসুক। সারাক্ষণ কল্পনায় তার ছবি আঁকুক। তাই নারী যত ধনীই হোক না কেন, যত সুখেই থাকুক না কেন, স্বামীর প্রেমে ডুবে থাকার মাঝে যে সুখ ও আনন্দ খুঁজে পায় তা স্বর্ণের খাটে শুয়েও পায় না। এখানেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই নিজেকে স্বার্থক মনে করে। এই কারণেই নারীর কাছে স্বামীর ঝুপড়ি নিজ বাবার অট্টালিকার চেয়ে প্রিয় ও দামী মনে হয়।

তাই স্বামীকে সব সময় মনে রাখতে হবে, কাঁচের পাত্র এবং দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সাথে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক এই দু'টি জিনিস খুবই নাজুক। এখানে সব সময় লেখা থাকে Hendle with care। তবে উভয়ের মাঝে এক বিশাল পার্থক্য রয়েছে। কাঁচ ভুলে অথবা অসতর্কতার কারণে ভেঙে যায়, আর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভুল বোঝাবুঝির কারণে ভেঙে যায়। তাই দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীকে সারাক্ষণ হাসিমুখে দেখার এবং তাকে সুখে রাখার শপথ করুন, দেখবেন তাকে নিজের মত করে সব সময় কাছে পাবেন।

এখানে একটি কথা খুব বেশি মনে রাখতে হবে তাহলো, যতদ্রুত স্ত্রীর নিয়্যাত ও দৃষ্টির পরিবর্তন হয়ে যায় ততদ্রুত দুন্ইয়ার কোনো জিনিসই পরিবর্তন হয় না। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। আপনি যদি কোনো বুড়িকেও স্বামীর সন্তানদের লালন পালন করতে দেখেন তাহলে বুঝতে হবে নারী শুধু একটি পুরুষের পূজা এবং তার সাথে হৃদ্যতা দেখাতে জানে। এর বাইরে সে আর কিছু জানে না।

আমাদের প্রাচ্যদেশ ও সমাজে ধনী-গরীব প্রায় সব পরিবারের নারীরাই পুরো জীবন শ্বশুরবাড়ির লোকজনসহ এবং নিজের ৫/৭ টি সন্তানের সকল ইচ্ছা নিরলসভাবে পূরণ করেই চলছে। এর পেছনের কারণও কেবল একটি মানুষকে নিজের মত করে পাওয়া। পুরো জীবন তাকে পাওয়ার জন্য একটি

নারী স্বামীর পরিবারে কামলা খেটেই চলছে। তাই যেসব পুরুষ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না বলে ভয়ে বিয়ে করছে না অথবা বিয়ে করার পরও স্ত্রীর মন কীভাবে জয় করবে সে চিন্তায় অস্থির তদের মনে রাখা উচিৎ, স্বামীর সংসারে স্ত্রী সম্মান আর ভালোবাসা ছাড়া কিছুই বুঝে না। এর বাইরের জিনিসের তার কাছে কোনো মূল্য নেই। তাকে কিছুই দিতে হবে না শুধু ভালোবেসে যান দেখবেন এক কাপড়ে কাটিয়ে দিবে পুরো জীবন।

এটি না করে যারা স্ত্রীকে বাঁদী ও দাসীর মত ভাবে এবং স্বামীকে মুনিব মনে করে সকাল-সন্ধ্যা পূজা করার জন্য বিয়ে করেছে তাদের মনে রাখা উচিৎ, এমন স্ত্রীর কাছে পূজা পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো নিজেকে বিপদে ফেলে দিবে। বুঝে না আসলে শুনুন, স্ত্রীকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখার জন্য বলা হয়ে থাকে বিড়াল মারতে হলে প্রথম রাতই মারতে হবে। অর্থাৎ প্রথম রাত্রীতেই স্ত্রীর কাছে নিজের যোগ্যতা ও মেযাজের কথা জানান দিতে হবে। স্ত্রী যেন স্বামীর বদ মেযাজের কথা মনে রেখে সব সময় আতঙ্কে থাকে। কোন্ এক গর্দভ নাকি এমন ফর্মূলা নব বিবাহিত পুরুষদেরকে শিখিয়েছিলো। তবে সত্য কথা হলো, এটি স্ত্রীকে কাছে পাওয়ার ফর্মূলা নয়, দূরে সরিয়ে রাখার শায়ত্বানী পরিকল্পনা।

বিশ্বাস না হলে আপনাকে একটি গল্প বলি। একলোক চতুর্থ বিয়ে করে স্ত্রীকে নিজ বাসায় এনে খাটে শুয়ে গল্প করে বাসর রাত্রী উদযাপনের পরিবর্তে একটি আল্মিরার কাছে নিয়ে মহিলাদের স্তরে স্তরে সাজানো অনেকগুলো কাপড় দেখালো। দামী দামী শাড়ি-ব্লাউজ, সালোয়ার-কামিস, লেহাঙ্গা আর দোপাট্টা দেখিয়ে নববধূকে বললো, এসব শাড়ি-ব্লাউজ আমার প্রথম স্ত্রীর। যে আমার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রথম বছরই চলে গেছে।

আর সালোয়ার-কামিসগুলো হলো আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর। সেও আমার পছন্দ হয়নি তাই আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই সে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। লেহাঙ্গা আর দোপাট্টাগুলো আমার তৃতীয় স্ত্রীর। তার ব্রেইন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমি তাকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। স্বামীর মুখে এসব শুনে নববধূ মুসকি হাসি দিয়ে বললো, জনাব! আপনি চিন্তা করবেন না। এখন এখানে কাউকে চতুর্থ স্ত্রীর কাপড় দেখানোর সুযোগ

আপনার জীবনে আর কখনো আসবে না। আগামীতে এখানে যে আসবে সে আপনার শেরওয়ানীকেই হেঙ্গারে লটকে থাকতে দেখবে। কী বুঝলেন?

একবার রাস্তায় এক অন্ধ ভিখারী একটি বোর্ড ঝুলিয়ে ভিক্ষা করছিলো। যেখানে লেখা ছিলো **'আমি একজন অন্ধ তাই আমাকে সাহায্য করুন**।' এই লেখাটির গুরুত্ব অনুধাবনকারী এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্ধকে দেখে তার মনে দয়া হলো। তাই তিনি মনে মনে বললেন, সত্যিই লোকটি সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তার বাটির মধ্যে কয়েকটি টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

অতঃপর তিনি অন্ধকে জিজ্ঞেস না করে সেই বোর্ডের লেখাটি মুছে অন্য আরেকটি কথা লিখে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে তার বাটিটি টাকায় ভরে গেল। অন্ধ লোকটি অনুভব করলো, নিশ্চয় এখানে কোনো পরিবর্তন হয়েছে। আর সে পরিবর্তন তার ঝুলানো বোর্ডের মধ্যেই হয়েছে। বোর্ডের উপর হাত দিয়ে সে বুঝতে পারলো, এখানে নতুন কিছু লেখা হয়েছে। একজন সাহায্যকারীকে জিজ্ঞেস করলো, ভাই এই বোর্ডের মধ্যে কি লেখা হয়েছে? সে তাকে জানালো, এখানে লেখা হয়েছে 'আমরা বসন্তকাল অতিক্রম করছি কিন্তু আমি সেই বসন্তকালের সৌন্দর্য দেখতে পারছি না।' তাই দাম্পত্য জীবনে আপনার গৃহিত পরিকল্পনায় যদি কাঙ্খিত ফলাফল না পাওয়া যায় তাহলে কৌশল পরিবর্তন করলে কোনো অসুবিধা নেই। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে জিনিসকে সহজলভ্য করে দিয়েছেন তার মধ্যে হেকমাত খুঁজে বের করা আর যেটিকে নাগালের বাইরে করে রেখেছেন সেখানে সাব্র করা ঈমানের দাবী। কারণ মায়ের কোল হতে কবরের দেয়াল পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো কাজে আসছে না।

দাম্পত্য জীবনে স্বর্গীয় সুখ না পেলে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন। দু'জনে মিলে কারণ খুঁজে বের করুন। দেখবেন সুখ পাখিটি এসে ধরা দিবে। দাম্পত্য জীবনে নিজেদের সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করতে শিখতে হলে রাতে উঠে প্রচন্ড শীতের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসলের অভ্যাস করুন। দেখবেন সব বুঝে এসে গেছে। মনে রাখবেন, নারীর মুখ একবার খুলে

গেলে এবং পুরুষের পেট একবার বের হয়ে গেলে সেটিকে পুনরায় বন্ধ করা এবং ভেতরে ঢুকানো অনেক কঠিন।

তেমনই এক নারীর স্বামীর সাথে সারাক্ষণ ঝগড়া লেগেই থাকে। আর বদ মেযাজী স্বামী এ কারণে তার গায়ে প্রতিনিয়ত হাতও তোলে। তাই সে একবার এক বিজ্ঞ আলেমের কাছে গিয়ে বললো, আমার স্বামী বাসায় আসার পর কিছু বললেই সে আমাকে মারা শুরু করে। এটি হতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। গায়ে হাত উঠানো এখন তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তার সংসার করা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

এটি শুনে তিনি তাকে একটি তা'আভীয দিয়ে বললেন, তোমার স্বামী যখনই ঘরে আসবে তখনই তুমি এই তা'আভীযটি দাঁতের নীচে চেপে ধরে রাখবে। কিছুদিন পর মহিলাটি তার কাছে এসে জানালো, হুযুর আপনার দেয়া তা'আভীযে খুব উপকার পেয়েছি। এখন মারা তো দূরের কথা সে আমাকে কিছুই বলে না। তিনি বললেন, এই উপকার তা'আভীযে হয়নি; রবং তোমার মুখ বন্ধ রাখার কারণে হয়েছে। তা'আভীযের কোনো ক্ষমতা নেই। তা'আভীয ব্যবহার করাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) শির্‌ক বলেছেন। তাই তা'আভীযের জন্য ভুলেও কখনো কারো কাছে যেয়ো না। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)[32]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তা'আভীয ও পরস্পর প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির জন্য কোনো কিছু তৈরী করা শির্‌ক।'

মনে রাখবেন মু'মিন ভরসা রাখে নিয়নিত উপর, যার হৃদয়ে এই ঈমান স্থির হয়ে যায়, সে কখনো হাতের রেখা ও শৃগাল-কুকুরের মুখোশ অথবা তা'ভীযের উপর ভরসা করতে পারে না।

এ ধরনের স্বামী-স্ত্রী কী জন্য মারামারি করতো জানেন? তাহলে শুনুন, একবার স্কুলে শিক্ষক এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলে তুমি

32– رواه أحمد وأبو داود، رقم الحديث: 3838

গতকাল স্কুলে আসনি কেন? অথচ তোমার মা-বাবা দু'জনই এসেছিলেন। এর কারণ কী? তাড়াতাড়ি বল? না হলে এখনই তোমাকে ক্লাস হতে বের করে দেয়া হবে। ছাত্রটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, স্যার আমাকে বের করিয়েন না। সত্যি বলছি, সকালে আব্বু বললেন, আমি তোমাকে স্কুলে দিয়ে আসবো। আম্মু বললেন, না! আমি তাকে স্কুলে দিয়ে আসবো। এই নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে হৈ চৈ করে আমাকে ঘরে রেখে দু'জনই স্কুলে চলে আসলেন। তাই আমি স্কুলে আসতে পারি নাই।

নিজেদের মুখ বন্ধ থাকলে আরো কী লাভ দেখুন। একবার স্কুলে ক্লাসের ছাত্রদের গ্রুপ ফটো দেখে টিচার বললেন, তোমরা বড় হয়ে এসব ছবি দেখে একে অপরকে বলবে এ হলো রাজু সে এখন লন্ডনে থাকে। এটি পল্টুর ছবি সে এখন আমেরিকায় থাকে। আর এটি হলো বল্টু, সে কিন্তু এখনো যেখানে ছিলো সেখানেই থেকে গেলো। ছেলেটি আর উন্নতি করতে পারলো না।

এটি শোনে বল্টু রেগে উঠে বললো, আর এটি হলো মিসের ছবি। তিনি মরে গেছেন। তিন দিনের দিন তার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে বসলো। কবরে এখন তার হাড্ডিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার সন্তানরাও কে কোথায় আছে কেউ বলতে পারে না। এটি শোনে মিস খুব কষ্ট পেলেন। অতএব এমন পরিবার ও পরিবেশে মুখ বন্ধ রাখাই হলো সবচেয়ে বড় তা'আভীয, তিনিও বুঝতে পারলেন।

যাক বলছিলাম, কন্যা জন্ম দিলে আমরা মন খারাপ করলেও ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভাগ্যবান স্ত্রী হলেন তিনি, যিনি প্রথম কন্যা সন্তান জন্ম দেন। আর এসব গর্দভরা সহায় সম্বলহীনভাবে ছেড়ে চলে যায় কৌশল অপহৃত সদ্য প্রসূতি স্ত্রী ও হতভাগা নবজাতক কন্যাসহ বাসা-বাড়ি। এভাবে তারা কন্যা জন্ম হওয়ার বিরুদ্ধে নিজের বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করে। এটি কারো বানানো কোনো সাহিত্য রচনা ও কল্প-কাহিনী বা অবাস্তব কোনো ক্বিস্সাহ নয়। অথবা কোনো এক পক্ষকে খুশী করা বা অপর পক্ষকে বদনাম করার জন্যও লেখা হয়নি। ইতিহাসের পাতা উল্টালে যে কেউ এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাবে।

এমনই একটি ঘটনা এখানে পাঠকদের জন্য উল্লেখ করছি। যার পুনরাবৃত্তি আমাদের বর্তমান সমাজেও প্রতিনিয়ত ঘটছে। কিছু প্রকাশ হচ্ছে আর কিছু পর্দার আড়ালে রয়ে যাচ্ছে। যে ঘটনাটির জন্ম দিয়েছে জাহেলী যুগের আবু হামযাহ নামক এক ব্যক্তি। আর তার অনুকরণ করছে এ যুগের নারী স্বাধীনতার প্রবক্তারা।

আবু হামযার স্ত্রী একবার কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে সে স্ত্রীকে একা রেখে নিজের তাঁবু ছেড়ে প্রতিবেশীর তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। একদিন সে নিজের তাঁবুর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ভেতর হতে তার সেই স্ত্রীর গান গাওয়ার আওয়ায শুনতে পেলো। আওয়ায শুনে সে থমকে দাঁড়ালো এবং স্ত্রীর গানের ভাষাটি বোঝার চেষ্টা করলো। তার স্ত্রী নৃত্য করে গেয়ে যাচ্ছে:

مَا لِأَبِي حَمْزَةَ لاَ يَأتِيْنَا ؟! / يَظِلُّ فِي الْبَيْتِ الَّذِيْ يَلِيْنَا
غَضْبَانٌ أنْ لَا نَلِدُ الْبَنِيْنَا / تَاللهِ مَـــا ذَلِكَ فِي أيْدِيْنَا
وَإِنَّمَا نَأخُذُ مَـــا أعْطِيْنَا / وَنَـحْنُ كَالأرْضِ لِزارِعِيْنَا
نُنْبِتُ مَـا قَدْ زَرَعُوه فِيْنَـا [33]

'আবু হামযার কি হয়ে গেলো ে আমাদের কাছে আর আসছে না? আমাদের প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।
সে এ জন্যই রাগ করেছে যে, আমরা পুত্র সন্তান জন্ম দিচ্ছি না।
আল্লাহ্‌র ক্বসম ! এটি তো আমাদের হাতে নেই।
কারণ আমরা তো সেটিই গ্রহণ করি যা আমাদেরকে দেয়া হয়।
শস্য উৎপাদনের জন্য আমরা কৃষকের যমীনের মত।
আমরা সেটিই উৎপাদন করি যা আমাদের মধ্যে রোপন করা হয়।'

আজ তথাকথিত নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে পশ্চিমা সভ্যতাকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব অধিকার প্রতিষ্ঠার পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে আমরা দেখতে পাই, আজকের

33– **تفسير سورة التكوير، للشيخ مصطفى العدوي، بهجة المجالس وأنس المجالس، للشيخ ابن عبد البر، البيان والتبيان، للجاحظ، أطفال في حجر رسول الله، للشيخ سلمان العودة، و تفضيل انجاب الذكور وحقوق المرأة، للأستاذ أبو رغيف.**

সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রবক্তারাই মূলতঃ নারী অধিকার এবং তাদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম হরণকারী। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তারাই নারীকে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখিয়ে সুন্দর সুন্দর স্লোগান দিয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করার উৎসাহ যুগিয়ে শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে চৌরাহে দাঁড় করিয়ে তাদের ইয্যাত লুণ্ঠন করে চলছে।

অথচ যেই ইসলাম ও শারী'য়াতকে গাল-মন্দ করে তারা এমন একটি ঘৃণিত কাজ করে যাচ্ছে সেই ইসলামের প্রবক্তা রাসূলুল্লাহ (স.) ১৪৩৭ বছর পূর্বে দশম হিজরীতে লক্ষ লক্ষ সাহাবাদের সামনে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে নারী অধিকারের সেই ঐতিহাসিক World charter ঘোষণা করেছেন। যা সম্পর্কে পৃথিবীর মানবজাতি ছিলো সম্পূর্ণ অজ্ঞ। রাসূল (স.) সেদিন পৃথিবীর মানব সমাজ ও সভ্যতাকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত চলার একটি দিক নির্দেশনা বা রোডম্যাপ বাত্লে দিয়েছেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিলো অত্যন্ত সংযত ও শান্ত। নারী অধিকার সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক এবং চিরস্থায়ী দলীল।

এমন কথা মানব সভ্যতা ও সমাজ এর পূর্বে কখনো কল্পনাও করেনি। শোনা এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করার কথা তো বহূত দূর কী বাত। তাঁর (স.) সেদিনের নির্দেশনাগুলো ছিলো সম-পরিমিত ও নাতিশীতোষ্ণ। নারী-পুরুষ সবার কাছে গৃহীত পরিপূর্ণ ইউনিভার্সাল একটি দিক-নির্দেশনা এবং পৃথিবীর আগামী দিনের সকল জাতি-গোষ্ঠী, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-বর্ণসহ সমাজের সকল শ্রেণীর জন্য নির্ভুল একটি মাইলষ্টোন। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হিসেবে আমরা যা দেখতে পাই তাহলো:

- তোমরা নারীদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে। তারা তোমার অধীনস্থ এবং আনুগত্যের জালে বন্দী।
- স্ত্রীর মান-সম্মান, ইয্যাত-আবরু রক্ষাসহ তার খাওয়া-দাওয়া এবং কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা স্বামীর দায়িত্ব।
- নারীদের সকল বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানাত হিসেবে কালেমার মাধ্যমে গ্রহণ করেছ।
- স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক্ব সৎ ও নেক কাজে তার অবাধ্য হওয়া যাবে না।

- ব্যভিচার ও বেহায়াপনা হতে নিজেকে দূরে রাখবে।
- স্বামীর বিছানায় কাউকে আসতে দিবে না।
- স্বামীগৃহে স্বামীর অনুমতি ছাড়া সবার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকবে।
- স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোনো অর্থ খরচ করা হতে বিরত থাকবে।
- স্ত্রীর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা পুরুষকেই করতে হবে।

এবার একটু মনোযোগ দিয়ে পৃথিবীর তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার সকল জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মের দিকে তাকান এবং তাদের আঙ্গিনায় নারীর এমন সম্মান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। **আল্লাহ্‌র ক্বসম**! আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু নারীর এমন ইয্‌যাত ও সম্মান ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আঙ্গিনায় কখনো খুঁজে পাবেন না।

সত্য অন্বেষণে ব্যর্থরাই নারীর মর্যদা বুঝতে অক্ষম

সত্য অন্বেষণে যারা ব্যর্থ, তারা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলতে থাকে ইসলামের এটি একটু কঠিন, ঐটি আমার বুঝে আসছে না। এ যুগে নারী ঘরে কীভাবে থাকবে? এ বয়সে পর্দা করলে কেমন দেখায়? এ ধরনের আরো কত কি মন্তব্য! সমাজ ও পরিবেশ বলেও কিছু কথা আছে। মনে রাখবেন, এসব শায়ত্বানী কথা-বার্তা এবং শায়ত্বানের চেলারাই শুধু বলার সাহস দেখায়। অন্যরা নয়।

ইসলাম নারীকে শুধু পর্দা করতে বলেছে এতেই ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যত অভিযোগ। আর ইসলামের আঙ্গিনায় নারীর যে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এবং জীবনের সকল মোড়ে তা প্রতিষ্ঠিত করে নারীকে মানব সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এবং বাঁচতে শিখিয়েছে তা নিয়ে তাদের কোনো কথা নেই। তার একমাত্র কারণ হলো এটি স্বীকার করে নিলে তো ইসলামের বিজয়। আর ইসলামের বিজয় হলে তাদের সব স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। মুসলিম সমাজে বাস্তবতার মুখ দেখবে না কোনো দিন। আর এটি

কীভাবে মেনে নেয়া যায়? মেনে নেয়ার কোনো কারণ তারা খুঁজে পাবে কী করে? কারণ তারা সারা জীবন রবি ঠাকুরের বই এবং বর্তমান সময়ের স্বঘোষিত নাস্তিক ও মুরতাদদের বানানো কল্পকাহিনীতে ভরা উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমাতে গেলো এবং একবারের জন্যও পবিত্র ক্বোরআনের পাতা উল্টিয়ে দেখলো না যে, আল্লাহ্ কত বাস্তব এবং সত্য কথা বলেছেন।

ইসলাম কত যুগোপযোগী একটি ধর্ম। ইসলাম বিরোধীদের কল্পনাপ্রসূত কাহিনী পড়ে বাংলা সাহিত্যের জনক বলতে বলতে তাদের বইকে বালিশের নিচে রেখে বালিশ উঁচু করে সারা রাত নাক ঢেকে ঘুমিয়ে ফাজরের সালাত ছেড়ে দিয়েছে। ঘুম হতে পুনরায় জেগে উঠার সুযোগ কে করে দিল তা একবারও ভাবলো না! তারপরও এরাই নাকি বাস্তববাদী ও স্পষ্টবাদী। এরাই নাকি দেশ ও জাতিকে বাস্তবতা অনুধাবন করে মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে! সত্য কথা হলো, এরা যুব সমাজকে প্রবৃত্তি আর খাহেশের গোলামী করার রাস্তা দেখিয়েছে। পরিশেষে তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে বিভ্রান্তির জালে আটকা পড়েছে আজকের নর-নারী। তাই এদেরকে বলবো সকালে পত্রিকা পড়ার পরিবর্তে ক্বোরআন অধ্যয়নের অভ্যাস করতে পারলে জানতে পারবেন আসল এবং সত্য সংবাদ ক্বোরআনেই রয়েছে। বাকি সব সংবাদ আংশিক নয় পুরো মিথ্যা।

সারা জীবন শরৎবাবু আর সমরেশ বাবুর রচনাবলী দিয়ে ঘর সাজিয়েছে, রবি ঠাকুরকে কবিগুরু বলতে বলতে মুখের ফেনা বের করে ফেলেছে আর ক্বোরআন-হাদীস এবং ধর্মীয় বই-পুস্তককে জঙ্গি বই বলে মিডিয়ায় প্রচার করেছে। প্রবীণত্বের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর পরও একবারের জন্য হলেও ক্বোরআন-হাদীসের কথাকে প্রচার করে এবং নিজে 'আমল করে কবর সাজানোর কথা ভাবলো না। কত অপদার্থ এরা এবং কত ব্যর্থ এদের জীবন। তাই তারা বর্ষ বরণের উৎসব উদযাপনের জন্য ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করেছে। আর মুয়ায্যিনের একা একা দেয়া আযানের আওয়াযকে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে বলে চেঁচামেচি করে মনের ঝাল মিটিয়েছে।

মঙ্গল শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থেকে উলূধ্বনি দিয়ে বাঙ্গালী পরিচয়ে মিডিয়ায় নিজেকে প্রকাশ করে প্রাউড ফিল করেছে। কিন্তু আব্দুর রাহমান এবং

আব্দুল্লাহ নাম ধারণের পরও আযানের জাওয়াব দিতে দিতে দলবেঁধে মাসজিদে গিয়ে নিজের ঈমান ও মুসলমানিত্বের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেছে। আশরাফুল মাখলুক্বাত হওয়ার পরও নিজেকে সাজানো আর বাজানো এবং নিজের জীবনে মঙ্গলের জন্য কাক, পেঁচা, বাঘ, শিয়াল, কুকুর ও বিড়ালের মুখোশের প্রয়োজন হয়েছে।

এদের বড়লোকির অবস্থা হলো, এরা কুত্তা-বিলাই, সাপ-খরগোশ, মাছ-পাখি নিজে পোষে। আর নিজের বাচ্চাকে চাকরানিরা পোষে। আবার এদের কেউ মারা গেলে মায়া কান্নাজুড়ে দিয়ে জান্নাতবাসিও বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমন কি এই জাতের কেউ যখন মরে যায় তখন আমাদের অনেকেই বলে উঠে এরাই নাকি ধার্মিক। সর্বত্র এদের জন্য মায়া কান্না জুড়ে দেয়। পরিশেষে এরা অগর পিতা আর নগর পিতা বনে যায় না শুধু, পীরও হয়ে যায়। জীবদ্দশায় সন্ত্রাসী থাকলেও মৃত্যুর পর সেই নাকি একমাত্র জাতির অভিভাবক। মনে রাখবেন, যুল্‌ম অত্যাচার করে ক্ষমতার মসনদে বসে দেশ ও জাতিকে স্বর্ণের খাটে ঘুমানোর সুযোগ করে দিলেও যালিম আখেরাতে অপরাধী হিসেবেই উঠবে।

কারণ জীবদ্দশায় এরা বাল্ব দেখে Thomas Eddison যে বাল্ব আবিষ্কার করেছে তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। কিন্তু সূর্য দেখেও সূর্যের স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছে শুধু তাই নয়; যারা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহবান করে তাদেরকে অঙ্গি আর জঙ্গি বলে গালি দিয়ে গ্রেপ্তার করে অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগিয়ে আদালতের কাঁধে বন্দুক রেখে জেলে পাঠিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নিজের ক্ষমতার বাহাদুরী দেখিয়েছে। এরাই নাকি আবার অনেক বড় দার্শনিক, ধার্মীক এবং সৎ। তাদের কারণে নাকি দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে। ছোট্ট একটি বাল্ব যদি আবষ্কারক ছাড়া হতে না পারে, তাহলে এত বড় দুন্‌ইয়া এবং চাঁদ-সূর্যসহ এত সব কিছু কে সৃষ্টি করেছে? এবং কার ইশারায় চলছে এসব কিছু? নিজে নিজেই সব সৃষ্টি হয়ে গেলো? এসব কিছুই তাদের দর্শনে ধরা পড়লো না। তাদের চিন্তাশক্তি কত দুর্বল।

অন্যদিকে এরা বাঘ-ভালুকের মুখোশ পরে দলবেঁধে গান গেয়ে বর্ষবরণ করাকে হিন্দু সংস্কৃতি বুঝতে না পারলেও মুখে দাঁড়ি আর মাথায় টুপির

মধ্যে রাজাকারের গন্ধ ঠিকই পেয়েছে। দাড়ি টুপিওয়ালাকে রাজাকার, আলবদর ও আল্ শামসের কমান্ডারও বানিয়ে ছেড়েছে। কী প্রখর এদের সার্চিং শক্তি ও ঘ্রাণশক্তি। কাকের দৃষ্টি শক্তি ও পিপিলিকার ঘ্রাণ শক্তিকেও এরা হার মানিয়েছে। বাসায় টিভি না থাকলে এবং জানালায় পর্দা থাকলে পুলিশকে জানানোর জাতীয় ঘোষণা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করে শুধু আলেমদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধীতা করেনি; বরং শারী'য়াতের দিক-নির্দেশনার প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনীর দুঃসাহস দেখিয়েছে।

তাই বলছিলাম, বর্তমান পৃথিবী পুরোটাই ইসলামের বিরুদ্ধে। আর এই কাজে তারা মুসলমানকেই ব্যবহার করে যাচ্ছে। একটি গ্রুপের এখন ট্রাডিশনই হলো আলেমদেরকে বদনাম করতেই হবে। আর তাই তাদের দাড়ি-টুপি, পায়জামা-পাঞ্জাবী, পাগড়ি-জুব্বা নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। এটি মূলত আলেম-ওলামা থেকে উম্মাতকে বিচ্ছিন্ন করার এক গভীর ষড়যন্ত্র। তাই ঈমান বাঁচাতে হলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে এটি বুঝতে হবে। কারণ আলেম-ওলামার সাথে যদি উম্মাতের সম্পর্ক টিকে থাকে তাহলে কেউ কাউকে কোনো দিন গোমরাহ করতে পারবে না এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। গোমরা করতে না পারলে তাদের মিশনও সফল হবে না। একারণেই আলেমদেরকে বদনাম করে এবং তাদের ভুল খুঁজে বের করতে পারলেই শত্রুরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে। তাই আলেমদেরকেও এসব প্রপাগান্ডা সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি বুঝে নিয়েছে যে, নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে হলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আলেম-ওলামার সাথে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও বিশ্বাসের যে প্রাচীর তৈরী হয়েছে সে প্রাচীর প্রথমেই ভেঙ্গে ফেলে উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এটি শুরু হবে প্রাইমারী লেভেল হতে। যুগের চাহিদা পূরণের নামে পশ্চিমাদের শেখানো সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তাদের মত ও পথ যুব সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই কেল্লা ফাতেহ। বর্তমান সরকারের দেয়া অষ্টম শ্রেণীর বইতে 'নিজেকে জানো' শিরোনামে শেখানো হচ্ছে 'একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের মাঝে বন্ধুত্ব দোষের কিছু নয়। একে অপরকে ভালো লাগার পরের পর্যায়ে যৌন অনুভূতি এমন কি যৌন আকর্ষণও সৃষ্টি হতে পারে। এমন অনুভূতি প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়। তবে সেটি হতে হবে দু'জনের সম্মতিতে।' এমন শিক্ষা

সম্পর্কে আমরা কোনো মন্তব্য না করে শুধু বলবো **লা হাওলা ওয়ালা কোউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।**

অতএব কচি বয়সের ছেলে-মেয়ে যদি পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের মাধ্যমেই প্রকাশ্যে ক্লাসে যৌন শিক্ষা পেয়ে যায় তাহলে এসবের বাস্তবায়নে বাঁধা কোথায়? এভাবে ছেলে-মেয়েদের হায়া-শরমের দুর্গে আঘাত করতে পারলেই তারা তাদের মিশনের অংশ হিসেবে মুসলিম পরিবারেই বুঝাতে সক্ষম হবে যে, নারীর পর্দা এযুগে সম্ভব নয়। এসব বলে তাদেরকে ঘর হতে খুব সহজেই বের করে নিয়ে আসতে পারবে। এখানেই রয়েছে তাদের সফলতা। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে, সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত আলেম-ওলামা আছেন ও থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই শায়ত্বানী কাজে শতভাগ সফলতা লাভ করতে পারবে না। অতঃপর শতভাগ সফলতা দেখাতে না পারলে উচ্ছিষ্টও ভাগে কম পড়বে। কোনো এক সময় বন্ধও হয়ে যেতে পারে। অথচ নারী-পুরুষের মাঝে পর্দার বিধান দিয়ে ইসলামী শারী'য়াত একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছে। ইসলাম তার আনুগত্যকারীকে বলে দিয়েছে তুমি এই বর্ডার কখনো ক্রস করতে পারবে না। আর আমরা দেখলাম সম্পূর্ণ উল্টো। ফ্রি মাইন্ডের নামে শুধু স্কুল-কলেজ আর ভার্সিটিতে নয়, পথে ঘাটের রিক্সাওয়ালা, সিএনজি ওয়ালারাসহ ফুটপাথের হকার ও ভিক্ষুকরাও গার্লফ্রেন্ড আর বয়ফ্রেন্ড বানিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় মাখামাখি করছে। এটিও ইউরোপের কালচার যা আমাদের আগামী প্রজন্মের চরিত্র ধ্বংসের জন্য তাদের পক্ষ হতে একটি বিশেষ উপহার। যে কালচার আজ নারীকে নারী এবং পুরুষকে পুরুষ রাখেনি। এই কারণেই দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

নারী এখন বয়ফ্রেন্ডের নামে যার তার সাথে হাতে হাত রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার সাথে ঘুরছে সে না তার স্বামী, না তার ভাই, না তার বাবা, না তার ছেলে। অন্যদিকে পুরুষও যে নারীকে গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে সমুদ্র সৈকতে ঘুরে নিজের চরিত্র নষ্ট করছে সে না তার স্ত্রী, না বোন, না মেয়ে না মা, কিছুই না। বরং তারা পরস্পরের জন্য একটি টিস্যু পেপার। একে অপরকে ইচ্ছে মত ব্যবহার করে প্রয়োজন শেষে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে। তাই মুসলিম উম্মাহর নারীকে মনে রাখতে হবে কোনো গায়রে মাহরাম

পুরুষের সাথে উত্তম চরিত্রের পরিচয় দেয়া এবং কোমল ও মিহি স্বরে কথা বলাই হলো নারীর সবচেয়ে খারাপ দিক বা নিকৃষ্ট চরিত্র। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

নারী যে বয়সের বা যে পেশারই হোক না কেন, অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষিক-শিক্ষিকা, ভগ্নিপতি বা শিল্পপতি কখনো কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে নরম ও কোমল ভাষা ব্যবহার করতে পারবে না। নারীর উচিৎ গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে যখনই কোনো কথা বলার প্রয়োজন হবে তখনই কঠোর ও কর্কশ ভাষায় বলা। যাতে করে পর পুরুষের অন্তরে লুকায়িত শায়ত্বান জেগে উঠতে না পারে। তাই নারী কলিগ্স পুরুষ কলিগ্স এর সাথে এক অফিসে এক টেবিলে বসে খেতে এবং এক গাড়িতে চলতে বিব্রতবোধ করা দোষের কিছু নয়। বরং বিব্রতবোধ করা তাদের নারী হওয়ার পরিচয় বহন করে। এটি করে তারা নারীত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। এর ব্যতিক্রম হলে আপনার আঙ্গিনা হতেই সর্ব প্রথম শারী'য়াতের জানাযার কফিন কাঁধে উঠবে। তাই এই সব নিয়ে নারী কলিগ্স এর সমালোচনা না করে তাদের হায়া-শরম দেখে বলে উঠুন **আল-হামদু লিল্লাহ্**।

যারা তাদের বিব্রতবোধকে অপছন্দ করেন তাদেরকে বুঝতে যে, ক্বিয়ামাত আসতে এখনো দেরী আছে। তাই নারী সহকর্মীদের মাঝে হারা-শরম এখনো কাজ করছে। এটি যেদিন উঠে যাবে সেদিন ক্বিয়ামাতের মাঠে ক্বিয়ামাত দেখতে হবে না। আপনার অফিসে এবং আপনার গাড়িতেই দেখতে পাবেন। তাই নারী-পুরুষ সবাইকে চাকুরীস্থলে সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। এটি ঈমানের দাবী। এর বিপরীত হলে অথবা নারীরা পুরুষ কলিগস্ এর সাথে উঠা বসায় বিব্রতবোধ না করলে শায়ত্বান এটিকে নারীর পক্ষ হতে গ্রীন সিগন্যাল মনে করতে সহযোগিতা করবে।

নারীকে ভালো করে বুঝতে হবে, পর পুরুষের কাছে ইন্টারনেটে ম্যাসেজ পাঠানো ও ফেসবুকে চ্যাটিং করা আর মানব দৃষ্টির আড়ালে গোপনে তার সাথে মিলিত হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। গায়রে মাহরামের সাথে ফেসবুকে চ্যাট করাও হারাম। আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[34]

'তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না। অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেমও করতে পারবে না।'

বর্তমান যুগের সোশ্যাল মিডিয়াতে বে-গানা নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে চ্যাটিংও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেছেন:

﴿مُحصَناتٌ غَيرَ مُسافِحاتٍ وَلَا مُتَّخِذاتُ أخدانٍ﴾ [35]

'যাতে তারা বিয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে, অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়।'

আমরা রাসূল (স.) হাদীসের ভান্ডারেও দেখতে পাই তিনি বলেছেন:

(عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) 36

'কোনো ব্যক্তি যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়, কারণ এমন হলে শায়ত্বান তৃতীয় জনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।'

আল্লামাহ্ শায়খ ইবনু উসাইমিন তাঁর ফাতওয়ার মধ্যে লিখেছেন:

" لا يجوز لأي إنسان أن يراسل إمرأة أجنبية عنه، لِما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليس هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به، ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، ويجب الإبتعاد عنها " [37].

'অপরিচিত নারীর সাথে ম্যাসেজ আদান-প্রদান করা জায়েয নেই। কারণ এখানে ফিত্না রয়েছে। ম্যাসেজ দাতা হয়ত মনে করছেন, এখনে কোনো ফিত্না নেই। কিন্তু শায়ত্বান ধীরে ধীরে এই ম্যাসেজের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। তাই যুবক-যুবতীদের পরস্পরের মাঝে স্যাসেজ চালাচালির মধ্যে অনেক বড় ফিত্না ও মহা বিপদ রয়েছে। অতএব এসব এড়িয়ে চলতে হবে।'

---

৩৪ - সূরাতুল মায়েদাহ, আয়াত নং-৫

৩৫- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-২৫

36 – **مسند عمر بن الخطاب، رقم الحديث :** 59

37- **فتاوى المرأة المسلمة، الرقم 2/**578

তাই বলছিলাম, যে সব ছেলে-মেয়েরা নেটে বসে একান্তে ম্যাসেজ চালাচালি করছে সেগুলো কেমন ম্যাসেজ জানেন? শুধু মিথ্যায় ভরা। একে অপরকে শিকারের জন্য কল্প-কাহিনী বানিয়ে ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে। বিশ্বাস না হলে শুনুন, তারা কীভাবে মিথ্যা বলে দেখুন। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি এটি শতভাগ প্রমাণ করে দিয়েছে। একটি ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে ম্যাসেজ পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে তুমি কোথায়?

বয়ফ্রেন্ডের ম্যাসেজ দেখে সে জানালো আমি আমার আব্বার BMW গাড়ি নিয়ে একটি ক্লাবে যাচ্ছি। সেখান হতে একটি ফাইভ স্টার হোটেলে যাবো এবং বিকেলে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেব। তাই তোমার সাথে এখন দেখা করতে পারবো না। মন খারাপ করো না, রাতে কথা হবে। তবে তুমি এখন কোথায় এবং কি করছ? ছেলেটি তাকে জানালো তুমি এখন যে লোকাল বাসে বসে আছ আমিও ঠিক একই বাসে তোমার পেছনের সীটে বসে আছি। তুমি ভাড়া দিও না আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন বলুন এদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করার জন্য কি আর শায়ত্বানের সময় দিতে হবে। এরা তো নিজেরাই শায়ত্বান। এসব বেহায়াপনা আজ ইউরোপের সমাজকে গ্রাস করে উঁই পোকার মত খেয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের দা'ঈ ইলাল্লাহ শায়েখ তারেক জামিল তার এক বক্তব্যে বলছিলেন, আমি একবার স্পেন গেলাম। সেখানে আমার সাথে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর দেখা করতে আসলেন। আমি তাকে বললাম, ভাই আপনাকে দু'টি কথা বলে যাচ্ছি মনে রাখবেন, কাজে আসবে। আপনাদের দেশে এসে আমি যা দেখলাম তা দেখে আমার মনে হলো, প্রথমত: আপনাদের Family system ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত: আপনাদের পথে-ঘাটে এবং হাটে বাজারে গিয়ে দেখলাম এখানে কোনো বাচ্চা নেই। সবই যুবক এবং বৃদ্ধ। যা দেখে আমি বুঝলাম আপনাদের Generation gap হয়ে যাচ্ছে। এটি শুনে লোকটি মাথায় হাত দিয়ে বসে গেল। আর বললো এটিই এখন আমাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে গার্লফ্রেন্ড হয়ে একজন পুরুষের সাথে পুরো জীবন কাটিয়ে দিলেও একজন নারী কখনো প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাবে না। তাই একজন পুরুষের বউ হতে প্রত্যেক নারীই চায়। এখানে সাধারণ নারী বা রাজকন্যা, বিশ্বসুন্দরী বা দেশের প্রধানমন্ত্রী

যেই হোক না কেন, পুরুষের বউ হতে পারলেই তার মনের প্রকৃত কামনা ও বাসনা পূর্ণ হয়। আর স্বামীর সন্তান জন্ম দিয়ে মা হতে পারলে নারী জীবনের ষোলআনাই পূর্ণ হয়।

তাই বউ না হয়ে গার্লফ্রেন্ড হওয়ার কারণে যদি নারী জীবনে একবার কলঙ্ক নেমে আসে তাহলে বউ হয়ে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ আর কখনো পাওয়া যাবে না। এমন নারীকে নিয়ে কোনো পুরুষই আর দাম্পত্য জীবন সাজাতে রাজি হবে না। এটিই সত্য, এটিই বাস্তব। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন। **আ-মী-ন।**

সীরাতে নাববীতে
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নমুনা

সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে হলে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দাম্পত্য জীবনকে জানতে হবে। কারণ সীরাতে নাববীর অনুসরণ ও অনুকরণই সুখী দাম্পত্য জীবনের একমাত্র চাবি-কাঠি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালবাসার নমুনা সীরাতে রাসূল হতে খুঁজে বের করে নিজেদের দাম্পত্য জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারলে দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন।

কিন্তু দুঃখজনক হলে সত্য, আজকের দম্পতিরা সুখ ও আনন্দ খোঁজার জায়গায় না খুঁজে পশ্চিমাদের শেখানো Women day বা নারী দিবস উদযাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এটি করলে দাম্পত্য জীবন কখনো সুখী হবে না, এটি শতভাগ নিশ্চিত। উল্টো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের রাস্তা উন্মুক্ত হবে।

এমন দিবস ঈমানদারের কখনো প্রয়োজন হতে পারে না। কারণ তার রাসূল বলেছেন নিজ মাকে দেখলেও সাওয়ার। নিজ বোনের জন্য খরচ হলো উত্তম সাদাক্বাহ। কন্যা সন্তানের উত্তম লালন-পালন করলে জান্নাতে রাসূলের প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ পাবে। নিজ স্ত্রীর দিকে হাসি মুখে তাকালে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়। আর তাই এমন রাসূলের উম্মাতের পরিবার এবং দম্পতিদের মাঝে প্রতিদিন Women day বা নারী দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়, সীরাতে নাববীর পাতা উল্টিয়ে আরো দেখুন, সেখানে বিস্ময়করভাবে দেখতে পাবেন:

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহ:**

দাম্পত্য জীবনে রাসূল (স.) সব স্ত্রীর মাঝে সাম্যতা বজায় রাখতেন। তাই এটি রাসূলের সুন্নাহ। রাসূল (স.) আয়েশাহ (রা.) উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেতেন। আপনিও শুয়ে দেখুন, এর চেয়ে শান্তির জায়গা আর কোথাও পাবেন না। রাসূল (স.) কখনো কখনো তাঁর উরুতে মাথা রেখে ক্বোরআনও তিলাওয়াত করতেন। রোযা অবস্থায়ও তিনি তাঁকে চুমু খেতেন। এসব কিছুই ছিলো **আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের** সাথে রাসূলের প্রেম-ভালোবাসার নমুনা। যখন তিনি সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তাদের মাঝে লটারী করতেন। যার নাম উঠতো তাঁকেই সফরে নিয়ে যেতেন।

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহ:**

রাসূল (স.) বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের সাথে ভালো আচরণ করি। তাই আমি তাদের কাছে উত্তম। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যার স্ত্রী তাকে ভালো বলবে মূলতঃ সেই ভালো মানুষ। কারণ শুধুমাত্র একজন স্ত্রীই নিজ স্বামীর ভালো-মন্দ এবং 'আমল-আখলাক্ব সম্পর্কে সব কিছু জানে। অন্যরা শুধু বাইরের সৌন্দয্য দেখে মন্তব্য করে আর স্ত্রী ভেতরের খরব জেনে স্বামীকে ভালো বলে।

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহ:**

দাম্পত্য জীবনে রাসূল (স.) রাতের প্রথম অংশে অথবা শেষ অংশে তাঁর স্ত্রীদের কাছে যেতেন। তাদের সাথে বেড শেয়ার বা শারীরিক সম্পর্ক শেষে কখনো তিনি গোসল সেরে নিতেন অথবা কখনো শুধুমাত্র অযু করে স্ত্রীর সাথে শুয়ে পড়তেন।

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহ :**

আয়েশাহ (রা.) এর সাথে খেলা করার জন্য তিনি মহল্লার আনসারের মেয়েদেরকে ডেকে নিয়ে আসতেন। জায়েয বিষয়ে তিনি নিজেও কখনো কখনো তাদের সাথে হাসি তামাশা বা খেলাধূলা করতে বসে যেতেন।

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহঃ**

স্ত্রীদের সাথে তিনি সব সময় প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, তাঁর স্ত্রী আয়েশাহ (রা.) যে পাত্রের যেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন, রাসূল (স.) নিজেও ঠিক সেই পাত্রের সেই স্থানে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন। যে হাড্ডি হতে আয়েশা গোশ্ত উঠিয়ে খেতেন সেই হাড্ডিকে রাসূল (স.) নিজেও মুখ লাগিয়ে খেয়ে তাঁর প্রতি নিজের ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতেন। আপনি কয়দিন এমন করেছেন? ভেবে দেখুন।

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহ :**

আয়েশাহ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) দাম্পত্য জীবনে এমনভাবে হাসতেন এবং স্ত্রীদের সাথে এমন ভঙ্গিতে কথা বলতেন তখন মনেই হতো না যে, তিনি এত বড় একজন রাসূল। কিন্তু যখন দ্বীনী কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন বা সালাতের সময় হয়ে যেতো তখন মনে হতো তিনি আগের সেই লোক নন।

- **দাম্পত্য জীবনে এটিও সুন্নাহঃ**

স্ত্রীকে আদর করে অন্য কোনো নামেও তিনি ডাকতেন। পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে খুবই সুন্দর ও মধুর আচরণ করতেন। তাই তিনি বলতেন আমি তোমাদের মধ্যে পরিবারের জন্য সবচেয়ে উত্তম। একবার তিনি ঘরে এসে দেখলেন, আয়েশাহ্ (রা.) একটি পেয়ালার মধ্যে পানি পান করছেন। তখন তিনি তাকে বললেন, এই হুমাইরাহ্! আমার জন্যও একটি রেখে দিও। অথচ তাঁর নাম ছিলো আয়েশাহ্।

যেই রাসূল (স.) বলেছিলেন, আমি যদি কাউকে সাজদাহ করার হুকুম দিতাম তাহলে নারীকে বলতাম, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে সাজদাহ কর। দেখুন তিনিই তাঁর স্ত্রী আয়েশাহ্ (রা.) কে কীভাবে ভালোবাসতেন। নীচের ঘটনাটি পড়ে এখান থেকে নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসার টিপ্স শিখে নিন। তাঁর অনুকরণ করতে পারলে দুন্ইয়াও পাবেন এবং আখেরাতও পাবেন।

রাসূল (স.) হলেন তাঁর উম্মাতের জন্য উত্তম আদর্শ। মানব জাতিকে আল্লাহ্ উদ্দেশ্য করে পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾[38]

'আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিলো একটি উত্তম আদর্শ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাংখী এবং বেশী করে আল্লাহ্কে স্মরণ করে।'

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান তায়াম্মুমের বিধান

সীরাতে রাসূলে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক এবং ভালোবাসার আরো একটি ঘটনা মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (স.) জেহাদের সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তাই তিনি সঙ্গী-সাথীদের সবাইকে নিয়ে বণিমুস্তালিকের জিহাদে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে বললেন। তখন তাঁর স্ত্রী উম্মাহাতুল মু'মিনীন আয়েশাহ্ ছিদ্দিক্বাহ (রা.) ও তাঁর সাথে যাবেন। তাই সফর শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আয়েশাহ্ (রা.) উটের উপর বসে পড়লেন। ঠিক এসময়ে তিনি নিজের গলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর গলার মূল্যবান হারটি নেই। তখন সাথে সাথে তিনি বললেন, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** আমার গলার হারটিতো দেখছি না। এটি হারিয়ে গেছে। একথা শোনে রাসূলুল্লাহ্ (স.) সাহাবাদেরকে ডেকে বললেন, ভাইয়েরা শোনো! আয়েশার গলার হারটি এখানে হারিয়ে গেছে। তোমরা এখনই এটিকে খুঁজে বের কর।

অতঃপর সবাই সাধ্যমত হার খুঁজতে লাগলো। কারণ একদিকে রাসূলের হুকুম, অন্যদিকে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং আবু বাক্র ছিদ্দিক্ব (রা.) এর মেয়ে আয়েশার হার। রাসূলের স্ত্রী হওয়ায় তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদেরও একজন। এসব কারণে অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও শেষ পর্যন্ত হারটি পাওয়া

[৩৮]- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-২৩

গেলো না। সবাই মিলে দীর্ঘ সময় খুঁজলেন। এমন কি মাগরিব হয়ে গেলো এবং সালাতুল এশার সময়ও চলে আসলো। কিন্তু হার পাওয়া গেলো না। তাছাড়া রাতও ছিলো অন্ধকার। তাই এসময়ে হার পাওয়া যাবে কিভাবে?

একটু ভেবে দেখুন? কিসের সফর ছিলো? মনে রাখবেন জিহাদের সফর ছিলো। কিন্তু তারপরও তিনি নিজ বেগমের হার হারিয়ে যাওয়ার কারণে যুদ্ধের সকল লশকরকে থামিয়ে দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করলেন। হারিয়ে যাওয়া হার খুঁজে বের করে স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটাতে চাইলেন। কারণ তিনি আয়েশাহকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। আর তাই একবার তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِيْنِيْ فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الوحْي وَأنَا فِي لِحَافِ امْرأةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا)[39]

'আয়েশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) একবার উম্মে সালামাহ্ (রা.) কে বললেন, তুমি আয়েশার বিষয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহর ক্বাস্‌ম! তার কাছে ছাড়া তোমাদের মধ্য থেকে অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে থাকা অবস্থায় আমার কাছে কখনো অহি আসেনি।'

এবার নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা যারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গলাবাজি করছি এবং নারী সম্পর্কীয় ইসলামের বিধি-বিধান না বুঝেই গাল-মন্দ করছি, নিজেরা শপিং এ যাওয়ার সময় যদি কিছু একটা নিতে ভুলে যাই তখনই দোষটি স্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মার্কেটে হাজারো মানুষের সামনে তাকে বকা-ঝকা শুরু করি।

মনে রাখবেন, আপনি যখন হাজার মানুষের সামনে আপনার স্ত্রীকে গাল-মন্দ করছেন, তখন ঐ সময়ে ইসলামের অনুশাসন যারা মেনে চলে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে পর্দায় রেখে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মর্যাদা দিয়ে তাকে ভালোবেসে যাচ্ছে। তারপরও নাকি আপনারা মডার্ন আর তারা সেকেলের! আপনাদের আঙ্গিনায় নাকি নারী স্বাধীন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। আর ইসলামের আঙ্গিনায় নারী পরাধীন ও তাদের অধিকার সেখানে ভুলণ্ঠিত!

39– **أنظر في الصحيحين، في قصة الإفك، وفي الكتب الأخرى عن فضائل عائشة.**

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌র স্ত্রীর হার খুঁজে না পেয়ে সবাই নিরাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। হার না পাওয়ার বেদনায় সবাই হতাশ ছিলেন। তখন হঠাৎ মুয়ায্‌যিনের কণ্ঠের আওয়ায আসলো **হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্**। যে ডাকের অর্থ হলো এখন ফাজর হয়ে গেলো, অতএব তোমরা সালাতের প্রস্তুতি নাও। কিন্তু প্রস্তুতি নেবে কিভাবে? অযু করার জন্য কোথাও কোনো পানি নেই। তাই অযুর কোনো ব্যবস্থাও হচ্ছে না।

এমতাবস্থায় সাহাবারা সবাই অসন্তুষ্টির সুরে আবু বাক্‌র ছিদ্দিক্ব (রা.) কে বলতে লাগলেন, দেখুন আপনার মেয়ের কারণে কেমন এক অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেলো। এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এক একজন এক এক কথা তাকে শোনাতে লাগলেন। পানির যেহেতু কোনো ব্যবস্থা নেই তাই সালাতের জন্য কেউ অযুও করতে পারছে না। উল্লেখ্য যে, তখনো তায়াম্মুমের হুকুম আসেনি। ইসলামী শারী'য়াতে তায়াম্মুমের কোনো বিধান ছিলো না। আবু বাক্‌র ছিদ্দিক্ব (রা.) বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গিয়ে ক্রোধাগ্নি হয়ে নিজ মেয়ে আয়েশাহ্‌কে কিছু বলার জন্য তার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

এপ্রসঙ্গে আয়েশাহ্ ছিদ্দিক্বাহ্ (রা.) বলেন, আমার আব্বা আবু বাক্‌র ছিদ্দিক্ব (রা.) আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। তিনি তো ঢুকতেই পারেন। কারণ তিনি তার বাবা। তিনি তখন আসন করে বসে ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) তার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। তাই আবু বাক্‌র ছিদ্দিক্ব (রা.) মেয়ের উপর রেগে গেলেও কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছেন না। ধৈর্য ধরে বসেই থাকলেন। কারণ মেয়ের সাথে এখন হৈ চৈ করলে রাসূলুল্লাহ্‌র ঘুমের ব্যাঘাত হবে। অথচ নিজের মেয়েকে কিছু বলার জন্য এবং নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্যই তিনি মেয়ের তাঁবুতে গিয়েছিলেন। তাকে বলতে চেয়েছিলেন তোমার কারণেই এত কিছু ঘটে গেলো এবং আমাকে মানুষের মন্দ কথা শুনতে হচ্ছে। তুমি না আসলেই পারতে। আর যদি তুমি না আসতে তাহলে এসব কিছুই হতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) তাঁর উরুর ওপর শুয়ে থাকার কারণে নিজের মেয়েকে শাসনের কোনো বাক্য বলতে পারলেন না। ইশারা করে তাকে শাসাচ্ছেন যে, তোমার কারণে এত কিছু ঘটছে। এরপর আঙ্গুল দিয়ে তার পেটে গুতো মেরে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তবে আয়েশাহ বাপের গুতো খেয়েও

নড়াচড়া করতে পারছেন না; বরং স্ট্যাচুর মত স্থির হয়ে বসে আছেন। কারণ নড়াচড়া করলে রাসূলুল্লাহ্‌র (স.) ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তাই বাপের প্রচন্ড গুতো খেয়েও ধৈর্য ধরে আছেন মেয়ে।

আল্লাহ্‌র ফায়সালা দেখুন, হার খুঁজতে গিয়ে যখন ফাজরের সময় হয়ে গেল তখন রাসূল (স.) সবাইকে বললেন, চলো ভাই সবাই মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে সালাতের প্রস্তুতি নাও। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো:

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾[40]

'যদি পানি না পাও তবে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও।'

অতঃপর তায়াম্মুম করে সবাই সালাতুল ফাজর আদায় করলেন। সালাতুল ফাজ্‌রের পর আয়েশাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ্‌কে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (স.) চলুন, আমরা যে উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম তা পূর্ণ করুন। হার যেহেতু আর পাওয়া যাবে না, তাই আমরা আমাদের লক্ষ্য সাধনে এগিয়ে যাই। তারপর রাসুল (স.) সাহাবাদেরকে ডেকে বললেন, চলো ভাই, পুনরায় সফর শুরু কর।

আল্লাহর কুদরত দেখুন, সফরের জন্য যখন উটটি উঠে দাঁড়ালো তখন দেখা গেলো আয়েশাহ্ (রা.) এর হারটি উটের পেটের নীচে পড়ে আছে। পরিশেষে হারও পাওয়া গেলো এবং তায়াম্মুমের বিধানও পাওয়া গেলো। একজন নারীর একটি মাত্র হারের কারণে উপকৃত হলো পুরো মুসলিম উম্মাহ। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন:

(عَن عائشةَ رضي الله عنها زوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ-أَوْ بِذَاتِ الْـجَيْشِ- انقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى التِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدّيْقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ

[40] -সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-৪৩

اللهِ ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ.

فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺوَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِيْ أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَخْذِيْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺحِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا، فَقَالَ أَسَيْدُ بنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أبي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ)[41]

'আয়েশাহ্ (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সঙ্গে কোনো এক সফরে বের হলাম। বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে এসে আমার গলার হারটি ছিঁড়ে পড়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) হারের তালাশে অবস্থান করলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে তাঁর সাথে থেকে গেলো। সেখানে কোনো পানি ছিলো না। লোকেরা আবু বাক্‌র ছিদ্দিক্বের কাছে এসে বললো আয়েশাহ কি করলেন দেখছেন না? তিনি রাসূলকেসহ লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটক করে দিয়েছেন যেখানে কোনো পানি নেই। আর লোকদের সঙ্গেও পানি নেই।

আবু বাক্‌র ছিদ্দিক্ব (রা.) আমার ঘরে এমন এক সময় আসলেন যখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। আমার পিতা এসে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং লোকদেরকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে রেখেছ যেখানে কোনো পানি নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি নেই। আয়েশাহ্ (রা.) বললেন আবু বাক্‌র আমাকে তিরস্কার করলেন এবং এমন সব কথা বললেন যা আল্লাহ্ চান। এমন কি তিনি তার হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন; কিন্তু আমার উরুর উপরে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মাথা থাকায় আমি ব্যথা পেয়েও সরতেও পারলাম না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) পানি না থাকা অবস্থায় যখন ঘুম হতে উঠলেন। তখন আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। এরপর সকলে তায়াম্মুম করলেন। উসাইদ বিন হুযাইর (রা.) বললেন, হে আবূ বাক্‌রের কন্যা! এটা

41– **رواه البخاري، كتاب التيمم، رقم الحديث: 334**

আপনাদের প্রথম বরকত নয়। অতঃপর আমি যে উটের উপর ছিলাম সেই উটটি উঠে দাঁড়িয়ে গেলে তার নীচে হারটি পেয়ে গেলাম।'

এরপর সাহাবারা বলতে লাগলেন, ওয়াহ্ ওয়াহ্ আবু বাক্‌র ! **আপ্ নে তো কামাল কর দিয়া**। আপনার পরিবারের বদৌলতে আমরা আল্লাহর কত বড় একটি নি'য়ামাত পেয়ে গেলাম। উম্মাতে মুসলিমাহ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এর সুফল ভোগ করবে। কারণ তখনো তায়াম্মুম সম্পর্কে সাহাবাদের মাঝে কোনো ধারণাই ছিলো না। আল্লাহর পক্ষ হতে এর কোনো বিধান তখনো আসেনি। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এখন তায়াম্মুমের বিধান পাওয়া গেল।

তাই বলছিলাম, নিজেদের ঈমানের মজবুতির জন্য সাহাবাদের সম্পর্কেও জানতে হবে। তাদেরকে ভালবাসতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর তাদের কেমন ঈমান ছিলো তা বুঝতে পারবো। অনুরূপভাবে ইসলামের জন্য তাঁদের অবদানও স্বীকার করতে হবে। কারণ তাদের কারণেই আজ আমাদের কাছে ঈমান এসেছে।

মোটকথা, তাঁদেরকে মানতে পারলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লাভ ও নোকসান বুঝতে পারবো অতি সহজে। তাই নিজেদের দাম্পত্য জীবনে জানতে হবে তাঁরা কারা? দেখলেন, তাঁরা সেদিন রাসূলুল্লাহর কথাকে কিভাবে মেনে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর স্ত্রীর হার খুঁজতে বললেন তাঁরা তাই করলেন। কোনো প্রশ্ন ছাড়াই জেহাদের সফর স্থগিত করে সারা রাত পড়ে থাকলেন একটি হারের খোঁজে। একজন নারীর সম্মান রক্ষার্থে সাহাবারা রাসূল (স.) কে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

সাহাবাদের কাছে নারীর মর্যাদা আর রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে স্ত্রীর ভালোবাসা দেখলেন? সাহাবারা একজন নারীর হার খুঁজে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা দেখালেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) সফর স্থগিত করে এক স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা দেখালেন। বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়াম্মুমের বিধান দিয়ে তাঁর পুরো উম্মাতের উপর রাহমাত নাযিল করে তিনি রাসূল ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা দেখালেন, **আল্লাহু আকবার!** তাই নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসুন। এখানে কোনো ক্ষতি নেই, শুধু লাভ আছে। কারণ এটি আমার আপনার রাসূলের সুন্নাহ্। তাই সুন্নাহ্‌র অনুকরণে দুন্‌ইয়াতে রয়েছে শান্তি, আর আখেরাতে রয়েছে অফুরান্ত মুক্তি।

স্ত্রীর কারণে শ্বশুর হলেন সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি

স্ত্রীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌র ভালোবাসার শেষ নেই। সীরাতে রাসূলের মধ্যে এমন সংখ্যা ঘটনা রয়েছে। সেগুলোর কোনো একটিও যদি আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় সুখের। সেগুলো মধ্য হতে পাঠকদের কাছে আরেকটি উল্লেখ করছি। একবার রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? বা কাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন? রাসূলুল্লাহ্ (স.) কোনো কথা ছাড়াই সবার সামনে বলে দিলেন, কেন? **আয়েশাহ্**। সেই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

অতঃপর তাঁকে আবারও জিজ্ঞেস করা হলো, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্!** মানুষদের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি কে? তখন তিনি বললেন **আবুহা**। অর্থাৎ আয়েশাহ্‌র আব্বা। ঘটনাটিকে হাদীসের ভান্ডারে আমরা এভাবে দেখতে পাই:

(عَنْ عَمْرِو بنِ العَاصِ قَالَ: بعَثَنِي رَسولُ اللهِ ﷺ عَلَى جيشِ ذاتِ السَّلَاسِلِ، قَالَ: فَأتيتُهُ فقُلْتُ: أيُّ النَاسِ أحَبُّ إليكَ؟ قَالَ: (عَائِشَةَ) فقُلْتُ: مِنَ الرِّجالِ؟ فقَالَ: (أبوها) فقُلْتُ: ثُمَّ مَن؟ قَالَ: (ثُمَّ عُمَرُ بنُ الخطَّاب) فعدَّ رِجالاً)[42]

'আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) যাতুস সালাসিল যুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ হতে ফিরে এসে আমি রাসূল (স.) এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষদের মধ্যে

42– **أخرجه الشيخان، رقم الحديث: 3662، وفي مسلم، رقم الحديث: 2384 .**

কোন লোকটি আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, **আয়েশাহ্**। আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্য কে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, তার বাবা। অতঃপর আবারও জিজ্ঞেস করলাম এরপর কে? তিনি বললেন, খাত্তাবের পুত্র উমার। এরপর আমি জিজ্ঞেস করতে থাকলে তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করলেন। এবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নিজ স্ত্রীকে ভালোবাসে এভাবে প্রকাশ্যে কয়জনে বলতে পারবে। কারণ বললে নিজ পরিবারের লোকেরাই প্রথমে তাকে বউ পাগল বলে গাল-মন্দ করবে। আমাদের পরিবার ও সমাজ কত নিকৃষ্ট ও অপদার্থ!

অনেক পুরুষ বড়লোক ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে খুবই কৃপণতা দেখায়। শারীকে হায়াতের জন্য নিজেও খরচ করে না, তাকেও কখনো কোনা হাত খরচ দেয় না। তাকে দেয়ার সময় কলিজা কেঁপে উঠে। শ্বশুর বাড়িকে শুধু নিজে পাওয়ার স্থান মনে করে। শ্বশুর-শাশুড়ি বা অন্য কারো জন্য সেখানে কখনো কোনো কিছু পাঠানোর প্রয়োজনও মনে করে না। এই অবস্থা বর্তমান সমাজের ৮০% পুরুষের বললে হয়ত অতিরঞ্জিত হবে না।

ঈদ উপলক্ষে শারীকে হায়াত কিছু কেনাকাটা করার আশা করে। কিন্তু এধরণের কৃপণরা তার জন্য নিজেও কিছু ক্রয় করে না, বা তাকেও গিয়ে কিছু ক্রয় করতে দেয় না। যেহেতু তারা কৃপণতা করে তাই তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, স্ত্রীকে শপিং এবং গোনাহ্ থেকে বিরত রাখার সহজ উপায় হলো, আপনি ই'তিকাফে বসে পড়ুন। নিয়্যাত শুদ্ধ করে এটি করতে পারলে একদিকে যেমন সাওয়াব পাবেন, অন্যদিকে আপনার পকেটের নিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ একটি করলে দু'টি পাবেন। আর এই অফারটি বিশ রামাদ্বান হতে শুরু হয়ে ত্রিশ রামাদ্বান পর্যন্ত চলবে। তবে আমার এই পোস্ট শারীকে হায়াতের লাগালের বাইরে রাখুন।

একটি মেয়েকে বিয়ে করে বউ বানিয়ে এনে তাকে ভালোবাসে একথাটি কাউকে বলতে এবং দেখাতে পারবে না। বললে এবং তার প্রতি নিজের ভালোবাসা দেখালে নাকি জাত চলে যাবে। আর বিয়ে না করে চৌদ্দজনকে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে গোলাপ দিয়ে অথবা আলো আঁধারের হোটেলে নিজের কোলে বসিয়ে পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে খাইয়ে

দিতে পারবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কোন্ চেতনার মানুষ নিয়ে আমরা সমাজে বাস করছি?

স্ত্রীর পরে শ্বশুর সবচেয়ে বেশি প্রিয় বললে তো বাবা নিজেই কাল বিলম্ব না করে নিজ ছেলেকে তাজ্য করে দেবেন। তাকে নিজের ছেলে পরিচয় দিতে লজ্জা করবেন। নিজ ছেলেকে যাদু করেছে এটি তো কমন কথা। তাই যারা শ্বশুরকে সম্মান দেখাতে এবং স্ত্রীকে ভালোবাসতে চায় তারা নিজ পরিবারে কখনো এই বিষয়ে কথা বলে না। তাছাড়া আমাদের মাঝে কয় জনে শ্বশুরকে সম্মান করে। উল্টো মনে করে, তার মেয়েকে বিয়ে করে দয়া করেছে।

শ্বশুর মেয়ে জন্ম দিয়ে যেন অপরাধ করেছেন। তাই শ্বশুর সারাক্ষণ মেয়ের জামাই ও তার পরিবারের ভয়ে থাকেন। কখন জামাই বাবু এবং তার বাপ-ভাইয়েরা ক্ষেপে যায়। জামাইকে তোষামোদ করতেই শ্বশুরের জীবন শেষ। তার কাছে সম্মান পাবেন এমন আশা করার সময় কোথায়? তাই আজ সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সন্মানের পরিবর্তে জামাই-শ্বশুরের মাঝে মামলা মোকাদ্দমা চলছে।

রাসূল (স.) আয়েশাহ্কে যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স কম ছিলো। তাই তিনি ঠিক করে খেতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) খাবারের লুকমা বানিয়ে তাকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে দিতেন। এবার ভেবে দেখুন তো আমাদের সমাজে কে কয়দিন স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছে। হ্যাঁ যার মুখে খাবার তুলে দেয়া সুন্নাহ্ তার মুখে না দিলেও হোটেলে-মোটেলে আলো-আঁধারের টেবিলে বা কক্ষে শুয়ে বসে গার্লফ্রেন্ডের নামে এযুগের আধুনিক দাসীদের মুখে মডার্নিজমের পরিচয়ে ঠিকই খাবার তুলে দিয়ে কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত রয়েছে আমাদের অনেকে।

স্ত্রীকে ভালোবাসার আরো কিছু নমুনা দেখুন। রাসূল (স.) সালাতে যাওয়ার সময়ও নিজ স্ত্রী আয়েশাহ্কে চুমু দিয়ে যেতেন। এমন কি রোযা অবস্থায়ও তিনি তাকে চুমু খেতেন। রাসূলের যুগে উটের গোশ্তের বড় বড় টুকরো রান্না করা হতো। তাই আয়েশাহ্ (রা.) এত বড় টুকরো খেতে পারতেন না। এদিক সেদিক একটু আধটু খেয়ে তিনি রেখে দিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (স.) আয়েশাহ্কে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই টুকরোগুলো খেয়ে তার প্রতি নিজের

ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতেন। এটি ছিলো রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দাম্পত্য জীবন।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের সাথে তাঁর ভালোবাসা এখানেই শেষ নয়, একবার জিহাদের সফর হতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ফিরে আসার সময় আয়েশাহও সাথে ছিলেন। সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা আগে চলে যাও। সবাই আগে চলে গেলেন। এমনকি সবাই তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আয়েশাহ আস, আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে? করো দেখি কে কার আগে যেতে পারে। অথচ এটি আয়েশাহ্র প্রস্তাব ছিলো না। প্রস্তাবটি ছিলো রাসূলের।

তাই হলো, তাঁরা রাস্তায় দৌড় দিলেন এবং কে কার আগে যেতে পারে দেখলেন। আয়েশাহ্ বলেন, আমি দৌড় দিলাম, রাসূল (স.) আমার পেছনে পড়ে গেলেন। আমি আগে চলে গেলাম। অর্থাৎ আমি ফাস্ট হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ হয়ত আমাকে খুশি করার জন্য ইচ্ছে করেই পেছনে পড়ে গেলেন। এযুগের কোনো বড় আল্লামাহ্ বা শায়খুল হাদীসও স্ত্রীর প্রতি এমন ভালোবাসা দেখাবেন না। তারা মনে করেন স্ত্রীর সাথে হাসি তামাশা করলে বুযুর্গী চলে যাবে। তাই অনেকে বিয়ে করে নববধূকে ঘরে রেখে চিল্লায় চলে যাওয়ার মধ্যে তাক্বওয়া খুঁজে বেড়ায়। একথাটি আমি কাউকে হেয় হরার জন্য বলছি না। এটি একটি বাস্তর ঘটনা।

ঢাকার বুয়েটের একজন ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ের সাথে একজন এয়ার কমোডরের ছেলের বিয়ে হলো। ঐ বিয়েতে আমি আমার সহধর্মিণীসহ উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের পর পরই মেয়ের বাবা আর ছেলের বাবা দু'জনে মিলে ছেলেকে নাফ্সের সাথে জেহাদ করার নামে চিল্লায় পাঠিয়ে দিলেন। আর নববধূ স্বামীগৃহে বাসর রাত্রীর স্বপ্ন এবং স্বামীর স্পর্শে শরীর ও মনের শিহরণের অনুভূতির অপেক্ষায়ই থেকে গেলো এক চিল্লা। বাহ্ নিজেদের বানানো দ্বীনদারীর নমুনা কত চমৎকার?

এটিকে হয়ত তারা মেয়ের নাফসের সাথে জেহাদ মনে করেছেন। তবে উভয়ের বাবা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। আলেম ছিলেন না। তারপরও তারা নিজেরাই তাক্বওয়া ও পরহেযগারী সৃষ্টির রাস্তা চিল্লার মাঝে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। তাবলীগী নেসাবে রাত্ব ও ইয়াবিসসহ অনেক

কিছু থাকলেও শায়েখ জাকারিয়া (রাহি.) এমন কথা লিখেননি বলে আমার বিশ্বাস। এটিকে আপনি কি বলবেন? এসব মনগড়া তাক্বওয়া ও পরহেযগারী দেখানোর কারণে জাহেলরা ইসলামে নারী বঞ্চিত বলে চিৎকার করার সুযোগ পায়।

রাতে আমার শারীকে হায়াত নিলুফার ইয়াসমীন নাদভীকে যখন কাছে ডাকলাম তখন সে বলে উঠলো, তোমাকে চিল্লায় পাঠিয়ে দেয়া উচিৎ। চিল্লায় গিয়ে নাফ্সের সাথে জিহাদ করে আস। অতঃপর বিছানায় শুয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো আজকের বিয়েতে যা দেখে আসলাম এটিই ইসলাম? ইসলাম নববধূকে রেখে স্বামীকে চিল্লায় চলে যেতে বলে? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে চিল্লা দিয়ে এসেই তারা বিয়ে করতে পারতো। আর তুমি আমাকে বিয়ে করে নাফ্সের সাথে জিহাদ করার জন্য চিল্লায় চলে গেলে না কেন? উত্তরে আমি বললাম, চিল্লা দেয়া তো নাফ্ল কাজ। তোমাকে রেখে চিল্লায় গেলে আমার ফারয কাজ সালাতই আদায় হতো না। নাফলের কি হতো বুঝতেই পারো। তাকে আরো বললাম, আমি যে ইসলাম জানি ও মানি সেই ইসলাম তোমার সাথে বেড শেয়ার করে ভালোবাসার জীবন চিল্লা দিতে বলেছে। তোমাকে কাছে রেখে অন্য সব ত্যাগ করে নাফ্সের সাথে জিহাদ করতে বলেছে। অন্য নারীকে দেখে শারীরিক চাহিদা পূরণের ইচ্ছা জাগলে তোমার কাছে চলে যেতে বলেছে। তাই ইসলাম সরকারকে যুদ্ধের ময়দানের সৈনিককেও তার স্ত্রীর চাহিদা পূরণের জন্য ছুটি দিতে বলেছে। আমার যদি চাকরি করতে না হতো, তাহলে তোমাকে নিয়ে আমার রুমে এমন চিল্লায় ডুবে থাকতাম, যে চিল্লা হতে কখনো বের হতাম না। তোমাকে বিয়েই করেছি তোমার কাছে চিল্লায় থেকে তোমাকে ভালোবাসার জন্য। দূরে গিয়ে জ্বলে পুরে মরার জন্য নয়। যে তাক্বওয়া স্ত্রী হতে দূরে রাখে সেটি তাক্বওয়া নয়, এটি শায়ত্বানী। রাসূলের সুন্নাহ্য় এর কোনো নযির নেই।

তারা যা করেছে এটি সঠিক ইসলাম নয়। ইসলাম বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হতে শেখায় না। ইসলাম বিয়ে করে স্ত্রীকে কাছে রেখে সন্তান জন্ম দিতে শেখায়। তাই তারা তাক্বওয়ার নামে বিয়ের পর চিল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে একটি নব দম্পতির ওপর যুল্ম করেছে। সঠিক ইসলামী শিক্ষা না থাকার কারণে এটিকে তারা নাফ্সের সাথে জিহাদ বলে চালিয়ে দিয়ে নবদম্পতিকে বোকা

বানিয়েছে। এসব বানানো ইসলাম। এরাই ইসলামের ক্ষতি করছে। এরা দাঈ ইলাল্লাহ্ নয়, সব ভুয়া। অর্থাৎ পাতিলের চেয়ে চামুচ গরম হয়ে গেলে যা হওয়ার এখানেও তাই হয়েছে।

দাম্পত্য জীবন স্বামী-স্ত্রীকে কাছে থাকতে শেখায়

রাসূল (স.) তাঁর উম্মাতকে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিয়ে নর-নারীর মাঝে সম্পর্ক গভীর ও নিবিড় করতে শেখায়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এবং উম্মাহাতুল মু'মেনীন এর মাঝে সম্পর্ক কেমন ছিলো তা আমরা হাদীসের ভান্ডারে এভাবে দেখতে পাই:

(عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَفَرًا من أَصْحَابِ النبي سَأَلُوا أَزْوَاجَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عَمَلِهِ في السِّرِّ؟! فقال بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وقال بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ. وقال بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ على فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عليه فقال : ما بَالُ أَقْوَامٍ قالوا كَذَا وَكَذَا؛ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) [43]

'আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাহাবাদের একটি গ্রুপ রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর স্ত্রীদের কাছে তাঁর গোপন 'ইবাদাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন। অতএর তাদের কেউ বললো, আমি নারীদেরকে বিয়েই করবো না। আবার কেউ বললো, আমি কখনো গোশ্ত খাবো না। কেউ বললো, আমি রাতে কখনো বিছানায় ঘুমাবো না। এসব শুনে রাসূল (স.) আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, মানুষদের কি হয়ে গেলো তারা এমন এমন কথা বলছে? আমি কিন্তু রাত জেগে সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই। রোযা রাখি আবার কখনো রাখি না এবং নারীদের বিয়েও করি। অতএব যে আমার সুন্নাহ্কে বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।'

তাই বলছিলাম, সুন্নাতে রাসূলের দাবীদার এবং মুহিউসুন্নাহ উপাধি লাভকারীরাসহ আলেমে হাক্কানীর সাইনবোর্ডধারীরাও স্ত্রীকে এমন কথা

43- رواه الإمام مسلم

কখনো বলবেন না যে, আস আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। রাসূলুল্লাহ্ একটি সুন্নাহ্ দাম্পত্য জীবনে একবার হলেও পালন করি। নিজেরাতো এমন কাজ কখনো করবেনই না; বরং উল্টো কেউ স্ত্রীর সাথে এমন করলে বা করার ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে **ব্যক্তি জীবন মডার্ন জীবন বলে** তাদের আঙ্গিনা হতে ফাত্ওয়া আসতে থাকবে। তাকে আলেম না বলে মিষ্টার বলা হবে। অতঃপর সবার আগে মাসজিদ কমিটিও তাকে আধুনিক ইমাম বলে তার পেছনে সালাত হবে না ফাত্ওয়া দিয়ে ইমামতি হতে ঝটপট বাদ করে দিবে।

আয়েশাহ (রা.) আরো বলেন, অতঃপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেলো। আবারও জেহাদের সফর হতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) ফিরছিলেন সাথে তিনিও রয়েছেন। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, তোমরা সামনে চলে যাও। সবাই সামনে চলে গেলেন। তারা সবাই যখন অনেক দূরে এবং দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন, তখন রাসূল (স.) আয়েশাহ্কে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশাহ্ আমার সাথে দৌড় দেবে? আয়েশাহ্ (রা.) বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় দিলাম। কিন্ত তখন আমি একটু মোটা হয়ে গেলাম। তাই সেদিন আমি আর ফাস্ট হতে পারলাম না।

এবার রাসূলুল্লাহ্ (স.) আগে চলে গেলেন, আর আমি তাঁর পেছনে পড়ে গেলাম। আমার পেছনে পড়া দেখে রাসূল (স.) হাসলেন এবং বললেন, **হাযিহি বে তিল্কা** বুঝলে তোমার আমার হিসাব বরাবর। অর্থাৎ সেদিন তুমি ফাস্ট হয়েছিলে আর আজ আমি ফাস্ট হয়ে গেলাম। এটি ছিলো রাসূল (স.) এর দাম্পত্য জীবন। স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য জীবনে এমন ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে কিভাবে স্ত্রীকে ভালবাসতে হয় তিনি উম্মাতকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন ভেবে দেখা দরকার, আমরা এমন নাবীর উম্মাত হয়ে স্ত্রীর সাথে কেমন আচরণ করে চলছি। কয়টি পরিবারে আপনি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন সম্পর্ক খুঁজে পাবেন?

আরো দেখুন, রাসূল (স.) বলেছেন, আয়েশার সাথে আমার গভীর ভালোবাসা রয়েছে। এমন যুগে তিনি (স.) স্ত্রীর সাথে নিজের ভালবাসার গভীরতা সম্পর্কে কথা বলছেন, যে যুগে আরব সমাজে স্ত্রীর প্রতি এরূপ ভালোবাসা প্রকাশ করাকে খারাপ মনে করা হতো। কারণ জাহেলী যুগে

নারীর কোনো সম্মান ছিল না। কিন্তু রাসূল (স.) স্ত্রীকে এমন করে ভালবেসে তদানীন্তন আরব সমাজে শুধু স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং পুরো মানব সমাজে নারী জাতির গুরুত্ব ও ইয্যাত বৃদ্ধি করে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নমুনাও তাঁর উম্মাতকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই রাসূলের উম্মাত যিনি দাবী করবেন তিনি কখনো মা-বাবা, ভাই-বোনের কারণে স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারবেন না। আবার স্ত্রীর কারণে মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথেও খারাপ আচরণ করা যাবে না। এটিও মনে রাখতে হবে। যার যা হক্ব তা তাকে দিয়ে দেখুন, নিজেদের দাম্পত্য জীবন হবে আনন্দের জীবন।

আয়েশাহ্‌র সাথে রাসুলূল্লাহ্ (স.) এর দৌড় দেয়ার উল্লেখিত ঘটনাটি হাদীসে নাববীতে এভাবে এসেছে:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِي: تَعَالِي أُسَابِقْكِ، فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ وَسَابَقَتِنِيْ بَعْدَ أَنْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ، وَبَدَنْتُ فَسَبَقَتِنِيْ وَجَعَلَ يَضْحَكُ، وَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ!) [44]

'আয়েশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) একবার আমাকে ডেকে বললেন, আয়েশাহ আস! তোমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। অতঃপর আমি তাঁর সাথে দৌড় দিলাম, এবং আমি তাঁর আগে চলে গেলাম। অর্থাৎ আমি ফাস্ট হয়ে গেলাম। আমরা আরো একবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলাম, এবার তিনি (স.) আমার আগে চলে গেলেন। কারণ তখন আমি একটু মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর রাসূল (স.) হাসতে লাগলেন এবং বললেন, এটি সেটির বদলা।'

তাই বলছিলাম, স্ত্রীর সাথে ভালোবাসার গভীরতা সীরাতে নাববী হতে নিতে পারলেই দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন। যে জীবনে রয়েছে শুধু প্রশান্তি আর প্রশান্তি। এখন আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন প্রেম ও ভালোবাসা আপনি কোথাও পাবেন না। বরং এর সম্পূর্ণ উল্টো পাবেন। সারাক্ষণ উভয়ের মাঝে ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। প্রেম-ভালোবাসা তো দূরের কথা কেউ কাউকে মানতে এবং সম্মান দিতে চায় না। আবার স্বামীর প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে তারা সন্তানের

44– رواه أبو داود

মায়ায় স্বামীকে ভুলে যায়। অন্যদিকে এমন কিছু স্বামী আছে, যারা নিজের মা-বাবাকে সম্মান দেখাতে গিয়ে নিজ স্ত্রীকে অপমান করে। নিজের ভাই বোনের কথা শুনে স্ত্রীকে দাসী বানিয়ে রাখে। এমন কি তার গায়ে হাতও তোলে।

বর্তমান সমাজে এমন অসংখ্য নযির রয়েছে। তথাকথিত মডার্নদের পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী প্রফেসরকে মেরে তার স্বামী চোখ তুলে ফেলেছে। কারণ যাই হোক না কেন, এমন ঘটনা প্রকাশের পর এখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, তাদের আঙ্গিনায় নারী আজ বেশি নির্যাতিত। একটু ভালোবাসা পাওয়ার আশায় পরকীয়ার রোগে তারা উভয়ে আক্রান্ত। এমন অসংখ্য ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং পরিশেষে একে অপরকে ত্বালাকও দিয়ে দিচ্ছে।

এই কাহিনী বর্তমান সমাজের উপর তলার প্রত্যেক পরিবারের নিত্যদিনের কাহিনী। কিছু প্রকাশ হচ্ছে আর কিছু হচ্ছে না পার্থক্য শুধু এখানে। যারা ক্ষমতাধর তাদের দু'একটা প্রকাশ হচ্ছে আর বাকি সব অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে। মনে রাখবেন, স্ত্রীদের সাথে এমন করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন।

একবার এক যুবক আমার কাছে এসে বললো, শায়েখ স্ত্রীর সাথে আমার প্রতিনিয়ত ঝগড়া হয়। এমনকি আমাদের মাঝে মারামারিও হয়। তাই আমাকে একটি তা'আভীয দিন। এটি শুনে আমি তাকে বললেন, যেসব দম্পতিদের মাঝে ঝগড়া হয় সেখানে তা'আভীযে কাজ হয় না। আপনাকে বাস্তব একটি 'আমল করতে হবে। আর তা হলো, এখন হতে প্রতিদিন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে খেতে বসতে হবে। খেতে বসে প্রথমেই তাকে দু'চার লোকমা নিজ হাতে খাইয়ে দিতে হবে। এভাবে কয়দিন করতে পারলে দেখবেন আপনাদের মাঝে ভালবাসার জোয়ার সৃষ্টি হবে।

অতঃপর কয়দিন পর আবার ফোন আসলো। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি যা বলেছি তা করেছেন? সে বললো না। কারণ আমার লজ্জা করে। তখন আমি বললাম, দুর্বলের সাথে ঝগড়া করতে এবং তার গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? নারী জাতি দুর্বল জাতি, যে জাতি তেলাপোকা দেখলেও ভয় পায়, সে জাতিকে অভয় না দিয়ে উল্টো তার গায়ে হাত

তোলা কোনো ভদ্র স্বামীর কাজ হতে পারে না। নারীর সাথে ঝগড়া করা পুরুষের জন্য সত্যিই বেমানান।

আমি তাকে বললাম, আপনি একজন বোকা। স্ত্রী হলো দাম্পত্য জীবনে স্বামীর ফুলটাইমের প্রেমিকা। যে প্রেমিকা স্বামীর চোখ দেখে মনের খবর জানতে পারে। আর সাথে সাথে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এমন আপন জনের সাথে কেউ মারামারি করে? এসব না করে তার সাথে সুন্নাহর অনুসরণ করে দেখুন, দাম্পত্য জীবনে গভীর এক প্রেম-ভালবাসার ঢেউ সারাক্ষণ উথালপাথাল করতে থাকবে। স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়া রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্। দম্পতিদের মাঝে এটি যাদুর মত কাজ করে। খেতে বসে তাকে প্রতিদিন কয়েক লোকমা খাবার খাইয়ে দিয়ে দেখুন, আপনাদের মাঝে যাদুর মত কাজ করবে। তখন দেখতে পাবেন ভালোবাসা কাকে বলে।

এটি করতে পারলে বিয়ের আগে দাম্পত্য জীবনে নববধূকে নিয়ে দেখা প্রেম-ভালোবাসায় নির্মিত সকল স্বপ্ন এভাবেই বাস্তবে রূপ নিবে। প্রতিরাত বাসর রাত মনে হবে। রাত শেষ হয়ে যাবে তবুও আপনাদের প্রেম সাগরে কখনো ভাটা পড়বে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্তে অস্থির দম্পতিদের দাম্পত্য জীবনের এক মহা ঔষধ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টির এক অকল্পনীয় চিকিৎসা হলো রাসূলুল্লাহ্র সুন্নাহ্। এমন ভালোবাসা যাদু টোনার মাধ্যমে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় বলে তাকে বিদায় দিলাম।

কয়েকদিন পর লোকটি আমাকে জানালো শায়েখ, আপনার পরামর্শ অনুযায়ী আমি আমার স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা যখন তুলে দিতে লাগলাম তখন দেখলাম, তার মুখ খোলাই রয়ে গেলো। আমি আর খেতে পারলাম না। সেই সব খাবার খেয়ে ফেললো। খেতে বসে আমরা প্রতিদিন এমন করি। আমরা একে অপরকে ছাড়া খেতেই বসি না। এখন আমাদের দাম্পত্য জীবনে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এর আগে একে অপরকে কখনো সহ্য করতে পারতাম না। এখন একে অপরকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। মহা এক সুখে দাম্পত্য জীবন উপভোগ করছি। যার সামনে কোটি টাকার সম্পত্তিও মূল্যহীন। অনরূপভাবে একবার এক গভীর রাতে ফোন আসলো।

গভীর রাতের ফোন কখনো সুখকর নয়। অতি বিপদে পড়ে এমন গভীর রাতে কেউ কাউকে ফোন করে। আর তা না হলে এসময়ে সমাজের বদমাইশ এবং লম্পটরা নম্বর বানিয়ে বানিয়ে ফোন করে মেয়ে খুঁজতে থাকে। যদি তাদের চরিত্রের কোনো মেয়ে পেয়ে যায়, তাহলে তার সাথে প্রেমালাপ জুড়ে দিয়ে তাকে শিকারে পরিণত করার ফাঁদ পেতে বসে। তাই দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী ও মেয়েদেরকে গভীর রাতের আন্‌নোন নম্বর হতে আসা কল রিসিভ করতে অবশ্যই নিষেধ করতে হবে।

তাছাড়া সাহেব অথবা বাবার কাছে আসা কল স্ত্রী এবং মেয়ের রিসিভ করাও ঠিক নয়। কারণ অনর্থক পর পুরুষের সাথে তাদেরকে কথা বলতে হবে। এটি শারী'য়াত পছন্দ করে না। গভীর রাতে এমন কল আমার মোবাইলে অনেক বার এসেছে। এধরনের নম্বরগুলোকে আমি শায়ত্বান নম্বর ওয়ান টু থ্রী নাম দিয়ে সেইফ করে রেখেছি। অতঃপর এসব ওয়াইফকে বুঝিয়ে দিয়ে এমন নাম উঠলে ফোন রিসিভ করতে নিষেধ করেছি।

তবে যখনই মোবাইল বেজে উঠে তখনই আমি রিসিভ করি। কারণ আমি মনে করি লোকটি অতি প্রয়োজনে এসময়ে কল করেছে। তাছাড়া ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরাও মনে করে স্যারও তাদের মত এমন গভীর রাতে ফেসবুক নিয়ে বসে আছেন। স্যারের নম্বর যেহেতু আছে, তাই তাঁকে ফোন করতে অসুবিধা কোথায়? তারাও যখন তখন ফোন করে। তাদের কি সব গুরুত্বপূর্ণ কথা। স্যার! আমি আজ ক্লাসে ছিলাম না, তাই আমার পরীক্ষার নম্বরটি জানতে পারিনি। স্যার, আমি কত পেয়েছি একটু বলবেন? আর তারা এমন আবেদন করবে না কেন, ফোন রিসিভের সময় সালাম দিয়ে রিসিভ করার কারণে তারা মনে করে স্যার তাদেরকে চিনতে পেরেছেন এবং তাদের ফোনের অপেক্ষায় বসে আছেন।

যাক বলছিলাম, এমন গভীর রাতে ফোন করে অনেকে বলে, স্যার এত গভীর রাতে ফোন করে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। স্যার! সময় দিলে একটু কথা বলতাম। বলার জন্য বললে তখন বলে স্যার! আমার দাম্পত্য জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। শুধু বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আমাদের মাঝে আর কোনো সম্পর্ক নেই। লোক লজ্জার ভয়ে রাতে এক খাটে ঘুমালেও নিজেদের মাঝে কোনো সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে না বছরের পর বছর। কারো

প্রতি কারো কোনো আকর্ষণ নেই। কেউ কারো প্রতি কোনো দয়া-মায়া এবং কোনো দুর্বলতাও দেখাতে চায় না। বিষয়টি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যে কোনো মুহূর্তে একে অপরকে ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দাম্পত্য জীবনের এসব কহলের কথা বলে অনেকে আমার কাছে সমাধান চেয়ে একটি তা'আভীয দেয়ার অনুরোধ করে। এমন লোকদেরকে আমি বলি আপনারা অনেক দেরী করে ফেলেছেন। এমন তা'আভীয প্রথম রাতেই ব্যবহার করা উচিৎ ছিলো। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক তৈরীর কার্যকর তা'আভীয রাসূলের সুন্নাহ্তে আছে। এটি একটি পরীক্ষিত তা'আভীয।

আমি আপনাকে অলিখিত একটি তা'আভীয দেবো। সেটি কোথাও লাগাতেও হবে না এবং পানিতে ভিজিয়ে পানিও খেতে হবে না। আমাকে এর জন্য কোনো হাদিয়াও দিতে হবে না। তারপরও এটি সুপার গ্লুর মত কাজ করবে। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সুপার গ্লু অনেক দিন পর ছেড়ে দিলেও কিন্তু এই তা'আভীয যতোদিন ব্যবহার করবেন এবং সম্পর্ক যতো পুরাতন হবে ততো আরো মজবুত হবে। আমি গ্যারান্টি সহকারে এই তা'আভীয দিয়ে থাকি। এর ক্ষমতা এতবেশী যে, আপনাদেরকে দেখে আশ-পাশের দম্পতিদেরও দাম্পত্য জীবনও সুন্দর হয়ে যাবে।

এমন অস্থির দম্পতিদেরকে শুধু একটি কাজ করতে হবে। তা হলো, এই তা'আভীযের উপর ঈমান রাখতে হবে। এর কার্যকারিতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে সমাজের সকল দম্পতিদের মাঝে প্রচার করতে হবে। বিশেষ করে যে সব দম্পতি এই রোগে আক্রান্ত তাদেরকে অবশ্যই এই তা'ভীযের ব্যবহার পদ্ধতি এবং উপকারীতা জানাতে হবে। আর সেই তা'ভীয হলো **আপনি স্ত্রীর সাথে যখনই খেতে বসবেন তখনই তার মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিবেন**। এটি আমার রাসূলের সুন্নাহ। এটিই আপনাদের দাম্পত্য জীবনের সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একমাত্র তা'আভীয। কিছু দিন পর আমি তাকে ফোন করলাম তখন সে বাসায় ছিলো না। তার স্ত্রী ফোন উঠালো। আমি বললাম আপনার সাহেব আসলে বলবেন, আমি ফোন করেছিলাম। সে যখন বাসায় আসলো তার স্ত্রী তাকে বললো স্যার ফোন করছিলেন। লোকটি

জিজ্ঞেস করলো কোন্ স্যার? তখন সে বললো সেই নাদভী স্যার, যিনি তোমাকে মানুষ বানিয়ে আমাকে শুধু তোমার স্ত্রী বানিয়ে দেননি, প্রেমিকাও বানিয়ে দিয়েছেন।

এটি শোনে তখন তার সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলো আমি কি আগে মানুষ ছিলাম না? সে বললো না। কারণ আমাদের বিয়ে হয়েছে ১০ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো দিন তুমি আমার সাথে হেসে কথা বলনি। এখন তুমি শুধু আমার সাথে হেসে কথা বল না; বরং আমাকে ছাড়া তোমার এক মুহূর্তও কাটে না। আর তুমি আমাকে খাইয়ে না দিলে এখন আমার পেঠও ভরে না। সত্য কথা হলো, শারীকে হায়াত হতে দূরে থাকলে শুধু খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয় বিষয়টি এমন নয়; বরং ভদ্র সাহেবদের ঘুমের চাবিকাঠিও তার হাতে তারা তা ১০০% টের পান।

অতঃপর সে আমাকে জানালো, স্যার আপনি এমন এক তা'আভীয দিলেন যে তা'আভীয আমাদেরকে তারুণ্যে পৌঁছে দিয়েছে। এখন আমাদের প্রতি রাত বাসর রাত মনে হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত একে অপরের কাছে নতুন মনে হচ্ছে। যেই স্ত্রীর সান্নিধ্য কবে পেয়েছিলাম তা ডায়েরী না দেখে বলতে পারবো না। আর এখন সেই স্ত্রী বাসায় ফিরতে দেরি হলে ফোন করে দ্রুত বাসায় ফিরে যেতে বলে। না খেয়ে রাত-দুপুরে আমার জন্য বসে থাকে। বাসায় পৌঁছা মাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে তোমাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। অতীতের না পাওয়া সকল ভালবাসার কাযা-কাফ্ফারা সব বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বুকে টেনে নিয়ে পুরো জীবন কাটিয়ে দেয়ার শপথ করে।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে প্রত্যেক দম্পতিকে আরেকটি কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। এটি মনে রাখতে পারলে নিজেদের মাঝে সম্পর্কের কখনো কোনো অবণতি ঘটবে না। তা হলো, স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরের মোবাইল যখন-তখন ব্যবহার করতে পারে, তাহলে বিশ্বাস করুন, নিজেদের মাঝে এর চেয়ে শক্তিশালী ও সুন্দর সম্পর্ক আর কখনো হতে পারে না।

রাসূলের চরিত্রই সাজাতে

পারে দাম্পত্য জীবন

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে রাসূলের চরিত্রকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর চরিত্রই সাজাতে পারে আপনার দাম্পত্য জীবন। এই আঙিনায় নিজেদের বিচরণ যত বেশি হতে ততবেশি নিজেদের মাঝে সম্পর্ক গভীর ও প্রেমময় হবে। তাই প্রত্যেক দম্পতিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এখানে কোনো এক জনের উদাসীনতার কারণে কারো মন ভেঙ্গে গেলে তখন নিজেদের বানানো সব নিয়ম-কানূনও ভেঙ্গে যাবে। যার প্রভাব শুধু চার দেয়ালের মাঝে গভীর রাতে বেড শেয়ার করার সময় পরিষ্কার হবে না; বরং প্রকাশ্যে দিনে-দুপুরে চলন্ত পথের পথিকও আপনাদের মাঝের দূরত্বের টের পেয়ে যাবে। এমতাবস্থায় স্বপ্নের দাম্পত্য জীবনের সুখ পাখিটি স্বামী-স্ত্রীকে বেড রুমে ঘুমে রেখে নয়, উভয়কে সজাগ রেখে রাতের অন্ধকারে উড়াল দেবে এটি ভুলে গেলে চলবে না।

এমন দম্পতি আজকের সমাজে অনেক। তরুণী বউ শুধু ঘরে রেখে নয়, এক খাটে শোয়ার পরও দাম্পত্য জীবনের সুখ হতে আজ সম্পূর্ণ মাহরূম। তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে, দাম্পত্য জীবনের কাশ্তি যদি দুন্ইয়ার শোকনো উঠানেই ডুবে যায় তাহলে আখেরাতের অথৈই সাগর পাড়ি দিয়ে জান্নাতের ঘাটে কীভাবে ভিড়বে বলে আপনি মনে করেন?

স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে। গোলাম মোহাম্মাদ বখ্শ ওরফে গামা পাহলোওয়ান (22 May 1878–23 May 1960) বৃটিশ ইন্ডিয়া এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানের পাহলোয়ান ছিলেন। ১৯১০ সালের ১৫ অক্টোবর লন্ডনে আমেরিকান পাহলোয়ান জাবিস্কোর (1, April 1879–23 Sep. 1967) সাথে দুই ঘন্টার কুস্তি লড়ে বিশ্ব পাহলোয়ানের শিরোপা জিতে বৃটেনের রাণীর কাছ থেকে রুস্তম খেতাব অর্জন করেছেন। একদিন সকালে সবজি ক্রয় করতে গিয়ে সবজিওয়ালার সাথে তার ঝগড়া হয়ে গেল। সবজিওয়ালা রেগে উঠে তার মাথায় বাটখারার পাথর মেরে দিলে তার মাথাও ফেটে গেল। অতঃপর সে তার সাথে কথা না বাড়িয়ে মাথার পাগড়ি খুলে মাথা বেঁধে বাসায় চলে আসলো। এটি দেখে উপস্থিত লোকজন বললো, আপনি একজন পাহলোওয়ান। তার পরও

আপনি ওকে ছেড়ে দিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, দুর্বলের সাথে পাহলোওয়ানগিরি দেখাতে এবং মরাকে মারতে লজ্জা করে। কি বুঝলেন? নারী দুর্বল, তার সাথে নিজের শক্তি দেখাতে যাবেন না।

এসব বাস্তবতার কারণেই আমি সব সময় সব কিছুতেই রাসূলুল্লাহ (স.) এর সুন্নাহ খুঁজতে থাকি। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের টুকিটাকি রাসূলের জীবনীতে খুঁজাকে পেশা বানিয়ে নিয়েছি। সীরাতের আলোকে পারিবারিক জিন্দেগি গঠন নিয়ে বন্ধুদের সাথে কথাও বলি। অফিসে আসা যাওয়ার পথে গাড়িতে বসে কলিগদের সাথে এসব নিয়ে সব সময় আলাপ জুড়ে দিই। কারণ সমাজে এসব নিয়ে কেউ কথা বলে না। সবাই মনে করে বউ আমার, এখানে আবার ইসলাম কিসের? এখান থেকেই ইসলামের শুরু এটি কেউ বুঝতে চায় না।

অনেকে আবার স্ত্রীকে বোকাও বানিয়ে রাখতে চায়। ইসলামের দেয়া অধিকার সম্পর্কে তাকে জানাতে চায় না। মনে করে সে আমার বউ, তার সাথে যা খুশি তা করবো। তাকে দাসী ও বাঁদী বানিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখবো অথবা রাণী সাজিয়ে বে-পর্দায় নিয়ে রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াবো। সে শুধু আমার কথায় উঠবে এবং আমার কথায় বসবে। এখানে ইসলাম বা সীরাতের প্রশ্ন আসবে কেন? ইসলামে দেয়া নারীর অধিকার জেনে গেলে স্ত্রী চালাক হয়ে যাবে। যা আমাকে অনেকে বলেও দেন। আপনার বই বাসায় নেয়া যাবে না। কারণ এটি পড়লে স্ত্রীর চোখ-কান খুলে যাবে। আর আমি বিপদে পড়ে যাবো। অনেক দ্বীনদার ভাইয়েরাও আমাকে এমন কথা বলে থাকেন।

বর্তমান সমাজের অনেক দ্বীনদার মানুষকেও দেখেছি যে, তারা স্ত্রীর দোষ খুঁজে বের করার জন্য এমন এমন যুক্তি দাঁড় করায়, যা শুনে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই বলার থাকে না। সালাত ও যাকাত, হাজ্জ ও সাউম সবই করে, কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে আসলে সম্পূর্ণ উল্টো চলছে তার জীবন। স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না। তার কাছ থেকে সব কিছু গোপন রাখে।
একদিন আমার এক বন্ধু কথা প্রসঙ্গে বললেন, ওমর (রা.) তাঁর ছেলেকে স্ত্রী ত্বালাক্ব দিতে বলেছেন। আর এটিকে দলীল বানিয়ে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, পুরুষ ভালো নারী খারাপ। তাই তো বাবা তার ছেলেকে স্ত্রী ত্বালাক্ব দিতে

বলেছেন। অতএব এখন যদি কোনো বাবা তার ছেলেকে স্ত্রী ত্বালাক্ব দিতে বলে তাহলে ত্বালাক্ব দিতে অবশ্যই বাধ্য।

এই সম্পর্কে কথা না বাড়িয়ে আমি শুধু তাকে বললাম, এমন মনোভাবই কিন্তু সমাজের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এধরনের দম্পতিদেরকে তাদের বাবারা ত্বালাক্ব দেয়ার জন্য বলার আগে তারাই একে অপরকে ত্বালাক্ব দিয়ে চলে যাবে। ত্বালাক্ব সংক্রান্ত **'ডিভোর্স'** নামে যেহেতু আমার একটি বই রয়েছে, তাই এখানে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।

তারপরও পাঠকদেরকে শুধু এই টুকু বলতে চাই, উমার (রা.) তাঁর ছেলেকে স্ত্রী ত্বালাক্ব দিতে কেন বলেছেন? সেটি বুঝার জ্ঞান এখনো আপনার হয়নি। যে উমার এক ছেলেকে স্ত্রী ত্বালাক্ব দিতে বলেছেন, সেই একই উমার কিন্তু হাজার স্বামীকে স্ত্রী ত্বালাক্ব দেয়ার কারণে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করতে বলেছেন। স্ত্রী ত্বালাক্ব দেয়ার আদেশ দেয়ার কথা আপনার কানে পৌঁছেছে বটে বেত্রাঘাতের কথা শুনেন নি? কারণ এখানে হয়ত নিজেও কখনো পড়তে পারেন তাই না?

এপ্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়েছে। যারা শুধু স্ত্রী দোষ ধরে বেড়ায় এবং যার তার কাছে গিয়ে স্ত্রীর বদনাম শুরু করে তেমনই একজন একবার উমার (রা.) এর কাছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো। ঘটনাটি ইমাম যাহাবী এবং ইমাম ইবনে হাজার এভাবে উল্লেখ করেছেন:

(فقد ذُكر أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ خُلُقَ زَوْجَتِهِ، فَوَقَفَ بِبَابِهِ يَنْتَظِرُهُ، فَسَمِعَ امْرَأَتَهُ تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِلِسَانِهَا وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يَرُدُّ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ قَائِلًا: إِذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكَيْفَ حَالِي؟ فَخَرَجَ عُمَرُ فَرَآهُ مُوَلِّيًا، فَنَادَاهُ: مَا حَاجَتُك يَا أَخِي؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جِئتُ أَشْكُو إِلَيْك خُلُقَ زَوْجَتِي وَاسْتِطَالَتَهَا عَلَيَّ، فَسَمِعْتُ زَوْجَتَكَ كَذَلِكَ فَرَجَعْت، وَقُلْت: إِذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ زَوْجَتِهِ. فَكَيْفَ حَالِي؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّمَا تَحَمَّلْتُهَا لِحُقُوقٍ لَهَا عَلَيَّ: إِنَّهَا طَبَّاخَةٌ لِطَعَامِي، خَبَّازَةٌ لِخُبْزِي، غَسَّالَةٌ لِثِيَابِي، رَضَّاعَةٌ لِوَلَدِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ

عَلَيْهَا، وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنْ الْحَرَامِ، فَأَنَا أَتَحَمَّلُهَا لِذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ زَوْجَتِي؟ قَالَ: فَتَحَمَّلْهَا يَا أَخِي؛ فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ)[45]

'বর্ণিত আছে যে, একবার এক লোক উমার (রা.) এর কাছে নিজ স্ত্রীর আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এসেছিলো। লোকটি তার দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ শুনতে পেলে উমারের স্ত্রীও তার সাথে উচ্চবাচ্য করছে। আর উমার চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। এমন অবস্থা দেখে লোকটি ফিরে যেতে লাগলো। আর বলতে লাগলো, এই যদি হয় আমীরুল মু'মিনীনের অবস্থা, তাহলে আমার কী হওয়া উচিৎ?

এসময়ে উমার (রা.) বাসা হতে বের হলেন এবং দেখলেন লোকটি ফিরে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডেকে কেন এখানে এসেছিলে জিজ্ঞেস করলেন? লোকটি বললো **ইয়া আমীরাল মু'মিনীন!** আমি আপনার কাছে আমার স্ত্রীর দুর্ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমি যখন আপনার স্ত্রীকেও আপনার সাথে এমন করতে দেখলাম, তখন ফিরে যেতে লাগলাম। কারণ এই যদি হয় আমীরুল মু'মিনীনের অবস্থা, তাহলে আমার কী হওয়া উচিৎ?

উমার (রা.) তাকে বললেন, আমি তাকে কিছু কাজ করতে বাধ্য করেছি। সে আমার ভাত পাকায়। রুটি বানায়। কাপড় ধোয়ার কাজ করে। আমার সন্তানের ফীডারের কাজ করে। অথচ এসবের কোনোটিই তার দায়িত্ব ছিলো না। হারাম কাজ করিয়ে আমি হালাল প্রশান্তি লাভ করছি। আমি তাকে এসব করতে বাধ্য করেছি। অতঃপর লোকটি বললো, **ইয়া আমীরাল মু'মিনীন!** আমার স্ত্রীও তাই করে। তখন তিনি বললেন, ভাই স্ত্রীকে সহ্য করে নাও। সেটি খুবই স্বল্প সময়।

---

[45]- **وهذه القصة وردت في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي، وكذلك ذكرها ابن حجر، في كتاب الزواجر، والبجيرمي في حاشيته على المنهج وغيرهم، ولم يذكر أي منهم إسنادها، لكنها جاءت بصيغة التمريض التي تفيد التضعيف عادة: "ذُكر أن رجلا" "روي أن رجلا".**

তাই বলছিলাম, আমার আপনার বাবা উমারের পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাই উমারের ছেলে বাবার হুকুমে যা করেছেন, আপনার বাবার হুকুমে আপনি তা করতে পারবেন না। এই ব্যাপারে ওলামায়ে ইসলাম ও শারী'য়াত ঐক্যমত পোষণ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ)[46]

'আয়েশাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দেয়া ত্বালাক্ব এবং মুক্তি কোনোটিই গ্রহণ যোগ্য নয়।'

কি বুঝলেন? কারো মা-বাবা স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়ার জন্য সন্তানকে বাধ্য করতে পারবে না। করলে সেই ত্বালাক্ব শারী'য়াতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই উমার (রা.) এর কথাকে যেই সেই নিজের জন্য প্রযোজ্য বলে মনে করতে পারবে না। এমন বাস্তব কথাটি ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখবেন, দাম্পত্য জীবন হলো সীরাতে রাসূল বাস্তবায়নের প্রথম মাঠ। সীরাতের আলোকে এই মাঠ যার যতবেশি আলোকিত হবে তার দাম্পত্য জীবন ততবেশি সুন্দর এবং আনন্দের হবে। সীরাত হতে দূরে সরে গেলে মুসলিম উম্মাহ্র আগামী প্রজন্ম পারিবারিক জীবনে অনেক বেশি সমস্যায় পড়বে। তাদের সংসার সকালে গড়লে বিকালে ভেঙ্গে যাবে। যার কারণেই হোক না কেন, বাসর রাত কাটানোর পর সকালে উঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে একে অপরকে ছেড়ে চলে যাবে।

যে সব দম্পতিদের মাঝে প্রতিনিয়ত ঝগড়া লেগে আছে তাদের দাম্পত্য জীবন শুধু জোর জবরদস্তি করে ভোগ বিলাশের জীবন বানানো হচ্ছে। এই জীবনে মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা, পরস্পরের হক্ব ও অধিকার বলতে কিছুই নেই। আর সমস্যা এখানেই শুরু। তাই প্রত্যেক দম্পতিকে দাম্পত্য জীবনে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সংসার পয়সায় চলে না। দাম্পত্যের সুখ টাকায় কেনা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সান্নিধ্যের তৃপ্তি অতঃপর

46- **أخرج ابن ماجه، رقم الحديث:2046، وأحمد في مسنده، رقم الحديث:26360، وأبو يعلى في مسنده، رقم الحديث:4444، وحسنه الألباني في"صحيح وضعيف سنن ابن ماجة" رقم الحديث:2046**

সন্তানের মুখে মা-বাবা ডাক শোনার মজা ও আনন্দ প্রকাশের ভাষা কোনো অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আল্লাহর ক্বাসম! নর-নারীর সংসার চলে চরিত্রের গুণে। দাম্পত্য জীবন চলবে ও সুন্দর হবে নাবী চরিত্রের মাধ্যমে। সীরাতে রাসূলের অনুকরণে। এর বাইরের সব প্রতারণা আর ধোকা। বনের পশুর ন্যায় প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অথবা রাতের অন্ধকারে শক্তি খাটিয়ে বিপরীত লিঙ্গকে ভোগের নাম দাম্পত্য জীবন নয়। এজীবনে স্ত্রীকে নিরলসভাবে শুধু ভালোবেসে যেতে হবে।

তাই একজন মনীষী বলেছেন, যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ঔষধ দিয়ে দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীকে মনের মত করে পাওয়ার জন্য চিকিৎসা করে আসছি। এখন জীবনের শেষ বেলায় এসে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি যা শিখতে পেরেছি তাহলো, দাম্পত্য জীবনকে আনন্দময় করে তোলা এবং স্ত্রীকে মনের মত করে পাওয়ার সবচেয়ে উত্তম এবং কার্যকর ঔষধ হলো প্রেম-ভালোবাসা। এটি শোনে কেউ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো এতেও যদি উপকার না হয় তখন? তিনি মুসকি হাসি দিয়ে বললেন, **ট্রিটমেন্ট প্রসেস চেঞ্জ করে পাওয়ার ফুল ডোস** অর্থাৎ ভালোবাসার ডোস বাড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্যই কাজ হবে।

তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অফিস হোক বা আদালত, স্কুল হোক বা মাদরাসাহ, কলেজ হোক বা ভার্সিটি, যেখানেই নাবী চরিত্রের অনুকরণ করা হবে সেখানেই সবার মুখে হাসি ফুটবে। দিনে দুপুরে নিজের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হোক বা রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীর বেডরুম, নিজের অফিসের পিয়ন হোক বা বিয়ে করা ঘরের স্ত্রী, ছাত্রের সাথে শিক্ষকের আচরণ হোক বা সন্তানের সাথে মা-বাবার, কর্মচারীর সাথে বসের আচরণ হোক বা ড্রাইভারের সাথে মালিকের, কাজের মেয়ে হোক বা নিজের মেয়ে যেখানেই রাসূলের সীরাতের আলোর বিচ্ছুরণ হবে সেখানেই মুহূর্তের মধ্যে সকল অন্ধকার দূর হবে। এমন পরিবেশ হবে স্বর্গীয় পরিবেশ। মোটকথা, যে সমাজে রাসূলের চরিত্রের অনুকরণ ও অনুসরণ হবে সেখানের ব্যক্তি জীবন হতে পারিবারিক জীবন, পারিবারিক জীবন হতে সামাজিক জীবন এবং

সামাজিক জীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবনে সবার মুখে হাসি ফুটবে। এটিই বাস্তব, এটিই সত্য।

যারা স্ত্রীকে মনে করে আমার বিয়ে করা বউ, তাই আমার যা খুশি তাই করবে কখনো শক্তি খাটিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখবো, অথবা উন্মুক্ত বিচরণের জন্য স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে মডার্ন সেজে দাম্পত্যের স্বাদ নেবো, তারা মূলত বোকার স্বর্গে বাস করছে। কারণ সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বাদ নিতে হলে শারী'য়াত এবং সীরাতে রাসূলের বিকল্প নেই। এধরনের ভাইদেরকে বলবো চক্ষু খুলে চারদিকে তাকিয়ে দেখুন যারা নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে ভোগের বস্তুতে পরিণত করতে চেয়েছিলো সেই পশ্চিমাদের খাঁচায় এখন আর একটি চিড়িয়াও বন্দী নেই।

তারা নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে উপভোগের রাস্তা খুঁজে বের করার নামে নারীকে উন্মুক্ত ঘুরে বেড়ানো এবং এখানে সেখানে রাত কাটানোর সুযোগ করে দিয়ে এখন একুল ঐকুল সব কুলই হারিয়েছে। কারণ দাম্পত্য জীবনকে হালাল ও বৈধ পন্থায় ভোগের জীবনে পরিণত করার জন্য ক্বোরআনের দেখানো পথের চেয়ে উত্তম কোনো পথ কেউ কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্বোরআন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গভীরতা এবং একে অপরকে ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে রাখার পদ্ধতি বাতলাতে গিয়ে এভাবে বলেছে:

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক'

বলে স্বামী-স্ত্রীর দু'টি শরীরকে এক করে দিয়েছে, সেখানে দাম্পত্য জীবনকে মধুময় করে ভোগ-বিলাশের কোন্ অংশটি আর বাকী থাকলো? স্ত্রীর সাথে আর কি করার এবং কিভাবে তাকে আপন করতে না পারার অভাব থেকে যাবে স্বামীর মনে? যারা এখানেও অভাব দেখতে পায় তাদেরকে বলতে চাই, আসলে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো।

আপনার চার পাশে তাকিয়ে দেখুন, যাদেরকে বেশি সুখী দেখবেন খবর নিলে জানতে পারবেন, তারা রাসূলের সুন্নাহ্র অনুশারী। তাই তারা সব সময় হাসি খুশি থাকেন। তাদের দাম্পত্য জীবনও হচ্ছে স্বর্গীয় জীবন। রাসূলের সীরাতের অনুকরণ করা হলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি সুন্দর

সমাজ গঠন হবে। অনুরূপভাবে নিজেদের পরিবার সুন্দর করতে হলে নিজের সন্তানদের সাথেও উত্তম চরিত্রের আচরণ করুন।

রাসূল (স.) নিজের সন্তানদেরকেও ইয্যাত দিতেন। তিনি তাদেরকে কেমন ইয্যাত দিতেন জানেন? ফাতেমাহ (রা.) যখন আসতেন তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতেন। তার হাতে চুমু খেতেন। তাকে বসানোর পর নিজে বসতেন। সন্তানের সাথে এমন আচরণ করতে রাসূল (স.) তাঁর উম্মাতকে শিখিয়েছেন। তাই নিজ সন্তানদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্ হিসেবে জীবনে একবার হলেও এমন আচরণ করে দেখুন, পড়ন্ত বেলায় আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না। যারা আজ বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তারা তাদের সন্তানদেরকে রাসূলের সুন্নাহ্ না শিখায়ে শিখিয়েছে:

'হাটটিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম'
তাদের খাড়া দু'টি শিং, তারা হাটটিমা টিম টিম।

এমন হাস্যকর ও অবাস্তব কথা শেখানোর পেছনে টাকা ও শ্রম দিয়েছে। হাদীসে নাববীর ভান্ডারে সন্তান লালন পালন সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। তিনি বলেছেন:

(عن الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ)[47]

'হারিস ইবনু নো'মান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আনাস বিন মালিককে রাসূল (স.) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সম্মান দাও এবং তাদের চাল-চলন, কথা-বার্তা ও আচার-আচরণকে সুন্দর কর।'

অতএব যে পরিবারের সন্তানরা মা-বাবার কাছে এমন শিক্ষা পাবে আগামী দিনে তাদের দাম্পত্য জীবনও সুন্দর হবে। এটি বিয়ে করে স্ত্রী বা স্বামীর কাছে শেখার বিষয় নয়, শিশুকালেই এসব সন্তানদেরকে শেখাতে হয়।

47– **سنن ابن ماجه،كِتَاب الْأَدَبِ، بَاب بِرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ ... رقم الحديث:** 3669

স্ত্রীকে সম্মান দিলে সব পাবেন

স্বামীর উচিৎ স্ত্রীকে সম সময় সম্মান দেয়া এবং স্ত্রীর উচিৎ স্বামীকে সব চেয়ে বেশি ইয্যাত দেয়া। মা-বাবার মাঝে যদি এমন সম্পর্ক থাকে তাহলে তাদের সন্তানরাও মা-বাবার কাছ থেকে শেখে আগামী দিনের প্রস্তুতি নিতে পারবে। মনে রাখবেন, শারী'য়াতে যে সব অধিকার এবং হক্বের কথা বলা হয়েছে সেখানে সব চেয়ে বড় হক্ব হলো স্বামী-স্ত্রীর হক্ব। তাই ইসলামে একজন নারী ও একজন পুরুষকে স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে একসাথে জুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ এদের মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই এই দুন্ইয়াতে মানব বংশ বৃদ্ধির সূচনা হবে। আপনি জেনে অবাক হবেন, সন্তান জন্ম দেয়ার এই মূল দায়িত্বটি নারীর কাঁধে তুলে দেয়ার কারণে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে স্বামীর ভাত পাকানোও স্ত্রীর দায়িত্ব নয়।

অতএব যেখানে স্বামীর ভাত পাকানো স্ত্রীর দায়িত্ব নয়, সেখানে স্বামীর মা-বাবা ও ভাই-বোনোর ভাত রান্না করা স্ত্রীর দায়িত্ব কী করে হতে পারে? আবার এটিকে কেন্দ্র করে কী করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে? মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীর উপর আপনার মা-বাবার কোনো হক্ব নেই। ভাই-বোনের হক্বের তো প্রশ্নই আসে না। আপনার উপর মা-বাবার হক্ব রয়েছে। মা-বাবার সেবা-যত্ন করা ছেলের উপর ফার্য। ছেলের বউয়ের ওপর নয়। তবে ছেলের বউ যদি শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমাত করেন, তাহলে তিনি একটি মহৎ কাজ করেছেন।

আমাদের সমাজ ভুলের মধ্যে ডুবে আছে। ছেলে নিজের মা-বাবাকে দেখে না, তাদের খোঁজ-খবর রাখে না, আর দোষ গিয়ে পড়ে তার বউয়ের উপর। হ্যাঁ ছেলের বউ যদি শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমাত করে তাহলে তিনি আল্লাহর কাছে **জাযায়ে খায়ের** অবশ্যই পাবেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসাও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া পুরো পরিবারের কাছেও তিনি প্রিয় এবং সম্মানী হবেন। তাই যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমাত করার জন্য আমাদের মেয়ে-বোন ও ভাবীদেরকে অনুরোধ করবো। মনে

রাখবেন যেমন কর্ম তেমন ফল। আপনিও পড়ন্ত বেলায় অন্যের খেদমাত পাবেন ইন শা আল্লাহ্।

এপ্রসঙ্গে পাকিস্তানের একজন ইসলামী ব্যক্তির সম্পর্কে না বলে পারছি না। তিনি হলেন ড. যাফ্‌র ইসহাক্ব আনসারী। যিনি এক সময় পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। গত ২০১৬ সালের ১৬ এপ্রিল তিনি মারা গেছেন।

ভারতের আমীরে জামায়াত সৈয়্যদ জালাল উদ্দীন উমরী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ২০০৫ সালে তাঁর সাথে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। এর আগেই তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর বাসায় গেলাম তখন তাঁর ছোট ছোট নাতি-নাতনিরা খেলা-ধূলা করছে। কথার ফাঁকে তিনি বললেন, বিয়ের মাধ্যমে একটি পরিবারের জন্ম হয়। স্বামী-স্ত্রী সাথে থাকে। অতঃপর তাদেরও সন্তান জন্ম হয়। এরা ধীরে ধীরে বড় হয়। তারাও আবার বিয়ে-শাদী করে। কোনো এক সময় তারাও এদিক সেদিক চলে যায়। এক সময় স্বামী-স্ত্রীও বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং তারাও আবার একা হয়ে যায়। অতঃপর একদিন তাদের কোনো এক জন মারা যায়। দ্বিতীয় জন আরো একা হয়ে যায়।

এপ্রসঙ্গে ড. আনসারী নিজের ব্যাপারে বললেন, আমার একটি ছেলের বাইরে কোথাও চাকরি হলো। সে আমার কাছে সেখানে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আমি তাকে যাওয়ার অনুমতিও দিলাম। রাতে সে তার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলো। তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো, **আব্বাকে কার কাছে রেখে যাবেন?** ছেলে উত্তরে তার স্ত্রীকে জানালো, আব্বা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

এটি শুনে তার স্ত্রীর উত্তর ছিলো, আপনি তো এখানেও কিছু না কিছু রোজগার করছেন। আমাদের খরচের ব্যবস্থাও হয়ে যাচ্ছে। এরপরও যদি আপনার আরো বেশী রুজি-রোজগারের প্রয়োজন হয়, তাহলে **আপনি যেতে পারেন আমি আব্বাকে এখানে একা রেখে কোথাও যাবো না। তাঁর সাথে আমি এখানেই থেকে যাবো**। স্ত্রীর এমন উত্তর শুনে আমার ছেলে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা ছেড়ে দিলো। অতঃপর তারা এখানেই থেকে গেলো। এই

ঘটনাটি ভারতের আলীগড় হতে প্রকাশিত উর্দু ত্রৈমাসিক **'তাহ্ক্বীক্বাতে ইসলামী'** পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মাদ রাদ্বিউল ইসলাম নাদভী লিখেছেন।

এবার আমাদের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এই ভাত পাকানো নিয়ে কত বোন নিজের ভাইয়ের সংসার ভেঙ্গে দিয়েছে। কত মা তার ছেলের দাম্পত্য জীবন বরবাদ করে দিয়েছে। ভাই-ভাবীকে এখানে বুঝতে হবে দম্পতিদের ব্যথা ও তাদের চাহিদা কুমারী মেয়েরা কি বুঝবে? মনে রাখবেন, ভালো পাওয়ার আশা সবাই করে। স্বামী-স্ত্রী সব সময় একটু হাসি তামাশা করতে চায়। এই জন্যই তারা বিয়ে করেছে।

মনে রাখবেন ভালো পাওয়ার জন্য নিজেকে ভালো হতে হবে। কারণ পাক কখনো না-পাকের সাথে খাপ খায় না। তাই বোন-ভাই এবং মা-বাবার কথায় নিজের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক খারাপ করা যাবে না; বরং তাদের হক্ব আদায় করা আপনার দায়িত্ব আপনার স্ত্রীর নয়। এখন কিভাবে আদায় করবেন সেটি আপনার বিষয়। অন্যদিকে কত মা তার ছেলের সংসার ভেঙ্গে দিচ্ছে শুধু মাত্র পুত্রবধূ শুয়ে থাকে এই অপরাধে।

তাই শাশুড়িকেও মনে রাখতে হবে, আপনার ছেলের বউ আপনার ছেলের সঙ্গ দিলেই হলো। ছেলের সুখের জন্যই বউ এনে দিয়েছেন। এখন প্রতিদিন এটি সেটি নিয়ে ঝগড়া করা কাম্য নয়। অশালীন শুনালেও বলতে হচ্ছে, বউ এনে দিয়েছেন আপনার ছেলের সাথে শুয়ে থাকার জন্য, এটিই তার দায়িত্ব। সে আপনার ক্রীতদাসী নয়। তাই তার সাথে বাঁদী ও দাসীর মত ব্যবহার করবেন না। স্বামীর সঙ্গ দেয়া স্ত্রীর মূল কাজ। এটি স্ত্রীর ওপর স্বামীর শার'ঈ হক্ব।

তাই শারী'য়াতের দুষ্টিতে স্ত্রী দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে স্বামীকে কখনো বাঁধা দিতে পারবে না। যখনই কোনো নারী বিয়ে করবে এবং সে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে সুস্থ থাকবে এমতবস্থায় চাহিবা মাত্র নিজেকে স্বামীর হাতে তুলে দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এটি তার উপর ফার্য। স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকার পর সে না গেলে ফিরেশ্তারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। তাই এসব ছোট-খাটো বিষয়কে এত বেশী গুরুত্ব দেয়ার কারণে ছেলের বউয়ের শুধু আপনার সাথে নয়, আপনার ছেলের সাথেও প্রতিনিয়ত তার ঝগড়া শুরু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تأتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ)[48]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, যখন কোনো লোক তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে কিন্তু তখন সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, এমতাবস্থায় ফিরেশ্তারা ঐ স্ত্রীকে সকাল না হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।'

আরো দেখুন, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর অনুমতি ছাড়া রাসুলুল্লাহ্ নাফ্ল রোযা রাখতেও স্ত্রীকে নিষেধ করেছেন। তিনি (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)[49]

'আবু হুরায়রাহ (রা.) হবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্ত্রীর নাফ্ল রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়।'

উপরিউক্ত দু'টি হাদীস মনোযোগ দিয়ে পড়লে খুব সহজেই বোঝা যে, স্বামী-স্ত্রী একান্তে সময় কাটানোই ইসলামে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য। যখন ইচ্ছা তখন একজন নারী ও একজন পুরুষকে স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে বেড শেয়ার করে হালাল ভাবে একে অপরকে কাছে পাওয়ার সুযোগ করে দেয়াই বিয়ের মূল লক্ষ্য। এখন যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা শক্তি এখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে দাম্পত্য জীবনের আনন্দ মাটি হয়ে যায়। এটি নারী-পুরুষ সবাই বুঝে। কিন্তু তার পরও কেন যেন শাশুড়ি ও ননদরা ভাই-ভাবীর আনন্দের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পছন্দ করে। বউ শুয়ে থাকার পরও শাশুড়ি

48– **أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، 116/4، برقم: 3237، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، 1059/2، برقم: 1436.**

49– **رواه البخاري، كتاب النكاح.**

ইচ্ছে করেই দরজা ধাক্কা দিয়ে সকাল সকাল ডাকতে থাকে। তখনই বউয়ের মেযাজ খারাপ হয়ে যায়।

একদিন দুই দিন এমন করার পর বউও রেগে গিয়ে শাশুড়িকে বলে উঠে, জানেন না বউরা সকাল সকাল ঘুম হতে উঠতে পারে না। রাতের ঘুম তারা সকালে ঘুমায়। পুত্রবধূ শাশুড়িকে এমন কথা বললে তখন আর ইয্যাত থাকে না। অতঃপর সবাইকে অপমান করার জন্য গোসল করে ভিজা কাপড় এনে সবার চোখের সামনে শুকাতে দেয়। চুলের পানি দিয়ে সব ভিজিয়ে ফেলে। তখন বাসার সবাই বলে উঠে বউ বেয়াদব। ছোট লোকের বাচ্চ। তারা একবারও চিন্তা করে না তাকে বেয়াদব বানিয়েছে কে? এসব কারণেও বউরা স্বামীর পরিবারের কাউকে মানতে চায় না। এমনকি স্বামীর সাথেও ঝগড়া করে। তেমনই এক পরিবারের একটি ছেলে স্কুলে দেরিতে যাওয়ার কারণে একজন শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলে তুমি স্কুলে দেরী করে আসছ কেন? ছেলেটি উত্তর দিয়ে বললা, আমার আব্বা-আম্মা ঝগড়া করতেছে তাই। শিক্ষক বললেন, তারা ঝগড়া করছে তাতে তোমার কি? তুমি কেন দেরী করলে? ছেলেটি বললো স্যার! আমার একটি জুতা আব্বার হাতে আরেকটি আমার আম্মার হাতে ছিলো, তাই স্কুলে আসতে দেরী হয়েছে। বুঝলেন কি ঘটেছে?

পরিশেষে বলতে চাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা থাকলে আল্লাহ্‌র রাহমাত বর্ষিত হয়। মনে রাখবেন, জীবন সাজানোর অপর নাম হলো বিয়ে। মানুষ বিয়ে করে জীবনটাকে সাজানোর জন্য ঝগড়া করার জন্য নয়। যারা ঝগড়া করছে তারা বিয়ের অর্থ যেমন বোঝেনি তেমনিভাবে একজন পুরুষের জীবনে শারীকে হায়াতের প্রয়োজন ও গুরুত্বও অনুধাবন করতে পারেনি। তাই প্রশান্তি দানের সুখ পাখিটি নিজের হাতে রেখেও অন্যের বাগানে উড়ন্ত পাখিটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নিজেরা জাহান্নামে বাস করে। এ কারণেই আমি নর-নারীর দাম্পত্য জীবন সাজানোর পথ বাতলাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত লিখে চলছি।

বিয়ে বহির্ভূত ছেলে-মেয়ের
প্রেম-ভালোবাসা!

পশ্চিমা সভ্যতা নারীকে স্বাধীনতার নামে যা দিয়েছে তা নারী হিসেবে নয়; বরং তাকে পুরুষে রূপান্তরিত করে ঘর হতে বের করে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কি বুঝলেন? ইসলাম বিয়ের পূর্বে নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসাকে কাবীরাহ গোনাহ বলেছে। বিয়ের পূর্বে পর পুরুষের সাথে সব ধরণের প্রেম অবৈধ ও হারাম। তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাও হারাম। কারণ এসব যেনা ও ব্যভিচারের রাস্তা উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

অন্যদিকে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসা হলো নর-নারীর ইবাদাত। অতএব শারীকে হায়াতকে অন্যের মেয়ে না ভেবে তাকে নিজের জীবনের একটি মজবুত খুঁটি ভাবুন। নিজের সব কিছুতে তাকে অংশ দিন। দেখবেন সে আপনাকে তার পুরোটাই দিয়ে দেবে। তখনই বুঝবেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র কত বড় একটি নেয়া'মাত পেয়েছেন। আর আপনার মুখ দিয়ে তখন বের হবে তোমার অবর্তমানে আমার কী হবে? আর এটি শোনামাত্র তার চোখে অশ্রু দেখবেন। যে অশ্রুর মূল্য শুধু হাকিমই বুঝতে পারে অন্যরা নয়। এই একটি কারণে বিয়ের আগে পরনারীর প্রতি তাকানো চোখের যিনা হবে। আবেগের সাথে তার সাথে কথা বলা জিহ্বার যেনা। প্রেমালাপ করে মনের প্রশান্তির উদ্দেশ্যে তার প্রতি হেঁটে যাওয়া পায়ের যেনা। এক অপরকে প্রেম-ভালোবাসার কথা শোনানো কানের যেনা। তার সাথে যৌন সম্পর্ক করার কল্পনা হলো মনের যেনা।

এসব অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকারা এখানে সেখানে হেঁটে আর বসে কী সব আলাপ করে জানেন? না জানলে শুনুন। একবার এক নার্সের প্রেমিক তাকে বলছে আমি যদি কোনো দুর্ঘটনায় পড়তাম তাহলে তোমার ওয়ার্ডে গিয়ে ভর্তি হতাম। তখন তুমি আমার খেদমাত করতে এবং এই সুযোগে আমরা একসাথে বেশি সময় যেমন কাটাতে পারতাম ঠিক তেমনিভাবে মন খুলে গল্পও করতে পারতাম। কারো কাছ থেকে আমাদেরকে কোনো কিছু লুকাতেও হতো না। এভাবে একে অপরকে কাছে যেমন পেতাম ঠিক তোমার সেবায় আমি দ্রুত সেরেও উঠতাম।

নার্স বললো তোমাকে আমার কাছে দুর্ঘটনা নয়, কোনো মু'ওজেযাই নিয়ে আসতে পারে। কারণ আমার ডিউটি সব সময় ডেলিভারী ওয়ার্ডে থাকে। এবার বুঝলেন ওরা কিসের এত গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করে। তাই ইসলাম বিয়ের পূর্বের প্রেম-ভালোবাসাকে হারাম করেছে। কারণ নারী-পুরুষ যেন নিজেদের প্রেম-ভালোবাসাকে তার আসল দাবীদার বা হক্বদারের জন্য সংরক্ষণ করে। আর তা হলো কালেমার মাধ্যমে হালাল হওয়া স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য নিজেকে সংরক্ষণ করবে। তাই বিয়ের পূর্বে ছেলে-মেয়ের মাঝে প্রেম-ভালোবাসা হলো ইফতারের সময় হওয়ার পূর্বে ইফতার করার মত। কারণ ইফতারের পূর্বে ইফতার করে ফেললে ইফতারীর সময়ে শুধু মজা থাকে না তাই নয়, সাওয়াবও হবে না। উল্টো গুনাহগারও হতে হবে। সাউম ভঙ্গের কারণে তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে এবং আখেরাতে শাস্তিও পেতে হবে। হ্যাঁ তাওবাহ করলে আল্লাহ্ যদি মাফ করেন সেটি ভিন্ন কথা।

তাই বিয়ের আগেই যদি নারী-পুরুষ একে অপরের মজা লুটে নেয়, তাহলে বিয়ের পরে আর তাদের মাঝে পরস্পরের প্রতি কোনো আগ্রহ থাকবে না। একে অপরকে প্রেম-ভালোবাসার চাদরে ঢেকে রাখার প্রয়োজন এবং আগাম কোনো পরিকল্পনাও করবে না। বিয়ের আগে যারা প্রেম করে তারা বিয়ের পরে একে অপরকে বিপরীত লিঙ্গও মনে করে না। তেমন এক প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী হয়ে নিজ স্বামীকে বললো তুমি যখন মদ খাও তখন আমাকে প্রিয়া বলে ডাকো। আর যখন বিয়ার খেয়ে আসো তখন ডার্লিং বলে ডাকো। কিন্তু আজ তুমি হঠাৎ করে আমাকে ভূতনি বলে কেন ডাকলে? স্বামী উত্তর দিয়ে বললো কারণ আজ আমি শুধু পানি খেয়ে এসেছি। কী বুঝলেন? পরস্পরের মাঝে আসল সম্পর্ক এখন প্রকাশ পেয়েছে। বিয়ের আগে চাঁদ কা টুকরা বলে জান কোরবান করে দিলেও এখন ভূতনি মনে হচ্ছে। কারণ এখন আর স্ত্রীকে আমার জান ও প্রাণ বলে ডাক দিতে মজা পাওয়া যায় না। তাই বিয়ের আগের প্রেম যত মধুরই মনে হোক না কেন, এটি শুধু প্রেমিক-প্রেমিকাকে নয়, তাদের মা-বাবাকেও জাহান্নামে নিয়ে যাবে। যারা এই অসভ্যতাকে যুব সমাজের মাঝে পবিত্র বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে তাদের এই পবিত্রতার ফসলের জায়গা ময়লার টাল, নর্দমা এবং ফুটপাত কেন? এখন এটি কেন অপবিত্র মনে হয়? এই

অবৈধ সন্তানের পরিচয় দিতে কেন লজ্জা করে? যারা অবৈধ সম্পর্ক করে সমাজকে কলুষিত করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই তোমাদের ব্যভিচারের কারণে যখন কোনো শিশুর জন্ম হয় তখন তোমার মুখ লুকাও কেন? আগে হাতে হাত রেখে গান গেয়েছিলে এখন লজ্জা করছো কেন? সমাজের সাথে কেন প্রতারণা করছো? ভদ্রলোক সাজতে যেয়ো না। তোমরা নির্লজ্জ ও বেহায়া। তোমাদের মা-বাবারাও ভালো লোক নয়। তোমাদের মাঝে যদি লজ্জা-শরম থাকতো তাহলে বিয়ের আগে একে অপরের হাতে হাত রেখে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালে কিভাবে?

পরিশেষে হারাম বিছানায় গিয়ে নিজের যৌন লালসা মিটালে কিভাবে? বিয়ে ছাড়াই অন্যের বিছানায় শুয়ে তার কাছে কেন নিজেকে বিলিয়ে দিলে? এখন নিজের অবৈধ ও হারাম পরিণতির ফসলকে কেন ড্রেনে ফেলে দিলে? তুমি কি মনে করেছো তাকে ফেলে দিয়েই মুক্তি পেয়ে গেলে? আল্লাহর ক্বাসম যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এই অপরাধের জন্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে আর আখেরাতের শাস্তি তো জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নয়। একালে বেঁচে গেলেও সেকালে কোনো ভাবেই বাঁচতে পারবে না। যারা নিজেদেরকে খুব জ্ঞানী মনে করেন তারা এই বিষয়ে একটু ভেবে দেখুন। মডার্নও ফ্রি মাইন্ডের দাবীদার মা-বাবাদের জন্য তাদের ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে এটি অগ্রীম ম্যাসেজ।

অতএব প্রেমকে কোনো ভাবেই জায়েয করবেন না। এমন কথা মনে আসলে মনে করবেন শায়ত্বানের ফাঁদে পা পড়েছে। আপনার ছেলে-মেয়ে কোথায় কী করছে তার খবর নেয়া আপনার দায়িত্ব। এমন কি বাসায় থাকলেও কী করছে তাও মা-বাবাকে জানতে হবে। বাসায় কেউ চুপ-চাপ বসে থাকলে অথবা এ রুমে ঐ রুমে ঘুরে বেড়ালে বুঝতে হবে আজ তার মোবাইল নষ্ট অথবা চার্জ শেষ। তা না হলে ইন্টারনেট কাজ করছে না। কারণ এইগুলো থাকলে তারা স্থির থাকে না। মোটকথা যুবকদের যৌবন নষ্ট করার এসব শায়ত্বানী যন্ত্র।

যুদ্ধ ছাড়া পরাজিত করতে হলে
অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও

এই বইটির পান্ডুলিপির যখন পুরোদমে প্রস্তুতি চলছিলো এবং দ্রুত পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি চ্যাপ্টারের সংযোজন এবং বিয়োজনের কাজ করছিলাম তখনই আমার আমার শারীকে হায়াত আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচারিত ধর্ষণ সম্পর্কে একটি নিউজ দেখালেন। রিপোর্টটি পড়ে শারী'য়াতে ইসলামের বাস্তবতা ও সত্যতা আবারও ষোলআনা বুঝতে পারলাম। তখন হঠাৎ করে গাজি সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবীর একটি উক্তি আমার মনে পড়লো তিনি একবার বলেছিলেন: কোনো জাতিকে যদি যুদ্ধ ছাড়াই পরাজিত করতে হয়, তাহলে তাদের যুবকদের মাঝে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনাকে ছড়িয়ে দাও।

উক্ত রিপোর্টে ধর্ষণের শীর্ষে যে দশটি রাষ্ট্রকে দেখানো হয়েছে সেখানে একটিও মুসলিম রাষ্ট্র নেই। যার অর্থ দাঁড়ালো পর্দার কারণেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এসব পাপাচার হতে রক্ষা পেয়েছে। নারী জাতির ইয্যাত রক্ষা হয়েছে। বে-পর্দা হয়ে দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াবে আর ধর্ষিতা হলে তখন শুরু হয়ে যায় হৈ চৈ। বেহায়াপনার মাধ্যমে যে রাষ্ট্রগুলো এমন সম্মান (?) অর্জন করেছে সেগুলোর সর্ব শীর্ষে হলো:

১. আমেরিকা :

ধর্ষণের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়া রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম রয়েছে বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা। অথচ তারা বিশ্বায়নের যুগে নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্ন দেখিয়ে মানব সমাজে নারী অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দাবী করে আসছে। অথচ তাদের দেশেই নারী ধর্ষিত হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। তারপরও সেই অসভ্য রাষ্ট্রের অধিবাসী দাবী করতে আজকের তথাকথিত মডার্নরা গর্ববোধ করে।

বাস্তবতা হলো, তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমেরিকা বর্তমান পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী এবং সকল অসভ্যতার জন্মদাতা একটি রাষ্ট্র। তারপরও আশ্চর্য লাগে শুধু পশ্চিমারা নয়, কিছু মুসলমান নামধারীও অহংকারের সাথে বলে আমার ছেলে বউ-বাচ্চা নিয়ে আমেরিকায় সেটেল। তবে হ্যাঁ যারা ঈমানের স্বাদ পেয়েছেন এবং মানব জীবনের জন্য ঈমানকে আল্লাহর দেয়া একটি বড় নিয়া'মাত বুঝতে পেরেছেন তারা যত দ্রুত সম্ভব বউ-বাচ্চা নিয়ে এই অসভ্য রাষ্ট্র ছেড়ে চলে আসছেন। না হয় যেভাবেই হোক নিজেদের ঈমান

আক্বীদাহ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তারা ইসলামিক ফোরাম বানিয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে ইসলামিক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। যারা এমন করছেন আল্লাহ তাদের সহায়ও হচ্ছেন।

তথাকথিত সভ্যতা ও বিশ্বমোড়লের দাবীদার আমেরিকা আজ বেহায়াপনা আর উলঙ্গপনার সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে। যার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে কিছু মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রও ঐসব বেহায়াপনা ও উলঙ্গপনাকে নারী স্বাধীনতার নামে গ্রহণ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে। অথচ উল্লেখিত রিপোর্টটি পড়ে যে কেউ বুঝতে পারবে যে, এ সুযোগে নারী স্বাধীনতার দাবীদার হয়ে আমেরিকা নিজেই পুরো পৃথিবীতে নারী ধর্ষণের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। তাই আমেরিকায় নারী ধর্ষণের ঘটনাগুলোও অবাক করার মত। সেখানে নারী কোনো ভাবেই নিরাপদ নয়। এখানের প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে একজন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আরো লজ্জার কথা হলো প্রতি ৩৩ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ নারীদের হাতে এসব অপকর্ম ও পাপাচারের শিকার হচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে আমেরিকায় ১৯.৩% নারী এবং ৩.৮% পুরুষ জীবনের কোনো এক সময় ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

২. সাউথ আফ্রিকা :

সাউথ আফ্রিকার জনসংখ্যার অনুপাতে ফী বছরে ৬৫,০০০ হাজার নারী ধর্ষণের ঘটনা সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয়ের নথিভুক্ত করা হয়। শিশু ও বৃদ্ধা ধর্ষণের অভিযোগেও এই দেশটি অভিযুক্ত। এসব ঘটনায় বর্তমান বিশ্বে সাউথ আফ্রিকাই সবচেয়ে বেশী বদনামী রাষ্ট্র।

৩. সুইডেন :

এ দেশের প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। যাদের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভাগে নথিভুক্ত করা হয়েছে সেই রেকর্ড অনুযায়ী প্রতি দুইজন নারীর মধ্যে একজন নারী যে ভাবে বা যার হাতেই হোক না কেন যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।

৪. ভারত :

ধর্ষণের রেকর্ড গড়া রাষ্ট্র সমুহের মধ্যে চার নম্বরে রয়েছে আমাদের অতি আপনজন (?) এবং চেতনাবাজদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারত। এই রাষ্ট্রটি হলো

কোনো এক সময় আমাদেরকে সাহায্যের নামে পর্দার আড়ালে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্টকারী মৌলবাদী ও জঙ্গি রাষ্ট্র ভারত। যার হুকুম ছাড়া আমরা পঞ্চাশ বছর পরেও নড়াচড়া করতে পারছি না। তাই সব কিছুতে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে নাকি আমাদের ভদ্রতার পরিচয় দিতে হবে আজীবন। এটি ভোটারবিহীন একটি সরকারের মন্ত্রীদের দেশ ও জাতির প্রতি মূল্যবান নাসিহাত।

আমরাও বদান্যতা দেখিয়ে তাদের দাবীকৃত সহযোগিতার ঋণ পরিশোধের নামে আমাদের মেয়ে ফেলানীকে মরন ফাঁদ কাঁটাতারে ঝুলিয়ে তাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছি। তারপরও ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় প্রতি বছর বর্ডারে তাদের বন্দুকের সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের সন্তানদেরকে বিজর্সন দিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি।

ঋণ পরিশোধের নমুনা এখানেই শেষ নয়, নিজ দেশের গরীব ড্রাইভারদের পকেট কেটে তাদের পেটে লাথি মেরে রাস্তায় চলাচলের টেক্স আদায় করলেও দাদা-মামাদের সেই সহযোগিতাকে মূল্যায়নের নামে তাদের গাড়িকে বিনা শুল্কে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর এভাবে নিজেদের ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে গদি বাঁচানোর কাজে ব্যস্ত থাকছি। তাদের এই গোলামী আর কতদিন আমাদেরকে করে যেতে হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আসমানি কোনো ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে ধৈয্য ধরতে হবে। তবে আমরা যাদেরকে ভদ্রতা দেখাচ্ছি তাদের সভ্যতা ও ভদ্রতার চিত্রও বিশ্ব দেখছে। এমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভদ্রতার রেকর্ড আন্তর্জাতিক ধর্ষণ রেকর্ডে চার নম্বরে রয়েছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে বলা হয়েছে, ভারতে প্রতি ২২ মিনিটে নারী ধর্ষণের একটি ঘটনা ঘটে। তবে পরিসংখ্যানবিদদের মতে নারী ধর্ষণের এই সংখ্যা সংঘঠিত সংখ্যার ১০% ও নয় বলে তারা উল্লেখ করেছে। কারণ ভারতে অভাব অনটনসহ সাধারণ জনগণের মাঝে অশিক্ষিতর হার বেশী হওয়ায় তারা কোথাও এসব ধর্ষণের প্রতিকার না চেয়ে নীরবে হজম করে ফেলে। তাছাড়া জাতি-গোষ্ঠির মাঝে ভেদাভেদ থাকায় নিম্ন বর্ণের নারীরা বিচার পায় না বলে এসব ঘটনার অভিযোগ নিয়ে তারা কখনো পুলিশ বা আদালতের শরণাপন্নও হয় না।

৫. ইংল্যান্ড :

ইংল্যান্ডের নাম বলতেও কিছু মানুষ অহংকার বোধ করে। তবে ভালো বিষয়ে এমন করতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সর্বাগ্রে নিজেদের ঈমান ও 'আমলকে বাঁচাতে হবে। কারণ এই রাষ্ট্রটি ধর্ষণের ওয়াল্ড রেকর্ডে পঞ্চম নম্বরে রয়েছে। যেখানে ১৬ হতে ৫৬ বছরের নারীদের প্রতি ৫ জনের একজন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বছর চারলাখ নারী ইংল্যান্ডে যৌন হয়রানিসহ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

৬. জার্মানী :

এই দেশটি টেকনোলজীর জনক এবং এই জগতের বর্তমান পৃথিবীতে স্বীকৃত হিরো। জার্মানী নারী ধর্ষণের আন্তর্জাতিক রেকর্ডে রয়েছে ছয় নম্বরে। যেখানে ৬৫,০৫৪৬৮ নারী ধর্ষণের ঘটনার সরকারী রেকর্ড ভুক্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জার্মানীতে ধর্ষণের শিকার ২,৪০,০০০ এর বেশী নারী, হয় তারা নিজেরা আত্মহত্যা করেছে অথবা ধর্ষণের কারণে মারা গিয়েছে। যার অর্থ হলো টেকনোলজীতে তারা যতো দ্রুত উন্নতি করছে ততো দ্রুত তাদের দেশ হতে মানবতা বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

৭. ফ্রান্স :

ধর্ষণের রেকর্ডে সাত নম্বরে রয়েছে ফ্রান্স। পাপাচার আর উলঙ্গপনাকে সে দেশের মানুষ স্বাধীনতা এবং অধিকার বলেও চিৎকার করে দুন্ইয়াবাসীকে সবক শেখাচ্ছে। নারী স্বাধীনতার প্রবক্তাদের মধ্যে ফ্রান্স হলো এক নম্বর। আপনার আমার এটি জানা থাকলেও তাদের সমাজ ও পরিবারে নারী কোন্ অবস্থায় আছে এবং তারা কেমন স্বাধীনতা ভোগ করছে তা কারো জানা নেই। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই ১৯৮০ সালের পূর্বে এদেশে নারী ধর্ষণকে কোনো অপরাধই মনে করা হতো না। তাই এই ধরণের ঘটনার প্রতিরোধে তাদের কাছে কোনো আইনও ছিলো না। ১৯৯২ সালের পরে তারা এসম্পর্কে আইন প্রনয়ণ করেছে। ফ্রান্সের মত মধ্যমপন্থী একটি রাষ্ট্রে প্রতি বছর ৭৫০০০ হাজার নারী ধর্ষণের শিকার হয়ে প্রসাশনের কাছে বিচার দাবী করছে।

৮. কানাডা :

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের দাবীদারদের আঙ্গিনায় নারী ধর্ষণের উৎসব চলছে। তাই এমন সম্মানের (?) রেকর্ড অনুযায়ী কানাডা আট নম্বরে রয়েছে। এটিও একটি বড় রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিকভাবে মজবুত একটি উন্নত রাষ্ট্র। সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী ২০০১ সাল হতে এই পর্যন্ত ২৫,১৬,৯১৮ টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আরো মজার ব্যাপার হলো, সরকারের ভাষ্য এবং পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী উপরোক্ত পরিসংখ্যান সংঘঠিত ঘটনার ৬% ও নয়। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এটিও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র নয়; বরং এটি মধ্যমপন্থী এবং নারী স্বাধীনতার প্রবক্তাদের একটি দেশ।

৯. শ্রীলংকা :

নয় নম্বরে রয়েছে শ্রীলংকা। এটিও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র নয়। এখানে মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। নারী ধর্ষণের ঘটনা এদেশের নাগরিকদের কাছে একটি সাধারণ ঘটনা। তাই এই নিয়ে সে দেশে কারো কোনো মাথা ব্যথাও নেই। যার কারণে প্রতিনিয়ত এসব ঘটনা সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইয্যাত হারাচ্ছে মাতৃজাতি। ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা।

১০. ইথিউপিয়া :

উপরোক্ত রেকর্ড অনুযায়ী ইথিউপিয়া এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে প্রতি বছর ৬০% নারী যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রতি ১৭ জনের একজন নারী সেখানে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এই রাষ্ট্রটিও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র নয়। সেখানে মুসলমান নেই বললেই চলে। যারা আছে তাদেরকে হাতে গোণা যাবে। মূলত এটি সম্পূর্ণ খ্রীষ্টান অধ্যুষিত একটি রাষ্ট্র। এমন একটি ঘৃণিত রেকর্ডে এই রাষ্ট্রটি দশ নম্বরে রয়েছে।

উল্লেখিত পরিসংখ্যান পশ্চিমাদের তৈরীকৃত একটি ওয়েবসাইট হতে নেয়া হয়েছে। এটি আমাদের বানানো কোনো গল্প নয়। যে কেউ এটি যাচাই করে দেখতে পারে। অন্য ওয়েবসাইটগুলোতেও টপটেন কান্ট্রি হিসেবে এগুলোকেই দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ তবে সিরিয়াল করার সময় কোনোটি আগে আর কোনোটি পরে করা হয়েছে। সিরিয়াল যাই হোক না কেন, আনন্দের কথা হলো এখানে কোথাও আপনি কোনো মুসলিম দেশের নাম দেখতে পাবেন না। তারপরও মিডিয়া তাদের বন্দনায় লিপ্ত রয়েছে সকাল-সন্ধ্যা। সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট পাওয়ার আশায় পৃথিবীর এসব জাহান্নামকে

জান্নাত প্রমাণের জন্য ঈমান বিক্রি করে দিতেও মিডিয়ার জগতের অনেকে আজ কার্পণ্য করছে না।

এত বড় একটি ঘটনার পরও নারী অধিকারের প্রবক্তারা এখন চুপ করে বসে আছে। কারণ নারীকে অধিকার দেয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে রাস্তায় তারাই নামিয়েছে। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও নারী পর্যন্ত সবাইকে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিয়েছে এটিই তাদের সবচেয়ে বড় সফলতা। এখানেই তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে পুরাপুরি। এটিকেই তারা নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে চালিয়ে দিচ্ছে। নারী স্বাধীনতার নামে তাকে ঘর হতে বের করে ঘর ছাড়া করেছে।

রাস্তা-ঘাটে বেপর্দা বানিয়ে যৌন হয়রানি করে তার সম্মানহানি ঘটিয়েছে। সমান অধিকার ও স্বাধীনতার নামে তাকে শ্রমবাজারে নিয়ে খাটিয়েছে। পরিশেষে তাকে বোকা বানিয়ে গার্লফ্রেন্ডের চাদরে মুড়িয়ে মাড়িয়ে মোচড়িয়ে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। অন্ধকার জগতে এখন সে হায়াত ও মাউতের মাঝে বেঁচে আছে।

ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে বলতে হচ্ছে, নারীকে স্বাধীনতার নামে মার্কেটে নিয়ে পুরুষদের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে বেশি পণ্য বিক্রির জন্য প্রদর্শনীর বস্তু বানিয়েছে বলেই নারী ধর্ষণের উৎসবে মেতে উঠেছে আজ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব। অতঃপর নারীকে তারা টিস্যু পেপার বানিয়ে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। মূলত স্বাধীনতা দেয়ার নামে নারীকে পশ্চিমারা খুব বোকা বানিয়েছে। অতএব আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, পশ্চিমা জগতেই নারী আজ অধিকার বঞ্চিত; মুসলিম জগতে নয়। মুসলিম জগতে নারী সব সময় সম্মানিত। এখানে কেউ তার ওপর অত্যাচার করে তার সম্পদ লুটে নিতে পারবে না।

এটি জাতিসংঘের কোনো সনদ বা মানবাধিকারের কোনো ঘোষণা নয়; বরং আসমানি সনদের জোরেই তার অধিকার ফিরিয়ে দিতে সকল যালিমকে বাধ্য করতে পারবে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না। তাই দুন্ইয়া ও আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে নিজের বোন ও মেয়েকে যৌতুক নয়, সম্পত্তিতে তাদের ন্যায্য হক্ব বুঝিয়ে দিন। মনে রাখবেন, যৌতুক

হলো হিন্দু সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতি ও আল্লাহ্‌র আইন হলো বাবার ওয়ারিস হিসেবে সম্পত্তিতে তার হক্ব নিশ্চিত করতে হবে।

তাই বলছিলাম, ইসলাম ও ইসলামী বিধান পর্দা নিয়ে হাসি তামাশা করার সুযোগ কোনো মুসলমানের নেই। বিধান অনুযায়ী না চলা, আর বিশ্বাস না করা এক কথা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু লোক তাদের মধ্যে রয়েছে ইমতিয়াজ আহমেদ, আমেনা মহসিন এবং দেলোয়ার। এরা নাকি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তারা Bangladesh: Facing challenges of radicalaisation and violent extremism শীর্ষক যৌথ গবেষণা করে জাতিকে এক মহা সংবাদ জানিয়েছে।

তা হলো, তাদের গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, মেয়েদের হিজাব ও নিকাব, ছেলেদের গোড়ালির উপরে প্যান্ট, সম্ভাষণ বিদায়সহ দৈনন্দিন নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কথা-বার্তায় আরবী শব্দের ব্যবহার নাকি উগ্রবাদের লক্ষণ। তাদের গবেষণার এহেন ফলাফল জেনে আমার মনে হলো, এরা থাকতে এদেশের যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের জন্য জঙ্গির কি দরকার? এরাই যথেষ্ট।

এখন প্রশ্ন হলো, আরবী শব্দের ব্যবহার যদি উগ্রবাদের লক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে উগ্রবাদের জন্মদাতা তারাই। এটি জানার জন্য গবেষণার দরকার নেই। কারণ তাদের নিজেদের নামও আরবী। এটি তারা একবারও ভাবলো না। এসব গাঁজাখোরী গবেষণা করে তারা জাতিকে বেকুফ বানিয়ে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাতে চায়, আমরা তা বলতে না পারলেও এতটুকু অবশ্যই বলতে পারি, এদের প্ররোচনায় নারী উলঙ্গ হচ্ছে আর পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

পশ্চিমারা ইসলামেকে গাল-মন্দ করে নারীকে ঘর হতে বের করে চৌস্তায় দাঁড় করিয়েছে বলে তাদের সমাজের নারীরা যখন তখন রেপিং এর শিকার হচ্ছে। আর তাদের রাষ্ট্র ধর্ষণের তালিকায় Top ten countries এর শিরোপা জিতেছে। অতএব এসব গবেষণা চলতে থাকলে হয়ত আমাদের দেশও উল্লেখিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। **নাউযু বিল্লাহে মিন যালিক।**

অথচ উল্লেখিত তালিকায় কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের নাম না থাকা প্রমাণ করে শারী'য়াতে ইসলাম মানলেই মানব সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এটি শতভাগ নিশ্চিৎ। নারী ইয্যাত নিয়ে বেঁচে থাকবে মানব সমাজে। অন্য কোনো তন্ত্রে আর মন্ত্রে এবং রঙ্গিন স্বপ্নে আর চাকচিক্যের স্লোগানে নারী শুধু প্রতারিতই হবে। হারাবে ইয্যাত ও সম্মান। হতে হবে যখন তখন রেপিং এর শিকার। এটি কোনো বদ দো'য়া নয়, এটি বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতা। তাই কোনো এক মনীষী বলেছিলেন:

The desiser of this world are like sea water. The more you drink of them, the more you thirst.
দুন্ইয়ার খাহেশাত হলো সমুদ্রের পানির মত। যতো পান করবে ততো পিপাসা বাড়বে।

তাই আমরা বলতে পারি, পাপাচার আর বেহায়াপনাকে যতো ছাড় দিবেন দুন্ইয়াতে আপনাকে ততো ডুবিয়ে মারবে। আখেরাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তাই যেই চেতনাই বুকে ধারণ করুন না কেন, ইসলামী চেতনা নিয়ে মরতে না পারলে ষোলআনাই বৃথা। আখেরাতে কোনো চেতনাই কারো কাজে আসবে না। তখন কেউ কোনো চেতনার ব্যানার নিয়ে আপনার পেছনে পেছনে:

সল্টুভাই আর ভল্টুভাই, তোমার কোনো ভয় নাই
অল্টুভাই এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে
পল্টু ভাইয়ের ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই

স্লোগান তুলে ক্বিয়ামাতের মাঠ গরম করবে না। কারণ সেদিন সকল চেতনাবাজদের মাঠ এমনিই গরম থাকবে। ক্বোরআন-হাদীসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾[50]

৫০- সূরাতু আ'বাছাহ, আয়াত নং-৩৪-৩৭

‘সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে নিজের ভাই মা বাপ স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারো কথা মনে থাকবে না।’

তবে মনে রাখবেন, যদি কোনো চেতনা সেদিন কাজে আসে তাহলে কাজে আসবে একমাত্র ইসলামী চেতনা। অন্য কোনো পক্ষ-বিপক্ষ কোনো কাজে আসবে না। আপনি মানেন আর না মানেন, কারো পছন্দ হোক বা না হোক, কাজে আসবে শুধু ইসলামী পক্ষ। তাই গদি রক্ষার জন্য ইসলামের বিরোধীতা বাদ দিয়ে আখেরাত রক্ষার চেষ্টা করুন কাজে আসবে। সেদিন কোনো বাহিনী আপনাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না। আর দাদারা? তাদের চুলা তো এমনিই উত্তপ্ত থাকবে। আর তথাকথিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বলে কোনো দাবীদারের ভাষণ খালী বাসনে পরিণতি হবে এটি হলফ করে বলা যাবে।

এটি আমার দাবী নয়, রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারের মধ্যেই আমরা দেখতে পেয়েছি। সে দিন কোন্ চেতনায় উজ্জিবিতরা আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাবে তা তিনি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِي أَخَافُ اللهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)[51]

‘আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্ তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয়দান করবেন। যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না :

১. ন্যায়পরায়ণ নেতা।

২. আল্লাহ্র ‘ইবাদাতে প্রতিষ্ঠিত যুবক।

৩. যার অন্তর মাসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে সেই মুসল্লি।

51– **روى البخاري، رقم الحديث: 1423، ومسلم، رقم الحديث: 1031**

৪. সেই দুই বন্ধু যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবেসেছে এবং তাতেই পরস্পরের মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে।
৫. যে ব্যক্তিকে অভিজাত শ্রেণীর কোনো সুশ্রী যুবতী অবৈধ মিলনের আহবান জানালে সে উত্তরে বললো, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।
৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, তার ডান হাতের দান সম্বন্ধে বাম হাতও অনবহিত।
৭. যে একাকী আল্লাহকে স্মরণ করে দু'চোখ হতে অশ্রু প্রবাহিত করে।'

উল্লেখিত হাদীস স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে যে, ক্বিয়ামাতের দিন এর বাইরে কেউ আশ্রয় খুঁজে পাবে না। সবার অবস্থা খারাপ হবে। তাই সেদিন সবাই নিজেদেরকে সূর্যের তাপ হতে বাঁচানোর জন্য ইসলামী চেতনার ঝান্ডার নীচে আশ্রয় খুঁজতে থাকবে। তবে তারা আশ্রয় পাবে না। কারণ দুন্‌ইয়াতে তারা ইসলামী চেতনা কখনো লালন করেনি শুধু তাই নয়; বরং ইসলামী চেতনা লালনকারীদেরকে কখনো রাজাকার আর কখনো আল্‌বদর, কখনো মৌলবাদী, আবার কখনো নব আবিষ্কৃত অতি পরিচিত টার্ম জঙ্গি বলে গালি দিয়ে সমাজে অপমান করে নিজেদের শক্তির বাহাদুরী দেখিয়ে ক্ষণস্থায়ী দেশের পুরো মালিকানা দাবী করেছে। এখন এসব মোড়লরা চিরস্থায়ী আখেরাত হারিয়ে বসেছে। অতএব সময় থাকতে এই পৃথিবীর সকল যালিককে সতর্ক হতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আলেম সমাজ এবং ইসলামপন্থীদেরকে গালি দিলে ব্যক্তিগত কারো কোনো সিকিভাগও লাভ নেই, তবে ক্ষতি আছে শতভাগ। কারণ আপনি কোনো আলেমের কথায় নয়; বরং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের কথায় ইসলামী বিধান মানছেন। অতএব আলেমদের সাথে আপনার শত্রুতা কেন? তারা শুধু শারী'য়াতের অনুবাদক। তারা নিজেরা বানিয়ে কিছু বলে না। বলার সুযোগও নেই। আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে সমাজের মানুষকে শুধু ক্বোরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে জীবন প্ররিচালনার কথা বলে। এই বাইরে আদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

তাই পরিবারের যেসব নারী সদস্যদের পর্দার ব্যাপারে অভিভাবকরা শিথিলতা দেখাচ্ছে এবং ইসলামী বিধান মানবে না বলে গোঁয়ার্তুমি করছে তাদেরকে বলবো, আপনারা কে কখন মারা যাবেন তা কি জানা আছে?

মনে রাখবেন, নারীর কাছ থেকে তার জ্ঞান ছিনিয়ে নিলে অজ্ঞতা বংশ পরম্পরায় ঘুরে বেড়াবে। আর জ্ঞানের নামে তার কাছ থেকে পর্দা ছিনিয়ে নিলে অজ্ঞতা ও অনৈতিকতা উভয়ই ঘুরে বেড়াবে। পরিশেষে আপনার সেই আদরের কন্যা Depression এ ভোগে দুঃখ-কষ্ট সইতে না পেরে আত্মহত্যা করবে। তবে যারা আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছে তাদেরকে বুঝতে হবে যে, দুঃখ-কষ্ট ও পরাজয়ের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। কারণ আল্লাহ্ উভয়ের মধ্যে মহা এক হিকমাহ্ লুকিয়ে রেখেছেন।

অতএব এখন যে বয়সে উপনীত হয়েছেন এই দীর্ঘ বয়সে কোনো কবরস্থানে এমন কোনো সাইনবোর্ড দেখেছেন যেখানে লেখা রয়েছে:

Only for old man

'শুধুমাত্র বয়স্কদের জন্য।'

যেহেতু দেখেননি, তাই এই ধরনের চেতনাবাজদেরকে বলবো নিজের বয়স আর টাকার গরম এবং ক্ষমতার বাহাদুরীর ওপর কখনো ভরসা করা ঠিক নয়। কারণ যেই জিনিস গণায় আসে সেই জিনিস কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না। তা অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। তাই কাল বিলম্ব না করে ঝটপট আপনার ঈমানের তাপমাত্রা মেপে ফেলুন।

লাশের মাঝে কবরস্থানে চলার পথে আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা রাখি, যেন কোনো কবরে আমাদের পা না পে যায়। অথচ দ্রুত হাঁটতে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কত জীবন্ত মানুষ ও তাদের আবেগকে পদদলিত করে যাচ্ছি তার টেরও আমরা পাই না; বরং এখানে অনেক মজাও লাগে। তাই আত্মীয়-স্বজনদের কষ্টের সময় ঠাট্টা এবং সুখের সময় উপহাস করবেন না। কারণ এমন আচরণ আত্মীয়দের মধ্যে সম্মান ও ভালোবাসাকে নষ্ট করে ফেলে।

কবরে ও আখেরাতে নিজের ব্যাপারে আল্লাহ্র ফায়সালা কী হবে, তা মৃত্যুর আগেই দুন্ইয়াবাসীকে জানিয়ে দিন। আপনার লাশের সামনে পুলিশের তোপধ্বনী আর নিজ দলের ফুলের তোড়া কবরে কোনো কাজে আসবে না। উল্টো গুনাহ হবে। তাই সময় থাকতে এসব করতে নিষেধ করে যান।

মৃত্যুর পর আপনাকে গোসল দেয়ার জায়গায় হারিকেন জ্বালিয়ে আর কাঁটা বিছিয়ে রাখলে গুনাহের পাল্লা আরো ভারী হবে এটিও বলে যান। মৃত্যুর পর চারদিন আর চল্লিশা, ফাতেহা আর মেজবানসহ মৃত্যু বার্ষিকী পালন করে উরশের ব্যবস্থা করলে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াবের পরিবর্তে ঈসালে আযাব শুরু হবে এটি বুঝে দুন্ইয়া ত্যাগ করুন।

তাই খামাখা মাসজিদের হুযুরদের ডেকে এই খতম আর ঐ খতম পড়িয়ে কোনো লাভ নেই। হুযুরেরা নিজেদের পকেট ভারী করার জন্য যাই কিছু বলুক না কেন, ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বলতে পারি এসবের কোনো সাওয়াব হবে না। উল্টো **খেলাফে সুন্নাহ্** করার কারণে অবশ্যই গুনাহ্ হবে। তাই অল্লিশা আর চল্লিশা, মেজবান আর ভোজবান কোনো বানই আখেরাতের আযাব ঠেকাতে পারবে না।

ডাল-চাল শাহ আর ফল-মূল শাহ কোনো শাহ ই কাজে আসবে না। কাজে আসেবে শুধু নিজের 'আমল। তাই মাসজিদের ইমামদের কাছে গিয়ে এটি সেটি জানতে চেষ্টা করবেন না। এটি নিজের সাথে নিজের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আপনি নিজের ব্যাপারে যা জানেন হুযুররা তা জানেন না। হুযুর শুধু এসব কথা শুনে আপনার সম্মান রক্ষার্থে আম্তা আম্তা করে আল্লাহ্ **গাফুরুর রাহীম** বলে আখেরাতে মুক্তির শান্তনার বাণী শোনাবে। যার কোনো মূল্য নেই। মুক্তির ব্যবস্থা মৃত্যুর আগেই করতে হবে। পরে করার সুযোগ নেই।

দুন্ইয়ার জীবনে আখেরাত সুন্দর করার সুযোগ গ্রহণ না করে উল্টো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে চেতনার গান গাইতে কবরে চলে গেলেন, আর সেখানে বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবেন? বাহ্ কত বড় আশা ! আপনার ধারণা কত স্বচ্ছ !! জান্নাত কত সস্তা?

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর পর্দার প্রয়োজনীয়তা

মানব সমাজের প্রত্যেক দম্পতি একে অপরের মাঝে কাটিয়ে দিতে চায় পুরো জীবন। বিয়ের মূল টার্গেটও কিন্তু এটি। তাই বিয়ের পরে অনেকে চলাফেরায় নিজেদেরকে সুখী দম্পতি বোঝাতে চায়। তবে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি পরিকল্পনা শায়ত্বানের খুবই অপছন্দ। এটি প্রত্যেক দম্পতিকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এখানে বুঝতে ভুল করার কারণে অনেকেই নিজেদের সুখের কথা জানান দিতে গিয়ে ভুল পথে হাঁটতে থাকে।

এটিকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে শায়ত্বান বিয়ের পর হতেই এমন অনেক দম্পতিকে নিজের ফাঁদে ফেলার জন্য নারীকে বে-পর্দা হতে যেমন উদ্বুদ্ধ করে, ঠিক তেমনিভাবে পুরুষকেও নিজের স্ত্রীকে বে-পর্দায় রাস্তা-ঘাটে নিয়ে ঘুড়ে বেড়াতে প্ররোচিত করে। তারা মনে করে এখানেই রয়েছে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ। মূলত এসব শায়ত্বানের ধোকা এবং প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে যাই কিছু মনে করুক না কেন, মুলত পর্দাহীন জীবনে কোনো আনন্দ নেই। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তারা এটি ভালো করেই জানে। তাই এমন পুরুষরা বিয়ের আসরেও নিজের নববধূকে পর্দাসহকারে বউ সাজিয়ে স্টেজে বসায়। কারণ স্ত্রী হলো স্বামীর প্রশান্তির জন্য অন্যের চোখ শীতল করার জন্য নয়। তাই স্ত্রীকে পর্দাসহকারে বিয়ের অনুষ্ঠান হতে নিজের বাসায় নিয়ে আসে। দাম্পত্য জীবনের কোনো বাঁকে নিজের স্ত্রীকে বে-পর্দা করতে তারা রাজি নয়। কারণ নিজের স্ত্রীকে বে-পর্দায় রেখে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে আখেরাত বরবাদ করা ছাড়া এখানে আর কোনো কিছুই পাওয়ার নেই এটি তারা স্বামী-স্ত্রী উভয় ভালো করে বুঝে। এই জন্যই তারা সব সময় পর্দার ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

একটি মেয়ে একবার iphone ক্রয় করলো। মেয়েটির বাবা তার হাতে নতুন মোবাইল দেখে মোবাইলটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। খুব আগ্রহের সাথে

মেয়েটি তার বাবাকে সেটির নাম বললো। তখন বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু তার উপর কালো এটি কি দেখা যাচ্ছে? সে বাবাকে উত্তরে বললো এটি একটি কভার। বাবা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, মোবাইলের ওপর Cover লাগানোর জন্য তোমাকে কোম্পানী বলেছে? মেয়েটি বললো না বাবা, আমি নিজেই লাগিয়েছি।

অতঃপর বাবা বললেন, এতে কোম্পানীর সম্মানহানি হয় না? মেয়ে বললো না বাবা; বরং এটি লাগালে মোবাইলটি সুন্দর থাকে। বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি লাগানোর কারণে তোমার কাছে খারাপ লাগে না? মেয়ে বললো, না বাবা! এটির কারণে মোবাইলটির হেফাযাত হয়। তাই মানুষের চোখে খারাপ লাগলে আমার অসুবিধা কোথায়? আমার সেটটি সুন্দর থাকা চাই।

তখন বাবা বললেন, মা, নারীর হিজাবও এমনই একটি কভার। যে কভার পুরুষদের চোখ হতে নারীকে ঢেকে রেখে গোনাহের আবর্জনা হতে তাকে হিফাযাত করে। মনে রাখবে, অন্যদের চোখে খারাপ লাগলেও আল্লাহর দেয়া বিধান পর্দা তোমার সংরক্ষণ করে তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। তাই যারা নিজের স্ত্রীর-কন্যাকে বে-পর্দা করে মডার্ন সাজতে চায় তারা শুধু নিজেই নিজের সাথে প্রতারণা করে।

তাই বলছিলাম, যারা স্ত্রী-কন্যা, বোন-মা ও ভাবীকে বে-পর্দা রাখে এবং ধানমন্ডির স্টার কাবাব ও বনানীর রেডিসন এবং চট্টগ্রামের ওয়েলপার্ক, পেনেনসোলা ও বনোনজাতে স্ত্রী-কন্যাকে বে-পর্দায় নিয়ে খেয়ে তা আবার ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করে স্ত্রীর সৌন্দর্যতা এবং নিজেদের প্রেম-ভালবাসা দেখিয়ে নিজেদের আধুনিকতা খুঁজে বেড়ায় তাদের স্ত্রী-কন্যা, বোন-মা ও ভাবীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আপনারা আজ আপনাদের অপদার্থ স্বামী ও বাবা, ভাই ও ছেলের সাথে বে-পর্দা হয়ে ঘুরছেন, আপনারা কি জানেন? এভাবে ঘুরার কারণে যত জন পুরুষ আপনাদেরকে দেখছে ততো জনই আপনাদেরকে বস্ত্রহীন কল্পনা করছে।

আল্লাহ্‌র ক্বাসম! পুরুষরা বে-পর্দায় নারী দেখলে তার পুরো শরীরের উত্থান-পতনকে বস্ত্রহীন ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করে না। যারা এর বাইরে ভাবে তারা পুরুষ না। অতঃপর আজ আপনাদেরকে বে-পদায় দেখার পর তারা

একে অপরের সাথে এখানে সেখানে বনে যে সব কথা বলবে তা যদি আপনারা শুনতেন, তাহলে আর জীবনে ঘরের বাইরে কখনো পা রাখার সাহস করতেন না। অপদার্থ স্বামী ও বাবা, ভাই ও ছেলেকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বে-পর্দার একজন নারী ক্বিয়ামাতের দিন চারজন পুরুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আপনারাই তাদের অন্যতম।

তা কিভাবে জানেন? তাহলে শুনুন। হয়ত জীবনের কোনো এক বাঁকে কাজে আসতে পারে। ক্বিয়াতের দিন বে-পর্দার একজন নারীকে জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে। এই হুকুম শুনে সে বলবে, হে আমার মালিক! এমন করুণ পরিস্থিতিতে আমার বাবাকে একটু ডাকা হোক। অতঃপর তার বাবাকে ডাকা হবে। তার বাবাকে যখন আনা হবে, তখন সে বলবে **ইয়া আল্লাহ্!** ইনি আমার বাবা, আমি তার মেয়ে। আমার শিক্ষা-দীক্ষা এবং তারবিয়াতের সকল দায়-দায়িত্ব ছিলো তার হাতে। আজ আমি যে গোনাহ এবং পাপের কারণে জাহান্নামে যাচ্ছি তার মূল কারণও কিন্তু আমার বাবা।

কি বুঝলেন? নিজ মেয়েই আপনাকে আল্লাহ্‌র আদালতে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করবে। আপনার মেয়েই আপনার বিরুদ্ধে সেদিন রাজসাক্ষী হবে। যেই মেয়ের শিক্ষার জন্য আপনি সব কিছু বিলীন করে দিয়েছেন। দুন্ইয়ার দৃষ্টিতে ভালো কোনো ভার্সিটির ভালো সাবজেক্ট এ ভর্তির চান্স পেলে আনন্দে নেচে উঠেছেন। যার খুশির জন্য অর্থ কামাতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে পেলেছেন। নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছেন। ব্যাংক খালি করে নিজের সঞ্চিত সকল অর্থ তার পেছনে ব্যয় করলেন। যার বিয়েতে লাখ টাকা নয়, কোটি টাকা খরচ করে হাজার মানুষকে খাওয়ালেন। এমনকি টাকার যখন আরো প্রয়োজন পড়লো তখন সম্পত্তি বিক্রি করে দিলেন। নিজ মেয়ের খুশির জন্য সব কিছুই করলেন, সব শিক্ষাই তাকে দিলেন। তবে দেন নি শুধু দ্বীনের কোনো শিক্ষা।

না জানা অনেক রাস্তায়ই তাকে দেখালেন ও চেনালেন। না বলা অনেক কথাই তাকে শোনালেন ও জানালেন। বাদ রেখেছেন শুধু সেরাতে মুস্তাক্বীম বা সোজা ও সরল পথ। যে পথ ধরে সে আপনাকে নিয়ে চলে যেতে পারতো জান্নাতের উঁচু স্থান **জান্নাতুল ফিরদাউসে**। তাঁকে এই পথ দেখানোর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মালিকানাও দাবী

করতে পারতেন। কারণ জান্নাতের এটিই একমাত্র পথ। যার পথ প্রদর্শক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.)।

অথচ এরপরও আল্লাহ্র ভয় এবং আখেরাতে জাওয়াবদিহিতার কোনো অনুভূতিই তার মধ্যে জাগিয়ে তুলেননি। উল্টো বে-পর্দা হয়ে পর পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে বাইরে ঘুরে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ফ্রি মাইন্ডের পরিচয় দিয়ে আধুনিক বানিয়েছেন। ক্বিয়ামাতের দিন এধরনের বাবারা কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। তখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে বলা হবে একে পাকড়াও কর এবং এর বাবাকেও পাকড়াও কর অতঃপর উভয়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

এখানেই শেষ নয়, ঐ নারী আল্লাহ্কে আবারও বলবে, **ইয়া রাব্ব**! আমার ভাইকেও একটু ডাকা হোক। অতঃপর ভাইকেও ডাকা হবে। ভাইকে যখন আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে তখন সে বলবে, হে আল্লাহ্! এই হলো আমার ভাই। আমি হলাম তার আদরের বোন। দুন্ইয়ার জীবনে আমার সৌন্দর্য ও শিক্ষা-দীক্ষার কারণে আমি ওর অহমিকা ছিলাম। তার আত্মসম্মানবোধ রক্ষার কারণ ছিলাম আমি। যে রাস্তায় চলার কারণে আজ আমি তোমার ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ও গযব এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়েছি এর পুরো জিম্মাদার আমার এই ভাই।

আমার ভাই যদি আমাকে বে-পর্দা হতে নিষেধ করতো এবং আমাকে চোখে চোখে রাখতো, তাহলে আমি পর পুরুষদের মনোরঞ্জন করে বেড়াতে পারতাম না। কোচিং এর নামে বাসা হতে বের হয়ে অলি-গলিতে আলো-আঁধারের রেস্টুরেন্টে গিয়ে বয়ফ্রেন্ডের হাতে হাত রেখে গায়ে গা মিলিয়ে এবং তাদের কোলে মাথা রেখে কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেতাম না। আমার ইয্যাতের হিফাযাত করা এবং নিজের বোনের সম্মান ও সম্ভ্রমের পাহারা দেয়া তার দায়িত্ব ছিলো। যদি আমার ভাই এসব করতো তাহলে আমি এপথে কোনো ভাবেই পা বাড়াতে পারতাম না। আমার নষ্ট হওয়ার কারণ একমাত্র আমার এই ভাই। তখন বোনের এসব অভিযোগের উত্তর আল্লাহকে এমন ভাই কি দিবে?

যে ভাই নিজেও চৌরাস্তা এবং অলি-গলিসহ সকল মোড়ে মোড়ে সকাল-সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যের মেয়ে ও বোনকে দেখে **চাঁদকা টুকরা যা রাহা**

হ্যায় বলেছে শুধু তাই নয়, আরো বাজে অশ্লীল মন্তব্য করেছে। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির মেয়েদেরকে দেখে চক্ষু শীতল করে তাদেরকে পাওয়ার চিন্তায় সারাক্ষণ মগ্ন থেকেছে। না পেলে চলন্ত পথের মেয়েদেরকে ইভটিজিং করে স্বাদ মিটিয়েছে।

এমনকি পর্দানিশীন মা-মেয়েকে বড় হুযুর আর ছোট হুযুর বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে। পরিশেষে না পাওয়ার বেদনায় এ্যাসিড মেরে তাদের শরীরকে জ্বালিয়ে দিয়ে মনের ক্ষোভও মিটিয়েছে। আর সে মনে করতো তার বোন ঘরে নিরাপদে আছে। এধরনের বাদাইম্মা এবং দুশ্চরিত্রের ভাইয়েরা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌কে কি উত্তর দিবে? তখন আল্লাহ্‌র হুকুম হবে একেও ধর, এর বাবা ও ভাইকেও ধর এবং সবাইকে একত্রে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

আখেরাতের বিচারকার্য এখানেই শেষ নয়। তখন ঐ নারী শেষ বিচারের আদালতে আবারও বলবে **ইয়া রাব্ব**! হে আমার মালিক! না, আমি এভাবে জাহান্নামে যাবো না। আমার স্বামীকেও একটু ডাকা হোক। তখন তার স্বামীকে ডাকা হবে। স্বামীকে যখন আদালতে হাজির করা হবে তখন ঐ নারী বলবে, **ইয়া আল্লাহ্**! এ হলো আমার স্বামী। আমি তার স্ত্রী। দুন্‌ইয়ার জীবনে বিয়ের পর আমি আমার জীবন ও যৌবন তার হাতে তুলে দিয়েছি। যখন তখন তার সকল চাহিদা পূরণ করেছি।

আজকের আদালতের প্রধান অপরাধী আমার বাবা ও ভাইয়ের পরে আমার তারবিয়্যাত বা শিক্ষা দীক্ষার মূল চাবি-কাঠি দাম্পত্য জীবনে এর হাতেই ছিলো। আমি বিয়ে পরিবর্তী পুরো জীবন তার কন্ট্রোলে ছিলাম। তাকে খুশি রাখার জন্য নিজের জীবন ও যৌবন, শরীর ও মন চাহিবা মাত্র তার হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে তার জন্য বিলীন করে দিয়েছি। শুধুমাত্র তার সুখ ও সংসারের কথা ভেবে বাপ-ভাইয়ের বাড়িতে একটি রাত কাটানোও কখনো পছন্দ করিনি। স্বামীর সংসার ও তার সন্তানদের দেখা-শোনার দায়িত্ব হতে জীবনে কোনো দিন ছুটিও নেইনি।

তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গভীর অন্ধকার রাতে প্রচন্ড শীতের মধ্যেও তার সন্তানদের মল-মূত্র পরিষ্কার করেছি। শুধুমাত্র আমার এই স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সে যেভাবে চেয়েছে সেভাবে তার সংসারে থেকেছি। কোনো দিন তার

অবাধ্য হইনি। **ইয়া রাব্ব!** তার হাতে ত্বালাক্বের মত কঠিন একটি জিনিস ছিলো। এটি আমার দাম্পত্য জীবনের জন্য এমন এক হুমকি ও ধমকি ছিলো, সে এটিকে ব্যবহার করে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে আমাকে বাধ্য করতে পারতো। কিন্তু তারপরও সে আমাকে কোনো দিন সত্যের পথে ডাকেনি এবং বে-পর্দা হতে কখনো নিষেধ করেনি। অনুরূপভাবে তোমার আনুগত্য করতেও কখনো বলেনি। আখেরাতের ভয় আমাকে কখনো দেখায়নি। দুন্ইয়ার সব বিপদ-আপদ হতে সর্বদা সতর্ক করলেও জাহান্নাম হতে বাঁচার জন্য সে আমাকে কখনো কোনো দিন সতর্ক করেনি।

এমন স্বামী তখন কি উত্তর দেবে? যে নিজে এই নারীকে বিয়ে করে তার বন্ধুদেরকে চা খেতে ডেকে এনে নিজের স্ত্রীকে বে-পর্দা করে পেট ও পিঠ খোলা রেখে তাদের সামনে বসিয়ে স্ত্রীর সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে চেয়েছে। কেউ কিছু না বললে সে নিজেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছে তোমার ভাবী কেমন লাগলো? বিয়ের আসরে শত শত যুবকের সামনে বউকে বসিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে পর পুরুষের মাধ্যমে ভিডিও ফ্লিম বানিয়েছে।

পরিশেষে নিজের বিয়ের এসব ছবিগুলোকে ফেসবুকসহ সকল প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে দুন্ইয়াবাসীকে তার রূপের বাহার দেখিয়ে কাবীরাহ্ গোনাহে লিপ্ত থেকেছে। এই ধরনের দাইয়্যুস স্বামী ক্বিয়ামাতের দিন কি উত্তর দেবে? তখন মহান রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ হতে বলা হবে, একেও ধর এবং এর বাবাকেও ধর, এর ভাইকেও ধর এবং এর স্বামীকেও ধর। আর একসাথে সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

তখন ঐ নারী আবারও আবেদন জানাবে এবং বলবে, **ইয়া আহ্কামাল হাকেমীন!** হে আমার মালিক! না, আপনার আদালতে আমার ছেলেকেও একটু ডাকা হোক। তাই তার ছেলেকেও ডাকা হবে। অতঃপর ঐ নারী বলবে **ইয়া আল্লাহ!** এই হলো আমার কলিজার টুকরা ছেলে। আমি তার প্রাণ প্রিয় মা। দুন্ইয়ার জীবনে আমার বুকে ওর জন্য এমন এক মমতা ছিলো, সে যদি আমার কোনো আচরণের বিরোধীতা করে প্রতিবাদী হয়ে উঠতো এবং আমাকে ছেড়ে চলে যেতো; তাহলে আমার জীবন বরবাদ হয়ে যেতো। সে যা চাইতো জেদ ধরে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারতো। শুধুমাত্র ওর মুখে একমুঠো খাবার তুলে দেয়ার জন্য মানুষের বাসায় বাসায়

বুয়ার কাজ করতে হলেও আমি করেছি। তার ভবিষ্যতের জন্য মাদ্‌রাসাহ্‌, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি ও ব্যাংক-বীমাসহ কল-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছি। এভাবে অর্থ কামিয়ে তার সকল ইচ্ছা পূরণ করেছি। এখানেও যখন অভাব দেখেছি তখন আমার গহনা বিক্রি করে তার শিক্ষার পেছনে ব্যয় করেছি।

সে যদি বলতো মা তুমি সালাত ও যাকাত, হাজ্জ ও সাউম আদায় করো। পর্দা কর এবং শারী'য়াতের বিধি-বিধান মেনে চলো। তা না হলে আমি তোমার হাতের রান্না খাবো না। তোমাকে মা বলে ডাকবো না। তুমি এমন কাজ কেন কর যা শারী'য়াতে জায়েয নেই। শারী'য়াত বিরোধী কাজ করলে আমি তোমার হাতে রান্না করা কোনো খাবার খাবো না। তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। তাহলে আমার মমতা তার এসব দাবীর কাছে ঝুকে যেত। আমি তার কাছে হার মেনে নিতাম। সন্তানের ভালবাসার কাছে আমি নতি স্বীকার করতাম। সে তো আমাকে এসব সম্পর্কে কোনো দিন কিছু বলেনি। আমাকে এসব কাজে কখনো বাধাও দেয়নি।

অতএব যে সন্তান নিজের সকল ইচ্ছা পূরণের জন্য মায়ের সাথে জেদ ধরেছে; কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে কোনো দিন সে মায়ের সাথে জেদ ধরেনি। ক্বিয়ামাতের দিন এমন সন্তান কি উত্তর দিবে? উল্টো নাক ডেকে ঘুমিয়ে সালাত ছেড়েছে। পেঠ ভরে খেয়ে সাউম ত্যাগ করেছে। তাই তখন বলা হবে একেও ধর এর বাবাকেও ধর, এর ভাইকেও ধর এবং এর স্বামী ও সন্তানকেও ধর। অতঃপর সবাইকে একসাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতএব আমাকে আপনাকে নিজের মা-বোন, স্ত্রী ও মেয়েকে বে-পর্দা করার আগে আখেরাতে আমাদের কী হবে সেই চিন্তা করতে হবে।

তাই প্রত্যেক দম্পতিকে শুধু নয়, বাবা-ভাই ও ছেলেকেও মনে রাখতে হবে, শায়ত্বানের কবল হতে ঈমান বাঁচাতে হলে নিজেদের পরিবারে নারীদের মাঝে পর্দার বিধান চালু করতে হবে। কারণ আল্লাহ্‌ নাবীদের স্ত্রীদেরকে (উম্মাহাতুল মু'মিনীন) যেখানে পর্দার হুকুম দিয়েছেন সেখানে আপনার সন্তান ও স্ত্রীদের অবস্থান কোথায়? আখেরাতে মুক্তি পেতে হলে আমাকে আপনাকে এটি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমাদের অনেকের মাঝে ফার্‌যের খরব নেই, নাফল ও মুস্তাহাব

নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। নিজেরা ফার্‌য বাদ অমুক মাসজিদ এবং অমুক ইমামের মাঝে দ্বীনদারী খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবী করেন। প্রমাণ হিসেবে তারা যা বলেন, তা হলো তিনি রামাদ্বানে এটি করেন বা ঐটি করেন। অমুক কাজের বিরোধীতা করেন। তাই এসব তার দ্বীনদারীর নমুনা। অনেকের কাছে এসব শুনে আমি তখন মনে মনে বলি মূলতঃ এটি তার দ্বীনদারী নয়; বরং অজ্ঞতার নমুনা। তিনি জানেনই না এ সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য কী?

তাই বলছিলাম, শায়ত্বান মানুষকে শুধু ধোকা দিয়েই যাচ্ছে। আমরা এখানে সেখানে নাফ্‌ল-মুস্তাহাব বিষয়ের মাঝে দ্বীনদারী খুঁজে বেড়ানোর প্রয়োজন মনে করলেও কিন্তু নিজ পরিবারে নারীদের মাঝে শারী'য়াতের ফার্‌য করা পর্দার প্রচলন করে দ্বীনদারী সৃষ্টি করার গুরুত্ব বুঝলাম না। তাই পরিবারের সব পুরুষের সাথে তারা যেমন খোলা-মেলা চলছে, ঠিক তেমনিভাবে বাসায় কাজের লোক ও ড্রাইভারের সাথেও একই আচরণ করছে। পর্দা রক্ষার মাধ্যমে নিজ পরিবারে দ্বীনদারী এবং তাক্বওয়াহ-পরহেযগারী সৃষ্টির কখনো কোনো প্রয়োজন মনে করলাম না। অথচ পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল (স.) কে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾[52]

'হে নাবী আপনি আপনার পত্নীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয় এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যেন তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়।'

তাই নারীরা যদি আজ তাওবাহ করে এবং সংকল্পবদ্ধ হয় যে, তারা পুরো জীবন পরিপূর্ণ পর্দা করবে, তাহলে তারা ইয্‌যাত ও সম্মানের সাথে যেমন দুন্‌ইয়ার জীবন কাটাতে পারবে আখেরাতেও খুব সহজে মুক্তি পেয়ে যাবে এটি হলফ করে বলা যায়।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, নারীরা যত দামী কাপড়ই ক্রয় করুক না কেন, আলমিরাতে যতো মূল্যবার গাড়ি-গহনা থাকুক না কেন, ঘরে কিন্তু তারা ছেঁড়া ও অপরিষ্কার কাপড় পরেই কাটিয়ে দেয় পুরো জীবন।

---

৫২ - সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৫৯

স্বামীর চোখে নিজেকে সুন্দর দেখানোর জন্য খুব কম নারীই সাজ-গুজ করে। অপদার্থ স্বামী নিজের প্রশান্তির জন্য স্ত্রীর কাছে এসব দাবী না করলেও বাইরে যাওয়ার সময় ঠিকই বে-পর্দা হওয়া এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করার জন্য ঐসব দামী কাপড় ও গহনাগুলো ব্যবহার করা জন্য বলে।

এমন অনেক স্বামী আছে তারা স্ত্রীকে অন্যের চোখে আকর্ষণীয় দেখানোর জন্য পেট ও পিঠসহ নাভী পর্যন্ত খোলা রাখতে স্ত্রীকে বাধ্য করে। মনে রাখবেন, এধরনের স্বামী বিনা হিসাবে জাহান্নামে চলে যাবে। তবে নারীকে মনে রাখতে হবে, যে পুরুষের সাথে নারীর বিয়ে হয় ইসলামের দৃষ্টিতে কেবলমাত্র তিনিই তার স্বামী। কিন্তু অন্য ধর্মালম্বীদের কাছে যার সাথে বিয়ে হয় সেও স্বামী এবং দেবরও স্বামী। তাই হিন্দিতে দেবরের অর্থই হলো অর্ধেক স্বামী।

অতএব এসব ধর্মে দেবর হতে নারীকে পর্দা করতে হয় না। শিখ ধর্মে তো নারীর পর্দা বলতে কিছুই নেই। তাদের ধর্মে সবই স্বামী। তাই নারী সবার সাথে খোলা-মেলা চলা ফেরা করে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে স্বামীর ভাইদেরকে মৃত্যু বলা হয়েছে। তাই তাদের কাছ থেকে নারীকে পর্দার হুকুম দেয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেই ধর্ম নিজের পরিবারের মাঝেও মাহরাম ও গায়রে মাহরাম বলে নারী-পুরুষকে পার্থক্য করে নারীকে পর্দার হুকুম দিয়েছে। আসমানী এই অর্ডার রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আযওয়াজে মুতাহ্হারাত এবং সাহাবিয়াহদেরকে দিয়েই শুরু হয়েছে। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এভাবে নাযিল হলো আসমানী অর্ডার :

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾[53]

৫৩- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩১

'আর হে নাবী! মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযাত করে। আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে নিজেদের বুক ঢেকে রাখে। তারা যেন নিজেদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিম্নোক্তদের সামনে ছাড়া। স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই ও ভাই বোনের ছেলে, নিজের মেলামেশার মেয়েদের, নিজের মালিকানাধীনদের, অধীনস্থ পুরুষদের যাদের অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্য নেই এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ। তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে হাঁটাচলা না করে'।

উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণের সময়ের নারী সমাজের অবস্থা কী ছিলো তা খুব সহজেই বোঝা যায়। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে, তখন নারীদের মাঝে পর্দা প্রথা ছিলো না। এই সম্পর্কে নারীদের ধারণাও ছিলো না। তাই আল্লাহ নারীদেরকে পর্দার হুকুম দিয়েছেন। তারা পর্দার আদেশ শোনা মাত্র কীভাবে মেনে নিয়েছিলো তাও আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডার হতে জানতে পারি।

ইমাম বোখারী (রাহি.) এ সম্পর্কীয় একটি হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন:

(عَنْ يُونُسَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ:﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا)[54]

'আয়েশাহ্ (রা.) বলেন, প্রথম হিজরতকারিনীদের ওপর আল্লাহ্ রাহমাত নাযিল করুন। যখন আল্লাহ্ আয়াত নাযিল করলেন **'তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে'** অতঃপর তারা নিজেদের কাপড়ের নীচের অংশ ছিঁড়ে ওড়না বানিয়ে ফেললো'।

54– **البخاري، رقم الحديث: 12508**

এটিই হলো ঈমান। এখানেই তাদের ঈমান আর আমাদের ঈমানের মধ্যে পার্থক্য। মূলত মুসলমানদের জীবন হলো সুন্দর এবং কলুষমুক্ত একটি জীবন। ইসলাম নারীর জন্য পর্দার বিধান দিয়ে এই দুনইয়াতে তাকে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন একটি জীবন উপহার দিয়েছে। পৃথিবীতে একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে এমন একটি পবিত্র ও সম্মানিত জীবন উপহার দিয়ে জীবনের সকল মোড়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই স্বামী ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষ ভাবীকে দেখতে পারবে না বলে ইসলাম স্ত্রীকে একমাত্র স্বামীর জন্য সংরক্ষণ করেছে।

অনুরূপভাবে পুরুষও তার স্ত্রীকে ছাড়া স্ত্রীর অন্য কোনো নারী অথবা স্ত্রীর বোনের সাথে খোলা-মেলা রং তামাশা করতে পারবে না। এটি সম্পূর্ণ হারাম। কারণ তার মনোরঞ্জনের জন্য একজন নারীকে আল্লাহ্ স্ত্রী বানিয়ে তার জন্য হালাল করে দিয়েছেন। অতএব এসবের অধিকার একমাত্র স্ত্রীর। স্বামীর কাছে এটি তার হক্ব। এর বাইরে কারো সাথে মনোরঞ্জনে লিপ্ত হলে কাবীরাহ গুনাহ হবে। আমরা এই সম্পর্কে পরিষ্কার একটি হাদীস দেখতে পাই। উক্ত হাদসিটিকে সকল মুহাদ্দেসীনে কেরাম তাদের হাদীস গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

(عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ)[55]

'জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) একজন নারীকে দেখলেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাবের কাছে চলে গেলন। তিনি তখন তার একটি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাসূল (স.) তার প্রয়োজন মিটালেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের কাছে চলে আসলেন। আর তাদেরকে বললেন, নারীরা অবশ্যই শায়ত্বানের আকৃতিতে আসা যাওয়া করে। তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি কোনো নারীকে দেখে তাহলে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে চলে যায়। তার ইচ্ছা সেখানে পূরণ হবে।'

55-سنن الترمذي كتاب الرضاع، وصحيح مسلم كتاب النكاح، رقم الحديث : 1403

তাই মনে রাখতে হবে, নিজের স্ত্রী শুধুমাত্র নিজের জন্য অন্যের জন্য নয়। অতএব নিজেদের জীবন ও যৌবনকে একে অপরের জন্য বিলিয়ে দিয়ে দাম্পত্য জীবন সাজাতে হবে। এই জীবন সাজানোর জন্য এটিই যথেষ্ট যে, ঐ সকল কথা ও কাজ হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যেটি অন্যের মাঝে দেখলে খারাপ লাগে।

মুসলিম পরিবারে নারীর জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া এই বিধান লংঘন হওয়ার কারণেই আজ এক বোনের সংসার অন্য বোন ভাঙছে। বউ রেখে দুলাভাই শালীকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার হাতে হাত রেখে যেমন বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরছে ঠিক হোটেল-রেস্তোরায় বসে তার মুখে খাবারও তুলে দিচ্ছে। সাধারণ লোকজন ছাড়াও ইসলামী আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত তারাও এটিকে তেমন গুরুত্ব দেন না। তাই বর্তমান সমাজে শালী-দুলাভাইয়ের সাথে যেসব ঘটনা ঘটছে এবং যা শোনা যাচ্ছে তা লিখতেও লজ্জা করছে। দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত এসব প্রকাশ হচ্ছে।

শুধু এইটুকু বলে রাখি দুশ্চরিত্রের লোকেরা শালীকে স্ত্রীর মত ভাবে না শুধু তাকে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করছে। এমন ঘটনা বর্তমান সমাজের নিত্য দিনের ঘটনা। কিছু প্রকাশ হচ্ছে কিছু হচ্ছে না। তাই দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে শালী-দুলাভাইয়ের মাঝে পর্দার বিধানকে কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। মা-বাবাকে এ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। অন্যদিকে নিজের দাম্পত্য জীবন সুন্দর রাখার জন্য উভয়ের মাঝে পর্দা রক্ষায় স্ত্রীকেও বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখতে হবে। অলসতা করলে কোনো সমস্যা না হলেও আখেরাতে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রত্যেকের ঈমানের গভীরতা তার ওয়াদা এবং পরিবারের নারীদের পোষাক ও চাল-চলন দিয়েই বুঝা যায়। যে পরিবারের নারীদের পোষাক শালীন সেই পরিবারের পুরুষরা সমাজে মাথা উঁচু করে হাঁটে। তাই বেশি মডার্ন হওয়ার আগে নিজের ঈমান নিয়েও একটু ভাবুন। তাহলে অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্খিত বিষয় হতে বাঁচতে পারবেন। শারী'য়াতে পর্দা শুধু নারীর জন্য নয়, এটি নারী-পুরুষ সবার জন্য ফার্‌য করেছে।

এখানে বলতে লজ্জা নেই, শালী-দুলাভাইয়ের মাঝে পর্দাকে অনেক আলেমের পরিবারেও গুরুত্ব দেয়া হয় না। তাই তাদের মেয়েরা

দুলাভাইয়ের সাথে যখন তখন যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে। দুলাভাইও শালীর হাতে হাত রেখে তাকে স্ত্রীর মত আগলে ধরছে। মনে রাখবেন ইসলামের বিধান কোনো তামাশা নয়, এসব যারা করছে তারা জাহান্নামের আগুন নিয়ে খেলছে।

এ ধরনের মা-বাবা, আলেম-ওলামা, ইমাম-খাতীব-মুয়ায্যিনসহ ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, মাসজিদের মিম্বারে বসে বক্তব্য দেয়া এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে রক্ত দেয়া মাদরাসায় দারস ও তাদরীসের কাজ করা নাফ্ল কাজ। সবার আগে ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে পর্দার প্রথা চালু করা ফার্য। এটি যারা করছেন না তারা আসল বাদ দিয়ে নকলের পেছনে দৌড়াচ্ছেন বললে ভুল হবে না।

অতএব এসব বাদ দিয়ে নিজের পরিবারে পর্দা চালু করতে পারলে দুন্ইয়া ও আখেরাতে আপনার ঐসব কাজের দাম হবে। তা না হলে আপনি হলেন মুসলিম উম্মাহর একজন বড় প্রতারক। এটি দ্বীন ও ইসলামের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। সরল সোজা মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য ঐসব লেবাস এবং পেশাকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছেন। এসব কথাকে কেউ অবাস্তব মনে করবেন না।

আমার এক মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় তার ক্লাসেরই এক বান্ধবীর বাসায় গেল। তার মা আমার মেয়ের হিজাব দেখে বললেন, তুমি ছোট মেয়ে হিজাব পড়ার কী দরকার? তার নিজের মেয়ে যেহেতু হিজাব করে না তাই তিনি আমার মেয়েরও হিজাব খুলে ফেলতে চাচ্ছেন। তার এহেন আচরণে আমি সত্যিই কষ্ট পেয়েছি। এর পর হতে মেয়েকে আমি তার বাসায় যেতে নিষেধ করেছি। এখানে আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে, শালী-দুলাভাইয়ের মাঝে পর্দা করা না হলে শুধু বোনের হক্ব নষ্ট হবে তা নয়; বরং তার সংসারও ভাঙবে। তাই শ্যালীকারা আজ বোনের সংসার ভেঙ্গে দুলাভাইকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেক পুরুষের কাছে নিজের স্ত্রীর চেয়ে অন্য নারীকে যুবতী এবং চলার পথের নারীকে বেশী সুন্দরী মনে হয়। এ কারণেই বে-পর্দা নারীর মা-বাবাকে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আমার এমন বক্তব্যে হয়ত আপনি বিরক্ত।

তবে আমি বলবো আপনি আমি হীনমন্যতায় ভুগলে কী হবে, বাস্তবতা হলো মুসলিম নারীদের পর্দাকে বিধর্মীরাও আজ নারী জীবনের সৌন্দর্যের প্রতীক বলছে। এই সম্পর্কে যখন লিখছিলাম তখন আমার সহধর্মিণী সেদিনের দৈনিক পত্রিকাগুলো এনে হাতে তুলে দিলেন। পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে দেখলাম আজকের সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় **'শ্যালিকার সাথে পরকীয়া-শিশু সন্তানকে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যা'** শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। পুরো ঘটনা আর পড়ার প্রয়োজন মনে করিনি। অতএব আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য এই একটি সংবাদই যথেষ্ট। [৫৬]

অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার ভেন ডার বেলেন মনে করেন 'মুসলিম নারীদের হিজাব তাদের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। এখানে নাক গলানোর কারো অধিকার নেই। শুধু তাই নয়; তিনি পৃথিবীর সব নারীকে একদিন হিজাব পরারও পরামর্শ দিয়েছেন। এভাবে তিনি মুসলিম নারীদের প্রতি সহমর্মিতা ও একাত্মতা জানানো হবে বলেও মনে করেন। নিজ দেশের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক বক্তব্যে বলেন, মুসলিম নারীদের সহমর্মিতা জানাতে আমার দেশের সব নারীকে বছরে একদিন হিজাব পরা উচিৎ। রাজধানী ভিয়েনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাউসে বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি বলেন এটি নারীদের অধিকার। তারা নিজেকে কীভাবে সাজাবে এটি একান্ত তাদের ব্যাপার। এখানে কেউ তাদেরকে কিছু বলার অধিকার রাখে না। তিনি আরো বলেছেন, এমন দিন হয়তো আসবে যেদিন আমরা সব নারীকেই হিজাব পরতে বলবো।' [৫৭]

অতএব মুসলিম নারীকে বুঝতে হবে আপনি বে-পর্দা হয়ে কখনো গোনাহ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হবেন না। কারণ আল্লাহ্ তাওফীক্ব দিলে হতে পারে আপনি জীবনের কোনো এক সময় তাওবা করে পাক-সাফ হয়ে যাচ্ছেন। তবে আপনি যাকে এই গোনাহের রাস্তা দেখিয়েছেন অর্থাৎ আপনাকে বে-পর্দা দেখে যে বে-পর্দা হয়েছে তার বান্ধবীদেরকে বে-পর্দা বানিয়েছে তারা হয়ত এখনো বে-পর্দাই রয়ে গেছে। আপনি গোনাহ মাপ

৫৬ - বিস্তারিত পড়ুন, নয়া দিগন্ত, বুধবার, ২৪. ০১. ২০১৮

57- April 29, 2017 TDN Bangla, hijab, President of Austria.

করিয়ে নেয়ার পরও তারা আপনাকে নিয়েই জাহান্নামে যাবে। অতএব সাবধান!

একবার এক দম্পতি সেজেগুজে কোথাও যাচ্ছিলো। স্ত্রী তার অভ্যাস অনুযায়ী খুব নজরকাড়া এক লিপিস্টিক ঠোঁটে লাগিয়েছিলো। বাসা হতে বের হয়ে তারা রাস্তায় গাড়ির অপেক্ষা করছিলো। ততোক্ষণে ভাড়ায় চালিত একটি টেক্সিও চলে আসলো। অতঃপর তারা তাতে উঠে বসলো। কিছুক্ষণ পর ড্রাইভার লোকটিকে বললো, ভাই আপনার স্ত্রীকে বলুন তার ঠোঁটের লিপিস্টিকটি মুছে ফেলতে। কারণ আমার কাছে এটি ভালো লাগছে না। এটি শোনে লোকটি ড্রাইভারের শার্টের কলার চেপে ধরে মারতে উঠে বললো, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে মন্তব্য করার সাহস তুমি কোথায় পেলে?

ড্রাইভার মুচকি হাসি দিয়ে বললো ভাই মারেন ক্যান? আপনার স্ত্রী যদি আপনার জন্য সাজতো তাহলে সে ঘরের মধ্যেই সাজতো। বাইরে এভাবে সেজে আসতো না। কারণ রাস্তায় কোনো নারী তার স্বামীর জন্য সাজে না। সে অন্যদের জন্য অর্থাৎ আমাদের জন্যই সেজেছে। আর রাস্তার ভালো মন্দ বলার অধিকার আমার নেই? এই অধিকার তো সকল নাগরিকের রয়েছে। এটি শুনে স্বামী বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেল। তাই বলছিলাম, **আশ্চার্যের বিষয় হলো পুরুষরা তাদের দৃষ্টি নীচু করতে আর নারীরা পর্দা করতে চায় না, অথচ তারা উভয়ে সমাজে ইয্যাত ও সম্মানের সাথে থাকার সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত।**

এখানে নারী-পুরুষ সবাইকে একটি কথা খুব ভালো করে বুঝতে হবে, আল্লাহ্ ক্বোরআনের কোথাও এমন শর্তারোপ করেননি যে, নারী যদি পর্দা করে তাহলে পুরুষও তার দৃষ্টি নীচু রাখবে। অথবা পুরুষ যদি তাদের দৃষ্টি নীচু রাখে তাহলে নারীও পর্দা করবে; বরং কোনো শর্ত ছাড়াই নারী-পুরুষ উভয়কে পৃথক পৃথক ভাবে এ সম্পর্কে হুকুম দেয়া হয়েছে। তাই নর-নারী উভয়কে নিজেদের গন্ডির মধ্যে থেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। এটিই ঈমানের দাবী। যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে তা পুরোপুরিভাবে পালন করবে। তারপরও বলা হয়েছে সাধ্য অনুযায়ী। অতএব আর কোন্ সুযোগের অপেক্ষায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন?

আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[58]

'আল্লাহ কারোর ওপর সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।'

ঘটনাটি বাস্তব কি অবাস্তব, সত্য কি অসত্য সেদিকে না গিয়ে নিজের পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন এটি সত্য না মিথ্যা। নারী নিজের স্বামীর জন্য কম, অন্যের জন্য বেশী সাজ-গোজ করে। প্রতিনিয়ত এর পেছনে অনেক সময়ও ব্যয় করে।

ইসলাম নারীকে শুধু ঘরে থাকতে বলেনি প্রয়োজনে বের হলে জাহেলী যুগের মতো পর পুরুষের জন্য সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾[59]

'নিজেদের গৃহমধ্যে অবস্থান করো এবং পূর্বের জাহেলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না।'

আল্লামাহ্ মওদূদী (রাহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: 'ক্বোরআন মাজীদের এ পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হুকুমের উপস্থিতিতে মুসলমান নারীদের জন্য অবকাশ কোথায় কাউন্সিল ও পার্লামেন্ট সদস্য হবার, ঘরের বাইরে সামাজিক কাজকর্মে দৌড়াদৌড়ি করার, সরকারী অফিসে পুরুষদের সাথে কাজ করা, কলেজে ছেলেদের সাথে শিক্ষালাভ করার, পুরুষদের হাসপাতালে নার্সিংয়ের দায়িত্ব সম্পাদন করার, বিমানে ও রেলগাড়িতে যাত্রীদের সেবা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হবার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের জন্য তাদেরকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে পাঠাবার।' [৬০]

উক্ত আয়াত নাযিলের পর আয়েশাহ (রা.) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। এমন কি তার ওড়না পর্যন্ত ভিজে যেতো। কারণ এই আয়াত পড়ার সময় উষ্ট্র যুদ্ধের ঘটনা তার মনে পড়ে যেতো। বোখারীতে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

---

৫৮ -সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২৮৬

৫৯- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৩৩

৬০- তাফহীমুল ক্বোরআন, খন্ড নং-১২ পৃষ্ঠা নং- ৪৬

(إذا قرأت الآية: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ بكَتْ بُكاءً شَدِيْدًا حَتَّى تبل خمارها)
61

'তিনি যখন এই আয়াত পড়তেন তখন খুব কাঁন্না করতেন। এমন কি তার ওড়না পর্যন্ত ভিজে যেতো।'

অতএব আমি আপনি মানি আর না মানি, মূলতঃ নারীর কর্মক্ষেত্র হচ্ছে তার ঘর। এখানেই নারী তার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারে। আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদীসের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا لَنَا عَمَلٌ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ مَنْ قَعَدَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، مِنْكُنَّ فِي بَيْتِهَا فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [62]

'আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে এসে নিবেদন করে বললো **ইয়া রাসূলাল্লাহ্**! 'পুরুষরা তো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লুটে নিয়ে গেলো। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর পথে বড় বড় কাজ করে। মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমরা কী কাজ করবো ? জবাবে রাসূল (স.) বললেন, তোমাদের মধ্যে যে গৃহমধ্যে বসে যাবে সে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করবে।'

নারীর সৌন্দর্য উপভোগের মালিক স্বামী

মনে রাখবেন, ইসলাম নারীর সকল সৌন্দর্য শুধুমাত্র তার স্বামীকে দেখাতে বলেছে। নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করার একমাত্র মালিক হলো তার স্বামী। স্ত্রীর সকল রূপ ও লাবণ্য, সাজসজ্জা তার স্বামীর এ্যাসেট। নারী ঘরের বাইরে খোলা-মেলা ঘুরে বেড়ায় বলেই পুরুষদের কাছে নিজের স্ত্রীর চেয়ে

61– **البخاري، رقم الحديث : 4476، وأحمد (1/ 220) رقم الحديث: 1905**

62– **البحر الزخار بمسند البزار 10-13، رقم الحديث: 2463، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مَشْهُورٌ.**

অন্যের স্ত্রী বেশী সুন্দর মনে হয়। এটি নারীরাও খুব ভালো করে বোঝে। এখানে নারী নিজেকে ছোট মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ কেউ দেখে এবং কেউ দেখিয়ে প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ্ই সেই বৈশিষ্ট্য দিয়েই নর-নারীকে সৃষ্টি করেছেন। স্বামী যেমন স্ত্রীকে কাছে পেয়ে আনন্দ লাভ করে স্ত্রীও নিজেকে স্বামীর জন্য বিলিয়ে দিয়ে স্ত্রী হওয়ার হক্ব আদায় করে। নিজেও প্রশান্তি লাভ করে।

তাই পুরুষকে মনে রাখতে হবে, তার সকল চাহিদা নিজ স্ত্রীর কাছেই পূরণ করতে হবে। অন্য কোথাও নয়। স্ত্রী ছাড়া বাকী সব হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে পৌঁছাবে। অন্য নারী যতই সুন্দর হোক না কেন সে দিকে তাকালে জাহান্নামে যেতে হবে। **রাসূল (স.) বলেছেন, না-মাহরাম নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে নিজের মাথায় পেরাগ ঢুকিয়ে দেয়া অনেক উত্তম'।**

মুসলিম নারীকে বলতে চাই, আপনি কেন আল্লাহ্র হুকুম মানবেন না? অথচ এই হুকুম পালনের মাধ্যমে আপনি দুন্ইয়াতে যেমন ইজ্জত ও সম্মান পাবেন আখেরাতেও পাবেন জান্নাত। আপনার জন্য তো জান্নাত আছেই। জান্নাত এমন এক জায়গা যেখানে সব কিছু আছে কিন্তু মৃত্যু নেই। এমন কথা ক্বোরআনে বলা হয়েছে। আর ক্বোরআনে সব কিছু আছে কিন্তু মিথ্যা নেই।

আল্লাহ্ নিজেই এসম্পর্কে বলেছেন :

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾[63]

'এটি আল্লাহ্র কিতাব এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত সেই মুত্তাক্বীদের জন্য।'

মনে রাখবেন, বে-পর্দা হলেই যে বাহ্ বাহ্ পাওয়া যাবে বিষয়টি এমন নয়। কারণ দুন্ইয়ার জীবনে সব কিছুই আছে শুধু বিশ্বাস নেই। মানুষের মধ্যে সব কিছু আছে শুধু সাব্র বা ধৈর্য নেই। তাই দুন্ইয়ায় আপনার চাকচিক্য দেখে কেউ পাগল হয়ে গেলে আপনাকে সব হারাতে হবে। আখেরাতে জান্নাত সবাই পাবে না। যারা বে-পর্দা হচ্ছে তারা হয়ত দুন্ইয়াতে কিছু

৬৩ - সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-২

পেলে পেয়েও যেতে পারে। তবে তাদের আখেরাত শূন্য। এটি বিশ্বাস রাখতে হবে।

হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী ইঞ্জেলা জুলী এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ৪৩ বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চাইল্ডহোম নাম দিয়ে এ যাবৎ তিনি দু'টি সেন্টারে ৩০০ এয়াতীম লালন পালনের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানকার কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও এই disbeliever দিয়ে আসছেন। মানব সেবা ও মানব কল্যাণসহ সমাজ উন্নয়নে এক বিশাল ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। তবে বেচারি যত ভালো কাজই করুক না কেন, যেতে হবে জাহান্নামে। ক্বোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে এটিই মুসলমানদের আক্বীদাহ্ বিশ্বাস। কারণ তিনি না কালেমাহ্ পড়েছেন না রাসূলের ওপর ঈমান এনেছেন। ঈমান না থাকায় সালাতও আদায় করেননি এবং যাকাতও দেননি। সাউমও পালন করেননি, হাজ্জও আদায় করেননি। অতএব ইসলামের পাঁচটি পিলারের ওপর ঈমান না থাকায় এমন সব লোকের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

বিলগেট্স বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনী ব্যক্তি। তিনি পৃথিবীব্যাপী বাচ্চাদেরকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে বিশ্বকে পোলিওমুক্ত করার পরিকল্পনা করেছেন। এভাবে তিনি মানব সেবা করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মুসলিম অমুসলিম ছাত্রদেরকে শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে শিক্ষিত বানাচ্ছেন। এতসব ভালো কাজ করার পরও কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান না রাখার কারণে তিনি কোথাও একটি মাসজিদ বানানোরও পরিকল্পনা করতে পারেননি। তার অর্থ হলো তিনি দুন্ইয়ার মানুষের উপকারে আসলেও নিজের আখেরাতের উন্নতির কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেননি। এখানেই ঈমান আর বে-ঈমানের মাঝে পার্থক্য। অতএব আপনি আমি ইনিয়ে বিনিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে তার মানব সেবার কথা যতই বলে বেড়াই না কেন সবই বৃথা। নিজের গবেষণার কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে যাকে তাকে মুসলমান বলে জাতিকে নতুন কিছু শুনাতে পেরেছেন বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেও শ্রোতারা এসবকে গবেষণা না বলে পাগলামী বলবে। কারণ আপনি সেমিনার এবং সভা সমিতিতে যাদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছেন তারা কিন্তু নিজেরাই নিজেদেরকে মুসলমান বলতে নারাজ। তারপরও আপনি গবেষণা করে যবরদস্তি তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে ছাড়ছেন।

জান্নাত কাদের জন্য জানেন? জান্নাত হলো আবু বাক্‌র বাগদাদী, উসামাহ্ বিন লাদেন, মোল্লা উমার, বায়তুল্লাহ্ মাসউদ, হাফিয সাঈদ, মাসউদ আযহার এবং আহমাদ লুদিয়ানুভীর মত লোকদের জন্য। তারা এই দুন্ইয়ায় যাই করুক না কেন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ছিলো। ঈমানদার যদি অন্যায় করে শাস্তি ভোগের পরও তারা জান্নাতে যাবে। আমরা ক্বোরআন হাদীসে তাই দেখতে পাই। এটিই শারী'য়াতের বক্তব্য। আমাদের দেশের লোকদের কথা ভয়ে বলছি না।

তবে এইটুকু অবশ্যই বলবো তাদেরকে যেই নামে বা যেই অপরাধেই ফাঁসি দেয়া হোক না কেন তারাও ঈমান থাকার কারণে জান্নাতে যাবেন। কারো অপছন্দ হলেও ঈমানের কারণে তারা আল্লাহর পছন্দ। কারণ তারা সালাত ও সাউম আদায় করতেন। হাজ্জ ও যাকাতও দিতেন। এমন কি ফাঁসিতে ঝুলে যাওয়ার সময়ও এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে ছিলেন অবিচল। এটিই তাদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ বলে আমরা মনে করি।

আজ পর্যন্ত কোনো নারী বিউটি পার্লারে গিয়ে স্বামীর জন্য সেজে এসেছে এমন কথা কখনো শোনা যায়নি। তবে কোনো স্ত্রী যদি করে থাকেন তাহলে বলতে পারি স্বর্গীয় সুখে চলছে তাদের দাম্পত্য জীবন। বাসায় রাণী সেজে কয়জনের স্ত্রী স্বামীর অপেক্ষায় থাকে; বরং উল্টো কোনো অনুষ্ঠানে যেতে হলে ঘন্টার পর ঘন্টা সাজতে থাকে। স্বামীর জন্য কোনো স্ত্রীই সাজে না। সুন্দর কাপড় পরা তো দূরের কথা পরনের ময়লা কাপড়টিও পাল্টায় না। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একই কাপড়ে কাটিয়ে দেয়। এলোমেলো চুল, হাতে মুখে ময়লা এবং গায়ে গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পুরো দিন।

মোটকথা, নারীরা পুরো বছর যত দামী কাপড়ই ক্রয় করুক না কেন, ঘরে তারা ছেঁড়া ও অপরিষ্কার কাপড়ই পরে থাকে। স্বামী গৃহের কাজের চাপে স্ত্রী অনেক সময় সাজ-সজ্জা করতে পারে না এটিও সত্য। এ ধরনের নারীদেরকে বললো, স্বামীরা অফিস হতে বাসায় ফিরে আসার আগে একটু পরিপাটি হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করা উচিৎ। স্বামী বাসায় এসে স্ত্রীকে সুন্দর কাপড়ে সেজেগুজে দেখতে পেলে বাইরের সকল কষ্ট ভুলে যায় শুধু তাই নয়; সজিবও হয়ে উঠে। এটি শতভাগ সত্য।

ভেবে দেখুন দুন্ইয়ার জীবনে সকল অপকর্ম করে মরার পরে সাদা কাপড় গায়ে দিলেই সব গুনাহ মুছে যাবে? **বিসমিল্লাহে ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ'** বলে কবরে রাখলেই কেল্লা ফাতেহ? আপনার মৃত্যুর পর ফেসবুকে এই পিতা আর ঐ পিতা বলে হাজার নয়, লক্ষ কোটিবার মাতম করলে অথবা রং বে-রঙের পোস্টারিং করে রাস্তা-ঘাট রাঙিয়ে ফেললেও আপনার কোনো কাজে আসবে না।

কারণ যারা করবে তাদের হয়ত কাজে আসতে পারে। তারা হয়ত আপনার মৃত্যুকে পথ পরিষ্কার হয়েছে মনে করে খালি চেয়ারে গিয়ে বসতে পারবে। আর আপনার দেখিয়ে দেয়া ইসলাম বিরোধী চেতনার ঠিকাদারী করলে আপনার গোনাহের পাল্লা কবরে যাওয়ার পরও ভারী হতে থাকবে। চিন্তা করবেন না। সেখানেও চেতনার গরমে শরীর গরম থাকবে। তবে সেটি আরামের নয়, আযাবের।

তাই বলবো এখনো সময় আছে, মেনে নিন ইসলামের বিধি-বিধান। আত্মসমর্পন করে আল্লাহ্র সামনে সাজদায় পড়ে বলে উঠুন **সুবহানা রাব্বিআল 'আলা**। আশ্রয় নিন ক্বোরআন সুন্নাহ্র ছায়া তলে। শারী'য়াতের আলোকে গড়ে তুলুন নিজেদের দাম্পত্য জীবন। দিয়ে দিন ইসলামে ঘোষিত নারীর সকল অধিকার। থাকতে দিন নারীকে ইসলামের বাত্লানো মতে ও পথে। বে-পদা করে রাস্তা-ঘাটে নামিয়ে না দিয়ে নিজের ইচ্ছে মত তাকে দেখুন। সারাক্ষণ দেখুন সারা জীবন দেখুন, সাওয়াব হবে।
তাই তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নামে ঘরের বাইরে চৌরাস্তায় দাঁড় না করিয়ে নিজের পারিবারে প্রতিষ্ঠিত করুন। এটি তার অধিকার। সেই অধিকার হতে বঞ্চিত করে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে তাকে গভীর রাতে পর পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে বন্ধুর জন্ম দিনের কেক কাটতে পাঠিয়ে দিয়ে মডার্ন সাজবেন না। কেক কাটার সাথে সাথে ইয্যাতও কাটা পড়তে পারে, পড়ছেও বটে। পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে দেখুন। বনানীর 'রেইনট্রি হোটেল' এবং 'দ্যা স্টার গেস্ট হাউস' আপন জুয়েলার্সের মালিকের দুলাল সাফাতরা এটিই করেছিলো। অতএব সাবধান! [৬৪]

৬৪ - বিস্তারিত দেখুন : নয়া দিগন্ত, ৬ ফেব্রুয়ারী-১৮

তাই নিজের মেয়েকে বে-পর্দায় ঘরের বাইরে না পাঠিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিন। এখানেই আপনার মেয়ে নিরাপদ থাকবে। এটি কারো বানানো দাবী নয়, এটি আসমানী সনদ। কারণ আল্লাহ পবিত্র ক্বোরআনে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের পোষাক বলে তাদের সম্পর্কের গভীরতা মানব জাতিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অতঃপর নিজেদের মাঝে গভীর সম্পর্ক রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। দাম্পত্য জীবনে নিজেদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে একে অপরকে ভালবাসার চাদরে মুড়িয়ে রাখলে স্ত্রীর প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি পড়ে না।

এমন গভীর ভালোবাসা নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনে বজায় রাখা অবশ্যই সম্ভব। কারণ নারী-পুরুষের মাঝে জন্মগতভাবে পরস্পরের প্রতি বিশেষ এক আকর্ষণ রয়েছে। যেহেতু নারীর মধ্যে পুরুষের এবং পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি আকর্ষণ মানব সমাজে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। তাই একজন ইংরেজ উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বড় চমৎকার লিখেছেন:

Fitting into each other as garments fits the body.

বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের জয়েন্টের কারণেই পরবর্তী প্রজন্মের আগমন ঘটবে। সমাজ কলুষমুক্ত রাখার একমাত্র পথ হলো বিয়ে। নর-নারীর মাঝে যতোদিন পর্যন্ত বিয়ের ব্যবস্থা থাকবে ততোদিন পর্যন্ত পবিত্রতার সু-বাতাস বইতে থাকবে পরিবার ও সমাজে। অতএব বে-পর্দা ও বিচ্ছেদ নয়, বিয়ের মাধ্যমে একে অপরের পোষাক হয়ে থাকলেই শান্তি। মানবতার প্রথম সম্পর্কই হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। শেষ সম্পর্কও হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আখেরাতেও স্বামী-স্ত্রী একসাথে উঠবে। নর-নারীর মাঝে এই সম্পর্ক হলো খুবই সুন্দর ও পবিত্র একটি সম্পর্ক। এর শেকড়ও অনেক গভীরে। তাই ভালবাসার মাধ্যমে এটিকে সুন্দর রাখা স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব।

(عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غير مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[65]

65– رواه مسلم، رقم الحديث: 1218

‘রাসূল (স.) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন: তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানাত হিসেবে গ্রহণ করেছো। তাদের যৌনাঙ্গকে কালেমার মাধ্যমে হালাল করেছো। তাদের উপর হক্ব হলো তোমাদের বিছানায় অপছন্দনীয় কাউকে শোয়ার সুযোগ দিবে না। দিলে তাদেরকে হালকা প্রহার কর। তোমাদের উপর তাদের হক্ব হলো তোমারা তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সুন্দর ব্যবস্থা করবে।’

একবার এক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, বিয়ে বহির্ভূত নারী-পুরুষের ভালবাসা যদি অন্ধ হয় তা হলে বিয়ে কী? উত্তরে তিনি বললেন বিয়ে হলো তাদের চোখের অপারেশন। তাই স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে হাসি-খুশি থেকে নিজেদের প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করাও সাওয়াব। একে অপরকে দেখে যখন মুসকি হাসে তখন একজন ফেরেশ্তা তাদের আমলনামায় একটি নেকি লিখে রাখে। অতঃপর তারা যখন একে অপরের সান্নিধ্যে এসে প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে তখন আল্লাহ্ তাদের ওপর রাহ্মাত নাযিল করেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের সাথে ভালোবাসা প্রকাশ করে উম্মাতের জন্য বাস্তব নমুনা রেখে গেছেন।

অতএব মনে রাখবেন, সবার স্ত্রী সবার জন্য পূর্ণিমার চাঁদ, তাই তাকে আদর করে চাঁদ ডাকুন। এমন করে ডাকতে পারলে সে দাম্পত্য জীবনে আপনাকে তারা উপহার দিয়ে যাবে। যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে। অতঃপর দাম্পত্য জীবনে প্রেম সাগরে ডুবে থাকতে পারবেন। যে সাগরে কখনো ভাটা দেখবেন না। কুল কিনারাও খুঁজবেন না। কিন্তু সেই চাঁদকে সারা রাত অন্যেরা দেখুক এটি কখনো কোনো ঈমানদার স্বামী মেনে নিতে পারে না। মেনে নিলে বিচ্ছেদ ঘটবেই। চিত্র জগতের বিয়েগুলোও একই কারণে ভাঙছে। এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনার স্ত্রীর ছবি ফেসবুকে কেন দিয়েছেন? বিয়ের দিন স্ত্রীকে হাজার হাজার মানুষের সামনে বিবস্ত্র করে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর পুরুষ ও অবিবাহিত যুবককে দিয়ে কেন ভিডিও ফ্লিম বানিয়েছেন? ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে তুলে কেন তার মূল্য যাচাই করতে চাচ্ছেন?

বাস্তব ও হালাল স্ত্রী শারী'য়াত সম্মতভাবে স্বশরীরে আপনার কাছে থাকার চেয়ে তাকে পর্দাহীন করে বানানো আজীবনের জন্য কাবীরাহ গুনাহ সৃষ্টিকারী ভিডিও আপনার কাছে বেশী দামী? স্ত্রীকে বাস্তবে পাওয়ার চেয়ে তার ভিডিও পেলে আপনি খুশী? স্ত্রীকে দেখে নিজের চক্ষু শীতল না করে তাকে অন্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে আপনি আধুনিক সেজেছেন? লক্ষ্য করেছেন ভিডিও করার সময় আপনার বধূকে ক্যামেরাম্যানরা কীভাবে পোজ দিবে তা শিখিয়ে দিচ্ছে। তারাই বলে দিচ্ছে কীভাবে বিবস্ত্র হতে হবে এবং কীভাবে বসলে আকর্ষণীয় দেখাবে। পুরুষদের মাঝে লোভনীয় করে তোলার জন্য কোন্ দিকে তার চাহনি থাকবে তাও তারা তাকে শিখিয়ে দিচ্ছে। লেহেঙ্গা ও শাড়ির আঁচল, বসার স্টাইল ও অলংকারের প্রদর্শনীতে কীভাবে একজন নায়িকার মত দেখাবে সব তারাই ঠিক করে দিচ্ছে। এমন কি নববধূর ওষ্ঠ ও হাসার স্টাইল কেমন হবে তাও তারাই শেখাচ্ছে।

এখানেই বেহায়াপনার শেষ নয়, প্রয়োজনে তারা নববধূর গায়ে হাতও লাগাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনে একান্ত সময়ে গোপনে যা করার কথা সেইসব কাজ পর পুরুষকে টাকা দিয়ে প্রকাশ্যে করাচ্ছে। আর নববধূর নির্লজ্জ ও বেহায়া বাবা ও ভাইসহ অপদার্থ স্বামী উপস্থিত থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে এসব তামাশা দেখে দাইয়্যুছ সেজে জাহান্নামের আগুনে ঘি ঢালছে। এর পর বলে ডিভোর্সের হার বেড়ে গেছে। এতসব অপকর্ম ও শারী'য়াত বিরোধী কাজ করার পরও তাদের মা-বাবারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলে দাবী করছে আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে শারী'য়াত সম্মত হচ্ছে। এসব শুনে শায়ত্বানও হাসে। আর বলে তোদেরকে দিয়ে আমি শুধু আমার কাজ করাইনি; বরং ইসলামের নামে করিয়ে আমি বদনাম হতে মুক্তি পেয়েছি। এটিই আমার সফলতা। তাওবা না করলে এসব শায়ত্বানী কর্মের পরিণতি অবশ্যই জাহান্নাম।

অথচ প্রতিটি পুরুষ ভালো করেই জানে, যদি সে পুরুষ হয়ে থাকে, প্রত্যেক পুরুষ যখন কোনো যুবতী নারীকে দেখে তখন সে তাকে বস্ত্রহীন অবস্থায় কল্পনা করে। আল্লাহ্‌র ক্বসম! বিয়ের আসরে সেজে গুজে বসা বধূ সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম কিছু চিন্তা করে না। বিবাহিতরা রাতে বাসায় এসে স্ত্রীর সাথে তার সৌন্দর্য নিয়ে আলাপও করে। অবিবাহিতরা আমতলা আর জামতলায় বসে রসালো আলাপ করে নিজের তৃপ্তি মেটায়। সে তো স্বেচ্ছায়

নিজের শরীর প্রদর্শনীর জন্য প্রায় বিবস্ত্র হয়ে স্টেজে বসেছে। তাকে সবাই দেখুক এবং সুন্দর লাগছে মন্তব্য করুক এটিই তার সকল চাওয়া পাওয়া। তাই যে সেই মোবাইলে তার ভিডিও ধারণ করছে। কোনো পক্ষ হতে কেউ নিষেধও করছে না। আর আপনি সাধু সেজে দাবী করছেন আমার মেয়ের বিয়ে ইসলামী পদ্ধতিতে হয়েছে।

অতঃপর বাদাইম্মারা তার এই ভিডিও নিজেও দেখবে এবং অন্যদেরকেও দেখাবে। আর নিজেদের কল্পিত স্বাদ উপভোগ করবে। এসব বুঝেও সে নিজের চাঁদকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার কারণে সেই চাঁদকে পুরো রাত নয়, পুরো জীবন মানুষ দেখবে শুধু তাই নয়, তার আলোতে থাকারও অসৎ পরিকল্পনাও করবে। এভাবে সমাজের নারী-পুরুষ সবাই কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হবে। অতএব আখেরাতের আযাব হতে বাঁচতে হলে এখনই সব ডিলেট করে আল্লাহর কাছে তাওবা ইস্তেগফার করুন। তা না হলে অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে!

এসব বক্তব্যকে কোনোভাবেই অতিরঞ্জিত বলতে পারবেন না। কারণ এখন ধনীর দুলালীর বিয়ে হোক বা বস্তির ফকিন্নীর মেয়ে ফেলানীর বিয়ে হোক, পথের ফক্বীরের ছেলের বিয়ে হোক বা রাষ্ট্রের মোড়লের ছেলের বিয়ে হোক সব বিয়েতেই Profesional photographer এমন কি Even management এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এটি না করলে বিয়েই হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় হলো, ইসলামপন্থীদের ছেলে-মেয়ে বা আলেম এবং জাহেলের সন্তানের বিয়ে হোক এখানেও এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি না করলে এখন বিয়ে হচ্ছে তা বুঝানো যাবে না বলে তারাও মনে করে।

ইসলাম বিরোধী যতোবেশী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ততোবেশী তারা আধুনিকতার পরিচয় বলে মনে করছে। তাই বিয়ের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত শহর বা গ্রাম যেখানেই হোক না কেন, মুসলমানদের ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে ধর্মীয় রীতি-নীতি ও ইসলামী মূল্যবোধের জানাযার কফিন সবার সামনে দিয়ে প্রকাশ্যে গোরস্থানে পাঠিয়ে দেয়ার কারণে আজকের মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের বিয়ের অনুষ্ঠান একটি বেহায়াপনা ও পাপাচার জন্মের অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে।

শুধুমাত্র একটি কাজকে হালাল পদ্ধতিতে অর্থাৎ কালেমার মাধ্যমে বিয়ে করে অতঃপর নিজের অর্ধাঙ্গিনীর বে-পর্দা শরীরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হারাম ও গুনাহের সাগরে ডুবে থেকে ঐশী মুক্ত পরিবার গড়ে সমাজ নির্মাণে ভূমিকা রেখে দেশ ও জাতির উন্নয়নের অংশীদার হবার স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন কত সস্তা! এরপরও কি বেকুফ গাছে ধরে বলতে হবে? তাই ঈমান ও আমল, নীতি ও নৈতিকতা দাফন করে হলেও আজ মুসলিম উম্মাহর সন্তানরা নিজেদের বিয়ের আয়োজনে তথাকথিত আভিজাত্যের পরিচয় দেয়ার জন্য যা খুশী তা করে চলছে। পুরো অনুষ্ঠানে উঠতি বয়সের মেয়েদের পোষাক দেখে **আস্তাগফিরুল্লাহ** মুখ দিয়ে বের না হলে ঈমানের দাবী করা যাবে না।

কারণ তাদেরকে দেখলে মনে হয় তারা বিয়েতে আসেনি; বরং নিজেদের শরীর ও কাপড়ের প্রদর্শনী করে কে কত বেশী বিবস্ত্র হতে পারে তা পুরুষদেরকে দেখাতে এসেছে। আর ছেলেরা যখন চারপাশে ঘুরে তাদের সাথে কথা বলতে চায় তখন তারা আনন্দ পায়। তারা বুঝতেই পারে না যে, ছেলেদের এসব আগ্রহ তাদের চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে নয়; বরং নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পরিকল্পনার সূচনা মাত্র। আল্লাহ্‌র ক্বসম! এসব কিছু উভয়কে নিয়ে যাবে জাহান্নামে। আরো মজার কথা হলো, তাদের মা-বাবাও সঙ্গী হবে।

পরিশেষে একটি কথা তিক্ত হলেও বলতে চাই, মেয়েদেরকে বুঝতে হবে একটি যুবক অসংখ্য যুবতীকে নষ্ট করলেও এই সমাজ তাকে একদিন আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন এবং সৎপথে ফিরে এসেছে বলে গ্রহণ করে নিবে। আর সে যেসব নারীর জীবন নষ্ট করে সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে তাদেরকে কোনো দিন কোনো সমাজ গ্রহণ করবে না। তারা যতো দিন বেঁচে থাকবে ততো দিন এই কলঙ্ক নিয়েই বেঁচে থাকবে। এমনকি তাদের অপদার্থ বাপ ভাইও তাদেরকে মেনে নেবে না। **হে নারী!** কান খুলে শুনে রেখো, ইজ্জতের সাথে বাঁচতে হলে বর্তমান সমাজে তোমাকেই বেশী সাবধান হতে হবে, পুরুষকে নয়।

ভাবতে অবাক লাগে অভিভাবকরা তাদের উপযুক্ত মেয়েদেরকে পড়া-শোনার নামে বিয়ে না দিয়ে বে-পর্দায় ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে রেপিং

এর ব্যবস্থা করে এখন অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে গেলে ইয্যাত গেলো বলে চিৎকার শুরু করে। এটি আমার বানানো কোনো গল্প নয়। আমার আপনার আশ-পাশের মুসলিম নামধারী তথাকথিত প্রত্যেক মডার্ন পরিবারের নিত্য দিনের ঘটনা।

তাদেরকে বলবো, এখন চিৎকার করে কোনো লাভ নেই; বরং দুন্ইয়াতে নিজেদের ইয্যাত বাঁচাতে এবং আখেরাতে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পেতে হলে মেয়ের পর্দার ব্যবস্থা করুন। মেয়ের বিয়ের বসয় হলেই তাকে বিয়ে দিয়ে দিন। এটিই আপনার কাছে আপনার মেয়ের অধিকার ও মা-বাবার উপর তার হক্ব। মনে রাখবেন, আখেরাতে এই সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবেন।

জয়েন্ট ফ্যামিলি বেহায়াপনা সৃষ্টির ফ্যাক্টরী

এখানে আরেকটি কথা না বলে পারছি না। তা হলো আমাদের সমাজের তথাকথিত কিছু ভদ্রলোক নিজেদের জয়েন্ট ফ্যামিলির কথা খুব গর্ব করে বলে থাকেন। এখনো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছে বলে নিজেদের পরিবারকে সমাজের উত্তম পরিবার পরিচয় দেয়ার অপচেষ্টাও চালায়। তারা জানেনই না যে, জয়েন্ট ফ্যামিলি হলো বেহায়াপনা সৃষ্টির ফ্যাক্টরী। এধরনের লোকদেরকে বুঝতে হবে Joint family system ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো, যতক্ষণ পর্যন্ত শারী'য়াত অনুযায়ী চলে। শারী'য়াত না মানলে এটি সবচেয়ে খারাপ।

তাই মা-বাবাকে বলবো সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকা ও রাখার জন্য কেন আপনি বাড়াবাড়ি করছেন? সন্তানের বিয়ে হয়েছে সে একটি মেয়েকে বউ বানিয়ে এনেছে তার সুখের জন্যই। অতএব স্ত্রীকে নিয়ে তাকে তার মত থাকতে দিন। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে যে ভাবে থাকলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে বলে মনে করে সেভাবে থাকুক। তবে পুত্রবধূকে বুঝতে হবে যে, বুড়ো হয়ে যাওয়া শ্বশুর-শাশুড়ির সেবায় নিজেকে বিলীন করার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। কারণ উজ্জল সূর্যও কিন্তু চাঁদের আগমনকে মেনে নেয়ার জন্য বিবর্ণ হয়ে যায়।

এখানে সমস্যা কোথায়? শাশুড়ি-বউ দুইজনই নারী। আল্লাহ্ নারীকে অকল্পনীয় এক মর্যদা দিয়েছেন। তারা রাহমাত হয়ে জন্ম নিয়ে আবার নিজে সন্তান জন্ম দিয়ে নিজ সন্তানের জান্নাত হয়ে ফিরে যান। ভালো ও বুঝদার শারীকে হায়াত হলেন তিনি, যিনি নিজের ভাষায় মধু মিশিয়ে এমন এক আশ্চর্য সৃষ্টি করতে পারেন যে, স্বামী শ্বশুড় বাড়ির সবাই মিলে শুধু তার গুণগান গায়।

শাশুড়িকে বললো, আপনি মা-বাবা হয়ে ছেলের সুখ কোথায় আছে তা খুঁজে বের করুন। তার সুখের জন্যই তো তাকে বউ এনে দিয়েছেন। আপনার ভাত রান্না করা এবং জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থেকে অন্য সব পুরুষ সদস্যদের সাথে বে-পর্দায় মাখামাখি করার জন্য নয়। এখানে আরো একটি কথা বলে রাখতে চাই। অনেক সময় মেয়ের মা-বাবাও বিয়ের আগে ছেলের কাছে জানতে চায়, বিয়ে করে সেই তার মেয়েকে কোথায় রাখবে? এটি একটি অভদ্রতা।

বিয়ের আগেই যারা খবরদারী করে তাদেরকে বলবো অতি খবরদারী করতে যাবেন না। যার স্ত্রী সে লন্ডন রাখলে আপনার অসুবিধা কোথায়? যেখানে সুবিধা সেখানে রাখবে আপনি তার উপর চাপিয়ে দেয়ার কে? পছন্দ হলে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিন না হলে বাসায় রেখে দিন। এসব অযৌক্তিক দাবী করে নিজের মেয়ের দাম্পত্য জীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তার স্বামীর যৌথ ফ্যামিলিতে আগুন ধরিয়ে দিবেন না।
অনুরূপভাবে ছেলের মা-বাবাকেও মনে রাখতে হবে, ছেলের বউ পৃথক থাকা এবং পৃথক রাখার জন্য স্বামীর কাছে দাবী করা এটি স্ত্রীর অধিকার।

আমি মনে করি, পরিবারের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরী একটি পয়েন্ট। ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য বর্তমান যুগে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক থাকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

আমি নিজেও দু'চার দিনের জন্য গ্রামের বাড়ি গেলে খুব বিব্রতবোধ করি। ভাবীরা দীর্ঘদিন পরে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে এসে আমাদের কারণে ফ্রিভাবে চলা-ফেরা করে এক সাথে বসে একটু গল্প করতে পারেন না। তাছাড়া সেখানে আমার শারীকে হায়াত এবং এ লেভেল এবং গ্রেড সেভেন পড়ুয়া আমার দুই মেয়েরও পর্দা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যরাও শারী'য়াহ মোতাবেক পর্দা করে না। করার প্রয়োজনও মনে করে না। অতএব নিজেই তাদের কাছ থেকে পর্দা করবো তারও কোনো সুযোগ নেই।

তাই আমি মনে করি বিষয়টি এমন নয়; বরং বাস্তবতাও তাই। জয়েন্ট ফ্যামিলি হলো সারাক্ষণ খোলা থাকা কাবীরাহ্ গুনাহ উৎপাদনের একটি কারখানা। যিনি আল্লাহ্কে ভয় করবেন তিনি কখনো প্রকাশ্যে আল্লাহ্র নাফরমানী যেমন মেনে নিতে পারেন না, ঠিক তেমনিভাবে নিজের মেয়েদেরকেও বে-পর্দা রাখতে পারেন না।

মূলত হিন্দুদের কৃষ্টি-কালচার এবং পারিবারিক আইন অনুযায়ী জয়েন্ট ফ্যামিলির ধারণা মুসলমানদের রক্ত-মাংসের সাথে মিশে গেছে। ভাই-ভাবী এবং চাচাতো আর মামাতো দেবর, চাচাতো বোন আর মামাতো বোনসহ দূর ও কাছের বেগানা নারী-পুরুষ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার নাফ্ল একটি কাজকে গুরুত্ব দিলেও **পর্দা করা ফার্য** এমন একটি শারঈ বিধানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে গলাধাক্কা দিয়ে আজকের মুসলমানরা নিজেদের আঙ্গিনা হতে বের করে দিচ্ছে। তাদেরকে এসব বুঝাতে গেলে অনেকেই বলে উঠে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসব কিভাবে সম্ভব?

কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখে না আখেরাতের ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে এসব না মেনে কবরে চলে যাওয়া কী করে একজন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব? তারপরও এরা ইসলাম প্রেমিক। অত্যন্ত ধর্মীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে নাকি তাদের জন্ম। এরাই নাকি সমাজের ধার্মিক পারিবার। এখানেই শেষ নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এরাই বীর সেনানী। এরাই আলেম। এরাই মাসজিদের খাতীব। এরাই ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ খাদেম। তবে

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যারা শারী'য়াতকে নিজের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করেছে আল্লাহ তাদেরকেই শুধু দুন্ইয়া ও আখেরাতে সাহায্য করবেন। অন্যদেরকে নয়। আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে এটি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾[66]

'তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিলো এবং দুন্ইয়ার জীবনকে বেশি ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিলো জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিলো এবং নাফ্সকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিলো তার ঠিকানা হবে জান্নাত।'

এপ্রসঙ্গে একজন আলেমের কথা মনে পড়েছে। আমার গ্রামে শায়খ আব্দুস সত্তার নামক একজন আলেম ছিলেন। তাক্বওয়া পরহেযগারীর এক মূর্তপ্রতীক বললে ভুল হবে না। তিনি বিয়ে করে পরের দিনই নিজের ভাই-ভাবীদের থেকে নববধূকে নিয়ে পৃথক হয়ে ঘর বানিয়ে ফেল্লেন। অথচ এর আগে তিনি তাদের সাথেই থাকতেন। তার স্ত্রীকে তার কোনো ভাইও দেখেনি আত্মীয়-স্বজনের দেখার তো প্রশ্নই উঠে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, একারণে যেখানে তাকে তার ভাইয়েরা অসামাজিক এবং নিমক হারাম বলার কথা ছিলো সেখানে পুরো বাড়িতে শুধু নয়; বরং পুরো গ্রাম ও সমাজের কাছে তিনি হয়ে গেলেন একজন সম্মানী ব্যক্তি। তিনি সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছেন শারী'য়াত মানলে শুধু আখেরাতে সম্মান বাড়ে না মানুষের কাছেও ইয্যাত বাড়ে।

বাড়ির চারিদিকেই টিনের বেড়া দিয়ে স্ত্রীর পর্দা রক্ষা করে সত্যিকারের স্বামী হওয়ার হক্ব আদায় করে শারী'য়াতের বিধান পর্দা কিভাবে রক্ষা করতে হয় তা পুরো গ্রামবাসীকে বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন। মেয়েদেরকে ক্লাস এইটের পর আর স্কুলে পাঠালেন না। ভার্সিটির আঙ্গিনা মাড়িয়েও যেখানে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, সেখানে তার মেয়েদের বিয়েও হয়ে গেলো অতি সহজে। দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের আগমনও ঘটেছে তার ঘরে। যেসব আলেম-ওলামা তার ঘরে এসেছেন পুরো গ্রামের মানুষ চেষ্টা করেও তাদেরকে আনতে

---

৬৬ - সূরাতুন নায়ি'আত, আয়াত নং-৩৭-৪১

পারবে না বললে অতিরঞ্জিত হবে না। খুব অল্প বয়সে আল্লাহ্ এই লোকটিকে দুন্ইয়া হতে নিয়ে গেলেন। হয়ত জান্নাতের মেহমানদারীর জন্যই তাকে এত দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন একজন দ্বীনদার আলেমের জন্য আল্লামাহ্ ড. মোহাম্মাদ ইকবালের ভাষায় আল্লাহ্র কাছে দু'হাত তুলে দো'য়া করছিঃ

آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے[67]

ড. ইকবাল তাঁর মায়ের মাগফিরাতের জন্য এই শে'র এর মাধ্যমে দো'য়া করেছেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে আবেদন করছেন যে, আল্লাহ্ যেন তাঁর মায়ের কবরকে শান্তিতে ভরে দেন। তাঁর কবরের উপর রাহ্মাতের আকারে শিশির বিন্দু বর্ষণ করুন। নতুন গজানো ঘাস যেন তাঁর কবরকে রক্ষা করে। আল্লাহর রাহ্মাত তাঁর কবরের উপর বর্ষিত হোক। আমিও মাওলানা আব্দুস সাত্তার (রাহি.) একই দো'য়া করছি।

পর্দাহীনতা পরিবারে চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করে

দাম্পত্য জীবনে প্রত্যেক দম্পতিকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ নারী-পুরুষ সবাইকে সালাতের হুকুম দিয়েছেন। বালেগ হওয়ার পর সবাইকে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে। সালাতের পর নারীর জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় হুকুম হলো পর্দার হুকুম। কুমারি মেয়ে হলে দুইটি এবং বিবাহিতা হলে তিনটি 'আমল করতে হবে। কুমারীদের জন্য এক নম্বর হলো সালাত দুই নম্বর হলো পর্দা। বিবাহিতদেরকে ঐ দু'টির সাথে সাথে স্বামীর আনুগত্যও করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নিজ শরীরের প্রদর্শনী করা যাবে না। মূলত নারীদের জন্য দ্বীন মানা খুবই সহজ।

তিক্ত হলেও সত্য, বর্তমান সমাজে বে-পর্দার নারীরা চরম এক বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। কারণ যত ব্যভিচার ও ত্বালাক্বের ঘটনা ঘটছে এর পেছনে কোনো না কোনো নারী জড়িত রয়েছে। যে নারী পরকীয়ার মাধ্যমে সংসার

[67]- بانگ درا نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں " کا آخری شعر

ভাঙছে সে কিন্তু একজন নারী। যার ভাঙছে সেও নারী। তাই অন্যকে দোষ দেয়ার সুযোগ কোথায়?

আমার তখন খুব কান্না আসে যখন বিবাহিতা কোনো নারী বা পুরুষ ফোন করে আমার কাছে জানতে চায়, এবং বলে আমার স্বামী বা স্ত্রী পরনারী বা পর পুরুষের প্রতি আসক্ত। ঘরে বউ-বাচ্চা-স্বামী রেখে বাইরে জীবন ও যৌবন কাটিয়ে দিচ্ছে। ভেবে দেখুন কার সাথে এসব করছে? একজন নারীর সাথে। অন্যের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে ঘর-সংসারের কোনো খেয়ালই রাখছে না। অফিসের নারী বা পুরুষ কলিগদের সাথে হাসি তামাশা, হোটেল-মোটেলে বসে খাওয়া-দাওয়াসহ আরো কত কি। যদি একটু চিন্তা করি তা হলে আমরা দেখতে পাই, এই বন্ধুত্ব সৃষ্টির পেছনেও কোনো নারী জাড়িত।

অর্থাৎ যে আপনার ঘর ভাঙছে সেও এক জন নারী। এই কারণেই আল্লাহ্ নারীকে ঘরে থাকতে বলেছেন। অফিস-আদালত হাট-ঘাটসহ মাঠে ময়দানে চষে বেড়াতে বলেনি। হ্যাঁ কারো যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। এখন যেহেতু সর্বস্তরের নারী-পুরুষ ঘরের বাইরে থাকাকেই পছন্দ করেছেন তাই দাম্পত্য জীবনে কলহের কারণে অশ্রু ঝরানোর নৈতিক অধিকারও কিন্তু তারা হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)[68]

'রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: নারী হলো অরক্ষিত জিনিস। তাই নারী যখন বাইরে বের হয় শায়ত্বান তখন তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে।'

68– أخرج الترمذي في باب الرضاع رقم الحديث: 1173، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. والبزار (2061) (2063) وابن خزيمة (1685) (1688) وفي التوحيد (23) (2082) وابن حبان (5599) والطبراني في الكبير (10115) وفي الأوسط (8096) كلهم من طريق قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به. ورواه ابن خزيمة (1686) وابن حبان (5598) (451/8) من طريق قتادة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به.

তাই আপনি কোন্ খুঁটির জোরে এবং কিভাবে মনে করছেন আপনার মেয়ে ও বোন, মা ও স্ত্রী বে-পর্দায় ঘরের বাইরে গিয়ে নিরাপদ থাকবে। তাছাড়া তারা যদি সু-গন্ধি লাগিয়ে কড়া পারফিউম মেখে মডেল সেজে পশ্চিমাদের অনুকরণে টাইটফিট কাপড় পরে বেশামাল শরীরকে অশালীন কাপড় পরে সব কিছু দেখিয়ে বেড়ায় তখন কি হতে পারে তা বুঝার জন্য কি কিতাব দেখতে হবে? বে-পর্দার একজন নারী দেখলে পুরুষের কেমন লাগে তা অন্যকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন?

তার সামনে যখন এমন নারীর আগমন ঘটে তখন তার চোখ পকেটে থাকে? এতসব বুঝবার পরও মাথা চুলকিয়ে চুলকিয়ে হারামকে হালাল করে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে রাজি হবেন? আপনার কলিজা কত বড়? জাহান্নাম হতে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ নারীকে শরীরের প্রদর্শনী করে পারফিউম লাগিয়ে ঘর হতে রাস্তায় ও শপিং এ বের হওয়াকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। শারী'য়াত অতি প্রয়োজনে কোনো নারীকে ঘরের বাইরে যেতে হলেও পর্দাসহকারে যেতে হবে বলে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে।

মনে রাখবেন পর্দা করলে শুধু নারীর ইয্যাত বাড়ে না তার বাবা, ভাই ও স্বামীরও সম্মান বাড়ে। শারী'য়াত মানলে দুন্ইয়া ও আখেরাতে সম্মান বাড়বে নিশ্চিত থাকুন। ছেলে-মেয়েও শান্তিতে থাকতে পারবে। শিক্ষা এবং ডিগ্রী লাভে শান্তি পাওয়া যাবে না; বরং শারী'য়াতের অনুকরণেই শান্তি রয়েছে। এর বাইরের জগতে শান্তি মনে হলেও মূলতঃ এখানে এক মহা অশান্তি বিরাজ করছে। এতকিছু জানার পরও কিন্তু ধনী লোকের নষ্ট ছেলের কাছে বর্তমান সমাজের ঈমানদারদের মেয়েকে এই বলে বিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্। তবে কোনো গরীবের দ্বীনদার ছেলের কাছে এই বলে মেয়ে বিয়ে দেয়া হচ্ছে না যে, রিয্কের মালিক আল্লাহ্। বুঝলেন তো কোথায় ঈমানের তফাৎ!!

তাই বলছিলাম, শারী'য়াত মেনে চললে মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তায় থাকতে হবে না। এর ব্যতিক্রম হলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে। এটি হয়ত এখন আপনার কাছে মোল্লাদের বক্ওয়াস মনে হচ্ছে। সময় মত এসব বকওয়াসের বাস্তবতা বোঝা যাবে। সঠিক উত্তরও তখন পেয়ে যাবেন। তার পরও বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য নীচের লেখাটি একটু মনোযোগ দিয়ে

পড়ুন। নূর মোহাম্মাদ নামক একজন ভাইয়ের ফেসবুক টাইমলাইন থেকে আজকের মডার্ন সন্তানদের মা-বাবাদের জন্য হুবহু তুলে ধরলাম:

'সপ্তাহে একবার খালাম্মার ফোন কনফার্ম। ইস্যু একটাই। একমাত্র কন্যার পাত্র চাই। পাত্রের বিশেষ কিছু লাগবে না। সুশিক্ষিত হলেই হবে। শর্ত একটাই। পাত্রকে পরিপূর্ণ ইসলামিষ্ট হতে হবে। প্রথমে কথার কথা ভেবে গুরুত্ব দেই নি। খালাম্মার অব্যাহত ফোনকল সিরিয়াস হতে বাধ্য করলো। মিশন স্টার্ট। খালাম্মার মেয়ের ব্যাপারে খোঁজ নেয়াটা ইনিশিয়াল রেসপন্সিবিলি। ডিফারেন্ট এঙ্গেল থেকে খোঁজ নেয়া শুরু করলাম। সবাই পজেটিভ ফিটব্যাক দিচ্ছিল। পাত্রীর মেধা একাডেমিক রেজাল্ট নৈতিকতা নিয়ে সন্তোষজনক প্রোফাইল পেলাম। **আল্‌হামদু লিল্লাহ্**, বলে আগ বাড়লাম। খালাম্মাকে বললাম, মেয়ের সিভি পাঠিয়ে দিন। একজন উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানও পেয়ে গেলাম। মেইলে পাত্রের কাছে সিভি ফরোয়ার্ড করলাম।

খানিক পরেই পাত্র একবার **আল্‌হামদুলিল্লাহ্**, আরেকবার **ছুম্মা আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ** পড়ে ইনিশিয়াল ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিলেন। ঘটকালির প্রথমটাতেই এমন সাফল্যের হাতছানি আমাকেও ছুঁয়ে গেল। কেউ সামনে থাকলে দেখতে পেতো। চেহারায় কী যেন বিজয়ীর দ্যুতি! পরের শুক্রবার আনুষ্ঠানিকতা শুরু। পাত্রীর বাসায় পাত্রপক্ষ। কন্যা দর্শনান্তে আংটি বদল এবং ওয়ালিমার ডেইট ফিক্সড। আমি আরেকবার **আল্‌হামদু লিল্লাহ্** পড়লাম। ১৫ দিন পরেই শুভ পরিণতি।

পাত্রী দেখার পরের দিন পাত্র আমাকে ফেসবুক ইনবক্সে ধন্যবাদ জানিয়ে বিয়ের দিনের চীফ এরেঞ্জার হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার সাথে আমার থেকে সেই দায়িত্ব পালনের স্বীকারোক্তিও আদায় করে ছাড়লেন। চ্যাটিং এর শেষে ছোট্ট করে বললেন **ওর ফেসবুক আইডিটা দরকার ছিল** তাড়াহুড়োর ফাঁকে পাত্রীর ফেসবুক আইডি লিংক সংগ্রহ করে পাত্রকে ইনবক্স করলাম। দু'দিন পরেই সরাসরি আমার অফিসে এলেন। পাত্রীর ফেসবুক প্রোফাইল রীতিমত রিসার্চ করে এসেছেন। ল্যাপটপে পাত্রীর স্ট্যাটাস দেখাচ্ছিলেন আর স্ট্যাটাসের সাইকোলজি বর্ণনা করছিলেন। পাত্রীর বিভিন্ন সময়ে চেনইন পেইজ লাইক স্ট্যাটাস আপডেট, শেয়ার, লাইক, কমেন্ট, ফ্রেন্ডস ট্যাগ, প্রোফাইল পিকচার, কভার পিকচার দেখিয়ে পাত্রী সম্পর্কে একটা

অবজার্ভেশন দিয়ে নরম গলায় বললেন-আমি সরি ভাই। আপনি ক্ষমা করুন।

পাত্রের অবজার্ভেশনের বিপরীতে আমি শক্ত কোনো লজিক দিতে পারি নি। সত্যিই মেয়েটির ফেসবুক প্রোফাইল তার রুচি, কৃষ্টি, পছন্দ, দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, চিন্তা ও মনোজগতকে রিপ্রেজেন্ট করেছে। আমি নিশ্চুপ ছিলাম। ভাবনার সমুদ্রে ডুব দিলাম। বিয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সোস্যাল মিডিয়া কেমন ইম্প্যাক্ট রাখছে। আগে বর অথবা কনে উভয়ের বাহ্যিক অবস্থান দেখে অন্তরের ব্যাপারগুলোতে আস্থা রেখেই সিদ্ধান্ত নিতো। আস্থা না রেখে উপায়ও ছিল না।

একজনের ভেতরটা দেখার উপায় কী ছিল? সোস্যাল মিডিয়া আজ সেই ভেতরটাকেও দৃশ্যমান করে দিয়েছে। একজনের সত্যিকারের ভেতরটা কেমন, তার সোস্যাল মিডিয়া একটিভিজম পর্যবেক্ষণ করলে ধারণা পাওয়া সম্ভব। উপরের পাত্রীর আইডি একটা দিক মাত্র। শুধু মেয়েদের আইডি নয়; ছেলেদের সোস্যাল মিডিয়ার একটিভিজমও বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এখন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ। ভার্চুয়াল লাইফ হয়তো বাস্তব জীবনের জেরোক্সপি নয়; তবে রিফ্লেকশন তো বটেই। সবার বোধদয় হোক।'

তবে আমি মনে করি যেসব অভিযোগ দিয়ে ভদ্রলোকটি বিয়ে হতে সরে দাঁড়ালেন এমন অভিযোগে তিনিও অভিযুক্ত। ছেলেদের এখন এটি একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিজেরা হিন্দুদের ছাড়া গরুর মত পুরো দুনইয়া চষে বেড়ানোর পর এখন ফিরেশ্তা চরিত্রের মেয়ে বিয়ে করতে চায়। ভুল ত্রুটি সবার মাঝে আছে।

রাসূল (স.) বলেছেন সব মানুষই ভুল করে। মেয়েটি মারাত্মক কিছু করেছে বলে তিনি উল্লেখ করতে পারেন নি। ব্যভিচারে লিপ্ত এমনও কোনো অভিযোগ পাওয়া যায় নি। তাই মেয়েটিকে তার বিয়ে করা উচিৎ ছিলো। অতঃপর নিজেদের জীবনকে ইসলামের আলোকে সাজিয়ে তোলা। সত্য কথা হলো বর্তমান সমাজে ছেলের জন্য মেয়ে খোঁজার নামে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রটকোল নেয়া ভুঁড়ি ভোজন করা অতঃপর তাদের মেয়ের মধ্যে কোনো না কোনো দোষ বের করে বিয়ের আলোচনা হতে সরে দাঁড়ানো এখন সমাজের

তথাকথিত ইসলামিস্ট এবং নিষ্পাপ ও মা'সুম দাবীদারদের একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে।

এপ্রসঙ্গে বিয়ের একটি ঘটকালীর কথা আমার মনে পড়ছে। আমার এক ছাত্রীর বিয়ের ঘটকালী করছিলাম। পাত্র ডাক্তার এবং তিনি একজন ইসলামিস্টও বটে। যেহেতু আমি পাত্রী পক্ষ, তাই পাত্রের খরব নেয়ার পর আমার পছন্দ হলো। কথাবার্তা পাকাপোক্ত করে মেয়েটির ছবি দিলাম। অতঃপর পাত্রকে মেয়েটির খালার বাসায় নিয়ে পাত্রী দেখানোর ব্যবস্থাও করলাম। আমিও আমার শারীকে হায়াতকে নিয়ে সে বাসায় উপস্থিত ছিলাম। যথারীতি পাত্র আসলো এবং তাদের পরস্পরকে দেখার ব্যবস্থা করলাম। লিখতে লজ্জা লাগছে তার পরও লিখছি।

পাত্র ভদ্রতার সকল সীমা অতিক্রম করে প্রায় দুই/তিন ঘন্টা পাত্রীর সাথে একান্তে আলাপ করলো। এই দীর্ঘ সময়ে সেখানে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত গভীর হয়ে যাচ্ছে বলে আমি তাড়াতাড়ি করতে বলায় পাত্র বের হয়ে আসলো। তা না হলে হয়ত সে আজ এখানে পুরো রাত কাটিয়ে দিতো। মনে হচ্ছে আজই সব সেরে ফেলবে। মেয়ে পক্ষও বিষয়টি ভালো চোখে দেখেনি। তারপরও ছেলে ডাক্তার এবং আমি মেয়ের শিক্ষক, তাই অনিচ্ছা সত্বেও তারা এমন আচরণ মেনে নিয়েছে। তিন দিন পর তিনি আমার কাছে সংবাদ পাঠালেন, পাত্রী কালো। যেই ছবিটি দেয়া হয়েছে সেটি আসল ছবি নয়। অথচ এর চেয়ে সুন্দর মেয়ে খুঁজতে হলে দুন্ইয়াতে পাওয়া যাবে না। জান্নাতে হুরের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

পরবর্তীতে জানতে পারলাম এত দীর্ঘ সময় সে মেয়েটিকে দেখার পরও তার মন ভরেনি। তাই তাকে বোকা বানিয়ে পরের দিন সীবিচে নিয়ে গিয়ে সারা দিন একসাথে ঘুরে ফিরে খেয়ে তার চরিত্রের পরীক্ষা নিয়েছে। এরা কোন্ জাতের চরিত্রবান একটু ভেবে দেখুন। যে নিজে ইসলামিক সেজে একটি মেয়ের চরিত্রের পরীক্ষা নিচ্ছে, কিন্তু সে একবারও নিজের চরিত্র সম্পর্কে ভাবলো না। নিজেকে প্রশ্ন করলো না যে, আমি নিজে কোন্ জাতের চরিত্রবান? তাকে কোন্ ইসলাম এমন করার পারমিশন দিয়েছে সেটিও তার মনে জাগলো না।

মোটকথা, অন্যের দোষ খুঁজে বের করা খুবই সহজ। আর যদি সে মেয়ে হয়, তাহলে তো তার দোষের অভাব নেই। এজগতে নিজের দোষ দেখেনা কেউ। তাই মেয়েকে যেমন সতর্ক থাকতে হবে, তেমনিভাবে তার মা-বাবাকেও সজাগ থাকতে হবে। কারণ বর্তমান সমাজে জাহেলী যুগ ফিরে এসেছে। মানুষ অন্যের মা-মেয়ে ও বোনের দোষ খুঁজে বের করে তাদের আত্মমর্যাদাকে আঘাত করে নিজেরা শান্তিতে থাকতে চায়। যদিও নিজের মেয়ে ও বোনের মধ্যে রয়েছে হাজার দোষ। তাই উপরের কথাটি মানতে কষ্ট হচ্ছে। তার পরও বলবো মেয়েদের মা-বাবাকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মেয়েরা যেন এমন কোনো কাজ না করে যা পরবর্তীতে মা-বাবাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে।

যাক আমি আলোচনা করছিলাম দাম্পত্য জীবনে স্বামী গৃহে ইসলামের আলোকে স্ত্রীর অধিকার ও পর্দা নিয়ে। মনে রাখবেন, স্ত্রী যদি স্বামীর পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকতে না চায়, তাহলে শারী'য়াতের দৃষ্টিতে তাকে পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। পৃথক থাকলে বউ-শাশুড়ি এবং ননদ-ভাবীর মাঝে ঝগড়া হবে না। এটি নিশ্চিত। আপনি শান্তি চাইবেন, আর শান্তি আসার রাস্তা বন্ধ করে রাখবেন, এটি কেমন কথা। তাই চোখ খুলে দেখুন দেখতে পাবেন, পাখিরাও যখন অনেক হয়ে যায়, তারাও তখন পৃথক একটি বাসা বানিয়ে নেয়। প্রত্যেক মেয়েই নিজ স্বামীকে নিয়ে পৃথক একটি সংসার সাজাতে চায়। স্বামীকে নিয়ে পৃথক থাকার অধিকার নারীকে শারী'য়াত দিয়েছে। এটি কারো বানানো অধিকার নয়। অতএব স্বামীর যদি সামর্থ থাকে এবং স্ত্রী ডিমান্ড করে, তাহলে তাকে এই হক্ব অবশ্যই দিতে হবে। না দিলে স্বামী গুনাহগার হবে। আখেরাতে তাকে এজন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তাই এটি করতে গেলে মা-বাবার নাফরমানী বলা যাবে না; বরং এটি অন্যের হক্ব আদায়ে নিজের ছেলের যোগ্যতা বলতে হবে। আপনি যোগ্য ছেলের মা-বাবা হয়েছেন এটিই আপনার বড় পরিচয়। এখানে এমন উদারতার পরিচয় দিতে আপনার সমস্যা কোথায়?

স্বামীকে বলবো, একটু ভেবে দেখুন। Joint family system এ থেকে আপনার স্ত্রী যদি শ্বশুরের কথা শোনে, শাশুড়ির কথা শোনে, ননদের কথা

শোনে, দেবরের কথা শোনে এবং পরিশেষে আপনার কথাও শোনে, তা হলে তো সে পাগল হয়ে যাবে। একজন নারী কয়জনের কথা শুনবে? সে কয়জনকে খুশি রাখবে? অথচ শারী'য়াতের দৃষ্টিতে তার দায়িত্ব শুধু আপনাকে খুশি রাখা এবং আপনার কথা শোনা। অন্য কারো কথা শুনতে সে বাধ্য নয়। তাকে স্ত্রী হিসেবে দেখতে চান না দাসী হিসেবে? এতজনের কথা শুনতে এবং মানতে গেলে আপনার সন্তান জন্ম দেবে কিভাবে? পরবর্তীতে নিজের সন্তানকে সময় দিবে কখন? পুরো দিনের পরিশ্রমের পর রাতে হাসি মুখে **ওয়ারদাহ মাফতুহা** বা ফুটন্ত গোলাপ হয়ে বেড শেয়ার করে আপনার হক্ব আদায় করা কিভাবে সম্ভব?

অতঃপর আপনার মত ভালো একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে পেয়ে শেষ রাতে উঠে পাক-পবিত্র হয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে সাজদাহ দিয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার সাহস কিভাবে হবে? কারণ সকাল হতেই তাকে আবার পরিবারের সবার চাহিবামাত্র নাস্তা এবং দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব করতে গিয়ে সে আর আপনার স্ত্রী থাকবে না; বরং অঘোষিতভাবে আপনার বাসার কাজের বুয়ায় পরিণত হবে।

এমন এক ঘৃণিত পরিবেশে যখন তখন আপনার বুকে আশ্রয় নিয়ে স্ত্রী বলতে পারছে না, তার মনে কেমন ব্যথা লাগেছে যা কখনো শেষও হচ্ছে না। তার স্বামীও পরিবারের অন্যদের চোখের আড়ালে গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করে এমন ব্যথা বন্ধ করার কখনো কোনো চেষ্টাও করতে পারছে না। তাই সে তার সকল ব্যথা অন্তরের গভীরে গিয়ে লুকিয়ে রেখে কৃত্রিম হাসি হাসছে। যে ব্যথাকে সে দিনের বেলায় হেসে খেলে সহ্য করে নিলেও কিন্তু রাত হলে অন্ধকারে আশ্রয় নিয়ে অশ্রু ছেড়ে দিয়ে ঘুমকে আলিঙ্গন করে রাত কাটিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। কখনো মা-বাবা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যথা। কখনো তার সাথে ভাইদের বেপরোয়া আচরণের ব্যথা। কখনো নিজ স্বামীর অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে চলার এবং তাকে নিজের ইচ্ছেমত কাছে না পাওয়ার ব্যথা। কখনো সংসারের সব কাজ করার পরও কারো কাছ থেকে ভালো ব্যবহার না পাওয়ার ব্যথা। আর কখনো নিজ সন্তানের উদাসীনতার ব্যথা। পরিশেষে সব কিছু পাওয়ার আশায় নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার পরও কিছুই না পাওয়ার ব্যথা। তাই স্বামীকে বুঝতে হবে তার ভালোবাসায় শিক্ত

হতে পারলেই স্ত্রীর সকল রোগ সেরে যাবে। কারণ ৯০% শারীকে হায়াত নিজ স্বামীর কাছে মহল দাবী করে না। দাবী করে শুধু সময়। তাই জয়েন্ট ফ্যামিলির অবাঞ্চিত ও অনাকাঙ্খিত বিষয় নিয়ে অনর্থক নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করবেন না। এখানে ক্ষতি শুধু আপনার।

একটু ভেবে দেখুন, আমাদের প্রজন্ম দিন দিন কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? পরিণত বয়সে সন্তানরা মা-বাবাকে কেন বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসছে? মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে সন্তান কি করে নিজের বউ-বাচ্চাদের নিয়ে এসি রুমে শীতল হাওয়ায় আরামে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? কারণ মায়েরা শিশুকালে সন্তানদের দেখা-শোনাই করে নাই। তারা মা-বাবার মমতা হতে বঞ্চিত ছিলো। তাই বড় হয়ে তারাও মা-বাবার গুরুত্ব বুঝতে অক্ষম। এযুগের নারীরা স্বামীর সংসার ও তার সন্তানের লালন পালনের মত গুরু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অফিস-আদালতে বসের মন জয় করে চলছে বললে ভুল হবে না। বলতে লজ্জা লাগছে, যারা নিজেরা স্বাধীন বলে দাম্পত্য জীবনের মূল ডিউটি ছেড়ে দিয়ে ঘরের বাইরে পা রেখেছে, তারা চাকরি টিকিয়ে রাখা বা প্রমোশনসহ ভালো জায়গায় পোস্টিং এর জন্য অফিসের কারো না কারো মন জয় করেই যাচ্ছে। নিজের সামান্য স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের বৈধ-অবৈধ সব কাজ করতে মানসিক ভাবে দুর্বল থাকছে। এটি আমাদের বানানো কাহিনী নয়।

সম্প্রতি একটি মোবাইল কেম্পানীতে নারী কর্মীরা তাদের বসদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুধু উত্থাপন করেনি, অনেকে এই নিয়ে মিডিয়াতে কথাও বলেছে। আর লজ্জাবতীরা চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ইয্যাত রক্ষা করেছে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে, এসব কাজ তাদেরকে কাবীরাহ গোনাহ পর্যন্ত নিয়ে যাবে। একারণে জেনে শুনে স্বামীর হক্বও নষ্ট হবে। তাই রাতে বাসায় এসে স্বামী-সন্তানকে দেয়ার মত চাকরিজীবী নারীদের কাছে আর কোনো এনার্জি যেমন থাকবে না, ঠিক তেমনিভাবে নিজের স্বামী-সন্তানের সাথে আনন্দে সময় কাটানোর সময় তাদের ভালবাসার নদীতে কখনো উথলে পড়া জোয়ারও আসবে না। উল্টো ক্লান্ত বদনে বাসায় এসে খুব দ্রুত ঘুমিয়েও পড়তে হবে। কারণ সকালে উঠে আবার অফিসে চলে যেতে হবে। চাকরিজীবী দম্পতিদের এটিই নিত্য দিনের কাহিনী। বিশ্বাস

না হলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন। বাস্তবতা অনুধাবনে কোনো সমস্যা হবে না।

তাই বলছিলাম, নারীকে ঘরের বাইরে স্কুল-কলেজ এবং ভার্সিটিসহ কর্মক্ষেত্রে বে-পর্দায় পাঠিয়ে দিয়ে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা হতে যাবেন না। এসব শুধু প্রতারণা ও ধোকা। এমন করলে ঘরে তরুণী স্ত্রী রেখেও দাম্পত্য জীবনের স্বাদ হতে শুধু বঞ্চিত হবেন না আখেরাতও হারাবেন। এসব না করে ইসলামে ঘোষিত নারীর হক্ব নিজের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করে জগদ্বাসিকে জানিয়ে দিন, আপনি সত্যিকারের একজন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা। নিজ পরিবারে স্ত্রীর পর্দার ব্যবস্থা করুন। তাহলে দুন্ইয়ার স্ত্রীর মাঝে জান্নাতের হুরের স্বাদ পাবেন এবং দুন্ইয়া ও আখেরাতে উভয় জায়গায় লাভবান হবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের তাওফীক্ব দান করুন, **আ-মী-ন।**

ইসলামে নারীর মর্যাদা

ইসলাম মানব সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার সম্পর্কে দুন্ইয়াবাসিকে এভাবে শুনিয়েছে:

- **মেয়ে যখন জন্ম হয় :** তখন ইসলাম বলে যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম হয় সেই ঘর বরকত ময়।
- **মেয়ে যখন যৌবনে পৌঁছে :** তা'লীমাতে নাববীতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের মেয়েকে সঠিকভাবে লালন করে ভালোপাত্র অর্থাৎ দ্বীনদার পাত্রের কাছে বিয়ে দেয় তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত।
- **মেয়ে যখন বিবাহিত :** রাসূল (স.) বলেছেন, সেই পুরুষই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।
- **মেয়ে যখন সংসারে :** অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন শুরু করে তখন ইসলাম বলে, স্ত্রীর দিকে দয়া ও মায়ার দৃষ্টিতে তাকানোও সাওয়াবের কাজ। এমনকি মায়া করে তার মুখে খাবার তুলে দেওয়াও সাদাক্বাহ।

- **মেয়ে বিয়ের পরে :** গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দেয়ার সময় মারা গেলে ইসলাম বলে, সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

- **মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার পর :** সন্তান জন্ম দিয়ে মা হলে ইসলাম বলে, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। এবার ভেবে দেখুন নারীর এমন ইয্যাত কোনো ধর্ম দেয়া তো দূরের কথা ভাবতেও পারেনি।

এ প্রসঙ্গে হাসির একটি কথা না বলে পারছি না। আমার ক্লাসে একবার এক ছাত্রী কি যেন প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলো, কিন্তু লজ্জার কারণে করতে পারছিলো না। বিষয়টি আমি যেমন বুঝতে পেরেছি অন্য ছাত্রীরাও লক্ষ্য করেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছ ? উত্তরে সে বললো, জি স্যার। কিন্তু তারপরও সে সংকোচ করছে। তখন আমি বললাম, তুমি কোনো এক ক্লাসের আগে আমাকে প্রশ্নটি লিখে দিও। আমি প্রশ্নকারীর নাম না বলে তার উত্তর দেব, **ইন্ শা আল্লাহ্।**

সে বললো স্যার আপনি পারমিশন দিলে আমি এখনই করতে পারি। আমি বললাম, তুমি পারলে কর। সে বললো, আমরা শুনেছি স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর জান্নাত। কথাটি কতটুকু সত্য? এটি আমাদের অনেকের প্রশ্ন এবং সবাই জানতে চায়; কিন্তু কেউ লজ্জায় আপনাকে প্রশ্ন করার সাহস করে না। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন ভেবেও কেউ প্রশ্ন করে না। আমরা মনে করলাম আপনার কাছে থেকে বিষয়টি জেনে নেব। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বিবাহিতা না অবিবাহিতা? সে বললো আমি বিবাহিতা। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তোমার সাহেবের সাথে থাক না মায়ের সাথে? সে বললো সাহেবের সাথে।

অতঃপর আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি বাসায় আগে পৌঁছে যাও না তোমার সাহেব? সে বললো আমি। তখন আমি তাকে বললাম, আজ তোমার সাহেব যখন বাসায় আসবেন তখন তুমি তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে, তখন দেখতে পাবে তার পায়ে জুতা। আর জুতার নীচে শুধু বালি আর বালি। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তোমার পায়ের নীচে জান্নাত। তখন সবাই হেসে উঠলো এবং আবেগে তখন অনেকের চোখে পানি টলমল করেছিলো। আমি বললাম রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا)[69]

'মু'আবিয় ইবনে জা-হিমাহ আস্‌সালামী হতে বর্ণিত। একদা জা-হিমাহ রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পরামর্শ করতে আসলেন। রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার মা আছে ? তিনি জানালেন হ্যাঁ। তখন রাসূল (স.) বললেন, তার খিদমাত কর। কারণ তার দু'পায়ের নীচে জান্নাত।'

অতঃপর অনেকে বললো, স্যার বর্তমান সমাজে নারীদের কাছে ইসলামের সঠিক বার্তা না পৌঁছার কারণে তারা কোথায় সম্মানিত ও অপমানিত, এবং কোথায় বঞ্চিত ও প্রতারিত তাও বুঝতে পারছে না। ইসলামের নামে নিজেদের বানানো এটি সেটি বলে তাদেরকে বেকুফ বানানো হচ্ছে। মূলত সঠিক কথাগুলো হতে নারীরা বঞ্চিত। তাদের কানে ইসলামের আসল পয়গাম পৌঁছানো হচ্ছে না বলে ইসলামের শত্রুরা এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে নারীকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের ঈমান ও আমল নিয়ে ছিনি-মিনি খেলে চলছে।

মূলত ইসলামের শত্রুরা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, নারী বিয়ের পরে একজন পুরুষের অধীনে চলে যায়। আর সেই পুরুষ তার জীবন ও যৌবনের মালিকানা দাবী করে বসে। পুরুষের কাছে নারী ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জীবনে নারীর স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। তাই তারা নারীকে শ্লোগান শিখিয়েছে:

ঘরের ভেতর থাকবো না স্বামীর কথা মানবো না।

এসব স্লোগানের আড়ালে কী রয়েছে তা নারী কখনো বুঝার প্রয়োজন মনে করেনি। অন্যদিকে নতুন করে বিলবোর্ড লাগিয়ে অবিবাহিত মেয়েদেরকে উলঙ্গ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে বলছে **অদেখা তোমার দেখিয়ে দাও !** এই

69- رواه النسائي، رقم الحديث: 3104، وحسنه الألباني

শ্লোগানের মধ্যে যে কত কি লুকায়িত তা বলতে গেলে হয়ত আরেকটি বই লিখতে হবে। এর প্রতিক্রিয়ায় শুধু বলছি **লা হাওলা ওয়ালা ক্বোওওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ্।**

এখানেই শেষ নয়, পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নারীরা এখন স্লোগান তুলেছে **'আমার শরীর আমার মর্জি'**। তবে এই স্লোগানটি সমান অধিকারের জন্য দেয়া হচ্ছে না। এটিকে শুধুমাত্র একটি স্লোগান মনে করলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ এর আড়ালে রয়েছে যুব সমাজের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা। এই ছাড়া এমন স্লোগানের পেছনে আর কোনো এজেন্ডা আছে বলে আমার মনে হয় না। এসব Liberal women তাদের শরীরকে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে বলে তারা এমন স্লোগান দিয়ে কোনো অভিযোগ করছে না। বরং তাদের সকল অভিযোগ এবং অসন্তুষ্টির মূল কারণ হলো, ইসলাম তাদের শরীরকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে বাঁধা দেয় কেন? এটি তাদের স্লোগানের মূল উদ্দেশ্য।

এমন স্লোগানের মাধ্যমে তারা মুসলিম দেশ ও সমাজে উলঙ্গ হয়ে চলাফেরায় স্বাধীনতা পেতে চায়। এখানে কেউ যেন তাদেরকে বাঁধা না দেয়। শরীর যেহেতু তার, তাই নিজের ইচ্ছে মত অশালীন পোষাকে বেশামাল শরীরকে দেখানোর স্বাধীনতা চায়। পরিশেষে নিজের যখন ইচ্ছা যার সাথে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শরীর বিলিয়ে দেয়ার স্বাধীনতাও তার রয়েছে বলে সে মনে করে।

তবে মুসলিম উম্মাহকে মনে রাখতে হবে, দ্বীন ও শারী'য়াত শুধু তার নয়, এটি কারো নাফ্সের খাহেশাতের গোলামী করে না। ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত একমাত্র দ্বীন। তার হুদুদ এবং কুয়ূদ বা সীমা ও বিধি-নিষেধ আল্লাহ্ নিজেই নির্ধারণ করেন। এটিই বাস্তব এবং এটিই সত্য। এতে কেউ খোশ হোক বা না-খোশ হোক, আল্লাহ্ নিজেই বিধান দেবেন। তাই আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾[70]

---

[70] - সূরাতুল 'আরাফ, আয়াত নং- ৩৩

'হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ্ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সেগুলো হচ্ছে, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা।'

অনুরূপভাবে এসম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে দেখতে পাই তিনি বলেছেন :

(عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إليهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، فَلِذلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ)[71]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, মহান আল্লাহ্র চেয়ে অধিক লজ্জাশীল এবং সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই। সুতরাং তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সমুদয় বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে তার নিজের প্রশংসার মত এতবেশী প্রিয় আর কিছুই নেই। তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।'

অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অশ্লীলতাকে ইসলাম কখনো পছন্দ করেনি। তাই এটি থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম তার অনুশারীদেরকে অনেক কঠিন বিধান দিয়েছে। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[72]

'যারা চায় মুমিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুন্ইয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।'

অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, এটি পুরুষদের বা মোল্লাদের রচিত কোনো আইন নয়; বরং এটি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা। এই সীমা লঙ্ঘনের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। তাই আমরা শুধু তাদেরকে বুঝাতেই পারবো যে, এবং বলতে পারবো, হ্যাঁ অবশ্যই এটি তোমাদের শরীর। তাই তোমার

---

[71] – رواه البخاري، رقم الحديث، **4637**

৭২ - সূরাতুন নূর, আয়াত নং- **১৯**

মর্জিতেই চলবে। তোমাকে শুধু এটি মনে রাখলেই চলবে, তুমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে চলেছ। আর আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾[73]

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে, তাকে আল্লাহ্ আগুনে ফেলে দিবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল, আর জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি।'

অতঃপর এসব স্লোগান তুলে নারীরা স্বামীর ঘর ছাড়ছে এবং রাস্তা-ঘাটে এসে ইয্যাত হারাচ্ছে। তারা জীবন কাটাতে চায় স্বাধীন। নিজের সবকিছু দেখিয়ে বেড়াতে চায় পুরো দুন্ইয়া। এভাবে বেড়াতে আর স্বাধীনতার স্বাদ নিতে গিয়ে ইয্যাত লুণ্ঠিত হলে তখন বিচার চায় সাউদী আরবের মত। অর্থাৎ লাইফ স্টাইল বানাতে চায় আমেরিকান, নিজের জীবন ও যৌবন পশ্চিমা সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে জান্নাতের ঘাটে গিয়ে নোঙর করে থাকতে চায় জান্নাতে। বাহ্ কি হাস্যকর দাবী ও আবদার তাদের ? অথচ বিষয়টি এমন নয়। নারী কারো হাতের মুঠোয় নয়। এটি ইসলাম ও মুসলিম পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রপাগান্ডা। বরং নারীর হাতের মুঠোয় রয়েছে নারী-পুরুষ সবাই।

একজন মহিলা একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলাম নারীকে কেন তার স্বামীর আনুগত্য করতে বলেছে? স্বামীকে কেন স্ত্রীর আনুগত্য করতে বলেনি? আলেম কোনো উত্তর না দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার পুত্র কয়টি? উত্তরে তিনি বললেন, পাঁচজন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ একদিকে আপনাকে একজন পুরুষের আনুগত্য করতে বলে অন্যদিকে পাঁচজন পুরুষকে আপনার আনুগত্য করতে হুকুম দিয়েছেন। আপনার সাথে ভালো ব্যবহার ছাড়া তারা জান্নাতে যেতে পারবে না বলেও তাঁর রাসূল ঘোষণা দিয়েছেন।

এখন ভেবে দেখুন, ইসলামে কার মর্যাদা বেশি? স্ত্রী না স্বামীর? বিষয়টিকে আমরা এভাবে বুঝতে পারি, মনে করুন **রাবওয়াহ্** নামক একটি মেয়ের

৭৩ - সূরাতুন নিসা, আয়াত নং- ১৪

বিয়ে হয়েছে **আদনান** নামক একটি ছেলের সাথে। আর এই বিয়ের কারণে ইসলাম **রাবওয়াহ্** কে আদনানের আনুগত্য করতে বলে। অন্যদিকে আদনানের ইসলাম এবং শারী'য়াহ্ বিরোধী কোনো আদেশ মানতে **রাবওয়াহ্** কে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে:

(قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْـخَالِقِ)[74]

'খালেক্বর নাফরমানী করে মাখলুক্বের কোনো আনুগত্য করা যাবে না।' উপরিউক্ত হাদীস হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আদনান তার স্ত্রীকে আল্লাহর নাফরমানী হবে এমন কোনো আদেশ করলে সে তার এই আদেশ মানতে পারবে না। আবার অন্য দিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের কথা বলা হলে সেখানে নারী-পুরুষ কেউ নিজের কোনো মতামতও দিতে পারবে না। বিনা বাক্যেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা সবাইকে মেনে নিতে হবে। আল্লাহ্ ক্বোরআনে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾[75]

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোনো আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে।'

এবার বিষয়টি একটু ভেবে দেখুন, একজন নারীর হাতে নারী-পুরুষ কিভাবে বন্দী। আদনান ও রাবওয়াহর সংসারে চারটি ছেলে এবং পাঁচটি মেয়ে জন্ম হয়েছে। রাবওয়াহ বিয়ের মাধ্যমে আদনানের স্ত্রী হওয়ায় তার আনুগত্য করছিলো। তাও বিয়ের পর স্বামী প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত স্ত্রীর ব্যাপারে একটু বেশী খোঁজ-খবর রাখে। নিজেদের যখন বয়স হয়ে যায় তখন স্ত্রীকে স্বামী এটি কর ঐটি করো না, এখানে যাও ঐখানে যেয়ো না এসব আর বলে না। বাবার বাড়ি কবে যাচ্ছে কবে আসছে এসব নিয়েও তেমন কোনো কথা বলে না; বরং বয়স হওয়ার কারণে তাকে একটু বেশী ছাড় দেয়। কোথায় থাকলে সে শান্তি পাবে স্বামী সেভাবেই তাকে থাকতে দেয়। তাই কখনো

74– **سنن الترمذي، كتاب الجهاد، رقم الحديث: 1707**

৭৫ - সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং- ৩৬

ছেলেদের বাসায় কখনো মেয়েদের বাসায় গিয়ে মাসের পর মাস থাকে স্বামী কিছু বলে না।

তাহলে বুঝা গেলো নারীকে স্বামীর আনুগত্য আজীবন কঠোর ভাবে করতে হচ্ছে না। সন্তানের মা হয়ে যাওয়ার পর এমনিতেই স্বামীর কাছে স্ত্রীর সম্মান বৃদ্ধি পায়। এসব কারণে কোনো এক সময় স্ত্রী নিজের ইচ্ছামত সব কিছু করার সুযোগও পেয়ে যায়। কিন্তু রাবওয়ার জন্ম দেয়া নয়টি সন্তানকে তাদের মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত বলে ইসলাম আজীবন মায়ের আনুগত্য করতে তাদেরকে বাধ্য করেছে। যে রাবওয়াহ শুধুমাত্র স্ত্রী হওয়ার কারণে আদনান নামক একজন পুরুষের হাতে বন্দী ছিলো কয়েক বছরের জন্য আর এখন নারী-পুরুষ নয়জনের মা হওয়ার কারণে তার হাতে আজীবনের জন্য তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে ইসলাম। তাদেরকে মায়ের সাথে জোরে কথা বলতেও নিষেধ করেছে। দেখুন এই সম্পকে পবিত্র ক্বোরআন কি বলছে :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾[76]

‘তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন:

১. তোমরা কারো ‘ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ‘ইবাদাত করো।

২. পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে ‘উহ’ পর্যন্তও বলো না। এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না; বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দো‘য়া করতে থাকো এই বলে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।’

এবার ভেবে দেখুন, এবং ইনসাফের সাথে মন্তব্য করুন কার ইয্যাত কোথায় বেশি? নারীর না পুরুষের? নারী একজন পুরুষের হাতে

৭৬ - সূরাতুল ইসরা, আয়াত নং-২৩

সাময়িকভাবে বন্দী আর নারীর হাতে তার সন্তানরা আজীবন বন্দী। আল্লাহু আকবার! আকাশের নিচে জমিনের উপরে আছে কোনো ধর্ম যে ধর্ম নারীকে এমন ইয্যাত দিতে পারে? রাসূল (স.) নারীর মর্যাদা রক্ষায় আরো কঠিন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَغِمَ أَنفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنفٌ قِيْلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ)[77]

'ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো কে সে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার মা-বাবা অথবা তাদের কোনো একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে কিন্তু নিজে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি সে।'

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো মা-বাবা যদি তাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর সাথে শির্ক করতে বাধ্য করতে চায় সেখানেও আল্লাহ্ সন্তানদেরকে তাদের মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন। অর্থাৎ রাবওয়াহ এমন কথা বললে তার সন্তানরা মানতে পারবে না বলে তাকে ফেলেও দিতে পারবে না। তাকে বকাঝকা করতে পারবে না। এখানেও আল্লাহ্ সন্তানদেরকে তাঁর সাথে ভালো আচরণ করতে বলেছেন। সন্তানের কাছে মা-বাবার মর্যাদা সম্পর্কীয় আদেশটি ক্বোরআন এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾[78]

'কিন্তু যদি তারা তোমার প্রতি আমার সাথে এমন কাউকে শারীক করার জন্য চাপ দেয় যা তুমি জানো না, তাহলে তুমি তাদের কথা কখনোই মেনে নিয়ো না। তবে দুন্ইয়ায় তাদের সাথে সদাচার করতে থাকো। কিন্তু মেনে চলো সেই ব্যক্তির পথ যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের

77– **رواه مسلم، كتاب البر والصلة الآداب.**

৭৮- সূরাতু লোক্বমান, আয়াত নং-১৫

সবাইকে ফিরে আসতে হবে আমার দিকে। সে সময় তোমরা কেমন কাজ করেছিলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো।'

উপরিউক্ত আয়াত ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, শির্ক এর মত জঘন্য একটি কাজ করার পরও রাবওয়াহর সাথে দুন্ইয়ার জীবনে তার সন্তানদেরকে ভালো আচরণ করতে বলা হয়েছে। নারীর উপর ইসলামের ইহসান এখানেই শেষ নয়। নারীকে ইসলাম যেস্থানে বসিয়েছে সেখান হতে নিচে নামিয়ে আনতে চাইলেও কয়েক হাজার বছর লেগে যাবে। কারণ ইসলাম নারী অধিকার ঘোষণা করতে গিয়ে বলেছে:

- স্বামীর ভালবাসাসহ দৈহিক সম্পর্ক পাওয়া স্ত্রীর অধিকার।
- এর ব্যতিক্রম হলে স্বামীকে পাথর নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে।
- দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয়ার সময় প্রথম স্ত্রী হক্ব নষ্ট না করার শর্তারোপ করা হয়েছে।
- তার হক্ব নষ্ট হলে ক্বিয়ামাতের দিন স্বামীকে পঙ্গু করে উঠানো হবে।
- ত্বালাক্ব দিলে স্ত্রীর মোহরকে তার হক্ব ঘোষণা করা হয়েছে।
- তার মোহরের ওজন এক ক্বিনত্বার অর্থাৎ ১৫০ কিলো স্বর্ণ বা রৌপ্য হলেও তা স্ত্রীর হক্ব বলা হয়েছে।
- নারীকে বাবা ও স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ বানিয়েছে আর যারা নারীর এই হক্ব আদায় করবে না তাদেরকে আল্লাহর দুশমন বলা হয়েছে।
- অযথা স্ত্রীর গায়ে হাত উত্তোলনকারী স্বামীকে উত্তম স্বামীর তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে।
- চার মাস স্ত্রী হতে দূরে অবস্থানকারীকে স্ত্রীর কাছে আসতে বলা হয়েছে। অথবা স্ত্রীকে স্ব-সম্মানে বিদায় দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।
- স্বামীকে নিজ স্ত্রীর সাথে দাসীর মত আচরণ করতে নিষেধ করেছে।

নারীদের মর্যাদা আরো দেখুন, আউস ইবনে সামেত (রা.) তাঁর স্ত্রী খাওলাকে একবার বললেন, **তুমি আমার মায়ের মত**। উল্লেখ্য যে, ইসলাম পূর্বে এমন কথা বলে স্ত্রীকে হারাম করা হত। ইসলাম গ্রহণের পর স্বামী যখন এমন কথা বললো তখন তিনি শারী'য়াত সম্মত বিধান জানার জন্য

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর দরবারে হাজির হলেন। তবে তখন পর্যন্ত এসম্পর্কে তাঁর কাছে কোনো ওহীও আসেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন, আমার মতে তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছ। এটি শুনে খাওলা কাঁদতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন আমি আমার যৌবন শেষ করে দিয়েছি। এখন বার্ধক্যে এসে আমি কোথায় যাবো? কে আমায় বিয়ে করবে? এ ঘটনার কারণে আল্লাহ যিহারের আয়াত নাযিল করে নারীকে মানব সমাজে সম্মানিত করেছেন। আর কী নমুনা দেখতে চান? তাহলে আরো দেখুন ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা:

- স্ত্রীর দোষ দেখার চেয়ে গুণ দেখার আদেশ দেয়া হয়েছে।
- ত্বালাক্ব দেয়ার সময়ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী ত্বালাক দিয়ে তার ইয্যাত রক্ষা করার হুকুম দিয়ে তাকে সম্মানের সাথে বিদায় করতে বলা হয়েছে।
- একসাথে স্ত্রীকে তিন ত্বালাক্ব দিতে নিষেধ করা হয়েছে।
- ত্বালাক্ব দেয়ার পর শিশু বাচ্চাকে মায়ের কাছে রেখে তার খরচ বাবার দায়িত্বে দিয়ে নারীকে ঝামেলা মুক্ত করা হয়েছে।
- নারীর সম্পদকে তার নিজের সম্পদ ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্বামী জোর পূর্বক স্ত্রীর সম্পদ ভোগ করতে পারবে না পরিষ্কার বলে দিয়েছে। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ চিকিৎসার দায়িত্ব স্বামীর কাঁধে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখিত কারণেই মুসলিম সমাজে নারী অধিকার শতভাগ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে এই সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। যেখানে নারীর শারীরিক গঠনের দুর্বলতা ও কোমলতার কথা উল্লেখ করে তাদের সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সহজ ও সহমর্মিতার একটি রোডম্যাপ বাত্লে দেয়া হয়েছে। রাসূলের বাত্লানো এই সড়কে স্বামী-স্ত্রী হাতে হাত রেখে দাম্পত্য জীবনের গাড়ি দৌড়াতে পারলে জীবনের আনন্দ পাওয়া সম্ভব। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ

أَعْوجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)[79]

'আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের উপরিভাগ সবচেয়ে বেশি বাঁকা। যদি তুমি তাকে সোজা করার ইচ্ছা কর তবে ভেঙ্গে যাবে এবং তাকে ছেড়ে দিলে তা সব সময় বাঁকা থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে সদয় ব্যবহারের প্রতি উপদেশ গ্রহণ করতে থাক।'

স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য

রাসূল (স.) নারীদেরকে তাদের স্বামীদের অনুগত্য করতে বলেছেন। স্বামীর আনুগত্যের মধ্যে নারী দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পাবে, একথটি তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন। এমন দম্পতিদের সংসার সুন্দর হবে এবং তাদের সন্তানরা মানুষ হবে। স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। বিয়ের মাধ্যমে এটি নারী-নারীকে বুঝতে এবং পালন করতে হবে। তাই রাসূল (স.) এর হাদীসে এর খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ত্রী নিজ স্বামীর আনুগত্য করা এটি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার। রাসূল (স.) বলেছেন:

(قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ)[80]

79– **واللفظ للبخاري، رقم الحديث : 5186**

80–**رواه أبو داود، رقم الحديث: 2140، والترمذي، رقم الحديث: 1192، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم الحديث : 1203**

'রাসূল (স.) বলেছেন, আমি যদি কাউকে সাজদাহ করার হুকুম দিতাম তাহলে নারীদেরকে তাদের স্বামীদের সাজদাহ করার আদেশ দিতাম। কারণ আল্লাহ স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের এত বেশী অধিকার দিয়েছেন।'

উপরিউক্ত আলোচনা এবং হাদীসে নাববী হতে সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জীবনে পরস্পরের অধিকারের মধ্যে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো স্বামী-স্ত্রীর অধিকার। নারী-পুরুষকে স্বামী-স্ত্রী বানিয়ে শারী'য়াত পরস্পরের অধিকারের কথা বলে তাদেরকে জয়েন্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ্ ক্বোরআনে নারী-পুরুষকে সম্বোধন করে তাদের পরস্পরের সম্পর্কের গভীরতাকে এভাবে বলেছেন:

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾[81]

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'

পবিত্র ক্বোরআনে কথাটিকে একটি উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে। কারণ পোষাক ছাড়া কোনো মানুষকেই সুন্দর দেখায় না। নারী যতই আকর্ষণীয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী বা মিরাক্কেলখ্যাত তরুণী হোক না কেন, পোষাক ছাড়া এই সৌন্দর্য কখনো তার অলঙ্কার বা অহঙ্কার হতে পারে না। তাকে কাপড় ছাড়া কখনো সুন্দর দেখাবে না। তাই আমরা এখানে বলতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নারী একেবারেই নির্লজ্জ না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার এই যৌনাবেদনময়ী শরীরকে বস্ত্রহীন করে মানব সমাজের সাথে বিদ্রুপাত্মক আচরণ করতে পারে না। হ্যাঁ কারো রুচির পরিবর্তন ঘটলে সেটি ভিন্ন কথা।

যেমনটি হয়েছিলো একবার এক বিশ্বকাপের সময়। তখন কেউ কেউ তার দল জিতলে উলঙ্গ দৌড় দেয়ার ঘোষণাও দিয়েছিলো। যেহেতু এরা বনের পশুর চেয়েও অধম এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার ক্যান্সার তাই তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তবে রুচি সম্পন্নবোধ কোনো পুরুষ তার প্রতি কখনো দৃষ্টি তুলে তাকাবে না। কাছে টেনে নেয়াতো বহুত দূর কী বাত। কারণ বস্ত্রহীন মানুষকে কখনো সুন্দর দেখায় না। অনুরূপভাবে পোষাকও শরীর ছাড়া মূল্যহীন। পোষাক ও শরীরের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সেই অভিন্ন সম্পর্ক নারী পুরুষের মধ্যেও রয়েছে। পোষাক ও শরীরের মাঝে

৮১ - সূরাতুল বাক্বারাহ, আয়াত নং-১৮৭

যেমন কোনো পর্দা থাকে না, স্বামী-স্ত্রী মাঝেও কোনো পর্দা থাকে না। তাই উভয়ের সম্মিলনও অবিচ্ছিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য।

চিড়িয়াখানার একটি পাখি ও একটি ময়ূর তার সুন্দর পাখার কারণেই মূলত দর্শনার্থীদের চোখে সুন্দর দেখায়। তবে কোনো বে-রসিক যদি তার পাখাগুলো উঠিয়ে ফেলে তাহলে ময়ূর যত সুন্দরই হোক না কেন, মুহূর্তের মধ্যেই তার সকল সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যাবে। হারিয়ে ফেলবে সকল আকর্ষণ শক্তি। তাই আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে তার দিকে না তাকিয়ে বরং এই অবস্থা দেখে মাতম করবে। নর-নারীর বেলায়ও পোষাক অনুরূপ এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পোষাক ছাড়া মানুষ এবং পাখা ছাড়া পাখির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

ক্বোরআনের উপরোক্ত উদাহরণ হতে বোঝা যায় যে, নারী-পুরুষের সম্পর্ক অনেক গভীর ও আড়ম্বর। মোটকথা নারী-পুরুষ একে অপরকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকেই যায়। তারা পরস্পরের নিকটতম সাথী হওয়ার কারণে একে অপরকে ছাড়া চলতেও পারে না। নারী ছাড়া পুরুষের অস্তিত্ব যেমন মূল্যহীন ও অসম্পূর্ণ, অনুরূপভাবে নারীও পুরুষ ছাড়া কখনো নিজের মূল্য প্রমাণ করতে পারে না। তাই নারী-পুরুষ একে অপরকে জীবনের সকল মোড়ে শক্তি ও সাহস জোগায় এবং নিজেদের জয়গানে আন্দোলিত ও উদ্বেলিত করে। বিশেষ করে নর-নারী বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন গঠন করে এর ষোলআনা পূরণ করে।

তাই নারী-পুরুষকে মনে রাখতে হবে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক (Tom and Jerry) টম অ্যান্ড জেরির মত। দাম্পত্য জীবনে একে অপরের সাথে কারণে অকারণে ঝগড়া করতে থাকে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে বিরক্তও করতে থাকে। সময় অসময়ে স্বামীর এমন কান্ড স্ত্রী মেনে নিতে পারে না। তবে একে অপরকে ছাড়া থাকতেও পারে না। আর একারণেই মানুষের স্রষ্টা বলছেন তোমরা নারী-পুরুষ বিয়ে করে সংসার সাজাও। কারণ দাম্পত্য জীবনের বাগান বিয়ে ছাড়া সাজানো সম্ভব নয়। তাই বিয়ে করলে রিয্ক বেড়ে যাবে বলে আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে পরিষ্কার বলেছেন:

﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾82

‘তোমাদের মধ্যে যার বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে দাও। এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্ম পরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’

এজন্যই সম্প্রতি সাউদী আরবের ইফ্তা বোর্ডের মুফতি শায়েখ আব্দুল্লাহ তার এক ফাত্ওয়ায় বলেছেন, যে ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করার যোগ্যতা রাখার পরও সে একাধিক বিয়ে করে না, অথচ সে জানে সমাজে অনেক বিধবা রয়েছে এবং দুষ্ট লোকরা ঐসব বিধবাদের ইয্যাত নিয়ে ছিনিমিনিও খেলতে চাচ্ছে, এমতবস্থায় আমি মনে করি এক স্ত্রী নিয়ে সংসার করলে সে গুনাহগার হবে। আখেরাতে এমন ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হবে যে, সে কেন বিয়ে করে একটি নারীর ইয্যাত ও পবিত্রতা রক্ষা করেনি? [83]

ইসলাম বিয়েকে খুব সহজ করেছে। তাই বছরের যে কোনো সময়ে বিয়ে করার ও বিয়ে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। এখন আমরা করছি সম্পূর্ণ উল্টো। পদে পদে জটিল করা হচ্ছে। এই মাস ঐ মাস, এই দিন ঐ দিন বলে নিজেরা আলাদা শারী‘য়াত বানিয়ে একটি সহজ কাজকে জটিল করে ফেলেছে। তার মধ্যে অনেকে মনে করে মুহার্‌রম মাসে বিয়ে হতে পারবে না। এ মাসে বিয়ে হতে পারবে না বলে ইসলামে এমন কোনো বিধি-নিষেধ নেই। বছরের যে কোনো দিন এবং যে কোনো সময়ে বিয়ে হতে পারবে। তবে হ্যাঁ, শুধুমাত্র এহরাম বাঁধা অবস্থায় এবং ইদ্দাত পালনকারীনীর বিয়ে হবে না। আর যে নারীর গর্ভে সন্তান রয়েছে তার সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে বিয়ে হবে না।

আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য বলছি, রাসূল (স.) সাফিয়্যাহ্ (রা.) কে এবং উসমান (রা.) উম্মে কুলসুমকে মুহার্‌রম মাসে বিয়ে করেছেন। আলী (রা.) এবং ফাত্বেমাহর বিয়েও এই মাসেই হয়েছে। অতএব এই মাসে বিয়ে শাদী না করা এটি একটি কু-সংস্কার এবং আরেকটি শায়ত্বানী

৮২ - সূরাতুন নূর, আয়ত নং-৩২
83 - The Arab News. 5.9.2016

চক্রান্ত। যারা এসব বলে একটি সহজ কাজকে জটিল করছে তাদের সন্তানরা বিয়ে না করে সকালে একজন আর বিকালে আরেক জনের সাথে দম্পতি পরিচয়ে ঘুরে বিয়ের স্বাদ নিচ্ছে। যে স্বাদ হারাম এবং যার পরিণতি জাহান্নাম। আবার কখনো এমন অবৈধ ও হারাম স্বাদ নিতে গিয়ে দম্পতি পরিচয়ে হোটেলে উঠে একে অপরকে হত্যা করছে অথবা উভয়ে আত্মহত্যার পথ বেচে নিচ্ছে।

আবার যারা এমন করছে না তারাও কিন্তু হালাল স্বাদ হতে দূরে থেকে বলছে, আগে অর্থ জমা করি এরপর বিয়ে করবো। অথচ তারা একবারও ভেবে দেখছে না যে, বিয়ে না করার কারণে তারা প্রতিনিয়ত কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। তাছাড়া দেরীতে বিয়ে করার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিও হয়ে যাচ্ছে। তা হলো আগামীতে যখন সন্তানদেরকে শাসনের দরকার হবে তখন বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে ডাক্তার তখন তাকে জোরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কি বুঝলেন? এ ধরনের পুরুষরা কীভাবে গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে জানেন?

তারা একদিকে রাস্তা-ঘাটে মেয়ে দেখে কাবীরাহ গুনাহ করছে আবার অন্যদিকে নিজে যেই চরিত্রের সেই একই চরিত্রের মেয়েকে নিয়ে ডেটিং করে আধুনিক সাজে, **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বী**। এটি এখন সবার জানা। তাই একবার এক শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ডেইট এবং তারিখের মধ্যে পার্থক্য কি? সাধারণ ছাত্ররা কোনো পার্থক্য খুঁজে না পেলেও প্রাইমারী লেভেলের একজন ছাত্র বলে উঠলো, স্যার! উভয়ের মাঝে বিশাল এক তফাৎ রয়েছে। এটি শুনে স্যার খুব আগ্রহের সাথে যখন তাকে সেই তফাৎ বলতে বললেন, তখন তার দিকে সবাই তৃষ্ণাত্ব কাকের মত চেয়ে আছে। তখন সে বললো, স্যার ডেইট এ গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর তারিখে উকিলকে নিয়ে যাওয়া হয়।

এটি শুনে তো সবাই অবাক ! তাই স্যার জিজ্ঞেস করলেন তুমি কীভাবে এ তফাৎ বুঝতে পারলে? তখন সে বললো, আমাদের পাড়ার একটি ছেলে ডেটিং করতে তার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে প্রতিনিয়ত একটি হোটেলে গিয়ে উঠে। কিন্তু একদিন বে-রসিক পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে দিলো। এরপর হতে প্রতি তারিখে তার বাবা উকিল নিয়ে কোর্টে গিয়ে

হাজির হয়। কি বুঝলেন? তাই আমরা মনে করি, এসব পাপাচার ছেড়ে শারী'য়াতের রাস্তা অবলম্বন করে বিয়ে করলে কাউকে কোথাও আর নিয়ে যেতে হবে না। শুধুমাত্র দু'জন পুরুষ স্বাক্ষীর সামনে ইজাব আর ক্বাবুল বললেই দুন্ইয়া ও আখেরাতের সকল কাঁটা দূর হয়ে যাবে। যারা নিজেদের বানানো আনুষ্ঠানিকতার কারণে বিয়ে করছে না তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে।

এটি এখন বুঝবেন না বিয়ের পর বুঝবেন। স্ত্রীকে পেয়ে যখন সুন্দর একটি পরিবার গড়ে তুলে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ ও মর্যাদা উপলব্ধি করবেন, তখন মনে হবে দেরীতে বিয়ে করে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছেন। কারণ স্ত্রীর সান্নিধ্যের স্বাদ এবং তাকে সাথে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার মজা পৃথিবীর কোনো স্বাদ ও মজার সাথে কখনো তুলনা হয় না। তারপরও আজকের নারী-পুরুষ বিয়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশে সামাজিকতা রক্ষার নামে অহেতুক দেরী করছে। বিয়ে করে স্বামী-স্ত্রী হয়ে আনন্দ উপভোগ যেমন করতে পারছে না তেমনিভাবে তারা নিজেদের কোনো কিছু শেয়ারও করতে পারছে না। আর যারা বিয়ে ছাড়াই কোনো নারীকে বিয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে এখানে সেখানে নিয়ে গিয়ে দাম্পত্য জীবন সাজানোর পরিকল্পনা করছে তারা হারাম করছে। পরবর্তীতে তারা বিয়ে করলেও এসব কাবীরাহ গুনাহ কখনো ডিলেট হবে না। এর জন্য অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে।

অতএব যেসব ছেলে-মেয়ে এন্গেজম্যান্টের পর পরই নিজেরা এখানে সেখানে হোটেলে মোটেলে বসে বিয়ের বাজার ও অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করে তাদেরকে মনে রাখতে হবে, এটি কোনো শুভ কাজের পরিকল্পনা নয়; বরং এটি মা-বাবার সম্মতিতে হবু স্বামী-স্ত্রী উভয় একসাথে জাহান্নামে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তাই মা-বাবাকে বুঝতে হবে অনুষ্ঠানের নামে ছেলে-মেয়ের বিয়েতে দেরি করার অর্থ হচ্ছে আপনজনের মুখোশ পরে নিজ ছেলে-মেয়ের জীবন ও যৌবন নিয়ে খেল-তামাশা করে তাদেরকে গুনাহের দিকে ঠেলে দেয়া। আর এটি কোনো বিবেকবান এবং ঈমানদার মানুষ মেনে নিতে পারে না। তাই নিজেদের বিয়েতে সামাজিকতা বাদ দিয়ে সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে করার

পরিকল্পনা করুন। তাহলে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সুখে থাকতে পারবেন। সাহস করে মা-বাবাকে বলুন, আমার বিয়েতে সুন্নাহ্‌র বাইরে কিছু করা যাবে না। এটি করতে পারলে দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন।

নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়া দরকার যে, আমাদের বিয়েতে খেলাফে সুন্নাহ কোনো কিছু হবে না। কারণ আল্লাহর দ্বীন ইসলামে বিয়ের পর শুধুমাত্র ওয়ালীমার কথা বলা হয়েছে। মেয়ের মা-বাবাসহ কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন ছেলের পরিবারের কয়জনকে নিয়ে কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেই হলো। এর বাইরে যাবতীয় অনুষ্ঠান নিজেদের বানানো কু-সংস্কার এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের সহজ বিষয়কে বাদ দিয়ে আমরা কঠিনগুলোই গ্রহণ করে চলছি। তাই দেখছি ছেলে মেট্রিক ফেল হলেও বিয়ের কার্ড ছাপাবে ইংরেজীতে। কার্ডের ভাষা দেখে মনে হবে যেন ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথের ছেলের বিয়ের ওয়ালীমার দা'ওয়াতের কার্ড।

যারা আমার বই পড়ে চিন্তা করে এবং আমার লেখার স্টাইল পড়ে মুচকি হাসে তাদেরকে বলছি। আপনারা এমন মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করবেন যে আপনার মত শিক্ষিত। তা না হলে অনেক সময় দেখা যায়, এম এ পাশ ছেলের মেট্রিক পাশ বউ দাম্পত্য জীবনকে তিক্ত করে ফেলেছে। সারাক্ষণ স্বামীর ওপর রাগ করে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে। আর স্বামীকে বলে আমার মোবাইলে রিং টোন কেন লোড করে দাওনি। অনুরূপভাবে মেট্রিক পাশ স্বামীর এম এ পাশ স্ত্রী হলেও বিপদ। সে প্রতিদিন স্বামীকে বলতে থাকে, আল্লাহর ওয়াস্তে কখনো তো সুন্দর করে কাপড় পরে আমাকে নিয়ে বের হও। তোমার কাপড়ের কারণেই আমি বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। তুমি বুঝনা প্যান্টের নীচে কোর্ট, লুঙ্গির সাথে টাই আর জুতা, শেরওয়ানীর সাথে গোল টুপি ও স্পন্সের সেন্ডেল কেউ পরে?

খেতে বসেও বলে ফির্‌নি ও মিষ্টি কোনোটিই খেতে জানো না। কোন্ মিষ্টির কী নাম তাও জানো না। সেদিন আমাদের বাড়িতে স্পন্স মিষ্টি ও রসগোল্লা নিয়েও আমার ভাবীদেরকে বলেছ **'ফানিস্তে থায়'** দে হেগুন। আর যখন খেতে দিলো তখন দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে খেয়ে রস ফেলে কাপড় নষ্ট করে

ফেলেছ। এমন করে খাওয়ার কারণে আমার ভাবীরা আমাকে ভীষণ লজ্জা দিয়েছে। এমন স্বামী কি করে এম এ পাশ স্ত্রীকে বলবে, তার বংশে এর আগে কেউ এমন মিষ্টি যেমন খায়নি ফির্‌নিও কোনো দিন দেখেনি। কোর্ট-প্যান্ট-টাই ও শেরওয়ানীতে এই প্রথম তার গায়ে উঠেছে। আর সব তার কারণেই করতে হচ্ছে।

তার ছোট ভাই একবার এক অনুষ্ঠানে হাতের পিঠে আতর না লাগিয়ে তালুতে নিয়ে সাথে সাথে খেয়ে ফেলেছে। সে তাকে বুঝাতেই পারেনি যে, আতর এভাবে খায় না ব্রেড দিয়ে খায়। কিন্তু গর্দভ ব্রেড পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে ফেলেছে। তাই তাকে আর ব্রেড দেয়া হয়নি। তাই বলছিলাম, শুধু স্বামী অশিক্ষিত হবে না তার পরিবারের সদস্যরাও হবে এমন।

অপসংস্কৃতি ও অপচয়ের কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে

বর্তমান সমাজে এক শ্রেণীর লোকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ের পূর্বে Bridal Shower এবং গায়ে মরিচ এর ফটোগ্রাফীর পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করছে। তারা বিয়ের নামে এবং নিজের স্বামর্থ আছে বলে অপসংস্কৃতি ও অপচয়ের সীমা অতিক্রম করে চলছে। পরিণতিতে এধরণের বিয়েগুলোর বিচ্ছেদও হচ্ছে সীমাহীনভাবে। কারণ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে শান্তি কামনা করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এসব বিয়েতে একদিকে যেমন অপচয় চলছে অন্যদিকে আরেকটি গ্রুপের মেয়েরা মায়ের ঝুপড়িতে বসে দো'য়া করছে **'ইয়া আল্লাহ্‌!** আমার আব্বার যেনে কোথা হতে ঋণের ব্যবস্থা হয়ে যায়, বরযাত্রীর খাবারে যেন কোনো সমস্যা না হয়। **ইয়া রাব্ব!** আমার ভাই গার্মেন্টস এ যেন এক মাসের বেতন অগ্রীম পেয়ে যায়। তা দিয়ে যেন শ্বশুর বাড়িতে একটি ফ্রিজ নিয়ে যেতে পারি।' এটিকে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেবেন না। এটি আজকের মুসলিম সমাজের বাস্তবতা।

তাই বলবো, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের সন্তানদের বিয়েতে এসব অপচয় করবেন না। অপসংস্কৃতির জালে আটকা পড়ে তাদের আগামী দিনের সংসার নষ্ট করবেন না। আল্লাহর গযব ডেকে আনবেন না। সমাজের আরো দশ জনের সন্তানদের চিন্তা করুন। তাদের বিয়ে কী কারণে হচ্ছে না তা নিয়ে একটু চিন্তা করুন। তা না হলে আখেরাতে এরা আপনাদের বিরুদ্ধে বাদী হবে। আখেরাতের আদালতে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। তখন সব বড়লোকী ছুটে যাবে।

বিয়ে উপলক্ষ্যে যৌতুক, মেহেদী অনুষ্ঠান, বরযাত্রী, গেইট লাগানো, ফিতা ধরে বরকে প্রবেশে বাধা দিয়ে অর্থ আদায়, বরের জুতা লুকানো, হাজার হাজার মানুষের সামনে লজ্জা ভাঙ্গানোর নামে নববধূকে তার বরের কোলে বসিয়ে উভয়কে একই গ্লাস হতে দুধ খাওয়ানো এগুলো সব বিজাতীয় সংস্কৃতি, অসভ্যতা, বেহায়াপনা, কাবীরাহ্ গোনাহ এবং শারী'য়াত বিরোধী কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এসবের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আজ এসব হাসতে হাসতে করছেন, কাল কাঁদতে কাঁদতে জাওয়াব দিতে হবে। এটি ভুলে গেলে চলবে না।

অথচ স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক এবং বাচ্চা জন্মের পর সেই বাচ্চাকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শেখাতে হয় না। বাচ্চা নিজেই মায়ের দুধ কোথায় আছে খুঁজে বের করে। দুধ না পেলে কান্না করে সবাইকে জানিয়ে দেয়। এমন একটি বাস্তব সত্য জানার পরও মুসলিম উম্মাহ এখন বিয়ের অনুষ্ঠানে অপ-সংস্কৃতি এবং কু-সংস্কারকে নিজেদের সংস্কৃতি বানিয়ে আসল বাদ দিয়ে নকল নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। এমন দুর্গতি দেখে আল্লামা ইকবাল খুব সুন্দর বলেছেন:

شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو[84]

[84]- علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ کلام بانگ درا کی نظم "جواب شکوہ"

শোর হায়, হো গায়ে দুন্ইয়াসে মুসলমান নাবুদ,
হাম কাহ্তে হ্যাঁয় কেহ্ থে ভী কাহিঁ মুসলিম মওজুদ
ওয়াদ্বা'আ মে তোম হো নাম্বারা তামাদ্দুন মে হুনূদ,
ইয়ে মুসলমান হ্যাঁয় জিন্হে দেখ কর শারমায়ে ইয়াহুদ
ইউঁ তো সায়্যেদ ভী হো, মিরযা ভী হো, আফগান ভী হো,
তোম সাব্হি কুচ হো, বাতাও তো মুসলমান ভী হো?

অর্থাৎ: শোরগোল হচ্ছে যে, পৃথিবী থেকে মুসলমান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে আমি বলছি মুসলমান কি কখনো কোথাও ছিলো? চাল চলনে খ্রীস্টান তুমি, হিন্দু তুমি সভ্যতায়, এই তো সে মুসলিম যাকে দেখে ইয়াহুদীও লজ্জা পায়। তুমি তো সাইয়্যেদ, মির্যা এবং আফগানীও, তুমি সব কিছুই তবে বলতো তুমি কি মুসলমান?'

মুসলিম উম্মাহর যুব সমাজকে অনুরোধ করবো, আপনারা এসব অনষ্ঠানকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন। কারণ বিজাতীয় অনুষ্ঠান করে ধুমধামের সাথে আপনি বিয়ের কাজটি সেরে ফেললেও আখেরাতে অপরাধী এবং বিধর্মীদের কাতারে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। এটি কারো বানানো কথা নয়। ইসলাম ও শারী'য়াতের কথা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন:

(عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ قَوْمًا حُشِرَ مَعَهُمْ)[85]

'ইবনে উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, যে যেই জাতির অনুকরণ করবে সে সেই জাতির মধ্যে গণ্য হবে। এবং যে যেই জাতিকে ভালোবাসবে ক্বিয়ামাতের দিন তাদের সাথে উঠবে।'

মনে রাখতে হবে সম্পদও বান্দার কাছে রাখা আল্লাহ্র একটি আমানাত। আখেরাতে যার প্রতিটি পয়সারও হিসাব দিতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাই অপচয় করা যাবে না। সমাজের দ্বীনদার ফ্যামিলিকে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে সকল অপচর রোধ করতে হবে। আর তা না হলে সমাজে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ এসব ইচ্ছা পোষণ শুধু অন্যের সাথে প্রতারণা নয়; বরং নিজের সাথেই নিজের

85– **قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح . برقم 3401.**

প্রতারণা। যারা নিজের পারিবারিক জীবনে সত্যিকার ইসলামের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন তারাই প্রকৃত মুসলমান।

আমাদের সমস্যা হলো আমরা নিজের বেলায় সব কিছুকে হালাল করে নেয়ার বিশেষজ্ঞ হয়ে যাই। আর অন্যের বেলায় হলে ইসলামের দোহাই দিয়ে সাধু সেজে বসি। বলতে থাকি এটি ইসলামে নেই, এমন করা জায়েয নেই। এসব ফাত্ওয়া আমরা খুব সহজেই দিয়ে থাকি।

এমন একটি ঘটনার আমি নিজেই একবার সম্মুখীন হলাম। একবার আমার পরিচিত একটি মেয়ের বিয়ের সহযোগিতার জন্য এক শুভাকাঙ্খিকে ফোন করলাম। আল্লাহ্ তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। তাই ভাবলাম, তিনি হয়ত দান-সাদাক্বাহ করেন। তাকে বিষয়টি জানিয়ে আর্থিক কিছু সহযোগিতা চাইলাম। তবে বিয়েতে কিছু টাকা খরচ হবে একথাটি আমি তাকে কোনো ভাবেই বোঝাতে পারলাম না। তার সহযোগিতার দরকার পড়েছে এটিও তাকে শোনাতে পারলাম না।

উল্লেখ্য যে, আমাকে কোনো সহযোগিতাতো তিনি করলেনই না; বরং অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত কিছু প্রশ্ন করে এমন ভাবে নাযেহাল করলেন, যেন আমি তাকে ফোন করে ও সাহায্য চেয়ে অন্যায় করে ফেলেছি। তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন, এখানে টাকা খরচ করার দরকার কী? তার বলার ধরনটা এমন এবং তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন, যেহেতু একজন মুসলমান মেয়ের বিয়ে তাই রাস্তা হতে একটি ছেলেকে ধরে এনে তার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিলেই হলো। এখানে টাকা পয়সার দরকার পড়লো কেন?

আমি তার কথাগুলো শুনছি আর ভাবছি, তিনি এসব না বলে যদি আমাকে সহযোগিতা করতেন তাহলে কয় টাকাই বা দিতেন। দুই চার দশ হাজার টাকা? এর চেয়ে বেশি তো আমি নিজেও আশা করিনি। এটি না করে তিনি আমাকে ইসলামের শিক্ষা শোনাতে লাগলেন। তার বিভিন্ন প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে আমি বিব্রতবোধ করলাম। ফাতেহাহ্ মানুষের মৃত্যুতে নয়, অনুভূতির মৃত্যুতে পড়া উচিৎ। কারণ মানুষ মরলে ধৈর্য্য চলে আসে, কিন্তু ইদ্রিয় মরলে সমাজ মরে যায়।

পরিশেষে আমি ভিক্ষা থাকুক কুকুর সামলানোকে গুরুত্ব দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বলে তার কথায় হাসতে হাসতে ভদ্রতা বজায় রেখে ফোন ছেড়ে

ছেড়ে দিলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, আমি সেদিন সহযোগিতা করতে পারিনি বলে ঐ মেয়েটির বিয়ে আটকে থাকেনি। সময় মত তার বিয়ে হয়ে গেল। কেউ কারো জন্য বসে থাকে না। কিন্তু কষ্ট লাগে তখন, যখন আমরা এমন কিছু ভাইয়ের পক্ষ হতে তাদের পরিবারের সদস্যদের বিয়ের দা'ওয়াত পাই। যেখানে শুধু আমাকে নয়, আমার পুরো ফ্যামিলিকেও দা'ওয়াত দেয়া হয়। বিয়ের অনুষ্ঠানটিও হয় নামী-দামী কোনো ক্লাবে। উপস্থিত থাকেন হাজার হাজার মেহ্মান।

এই নিয়ে যখন ভাবি তখন আমার মনে হয়, আমি এবং আমার ফ্যামিলি কোনো ভাবেই এমন দা'ওয়াত পেতে পারে না। কারণ তাদের সাথে আমার না থাকে রক্তের সম্পর্ক, আর না থাকে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো লেন-দেন। যাদের বিয়ের দা'ওয়াত পাই তারা সবাই **"ইসলামী হালাক্বাহ্"** র লোক। সমাজের রয়েল সোসাইটির শিক্ষিত নারীদের মাঝে ক্বোরআন হাদীসের আলোকে দা'ওয়াতী কাজ করে।

মহিলাদেরকে শির্ক ও বিদ'আহ মুক্ত আমল ও সাহীহ্ ইসলামী আক্বীদাহ্ শিক্ষা দিয়ে থাকে। ক্বোরআন হাদীসের আলোকে শির্ক ও বিদ'আহ, সমাজে প্রচলিত কু-সংস্কার ও ইসলামের নামে 'ইবাদাত এবং মাজার পূজা ও পীর পূজাসহ তথাকথিত হালাকায়ে যিক্রের অনুষ্ঠানের মুখোশ উন্মোচন করে নারী সমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। নারী শ্রোতাদের সামনে ক্বোরআন-হাদীস এবং বাস্তবতার আলোকে ইসলামের সঠিক পয়গাম পৌঁছানোর নিরলস কাজ করে। তাদের হালাকায় উপস্থিত হয়ে সমাজের ধনী ও আধুনিক পরিবারের শিক্ষিত নারীরা এবং ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ুয়া তাদের মেয়েরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার রাস্তা খুঁজে পায়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাদের বিয়েতেই ক্বোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী সব পাওয়া যায়। বিয়ের আগে তারাই নিজেদের বাসায় **'ব্যাচেলর পার্টি'** নাম দিয়ে নিজেদের বান্ধবীদেরকে ডেকে এনে এক জমকালো অনুষ্ঠান করে আরেক কু-সংস্কারের জন্ম দিয়ে থাকে। আমি মনে করি এমন অনুষ্ঠানে যেসব মেয়েরা উপস্থিত থাকে তারাও নিজেদের বিয়ের সময় এমন অনুষ্ঠান করার উৎসাহ খুঁজে পায় শুধু তাই নয়; বরং তাদেরকে আইকনও মনে করে।

এখানেই শেষ নয়, ক্লাব ভাড়া করে বরপক্ষসহ হাজার হাজার মানুষকে খাওয়ানোর কোনো নমুনা সুন্নাতে নাববীতে পাওয়া না গেলেও তাদের বিয়েতে ঠিকই এমন হয়ে আসছে। এসব অনুষ্ঠানেও ইসলামিক অনৈসলামিক কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন আমার আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, অতি প্রেম শুধু মানুষকে কাছেই টানে না; বরং দূরেও ঠেলে দেয়।

অর্থাৎ অর্থনীতির চাকা যার যতবেশি সচল, তার আঙ্গিনায় ইসলামের ডেফিনেশন ততবেশি ডিফেরেন্ট। একারণেই অনৈসলামিক সকল কাজ এবং অপ-সংস্কৃতির সকল অনুষ্ঠান অতি উৎসাহের সাথে অন্যরা যেমন করতে পারে এরাও তেমন করতে পারে। মোটকথা, পয়সার গরমের সামনে ঈমানের গরম ঠান্ডা হয়ে যায়। তাই অন্যের জন্য না-জায়েয এবং অপচয় হলেও নিজেদের বেলায় জায়েয ও প্রয়োজন মনে হয়। সমাজে প্রচলনের নামে নিজেদের আক্বীদাহ্ বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে এরাও বাধ্য হয়। যেহেতু এই সম্পর্কে আমার সাথে তাদের কোনো আলোচনা হয় না, তাই এসব জায়েয হওয়ার পক্ষের কোনো দলীলও আমি তাদের কাছ থেকে জানতে পারি না। হ্যাঁ, তাদের অনুষ্ঠানে ভালো একটি দিক থাকে। তা হলো মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বসা এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে আমাদের সমাজের পুরুষরা এসব বুঝেও বুঝে না।

তেমনই একবার একটি ঘটনা ঘটলো। আমার স্ত্রী সহ কম্পিউটর সায়েন্সের আমার এক দ্বীনদার এবং প্রাক্টিসিং ইসলামিক ছাত্রীর বিয়েতে গেলাম।

বিয়েটি ছিলো সম্পূর্ণ Segregated। ওয়েটার্সও ছিলো মহিলা। ছয় সাত বছরের ছেলেরাও মেয়েদের ওখানে যেতে পারেনি। সেখানে বর-কনে কারো জন্যই কোনো স্টেজ সাজানো হয়নি। বর স্বাভাবিক পোষাকে সবার সাথে হাঁটা-চলা করছেন। কনেও মহিলাদের সাথে তাই করলো। কনে যেমন মহিলাদের সাথে এক টেবিলে বসে খেয়ে ফেললো বরও পুরুষ মেহমানদের সাথে এক টেবিলে খাওয়ার জন্য বসে গেলেন।

এরই মাঝে ঘটে গেলো এক কান্ড। একজন পুরুষ তার সাথে আগত কোনো একজন মহিলাকে খুঁজতে মহিলাদের ঐখানে উপরে উঠে গেলেন। সেখানে

কনের ভার্সিটির বান্ধবীরা সবাই স্বাভাবিক পোষাকে ছিলো। অর্থাৎ সবাই বোরকা খুলে ফেলেছিলো। একজন পুরুষকে দেখে তারা সবাই চিৎকার দিয়ে দৌড়ে এসে আমার স্ত্রীর পেছনে লুকনোর জন্য শুয়ে পড়লো। কারণ একজন পুরুষ তাদেরকে বে-পর্দায় দেখুক এটি তারা মেনে নিতে পারছিলো না।

এমন বিয়ে আমাদের ইসলামপন্থীরাসহ আলেম উলামা ও মাসজিদের খাতীবদের আঙ্গিনায়ও কল্পনা করা যায় না, **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বী**। অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদেরকে ফুলের পরিবর্তে একটি কার্ড দিয়ে স্বাগত জানানো হলো। যে কার্ডে লিখা ছিলো:

(عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَّأَ إِنسَانًا قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)[86]

'আবু হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) (বিয়ে উপলক্ষে) যখন কোনো নবদম্পতিকে দো'য়া দিতেন, তখন তিনি (স.) বলতেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন (সন্তান-সন্ততি দান করুন) তোমার ওপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল-মুহাব্বাত সৃষ্টি করুন।'

তবে প্রাক্টিসিং মুসলিমদেরও অনেকের বিয়েতে কনেকে কোনো পুরুষ না দেখলেও নব বধূকে ঘিরে ফটো সেশন ঠিকই হয়ে থাকে। এমন অনর্থক একটি কাজের পেছনে তারাও অনেক টাকা অপচয় করে। তবে বে-পর্দা হয়ে বুক পিট ও পেট খুলে পুরুষদের সাথে নারীদের মাখা-মাখির সুযোগ তাদের বিয়েতে হয় না এটি নিশ্চিত বলা যায়। এইজন্য অবশ্যই তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি।

এসব বলে আমি কাউকে ছোট বা বড় করতে চাইনি। কারো ভুল ধরে এখানে তাকে অপমান করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। সমাজে যা হচ্ছে এবং সঠিক ইসলামী কনসেপ্টের তাপমাত্রা কোথায় কার আঙ্গিনায় কত তা বুঝানোর জন্যই আমার এই আলোচনা। শায়ত্বানের শায়ত্বানী এবং সমাজে

86- **صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج**

প্রচলিত রীতি-নীতির কাছে আমরা কত অসহায় তার একটি বাস্তব নমুনা তুলে ধরেছি মাত্র।

আমার এমন মন্তব্যে কেউ আঘাত পেলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি। তবে আমি শুধু এখানে বুঝাতে চেয়েছি যে, যাদেরকে আমি সেদিন একটি মেয়ের বিয়েতে কিছু টাকা খরচ হবে বুঝাতে পারিনি তারাও কিন্তু নিজেদের বিয়েতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে ফেলে। এখনো করছে এবং আগামীতেও করবে বললে হয়ত ভুল হবে না। সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক এবং কু-সংস্কারের স্রোতে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েই চলছে আজকের প্রায় সকল মুসলিম পরিবার।

এরা মাথায় টুপি দেয়া না দেয়া নিয়ে দীর্ঘ বাহস করলেও একটি বিয়েতে হাজার হাজার মানুষ খাওয়ানো এবং লাখ লাখ টাকা খরচ করা সম্পর্কে শারী'য়াতের বক্তব্য কী তা জানার ও বুঝার প্রয়োজন মনে করে না। এখানেই শেষ নয়, গায়ে হলুদকে তারা মেহেদী অনুষ্ঠান নাম দিয়ে শহরের নামী দামী হোটেলে বহু মহিলার সমাগম ঘটিয়ে **মেহেদী নাইটও** পালন করে। বিয়ের দিন বরপক্ষকে সাথে নিয়ে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনসহ আরো হাজার হাজার মানুষকে খাওয়ানোর নামে শহরের দামী ক্লাব ভাড়া করে এখানেও লাখ লাখ টাকা খরচ করে।

তবে হাস্যকর ব্যাপার হলো তারাই বিয়ের কালেমা পড়ানোর পর হুজুরের হাত তুলে দো'য়া করাকে বিদ'আহ বলে রাসূলের সুন্নাতে এমন নযির আছে কিনা প্রশ্ন করে হুজুরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়ে নিজেদের সহি আক্বীদাহ্ ও 'আমলের প্রমাণ পেশ করে। এধরনের ইসলামিস্টরা তাদের অনুষ্ঠানগুলোতে এমন নাটক মঞ্চায়ন করে এবং বুঝাতে চায় যে, হাত তুলে মুনাজাত করা ছাড়া বাকী সবই ইসলাম সম্মত। অর্থাৎ আমি করলে ইসলাম, আর অন্যরা করলে বিদ'আহ্। তবে আমাদেরকে বুঝতে হবে: Islam should not revolve around our life. Our life should revolve around Islam.

তাই বলছিলাম, আমরা নিজেদের বেলায় সব ভুলে যাই। আর অন্যের বেলায় ইসলামের সিকিভাগ নয়, শতভাগ বাস্তবায়ন দেখতে চাই। দেখতে না পেলে হায় আফ্সোস হায় আফ্সোস করতে থাকি। আমরা নিজেদের

ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে ইসলামের পয়গামকে নিজেদের মতো করে প্রচার করি। অথচ ইসলাম কখনো আমাদের জীবনের চারদিকে ঘুরপাক খাবে না; বরং আমার আপনার জীবনকে সুন্দর করতে হলে ইসলামের চারদিকে ঘুরাতে হবে। এ কথাটি আমরা খুব ভালো করে বুঝলেও নিজের বেলায় এটি সম্পূর্ণ অকার্যকর।

তাই বর্তমান সমাজে মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবন যেমন অপ-সংস্কৃতিতে ডুবে গেছে অনুরূপভাবে বেহায়াপনার সয়লাবেও ভাসছে আজকের পুরো যুব সমাজ। এখানে নারী-পুরুষ কেউ কারো থেকে পিছিয়ে নেই। ইসলামের দিক-নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের ইচ্ছেমত জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে সমাজের ছোট-বড় সবাই।

ভালোবাসা যার সাথে দেখানো ফারয্ এবং ভালোবাসা পাওয়া যার হক্ব তাকে দেয়া হচ্ছে না। স্ত্রীকে তার প্রাইভেসী রক্ষা করার মত জায়গা দেয়া যেখানে সে স্বাধীনভাবে সববাস করতে পারে এবং নিজের জিনিসপত্র রাখতে পারে, এটি স্বামীর কাছে একজন স্ত্রীর শারঈ অধিকার। এই অধিকার না থাকায়ও বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটছে। এছাড়াও নিজের জৈব চাহিদা যার কাছে পূরণ করা হালাল তার কাছে না গিয়ে অন্যের জন্য ভালোবাসা বিলিয়ে দিয়ে হারাম পথে নিজের শারীরিক চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। পরিণতিতে ভাঙ্গছে সংসার।

সমাজের সর্বত্র পড়ছে তালাক্বের হিড়িক। যখন-তখন তালাক্ব হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীকে এবং স্ত্রী-স্বামীকে তালাক্ব দিয়ে হিন্দুদের গো-মাতার মত উন্মুক্ত ঘুরে বেড়ানোকে প্রাধান্য দিচ্ছে। অথবা সকালে তালাক্ব নিয়ে বিকালে অন্যজনের বিছানায় বধূ হয়ে শুয়ে পড়ছে। এখানেও মানা হচ্ছে না শারী'যাতের বিধি-বিধান। এসব এখন শুধু চিত্র জগতের কাহিনী নয়, পুরো সমাজের নিত্য দিনের ঘটনা।

এছাড়াও কিছু পারিবারিক কারণেও স্ত্রী তালাক্বের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তা হলো, অনেক পুরুষ নিজ মায়ের খেদমাত নিজে না করে বউয়ের ঘাড়ে রেখে অতঃপর স্ত্রী মায়ের খেদমাত করছে না বলে তাকে তালাক্ব দিয়ে বাহাদুরি ও মা ভক্ত হওয়া সহজ, কারণ অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার মজাই আলাদা। অতএব আমরা মনে করি নিজের মাকে নিজের

জান্নাত এবং শারীকে হায়াতকে নিজের সন্তানদের জান্নাত হিসেবে মূল্যায়ণ করতে পারলে বউ তালাক্ব দিয়ে বাহাদুরি দেখাতে হবে না।

বিচ্ছেদের সঠিক তথ্য দিতে তাদের লজ্জা করে

সম্প্রতি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক বিবাহ বিচ্ছেন নিয়ে এক ভয়ানক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকায় প্রতিদিন ৫০-৬০ দম্পতি নিজেদের বিয়ে বিচ্ছিদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করছে। সম্প্রতি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক এক একটি ভয়ানক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকায় প্রতিদিন ৫০-৬০ দম্পতি নিজেদের বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য সিটি কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করছে। সমাজের বর্তমান অবস্থা বুঝা এবং ইসলামী শারী'য়াতের বাস্তবতা অনুধাবনের এমন একটি রিপোর্টই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। এই সম্পর্কে **'ডিভোর্স'** নামক আমার বইতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

উপরিউক্ত রিপোর্টটি পড়ে খুবই ব্যথিত হলাম। কারণ এখানে দু'জন সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে এর কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে সমাধান চাওয়া হয়নি। তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা বলে সত্যকে আড়াল করেছেন। পুরো বক্তব্যে সত্য বলার সাহস হারিয়েছেন বলেও আমার কাছে প্রতিয়মান হয়েছে। তাই সঠিক কোনো সমাধানও দিতে পারেননি। কি কারণে বা কোন্ স্বার্থে সঠিক কথা বলতে পারেননি তা আমাদের বোধগম্য নয়। উল্টো তাদের বক্তব্যে বিচ্ছেদের বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে উৎসাহিত করেছেন।

তাই সঠিক সমাধান তারা দেননি। আমরা মনে করি এবং এটিই বাস্তব সত্য, তাহলো **দাম্পত্য জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং ধর্মীয় নৈতিকতার চর্চা উঠে যাওয়াই আজকের সমাজে তালাক্বের হিড়িক পড়ার একমাত্র কারণ।**

আমাদেরকে বুঝতে হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেই সব কিছু হতে বাঁচা সম্ভব। একটি পরিবার যখন নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে সাজাবে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আখেরাতের ভয় জন্ম নিবে তখনই দাম্পত্য জীবনে সকল পাপাচারের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। পাপাচারের দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে এবং নারী-পুরুষ হালাল-হারাম বুঝতে শিখবে তখন স্বামী-স্ত্রী তালাক্বের মত অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত এমন একটি কথা কখনো ভাবতেও পারবে না।

এই সত্য কথাটি বলতে আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীরা লজ্জা করছেন। অথবা সত্য উপলব্ধি করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। তার কারণ হলো, বললে ইসলামের বিজয়। এটি কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারবেন না। তাই নিজের নাক কেটে হলেও অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা এখনকার সমাজ বিজ্ঞানীদের মিশন অ্যান্ড ভিশনে পরিণত হয়েছে।

এসব রিপোর্ট সচেতন মানুষদের ঘুম হারাম করে দেয়ার কথা। কিন্তু না, এটি হচ্ছে না। কারণ তারা নারী স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দেয়ার চেয়ে ফ্রি মাইন্ডের নামে নারীকে ঘর ছাড়া করেছে। যার বিনিময়ে এখন নিজেরাই বউ হারিয়ে নিজের ঘরকে বিরান বানিয়েছে। আধুনিকতার নামে বউকে বিবস্ত্র করে মাঠে-ঘাটে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। লজ্জাজনক হলেও বলতে হচ্ছে, বউ রাস্তা চিনে যাওয়ার পর পরিশেষে অন্যের হাত ধরে নির্বিঘ্নে পালিয়েছে।

সত্য বলতে কি, এসব তাদের পাপ্যও ছিল। কারণ তারা যে দিন স্ত্রীর বে-পর্দা হওয়াকে মেনে নিয়েছে সেই দিনই বউকে হাত ছাড়া করেছে। শুধুমাত্র উড়াল দিতে দেরী করেছে। তাই এসব নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কারণ ইসলামের আলোকে তারা যেমন বিয়ে করেনি, তেমনিভাবে বিয়ে পরবর্তী দাম্পত্য জীবনও ক্বোরআন সন্নাহর আলোকে সাজানোর কোনো পরিকল্পনা করেনি। অথচ বিয়েকে ক্বোরআন একটি বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দাম্পত্য জীবনের ইসলামিক পদ্ধতি

ইসলাম নারীর প্রতি পুরুষকে সব সময় সদয় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামই পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম যে ধর্ম নারী অধিকার নিয়ে সব সময় কথা বলেছে। নারীর ব্যাপারে প্রথম হিদায়াত দিতে গিয়ে ক্বোরআন বলেছে:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً﴾[87]

'এবং তাদের (নারীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তারা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়, তাহলে হতে পারে একটি জিনিস তোমরা পছন্দ করো না, কিন্তু আল্লাহ্ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'

উপরোক্ত আয়াত নিখুঁতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে নারীর সাথে সুন্দর আচরণ শুধু নিজেদের একান্ত সময়ে এবং আনন্দ উপভোগের সময় নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের সাথে সুন্দর ও সদাচরণ করতে বলা হয়েছে। অপছন্দনীয় অবস্থায়ও তাদের সাথে নরম ব্যবহার করা আল্ ক্বোরআনের নির্দেশ। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার কথাটি তাদের চরিত্রহীনতার জন্য শাস্তি হিসেবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তাদের সম্পদ লুট করে খাওয়ার জন্য নয়। যারা ভদ্রলোক এবং আল্লাহকে ভয় করে একজন নারীকে আল্লাহ্র আমানাত হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদেরকে ভাবতে হবে স্ত্রীর সান্নিধ্যে এসে তার পুরো বাগানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে সকল ফুলের ঘ্রাণ ও মধু আহরণ করে তারা যে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে যার কোনো তুলনা চলে না।

৮৭ - সূরাতুন নিসা, আয়াত নং- ১৯

ঘর ভর্তি মানুষ, মেহমান ও আত্মীয়-স্বজন এমন কি মা-বাবা, ভাই-বোন থাকার পরও স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বামী যে অভাব অনুভব করে এবং এমন আনন্দঘন মুহূর্তে সন্তানরা তাদের মাকে দেখতে না পেয়ে যে ব্যথা পায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তেমনিভাবে স্বামীর কাছে স্ত্রী এবং সন্তানদের কাছে তাদের মার উপস্থিতিতে যে আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি লাভ হয় তার কোনো সীমা-পরিসীমা, মাপ-পরিমাণ নির্ধারণের কোনো যন্ত্রও বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আবিষ্কার হয়নি। এমন কি কোনো উদাহরণ দিয়েও তা বুঝানো যাবে না। সেটি শুধুই অনুভবের বিষয়। বর্ণনার নয়।

তাই নারীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা ঈমানদারের ঈমানের দাবী এবং ভদ্রলোকের ভদ্রতার দাবী। আপনাকে মনে রাখতে হবে, স্ত্রী হলেন তিনি যাকে দেখলে নিজের মা-বোন ও মেয়ের মত পবিত্র এবং নিষ্পাপের ধারণা নিজে নিজেই অন্তরে জন্ম নেয়। আপনার দৃষ্টি ও অন্তরের মধ্যে সব সময় তার জন্য থাকতে হবে নমনীয় মনোভাব, মায়া-মমতা, ইয্যাত ও সম্মান। লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যেদিন হতে এই নারী স্ত্রী হয়ে আপনার আঙ্গিনায় পা রেখেছে সেদিন হতে আপনি ও আপনার পরিবারের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে তার মধ্যে হায়া-শরম, মান-মর্যাদা পূর্ব দিগন্তে উদিত সূর্যের কিরণের মত চমকাতে থাকে। এই একটি কারণেই সে শুধু আপনার নয়; বরং আপনার পুরো পরিবারের সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

যারা ভদ্রলোক তারা সব সময় স্ত্রীকে ভালবাসার চেয়ে সম্মান করে বেশি। তার কাছে কী পেয়েছে তা না দেখে তাকে কী দিয়েছে তা ভেবে দেখে বেশী। মনে রাখবেন, ভালবাসা তো বিশেষ সময়ে প্রকাশ পায় কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা ও সম্মান এবং তার মা-বাবা, ভাই-বোনদের সাথে সু-সম্পর্ক ও তাদের গুরুত্ব ভদ্রলোকেরা সব সময় বজায় রাখেন। আপনাকে আরো একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনে রাখতে হবে, তাহলো ভালোবাসা ছাড়া নারী একজন পুরুষের স্ত্রী হয়ে নিজ জীবন ও যৌবনের অর্ধেক স্বাদ পেলেও স্বামীর কাছে তার সন্তানদের মা হিসেবে সম্মান এবং পারিবারিক বিষয়ে তার মতামতের গুরুত্ব ছাড়া কোনো নারীই পুরুষের স্ত্রী হতে পারে না। এটি মনে রাখতে পারলে আপনার দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন।

তাই নিজের স্বার্থেই এটি মনে রেখে তার সাথে মধুর আচরণ করুন। সুখ পাখিটি স্বেচ্ছায় রাত-দুপুরে এসে আপনাকে প্রেম-ভালবাসার গান শুনিয়ে শীতল হাওয়া বইয়ে দেবে। যেই গানের সুরে শুধু মনের প্রশান্তি লাভ হবে না সাওয়াবও হবে। আর এটিই দাম্পত্য জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া।
এরপরও ভাবতে অবাক লাগে, স্বামী নামক কিছু পশু যেই স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গী করে নিজের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মেটায় এবং বিবাহিত জীবনের পরিচয় বহন করে শুধুমাত্র একজন নারীর কারণে সমাজে মর্যাদা লাভ করে আবার সেই স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে শুধু তাই নয়; বরং তার ওপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়ে তাকে কোনো এক সময় এই দুন্ইয়া হতে বিদায়ও করে দেয়।

আরো কষ্ট লাগে যখন দেখি, এসব পশুরা আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে জেল হতে বের হয়ে আবার অন্য নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণও করছে। কত নির্লজ্জ এরা? কোন্ জাতের জানোয়ার ও হায়ওয়ানের সমাজে আমাদের বাস? পুরুষের এতটা অধঃপতন সত্যিই বেদনাদায়ক। হিংস্র প্রাণীর রূপধারণ করা স্বামীর জন্য যেমন অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত ঠিক তেমনিভাবে সত্যিই বেমানান। এ কারণেই স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপনের শারী'য়াতের এই নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এমন কি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সময় এটিকে শারী'য়াতে একটি শর্ত হিসেবেও জুড়ে দেয়া হয়েছে। নারীর সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য বলার অন্য আরেকটি কারণ হলো, নারীর মধ্যে আল্লাহ অনেক দূর্বলতা রেখেছেন। নারী হলো একটি পাখির মত। কঠোর হাতে চেপে ধরলে মরে যাবে, আর নরম হাতে ধরলে উড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) নারী চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

(إِنَّ المرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ، فَإِنِ استَمْتَعَتَ بِهَا استَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَها، وَكَسْرُهَا طَلاَقُها) [৪৪]

'নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাঁড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই সে কোনো ভাবেই তোমার জন্য সোজা থাকতে পারবে না। অতএব স্ত্রী হিসেবে যদি

৪৪– صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم الحديث: 1466

তাকে পেতে চাও তাহলে তার এই বাঁকা স্বভাব মেনে নিয়েই তাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। আর যদি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। অতঃপর এই ভাঙ্গার পরিণতি হবে ত্বালাক্ব।'

নারীকে পাঁজরের বাঁকা হাঁড় হতে সৃষ্টির যে রহস্য আমি বুঝতে পেরেছি, তা হলো নারীকে মাথা হতে সৃষ্টি করা হলে পুরুষ হয়ত তাকে মাথায় তুলে নিতো। আর পা হতে সৃষ্টি করা হলে তাকে পায়ের জুতার মতো ব্যবহার করতো বা তার সাথে আরো নিকৃষ্ট আচরণ করতো। আল্লাহ্ নারীকে পাঁজরের হাঁড় হতে সৃষ্টি করেছেন যেন নারী একজন পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার অন্তরের কাছে স্থান পায়। দাম্পত্য জীবন যেন স্বামীর সাথে মায়া ও মমতা, প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে: True love doesn't consist of holding hands, it consists of holding hearts together.

তবে নারীর আরেকটি দুর্বলতা হলো, নারী দাম্পত্য জীবনে স্বামীর সংসারে একটু অভাব দেখলে খুব সহজেই অতীতের আয়েশ আরাম ও প্রাচুর্যের কথা ভুলে যায়। এটিও তার একটি প্রকাশ্য ও দূর্বল স্বভাব। এ কারণে অনেক সময় স্ত্রীর সাথে কলহের সৃষ্টি হওয়াকে এই জীবনের স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে স্বামীকে মনে করতে হবে। অর্থাৎ প্রেম-ভালোবাসার সাথে অর্থ সম্পদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে এমন একটি চরম সত্যকে ভুলে গেলে চলবে না। এমন বাস্তব সত্যটিকে আমরা হাদীসের মধ্যে দেখতে পাই। রাসূল (স.) জাহান্নামের অবস্থা বলতে গিয়ে নারীদের সম্পর্কে বলেছেন:

(رَأَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، قِيْلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ) [89]

'আমি জাহান্নাম দেখলাম সেখানে অধিবাসীদের অধিকাংশ নারী, কারণ তারা অকৃতজ্ঞ। তারা কি আল্লাহ্র অকৃতজ্ঞ? জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন না, তারা তাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞ এবং তাদের দয়া-অনুগ্রহ ভুলে

89– **صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب كفران العشير و كفر دون كفر، رقم الحديث:**

যেত। তুমি যদি সারা জীবন একজন নারীর সাথে দয়া ও অনুগ্রহ দেখাতে থাকো আর কখনো যদি তোমার কাছে একটু খারাপ কিছু দেখে, তাহলে সাথে সাথে বলে উঠবে, তোমার সংসারে তো কোনো দিন ভাল কিছুই দেখলাম না।'

হয়ত এ কারণেই প্রত্যেক মেয়েকে বলতে শোনা যায় আমার স্বপ্নের রাজ কুমার আমাকে নিতে আসবে। তাকে নিয়েই আমার সুখের সংসার হবে। তার রাজ্যের রাণী হবো আমি। তার কল্পনায় অর্থ-কড়ি ঘুরপাক খেতে থাকে। তাদের আগামী দিনের স্বপ্ন শুধু রাজ কুমারকে নিয়ে কেন? ভেবে দেখছেন কি? এ যাবৎ কোনো মেয়েকে তো কখনো বলতে শোনা যায়নি যে, আমাকে আমার স্বপ্নের মুচি নিতে আসবে।

অতএব নারীর এসব মানসিক দুর্বলতার কারণেই তার সাথে পুরুষদের নরম ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার উপরোক্ত আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বর্ণিত হাদীস হতে এটিই প্রমাণিত হচ্ছে। তাই অপছন্দ হলেও রাসূল (স.) পুরুষদেরকে দাম্পত্য জীবনে নারীদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন। আল্লাহ্র রাসূল (স.) নারীদের সম্পর্কে হিদায়াত দিতে গিয়ে বলেছেন:

(عن أبي هريرة قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) 90

'কোনো মু'মিন স্বামী যেন কোনো মু'মেনা স্ত্রীর সাথে হিংসা-বিদ্বেষ না রাখে। হতে পারে তার কোনো অভ্যাস অপছন্দ হলে অন্যটি পছন্দ হবে।'

বাস্তব জীবনেও তাই দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর একটি কাজ স্বামীর কাছে অপছন্দ হলেও তার শত কাজ স্বামীকে আনন্দ যোগায়। তাই আল্লাহ্র রাসূল (স.) শুধুমাত্র অপছন্দ হলেই স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিতে নিষেধ করেছেন। মনে রাখতে হবে পরিবারের সবাই এক রকম হবে না। আপনার ভাই-বোন সবাই যেমন এক রকম নয় তাই অন্যরাও এক রকম হবে না। অন্যের মেয়েকে কেন আপনি এমন পাওয়ার আশা করছেন?

---

90 – **رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم الحديث : 1467**

তাই দাম্পত্য জীবনে তার সমালোচনা ও অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে কখনো সাহস হারাবেন না। মনে রাখবেন, হৈ চৈ ও শোর-গোল উৎসুক জনতাই করে, খেলোয়াড়রা কখনো করে না। এটি মনে রাখতে পারলে আপনার দাম্পত্য জীবন হবে ভালোবাসার সৈকতে আনন্দে ভরা স্বর্গীয় সুখের একটি বাগান। যে বাগানে সর্বদা ফুটবে ফুল থাকবে না কোনো অভাব।
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ত্বালাক্ব দেয়া নেয়ার অবস্থা কখন সৃষ্টি হয়? তা বুঝানোর জন্য এখানে কিছু কথা না বললেই নয়।

তাই বলছি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন **'গোঁয়ার্তুমি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা'** করার মানসিকতা এক কঠিন প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ তারা যখন পরস্পরের পারিবারিক ও আর্থিক শক্তি পরীক্ষার ফয়সালা করে এক অপরকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেলে তখন মনে রাখতে হবে **'একগুঁয়েমি ও বিরুদ্ধাচরণ'** জিতে যাবে। হেরে যাবে শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নিজেদের মাঝের মধুর সম্পর্কটি। যে সম্পর্কের স্বাদের স্বপ্ন যৌবনে পা রাখার পর হতে তারা দেখে আসছিলো।

পরিণতিতে আদরের সন্তানগুলো হয়ে যাবে মা-বাবা হারা। একজন শিক্ষক ক্লাসের দেয়ালে একটি বড় White Paper বা সাদা কাগজ লাগিয়ে এর মধ্যে Black Marker দিয়ে একটি ফোঁটা দিয়ে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কী দেখছ? ছাত্ররা সবাই একবাক্যে বলে উঠলো স্যার একটি কালো ফোঁটা। এমন উত্তর শুনে শিক্ষক আশ্চর্য হয়ে বললেন, এত বড় একটি সাদা কাগজ তোমাদের দৃষ্টিতে পড়লো না, অথচ কালির ছোট্ট একটি ফোঁটা তোমরা দূর হতে দেখতে পাচ্ছ। কী অবাক কান্ড তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কত দুর্বল!

অতএব মনে রাখবেন, যারা স্ত্রী ত্বালাক্ব দেয়াকে নিজের বাহাদুরী মনে করে তাদের সংসারে স্ত্রীর সারা জীবনের কোনো অবদান চোখে পড়ে না। কোনো দিন যদি একটি ভুল হয়ে যায় তাহলে এটি পাহাড় সমান হয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়। আর কোমর বেঁধে স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিয়ে নিজের বাহাদুরী দেখায়। একটুও ভেবে দেখে না, তার সংসারে এর বিপরীতে স্ত্রীর আর কি কি অবদান রয়েছে? দ্বীন ও শারী'য়াতে এ ব্যাপারে বক্তব্য কী? এখানে বুঝতে হবে, মৃত্যু শব্দটি শুধু নামের কারণেই বদনাম, তা না হলে জীবনও

মানুষকে কষ্ট কম দেয় না। স্ত্রীও শুধু নামের কারণেই বদনাম, তা না হলে স্বামীর দুঃখ-কষ্টের সঙ্গী শুধুমাত্র স্ত্রীই হয়, অন্য কেউ নয়। এটি মনে রাখতে পারলেই দাম্পত্য জীবন হবে সুখের।

তাই বলছিলাম স্ত্রীর কোনো ভুলের কারণে ত্বালাক্বের মতো কঠিন পদক্ষেপ নেয়া ঠিক নয়। স্ত্রীকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। সুযোগ পেলে পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে কোনো এক মোড়ে উভয়ের জীবন বিণায় ছিঁড়ে যাওয়া তারটি আবার জোড়াও লেগে যেতে পারে। কারণ এমন পরিস্থিতিতে নিজ গৃহে নিরুত্তাপ পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীর অতীত জীবন মনে পড়বে। উভয়ের মনিকোঠায় ভেসে উঠবে একদিন যখন স্ত্রী রাগ করে তার স্বামীর সাথে কথা বন্ধ করে দিয়েছিলো সেদিনও কিন্তু স্বামী অফিসে যাওয়ার আগে তার জন্য নাস্তা রেডি করে ডাইনিং টেবিলে রেখে চামুচ নাড়িয়ে স্বামীকে নাস্তা রেডি হওয়ার খবর জানিয়ে ছিলো। সিদ্ধ ডিম ও Jam sandwich প্লেটে রেখে এবং চায়ের কাপ স্বামীর হাতে হাতে না দিয়ে সামনে রেখে দিয়েছিলো। সেদিন বিকেলে একসাথে সোফায় না বসে একটু দূরে বসে স্বামীকে নিরুত্তাপ সঙ্গও দিয়েছিলো।

স্বামী অফিসে যাওয়ার আগে নাস্তা খাওয়ার পর টিস্যুর বক্সটি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নিজের প্রতি স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে কোমড় দুলিয়ে কিচেনে চলে যাওয়ার দৃশ্যটি এখনো চোখের সামনে ভাসবে। স্বামী যখন অফিসের জন্য বের হচ্ছিলেন তখনও দরজা মোছার বাহানায় তাকে বিদায় জানাতে দরজা পর্যন্ত এসে নীরবে জানান দিচ্ছিলো যে, তোমাকে যতদূর দেখা যাবে আমি ততদূর তাকিয়ে থাকবো। রাগ করে তোমার সাথে কথা বন্ধ করে দিলেও প্রেম-ভালোবাসার দরজা বন্ধ করিনি। কারণ তোমার চক্ষু শীতল হওয়ার একমাত্র গোলাপ আমিই। তাই তোমার মাঝে সজিবতা সৃষ্টির জন্য তোমার অজান্তেই পুরো জীবন সৌরভ ছড়িয়ে যাবো।

তাই স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দাম্পত্য জীবন সহজ ও সুন্দর করার শাহ কালীদ বা Master key আপনাদের হাতে। অতএব এই জীবনে কিছু জিনিস দেখেও না দেখার ভান করে কিছু বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে এই জীবনকে উভয়ে মিলে সহজ বানাতে হয়। আল্লামারম ইক্বালের ভাষায় বললে বলতে হয়:

রাসূলের ঘোষণার সামনে মানবাধিকারের সনদ মূল্যহীন

নারী অধিকারের মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ঘোষণার সামনে পৃথিবীর মানবাধিকারের সকল সনদ সূর্যের সামনে যেভাবে বরফ গলে যায় ঠিক সেভাবে গলে যাবে। তিনি বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ)[91]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: একটি লোক রাসূল (স.) এর কাছে এসে বললো হে আল্লাহ্র রাসূল (স.) ! আমার ভাল ব্যবহারের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কে বেশি অধিকার রাখেন? রাসূল (স.) বললেন: তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো এরপর কে? তিনি (স.) উত্তরে বললেন: তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো এরপর কে? তিনি (স.) উত্তরে বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো এরপর কে? তিনি (স.) উত্তরে বললেন তোমার বাবা।'

এখানেই শেষ নয়, স্ত্রীর কাজে সাহায্য করাও রাসূল (স.) এর সুন্নাহ্। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে :

- স্ত্রীর জন্য খরচ করা সুন্নাহ্ এবং ওয়াজিব।
- স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা সুন্নাহ্ এবং অত্যাবশ্যক।
- স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা করা সুন্নাহ্।
- স্ত্রীর মুখে লুকমা তুলে দেয়া সুন্নাহ্।

অর্থাৎ ইসলামে নারীর যে মর্যাদা রয়েছে তা অন্য ধর্ম ও সমাজ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। এছাড়াও আমরা ক্বোরআনে দেখতে পাই

91– **صحيح البخاري، كتاب الأدب ، باب من أحق الناس بحسن الصحبة**

আল্লাহ নিজেও নারীদেরকে সব সময় শান্তনার বানী শুনিয়েছেন। ক্বোরআন মানব জাতির জন্য এটি রেকর্ড করে রেখেছে।

তিনি বলেছেন:

﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾[92]

'এবং কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না।'

﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي﴾[93]

'ফেরেশ্‌তা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, দুঃখ করো না।'

﴿أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ﴾[94]

'তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না।'

উল্লেখিত আয়াতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই নারীকে দুঃখ দেয়াটা আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে দুঃখের আঘাত নারীর অন্তরে খুব বেশী লাগে। এ কারণে সৌন্দর্য প্রভাবিত হয়, এবং তার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এরপরও কেউ যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই নেয় যে, সে তার স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দিয়েই দিবে এ ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীর পক্ষে কথা বলেছে।

আল্লাহ্‌ পবিত্র ক্বোরআনে পরিষ্কার বলেছেন:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ [95]

'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী আনার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তাকে স্তূপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট যুল্‌ম করে তা ফিরিয়ে নিবে ? আর তোমরা তা নিবেই বা কেমন করে যখন তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ করেছো এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার বা প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।'

৯২- সূরাতুল ক্বাসাস, আয়াত নং- ৭
৯৩- সূরাতু মারয়াম, আয়াত নং- ২৪
৯৪- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং- ৫১
৯৫- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং- ২০-২১

আল্লামাহ্ মওদূদী (রাহি.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর **তাফহীমুল ক্বোরআনে** এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

'পাকাপোক্ত অংগীকার অর্থ বিয়ে। কারণ এটি আসলে বিশ্বস্ততার একটি মজবুত শক্তিশালী অংগীকার ও চুক্তি এবং এরই স্থিতিশীলতা ও মজবুতীর ওপর ভরসা করেই একটি মেয়ে নিজেকে একটি পুরুষের হাতে সোপর্দ করে দেয়। এখন পুরুষটি যদি নিজের ইচ্ছায় এ অংগীকার ও চুক্তি ভংগ করে তাহলে চুক্তি করার সময় সে যে বিনিময় পেশ করেছিল তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার থাকে না।' ৯৬

পরিশেষে আল্লামাহ্ ইকবালের ভাষায় বলতে চাই:

حُسن کِردار سے نُورِ مجسّم ہو جا
کہ اِبلیس بھی تُجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے
হোস্নে কেরদার সে নূরে মুজাস্সাম হো জা
কে ইবলিস ভি তুজ্হে দেখ্হে তো মুসলমান হো জায়ে

অর্থাৎ সুন্দর চরিত্রের গুনে গুনান্বিত হয়ে যাও। ইবলিসও তোমাকে দেখে যেন মুসলমান হয়ে যায়।

দাম্পত্য জীবন
গঠনের আধুনিক ফর্মূলা

৯৬ - তাফহীমুল কুরআন, খন্ড নং- ২ পৃষ্ঠা নং- ১১৩, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

বর্তমান সমাজে শতকরা ৯৯% (পার্সেন্ট) মানুষ নিজের পছন্দমত নারীকে বিয়ে করছে। অথচ এসব লোকেরা বিয়ের পূর্বে মনে করতো তারা তাদের নিজস্ব প্লেইনে করে স্বাধীনভাবে আকাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। বিয়ের পর পরই তারা এখন মনে করছে তাদের সেই কাল্পনিক প্লেইন আকাশে কোনো এক অদৃশ্য বস্তুর সঙ্গে ক্রাশ করে ডানা ভেঙ্গে ফেলেছে শুধু তাই নয়, সে নিজেও আকাশ হতে যামীনে আছাড় খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে হাত-পা ভেঙ্গে ফেলেছে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটি শুধু কোনো এক বিবাহিতের গল্প নয়; বরং এটি বর্তমান সমাজের অধিকাংশ বিবাহিত লোকের দাম্পত্য জীবনের গল্প। এমন কেন হচ্ছে? এর মূল রহস্য কি? এটি একটি কঠিন প্রশ্ন হলেও এর উত্তর খুঁজে বের করার মানুষ বর্তমান সমাজে নেই বলবো না, তবে খুবই কম এটি নিঃসন্দেহে বলা যাবে।

অতএব, কেউ যদি এমন প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করেন এবং এর সঠিক উত্তর জানতে চান তাহলে দেখতে পাবেন নারী স্বভাবগত Emotional বা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। তাছাড়া ছোট বেলা হতে বিয়ে পর্যন্ত নারী তার রক্তের বন্ধনের বন্দিশালায় মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-ফুপি, মামা-খালার ছায়ায় জীবন কাটিয়েছে। অতিপরিচিত মাটি ও মানুষের সাথে মিলে মিশে বড় হয়েছে। বাসার ছাদে আর পুকুর ঘাটে যখন যে দিকে তাকিয়েছে সে দিকে নিজ রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদেরকে কেবল দেখতে পেয়েছে। তাই কখনো সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেনি।

জীবন চলার পথে অনাকাঙ্খিত বাধা-বিপত্তির কথা তাকে কখনো ভাবতে হয়নি। তাছাড়া এখানে সে নিজ ইচ্ছা পূরণে কখনো নিরুৎসাহিতও হয়নি। এ কারণেই নিজ রক্তের সম্পর্কের স্বজনদের সাথে তার সম্পর্ক প্রতিনিয়ত দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে। কিন্তু বিয়ের সাথে সাথে হঠাৎ করেই সবার সম্মতিতে এমন গভীর সম্পর্ককে ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিছু মানুষের মাঝে তাকে চলে যেতে হয়েছে। এমন অপরিচিত মানুষগুলোকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিয়ে তাদের মাঝে জীবন কাটানোর জন্য তার সেই রক্তের সম্পর্কীয়রাই তাকে এক প্রকার বাধ্য করছে। তাই সে ইচ্ছায় বা

অনিচ্ছায় এমন পার্থক্য মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এ কারণেই এখানে জন্ম হয় হরেক রকম মতবিরোধ এবং সৃষ্টি হয় কঠিন ও জটিল যত সমস্যা। পরিণতিতে যে পুরুষটি বিয়ের পূর্বে আকাশে স্বাধীনভাবে ঘুড়ে বেড়াতো এবং যৌবনের অতি কাঙ্খিত সেই স্বপ্নের নারীকে বিয়ে করার পর এখন সেই বিয়েই হয়ে গেল তার কাছে Problem marriage বা সমস্যাগ্রস্থ বিয়ে।

অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে শ্বশুর পক্ষের আত্মীয় বা নিজ রক্তের আত্মীয়দের মাঝে পার্থক্য করার মাধ্যমে উপরোক্ত সমস্যার সমাধান কখনো হবে না। কারণ এটি একটি স্বাভাবিক এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য। আদিকাল হতে মানব সমাজ এটির সাথে অতিপরিচিত। তাই আমাদেরকে মনে করতে হবে এমন সমস্যা সব সময় সব সমাজে সর্বাবস্থায় বিরাজ করছে এবং আগামীতেও করবে। কখনো এটি শেষ হবে না বা শেষ করা সম্ভবও নয়। তাই অন্য সব অসুবিধার মত এটিকেও একটি অসুবিধা মনে করে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করা একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব বুদ্ধিমান দম্পতিদের কাজ হলো এমন সমস্যার সঠিক ও বাস্তব সমাধান খুজে বের করা। আর তাহলো, স্বামীকে স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হবে যে, তার সামনে যে সমস্যাটি এখন দেখা দিয়েছে এটি একটি স্বভাবজাত সমস্যা। যার সমাধান কখনো সম্ভব নয়। এটিই বাস্তব এবং এটিই সত্য। এমন বিশ্বাস যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জন্ম নিবে এবং তারা উভয়ে এমন সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে Adjust এর রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, তখন তাদের দাম্পত্য জীবনে এমন এক অনুভূতি সৃষ্টি হবে এবং বুঝতে পারবে, তারা যে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় মনে করেছিলো, সেটি মূলত কোনো সমস্যাই নয়।

অতএব নিজেদের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি করাই তার একমাত্র সমাধান। এটি মেনে নিয়েই নিজেদের দাম্পত্য জীবন কাটাতে হবে। সাজাতে হবে নিজেদের আগামী দিনের বাগান। তবে এমন পার্থক্যের ভালো একটি দিকও রয়েছে। তাহলো এটি মানুষকে Intellectual Stagnation বা বুদ্ধিবৃত্তিক নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে নিরুদ্যম হয়ে ওঠা হতে রক্ষা করে। আর এই

কারণেই মানুষের মধ্যে এমন এক মনোভাব শুধু সৃষ্টি হয় না; বরং তাকে সর্বদা সজাগ রেখে Intellectual Development বা বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধনে জীবনের সকল মোড়ে উৎসাহ যোগায়। বর্তমান সমাজে দাম্পত্য জীবনে পা রাখতেই প্রত্যেক পুরুষের মনে যে প্রশ্নটি বার বার উঁকি মারে সেটি হলো, স্ত্রীর সাথে সর্বদা সু-সম্পর্ক কীভাবে বজায় রাখবো? তার মন সব সময় জয় করার ফর্মূলা কি?

তাই সকল দম্পতিদেরকে আমরা বলবো, মূলত এর নির্দিষ্ট কোনো ফর্মূলা নেই। অবস্থার প্রেক্ষিতে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারাই এর সঠিক ফর্মূলা। তবুও এর উত্তরে আমরা বলবো স্ত্রীর emotional nature বা আবেগপ্রবণ স্বভাবকে সহ্য করতে পারলেই আপনি শুধু তার মন নয়, তাকেও খুব সহজে জয় করে নিতে পারবেন। আর এ পথ ধরেই নিজে নিজেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে। নিজেদের জীবনে বইতে থাকবে সু-বাতাস।

আপনার আঙ্গিনার সকল অলি-গলি তার কাছে অতিপরিচিত মনে হবে। এখানে জীবন কাটিয়ে দেয়াকে সে তার নিজের জীবনের চরম সাফল্য মনে করবে। তাই স্ত্রীকেও তার স্বামীর Stubborn nature বা কঠিন স্বভাবকে সহ্য করার মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। এমন যারা করতে পারবে তারা নিজেদের দাম্পত্য জীবনে স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ অনুভব করতে পারবে। তাই একজন মনীষী বলেছেন: A woman should learn to adjust with the stubborn nature of a man, and a man should learn to adjust with emotional nature of a woman.
'নারীর উচিৎ কঠিন স্বভাবের পুরুষকে মানিয়ে নেয়া এবং পুরুষের কর্তব্য আবেগী নারীর সাথে সমন্বিত করা।'

কারণ নারী-পুরুষ কখনো পরস্পর বিরোধী বা Opposite নয়; বরং একে অপরের Counterpart বা প্রতিমূর্তি বা পরিপূরক। তাই ভালো করে তাকিয়ে দেখুন দেখতে পাবেন, নারী-পুরুষের পরস্পরের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। একারণেই আল্লাহ অনুগ্রহ করে উভয়ের মাঝে কিছু অতিরিক্ত যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে কিছুটা পার্থক্য করে রেখেছেন। অতএব, এখানে কেউ কম আবার কেউ বেশী এমন ধারণা করা কখনো ঠিক হবে না। নারীর মাঝে যদি emotional nature বেশি থাকে তাহলে মনে

রাখতে হবে এটি নারীর একটি অতিরিক্ত যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য। এটিকে তার দুর্বলতা মনে করা কখনো ঠিক নয়। অনুরূপভাবে পুরুষের মাঝে যদি Stubborn nature বা কঠিন স্বভাব বেশি থাকে তাহলে এটিকেও পুরুষের দুর্বল পয়েন্ট মনে করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ দুন্ইয়ায় জীবন চলার পথে এই দু'টি জিনিসের সমানভাবে প্রয়োজন পড়ে। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন এটি ছাড়া মূল্যহীন।

অতএব দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং বুঝতে হবে যে, এটি আল্লাহ্র Creation plan এরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সাহসিকতার সাথে এমন বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে তাহলে একে অপরকে খুব সহজেই মেনে নিতে পারবে। আর এটি করতে পারলে স্বামী যেমন তার স্ত্রীর মন জয় করতে পারবে ঠিক তেমনিভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর মন জয় করতে পারবে। এভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের কফিনে শেষ পেরেকটি মারতেও সক্ষম হবে। এভাবেই দাম্পত্য জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার রাস্তা আগেই বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই এমন পরিবেশ সৃষ্টি হলে সকল সমস্যা বড় হয়ে দেখা দেয়ার আগেই অংকুরেই দাফনের অপেক্ষা করবে। স্বামীকে মনে রাখতে হবে, নারীর মধ্যে emotional nature বা আবেগপ্রবণ স্বভাব থাকার কারণে তার মধ্যে কোমলতার মাত্রা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। তাই নারী সব সময় এবং সব বিষয়ে নরম পন্থা অবলম্বন করে। সে তার কোমলতার যোগ্যতা দিয়ে স্বামীর সংসারের কঠিন মুহূর্তগুলোতে সঠিক সমাধান নিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহস যোগায়।

অন্যদিকে স্বামী নিজের Stubborn nature বা কঠিন স্বভাবের কারণে প্রয়োজনের সময় তার এই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দুঃসাধ্যকে সাধন করার রাস্তা খুঁজে বের করে স্ত্রীকে আগামী দিনের সান্তনার রাস্তাও বাত্লে দেয়। স্বামী নিজ সংসারের কঠিন পরিস্থিতিতে বিশেষ করে সন্তানের মৃত্যু বা স্ত্রীর বিরহের মত দাম্পত্য জীবনের কঠিন মুহূর্তে বাস্তব ভূমিকা পালন করে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

স্বামী-স্ত্রী তাদের অতিরিক্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে দাম্পত্য জীবনে এমন একটি সুযোগ নাগালে পেয়ে যায়, যা কাজে লাগিয়ে উভয়ে নিজ নিজ স্থানে থেকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করে নিজেদের সম্পর্ক গভীর করার মাধ্যমে আগামী দিনের বাগান সাজিয়ে তুলতে পারে।

আরো একটি কথা বুঝতে হবে তাহলো, নারী-পুরুষের মাঝে পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক রয়েছে। উভয়ের জীবনসত্ত্বা পরিপূর্ণ ও অভিন্ন হওয়ার পরও আবার উভয়ের জীবনসত্ত্বার পরিপূর্ণতার মাঝেও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা মানব জাতিকে তার সষ্ট্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ এখানে সষ্ট্রার সৃষ্টির মাঝে এক সূক্ষ্ম ও অসাধারণ ভারসাম্যতা ও সামঞ্জস্যতা বা Unique balance রয়েছে। আর এমন সামঞ্জস্যতার মাধ্যমে এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য রয়েছে। অথচ বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে মনে হয়, এমন রহস্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আজ আমাদের অবস্থান। ক্বোরআনে নারী-পুরুষ সৃষ্টির রহস্যকে শুধুমাত্র দু'টি শব্দে বলা হয়েছে:

﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾[97]

'তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত।'

মুফাস্সেরীনদের দৃষ্টিতে পবিত্র ক্বোরআনের এই ভাষাটি হলো ইশারার ভাষা। অতএব বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বুঝে এর রহস্য উদঘাটন করা ছিলো মানুষের দায়িত্ব। কিন্তু অতীত ও বর্তমান মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। মানব সমাজ এমন একটি বিষয়কে না ক্বোরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পেরেছে আর না Secular education system বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা তাদেরকে এটি উপলব্ধি করার রাস্তা বাত্লে দিয়েছে। তাই অতীত সভ্যতা ও ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই, পুরুষ সমাজে নারী সব সময় অবহেলিত ছিলো। ইসলাম পূর্ব প্রায় সকল যুগে নারীকে অবমূল্যায়ন করে পুরুষকে উত্তম এবং নারীকে অধম মনে করা হতো। যার প্রভাব হতে এ যুগের

৯৭ -সূরাতু আলে ইমরান, আয়াত নং-১৯৫

তথাকথিত সভ্য জাতির দাবীদার এবং রয়েল সোসাইটির অধিবাসীরাও মুক্ত হতে পারেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, নারী স্বাধীনতার পতাকাবাহীরাও মেয়ের পরিবর্তে ছেলে জন্ম দিতে আগ্রহী।

সমাজে আজ যাদের কয়েকটি মেয়ে রয়েছে খবর নিয়ে দেখুন, জানতে পারবেন, ছেলে জন্ম দেয়ার আশায় তাদের আঙ্গিনায় আজ এত কন্যা সন্তানের আগমন ঘটেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে তারা মেয়ের জন্ম দেয় নাই। তারা প্রথমেই যদি ছেলে জন্ম দিতে পারতো বা জানতে পারতো যে, তাদের কোনো ছেলে হবে না তাহলে হয়ত নিঃসন্তানই থেকে যেতো। **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বী** বা যার ওপর আল্লাহ রহম করেছেন তিনি ছাড়া।

তাই বলছিলাম, এ কারণেই পূর্বের লোকেরা প্রকৃতির এমন নিয়মকে কাজে লাগিয়ে নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে তাদের সঠিক ব্যবহারের পথ খুঁজে বের করতে পারেনি। পরিণতিতে Modern civilization বা আধুনিক সভ্যতা নারীদের বিষয়ে এসে gender equality বা সমান অধিকারের দর্শন গ্রহণ করে নারীকে মূল্যায়নের শ্লোগান দিয়ে তাকে ঘর হতে বের করে পুরুষের পাশাপাশি চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এটিকে তারা সমাজে নারীর মূল্যায়নের সনদ বলে চালিয়ে দেয়ারও অপচেষ্টা করছে। মূলত তাদের এই দর্শনটিও হলো পূর্ব যুগের নারী সম্পর্কীয় দর্শনের Reaction বা প্রতিক্রিয়া। এভাবে পুরাতন সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার একটি আকর্ষণ-বিকর্ষণ, উগ্রতা ও শিথিলতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে মানব সমাজ প্রায় সকল যুগে নারী সম্পর্কীয় সকল বিষয়ের বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই পুরাতন চিন্তা-চেতনার আলোকে যদি নারী-পুরুষের মাঝে gender inequality বা বৈষম্য মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বর্তমান আধুনিক সভ্যতার দাবীদারদের দেওয়া সবক গ্রহণ করে তাদের দর্শন gender equality বা সকল শ্রেণীর সমান অধিকারকেও মেনে নিতে হবে। অথচ বাস্তবতা হলো এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ বাস্তবতার আলোকে আমরা নারী-পুরুষের মাঝে যা দেখতে পাই তা হলো, এখানে উভয়ের মাঝে gender complementary বা শ্রদ্ধাজ্ঞাপক সম্পর্ক রয়েছে। অতএব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে স্রষ্টার সৃষ্টির নকশা অনুযায়ী নারী-পুরুষের পরস্পরের সম্পর্ক Cogwheel এর মতো। তাই এটিই তাদেরকে

complement বা পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়। কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত একটি যোগ্যতা বা Additional quality.অতএব সেই অতিরিক্ত যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে নারী-পুরুষ মিলে স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে সক্ষম বলে আমরা মনে করি। আপনি রোমান্টিক হলো শারীকে হায়াতের জীবন স্বর্গের মতো মনে হয়। আর তা না হলে তিনি সাজগোজ ছেড়ে দেন। সব আপনার উপর নির্বর করে। আর এটিই হলো সুখী দাম্পত্য জীবন গঠনের আধুনিক ফর্মূলা।

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই, তা হলো, দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলো খেয়াল রাখতে হবে যে, নিজ পরিবার, সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে কোনো ভালো মানুষ থাকা এটি ভাগ্যের ব্যাপার। আর এটিকে মূল্যায়ণ করতে জানা নিজেদের যোগ্যতার পরিচয়। তাই তাদের প্রতি দয়া দেখাতে কখনো ভুলবেন না। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশির খারাপ সময়ে তাদের কাঁধে রাখা আপনার একটি হাত তাদের সন্তানদের সাফল্যের সময় করতালির চেয়ে বেশি মূল্যবান।

তিক্ত হলেও সত্য! আমরা যাকে গরীব বলে নিজেদের ছেলে-মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দেই না, সেই কিন্তু সবার আগে মৃতের কাছে পৌঁছে এবং কবর খোড়ে। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; তবে বাস্তবতা হলো, ছোট মানুষটি সব সময় বড় বড় কাজে আসে, আর বড় মানুষটি ছোট কাজ করার সময়ও কিন্তু ঢং দেখায়। এটি কখনো ভুলবেন না।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হোন দেখবেন সংসার ও স্বামী আপনার হাতের মুঠোয়। যে দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন দেখে আসছিলেন সেই জীবন এখন আপনারা স্বামী-স্ত্রী উপভোগ করছেন ষোলআনা। স্বর্গীয় সুখে কাটছে দাম্পত্য জীবন। দাম্পত্য জীবনে এমন সুখ খুঁজে পেয়েছেন বিধায় দু'জনে বলে উঠুন **আল্ হামদু লিল্লাহ্**।

সুখী দাম্পত্য জীবন গঠনের গোপন কথা

প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর ভালোবাসা যেমন চায় তেমনিভাবে তাকে খুশি রাখতেও সদা সচেষ্ট থাকে। তাই স্ত্রী নিজের সকল কষ্ট ভুলে স্বামী ও তার

সন্তানদের জন্য যখন তখন চাহিবা মাত্র তাদের সামনে উপস্থিত হওয়াকে নিজের কর্তব্য মনে করে। তবে তিক্ত হলেও সত্য, কোনো দিন যদি একটু এদিক সেদিক হয় তখন স্বামী মানুষের বেশভূষায় থাকলেও আচার আচরণে হিংস্র প্রাণীর চরিত্রে অবতীর্ণ হয়।

এরপরও তারা শুধু এইটুকু জানে কোনো দিন যদি স্ত্রীর একটু কম পড়ে তখন স্ত্রী বলে উঠেন তোমার সংসারে এসে কী পেয়েছি ? সুখের গন্ধও পাইনি দুঃখ নিয়েই জন্ম নিয়েছি, দুঃখ নিয়েই বেঁচে আছি। সুখ কী জিনিস তোমার সংসারে এসে কোনো দিন জানতে পারিনি। কষ্টই কষ্ট, বেদনাই বেদনা। এক কাপড়ের বেশী কোন দিন দু'টি পাইনি। এমনকি নিজেদের একান্ত বিষয় নিয়েও স্ত্রী কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। বলতে লাগলে অনেক কিছুই বলে উঠে। তার শেষ কথা হলো, আবার বড় কথা?

এর বিপরীতে স্বামীরাও কম করে না। একদিন যদি স্ত্রী আসতে দেরী করে বা কথা না শোনে তাহলে তারা যা করেন তা বলতে লজ্জা করছে। পারলে স্ত্রীকে তখনই গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর হতে বের করে দিতে চায়। চলে যাও বাপের বাড়ী এটি তো কমন বুলী। কত মেয়ে আমার পেছনে ঘুরছে এখনই আরেকটি বিয়ে করে ফেলবো। এটি স্ত্রীর বেলায় স্বামীর প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত অতি পরিচিত একটি ধমক। যা হয়ত স্ত্রী শুনতে শুনতে তার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। স্বামীরা পুরুষ হয়ে যেন এক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেছে। যাই ইচ্ছে তাই করতে পারবে বলে মনে করে। দয়া-মায়া বলতে যেন কিছুই জানে না।

নারীদের দাম্পত্য জীবনে এসব অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলো যখন বিভিন্ন মাধ্যমে কানে আসে তখন দুঃখে অন্তর ফেটে যেতে চায়। তারা যেন এমন পরিস্থিতির শিকার না হয় এবং স্বামীর দাম্পত্য জীবনে একজন অসাধারণ বধূ হয়ে থাকতে পারে এবং সবাই তাকে এবং তার অবস্থানকে সংসারের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া একটি শ্রেষ্ট নেয়া'মাত মনে করে তাই নিচে কিছু পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করছি। এসব পরামর্শ আমলে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করতে পারলে স্ত্রী নিজ স্বামীকে যেমন পেতে ইচ্ছে করে তেমনই পাবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

দাম্পত্য জীবনে মনে হবে যেন তাকে নিজ হাতে বানিয়েছেন। আপনাকে ছাড়া তার এক মুহূর্তও কাটবে না। আপনার চেহারা মলিন হলে তার কাছে দুনিয়া অন্ধকার মনে হবে। আপনার সান্নিধ্য ছাড়া একটি রাতও তার চোখে ঘুম আসবে না। আপনার হাতের রান্না ও খানা না খেলে পেট ভরবে না। সিনেমা ও নাটকের অভিনেত্রীদের মিথ্যা বকওয়াস নয়, আপনার স্বামী অন্তর হতে বলে উঠবে, তোমার জন্ম আমার জন্যই হয়েছে। এমন বউ পেয়ে দুন্ইয়াতে জান্নাতের হুরের স্বাদ পাচ্ছি। স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবেন। তবে মনে রাখতে হবে তৈল কম আর ভাজা মচমচে কোন দিন হয় না। তাই স্বামীকে পাওয়ার জন্য আপনাকে নিম্নের বিষয়গুলো খুব ভাল করে খেয়াল রাখতে হবে:

১. স্বামীর সফর ও স্ত্রীর করণীয় :

- সফরের পূর্বে প্রয়োজনীয় কাপড় ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে রেখে দিন।
- স্যুট-কোর্ট-টাই ও রুমাল টুপিতে সেন্ট লাগিয়ে রাখুন।
- ফোন বুক, ডায়েরী ও কলম ব্যাগের মধ্যে তার অজান্তে রেখে দিন।
- ক্বোরআন শরীফ বা ইসলামী কোন বই ব্যাগে রাখুন।
- ফিরে আসার পথে তার কাছে কোন কিছু আনতে বলবেন না।
- বের হওয়ার সময় তার সামনে থাকুন। হাসি মুখে তাকে বিদায় দিয়ে সফরের কিছু পরামর্শ দিন। বিশেষ করে রাস্তা-ঘাটে পারাপার, গাড়ী হতে উঠা নামাসহ হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিন।
- তাকে বিদায়ের সময় একদিকে যেমন হাসি মুখে থাকবেন অন্যদিকে তার বিরহের অনুভবও চেহারায় ফুটিয়ে তুলুন।
- টাকা পয়সা সাবধানে রাখতে বলুন। স্বামীর বাসা-বাড়ী, অর্থ-কড়িসহ সকল আমানতের হেফাযত করুন।

২. স্বামীর পরিবারের সদস্যদের সাথে স্ত্রী :

- শ্বশুর-শাশুড়ির ভালবাসা পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকুন।
- শাশুড়িকে মায়ের স্থান দিয়ে তাকে সম্মান করুন। স্বামী গৃহে শান্তি ও নিরাপদে থাকার Master Key হলেন শাশুড়ি, এটি স্মরণ রাখুন।

- শাশুড়ির জন্য সু-স্বাদু খাবার তৈরী করুন, তাকে মূল্যবান Gift দিন।
- তিনি অপছন্দ করেন এমন কোন কথা ও কাজ করবেন না।
- আপনার স্বামীকে কখনো তার সামনে থেকে ডেকে আনবেন না। তাদের কথা বলার সময় কোনো কথায় Interfere করবেন না।
- শাশুড়ির সামনে আপনার স্বামীর প্রসংশা করুন।
- শাশুড়ির কাজে হাত লাগাল। তিনি কোন কাজ করতে লাগলে তখন বান্ধবী বা জা, অথবা আপনার পক্ষের বেড়াতে আসা ভাই-বোন-ভাবীর সাথে বসে গল্প করবেন না। এদের উপস্থিতিতে এমনিতেই তার মেযাজ চড়া হয়ে আছে।
- বাসায় কোন প্রোগ্রাম হলে শাশুড়িকে কর্তার পজিশনে রাখুন এবং তার হুকুম মত সব কাজ নিজ হাতে করুন। মেহমানদের সামনে শাশুড়ির কোন কথার প্রতিবাদ করবেন না। মনে রাখবেন আপনি আজ স্ত্রী কাল মা পরশু শাশুড়ি।
- গ্রামের বাড়ীতে শ্বশুর-শাশুড়ি থাকলে নিয়মিত তাদের খোঁজ খবর রাখুন। স্বামীকে তাদের জন্য টাকা পয়সা পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৩. দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর করণীয় :

- স্বামীর কাছে মনে প্রাণে সব সময় প্রফুল্ল ও অনুরক্ত থাকুন। আপনার কাছে এটিই স্বামীর চাহিদা।
- স্বামী অফিস-আদালত, চাকুরী ও ব্যবসা হতে বাসায় ফিরতে দেরী হলে আপনার উদ্বিগ্নতার কথা প্রকাশ করুন।
- তাকে ছাড়া কখনো খাবার খাবেন না। স্বামীর অপেক্ষায় থাকুন।
- আপনার জন্য তিনি যাই কিছু ক্রয় করুন তা পছন্দ করবেন। মনে রাখবেন অনেক সময় পছন্দ করতে ভুল করবেন বা ধোকা খাবেন।
- তিনি যা পছন্দ করেন আপনিও তা পছন্দ করবেন।
- ঘরের জিনিস পত্র সাজান। দৈনন্দিন ক্বোরআন তেলাওয়াত ও সালাত আদায়ের কথাসহ তার সকল কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিন।
- বাসায় ফুলের ব্যবস্থা করতে পারেন। যা মনকে সতেজ রাখে।

- সুন্দর ভঙ্গি ও শব্দ ব্যবহারে কথা বলুন। মাঝে মাঝে পরিভাষাও ব্যবহার করুন। তাহলে স্বামী আনন্দ পাবেন আপনার ভাষায় তিনি গর্ব করবেন এবং ভাববেন এমন স্ত্রী কেউ পায়নি। তাই আপনার সাথে আলাপ দীর্ঘায়িত করতে ভালবাসবেন।
- আল্লাহ আপনাদেরকে যেসব নেয়া'মাত দিয়েছেন সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দিন। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার চেষ্টা করবেন।
- তার গোপন কথা ফাঁস করবেন না। দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব, প্রকাশ করা কাবীরাহ গোনাহ।
- স্বামীর সকল কথা ও কাজে আনুগত্য করে নিজেকে তার দাসী মনে করুন তাহলে স্বামীকেও আপনি নিজের দাস হিসাবে পাবেন।
- পরিবারের সদস্য ও সন্তানদের সামনে স্বামীকে সম্মান করুন। বিশেষ করে আপনার পক্ষের লোক জনের সামনে স্বামীকে গুরুত্ব দিন। দেখবেন আপনার কোনো চাহিদা বাকী থাকবে না।
- স্বামীর ক্লান্তি ও বিরক্তি এবং একঘুয়েমী দূর করার জন্য কখনো কোনো পর্যটন এলাকা ঘুরে আসুন। তবে খেয়াল রাখবেন শারী'য়াত বিরোধী যেন কোনো কাজ না হয়।
- কোনো অবস্থাতেই বে-পর্দা হবেন না। পর পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর কলিগস্ বা খালাতো-মামাতো অথবা দেবর-ভাসুর যাদেরকে শারী'য়াতে গায়রে মাহরাম বলা হয়েছে তাদের সাথে যাবেন না। একান্ত যেতে হলে দুরত্ব বজায় রাখুন।
- স্বামীকে বুঝাতে চেষ্টা করবেন, আমি শুধু তোমার। অতএব আমার একটি চুলও আমি অন্যকে দেখাতে রাজী নই। অন্যে দেখলে তোমার ভাগে কম পড়বে। আর তুমি আমার কাছে কম পাবে তা আমি কখনো পছন্দ করি না। এভাবে স্বামীর কাছে নিজের প্রেম এবং দাম্পত্য জীবনে শারী'য়াতের গুরুত্ব প্রকাশ করুন।
- স্বামীর সাথে ক্বোরআনের সূরা মুখস্থ করা, নাফল রোযা ও সালাতুল ফাজর আদায় নিয়ে প্রতিযোগিতা করুন।

- বিশেষ করে রাতে দৈহিক সম্পর্কের পর স্বামী খুবই ক্লান্তি অনুভব করে এবং ভেঙ্গে পড়ে তার পুরো শরীর। তাই ফাজরের সময় উঠে গোসল করার সাহস করে না। পরিণামে সালাতুল ফাজ্‌র ক্বাযা হয়ে যায়। এমন সময় আপনার ভালবাসাই তাকে গোসল করতে সাহায্য করবে এবং সালাতুল ফাজর আদায়ে সহযোগিতা করবে। মনে রাখবেন, স্ত্রীই স্বামীকে দ্বীনদার বানাতে পারে এবং তাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করতে পারে। আপনার কোনো সমস্যা স্বামীর কাছে গোপন রাখবেন না। সব কিছুতে তার সাথে পরামর্শ করুন।
- স্বামীর জন্য নিজেকে সাজিয়ে নিন। বিশেষ করে জুম'আবারে এবং নিজেদের একান্ত সময়ে। তাহলে তাকে খুব বেশি কাছে পাবেন এবং স্বামীর কাছে নিজের নারীত্বের মূল্য পাবেন।
- অফিসে যাওয়ার সময় জুতা-মোজা, টুপি-রুমাল, ঘড়ি-কলম, মোবাইল তার সামনে রাখুন। বের হওয়ার সময় তার হাতে অফিসের চাবি, ফাইল-পত্র, ব্যাগ ও ব্রিফকেস তুলে দিন।
- নতুন নতুন কাজ শিখুন। সেলাই-রান্না, সাজ-সজ্জা শিখুন। যা স্বামীর সংসারে সুখ বয়ে আনবে। স্বামী সন্তানের মুখে হাসি ফুটবে। আপনি যত নতুন কাজ শিখবেন স্বামীও আপনাকে তত নতুন করে ভাববে।
- নিজের জন্য কিছু চাওয়ার সময় কৌশল অবলম্বন করুন। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে:

(إِنَّ الـمَرْأَةَ لَا تُرِيدُ إِلَّا الزَّوجَ فَإِذَا حَصَلَتْ عَلَيْهِ أَرَادَتْ كُلَّ شَيْءٍ)

'নারী স্বামী ছাড়া আর কিছুই চায় না। যখন স্বামী পেয়ে যায় তখন তার কাছে সব কিছুই চেয়ে বসে।'

কথাটি বাস্তব সত্য। নারী স্বামী ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। নারী যখন স্বামী পেয়ে যায় তখন নিজে তার কন্ট্রোলার হয়ে তাকে দিয়ে সব উসুল করে নয়। তাই যে ছেলেকে তার মা মানুষ করতে পঁচিশ বছর লেগেছে সেই ছেলেকে তার স্ত্রী পাঁচ মিনিটে উল্লু বানিয়ে ফেলে।

গৃহযুদ্ধ
ও দাম্পত্য জীবন

জীবন ও জীবিতদের চেনার ও জানার একমাত্র চিহ্ন হলো গৃহযুদ্ধ। এটি দাম্পত্য জীবনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে যাদের পূর্বেই কিছু তথ্য সংগ্রহ ও পদ্ধতি জানা থাকে তারা 'আক্দ বা বিয়ের পরপরই গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তাছাড়া উপযুক্ত শাশুড়ি-ননদের সহঅবস্থানের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে খুব দ্রুত গৃহযুদ্ধ বেশ জমে উঠে। আর যদি তা না হয়, তাহলে স্বামী বেচারা **'বউ পাগল'** খেতাবে ভূষিত হয়ে পরিবারের সবার কাছে খুব তাড়াতাড়ি পরিচিতি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো কিছু বা বড় ধরনের কোনো কারণের প্রয়োজন নেই।

সামান্য কিছু মশলা-টশলা একত্রিত করে যদি পরিবারের কোনো এক সদস্যা বিশেষ করে শাশুড়ি বা ননদ অথবা পুত্রবধূর বিরুদ্ধে সরবরাহ করা যায়, তাহলে খুব সহজে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গৃহযুদ্ধ এক ভয়াণক রূপ ধারণ করতে পারে। মাঝে মাঝে পরিবারের অন্য সদস্যরা এ যুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের কাল্পনিক তথ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগসহ মনের ঝালও মেটাতে থাকে। শুরুতে এই যুদ্ধটি পরিবারের অন্য সব সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও প্রতিবেশীদের লজ্জায় নিজেদের রুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তবে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে গৃহযুদ্ধের ভাল অনুশীলন হওয়ার পর চক্ষু লজ্জা দূর হয়ে বাক-বিতর্কে যখন পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় তখন এই যুদ্ধ নির্বিঘ্নে অহরহ ঘটতে থাকে। বাক-বিতর্কের যোগ্যতাই হলো গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ও বিষাক্ত এক অস্ত্র। তাই বাক-বিতর্কতেই গৃহযুদ্ধ হয়ে ওঠে সজ্জিত। লাভ করে পরিপূর্ণতা এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের আনন্দের জন্য হয়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক ও উৎসাহব্যঞ্জক । গৃহযুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হলো দ্রুত কথা বলা ও কথার মার-প্যাঁচে প্রতিপক্ষ মৃত হোক বা জীবিত হোক তাকে ঘায়েল করা। যার অনুশীলন ঢাকায় লুই আই খানের নকশার আলোকে নির্মিত ঘরে প্রতিনিয়ত হয়ে আসছে।

এটি শুরু হয় পুরুষদের মাধ্যমে আর শেষ হয় নারীর মাধ্যমে। মাঝে মাঝে ছাগলের তৃতীয় বাচ্চা যারা ইউনিয়ন পরিষদের দারওয়ানও হওয়ার যোগ্য

নয় সেই পিনুরা আর ছিনুরা কিছু উচ্ছিষ্ট পাওয়ার জন্য মেঁ মেঁ করে নিজেদের ক্ষুধার কথাও জানান দেয়। বিনিময়ে কিছু পেয়েও যায়। পরিশেষে মিডিয়া এসব আক্রমণাত্বক এবং অশালীন ভাষা ও ভঙ্গিকে সরাসরি সম্প্রচার করে আমতলা ও জামতলা, চা দোকান ও পান দোকানের সামনে প্রকাশ্যে অনুশীলনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। এই অস্ত্রটি গৃহযুদ্ধের খুব মূল্যবান ও অত্যন্ত বিষাক্ত অস্ত্র।

তবে প্রতিপক্ষ এখানে সব সময় অনুপস্থিত। তারা মিথ্যাবাদিদের কবলে পড়ে হয় কখনো বালির ট্রাকের পেছনে না হয় লাল দালানের আড়ালে। তারপরও শক্তিশালীরা এমন দুর্বলদের ভয়ে অস্থির। যাকে বলে মনের বাঘে খায় না বনের বাঘে খায়। উভয়পক্ষ যদি এই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং যখন ভয়াবহরূপ ধারণ করে। তখন ইরাক ও আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণের উপর মিত্রবাহিনীর আক্রমণের মতো শুধু গোলা-বারুদের আওয়ায শোনা যায়। আর মিত্রবাহিনীর ভয়ে আরব বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্ব যেভাবে চুপ করে থাকে এবং ইসলামের দুষমনদের প্রতিরোধে তাদের কী করণীয় তা বুঝতে পারে না, গৃহযুদ্ধ সংঘঠিত পরিবারগুলোর ছোট-ছোট সন্তানরাও ঠিক তাদের মতো চুপ করে থাকে।

এই অস্ত্রটি যার কাছে নেই তার এই যুদ্ধে অংশ না নেয়াই ভালো। কারণ এটি ছাড়া সে কোনো দিন এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। তবে এর পরিধি নির্দিষ্ট যা গৃহের চার দেয়াল। এর জন্য রয়েছে কিছু সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি। যেমন ভাবী-ননদ, শাশুড়ি-পুত্রবধূ, সতিন-সতিন, জা-জা। প্রতিবেশীর সাথে এটি খুব একটা জমে না। তবে কেন যেন আমাদের দেশে উপরোক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাবেকীদের সাথে বর্তমানদের যুদ্ধ সব সময় বেশ জমে উঠে। ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে নিজেদের যুল্‌ম অত্যাচরের কারণে সাবেকীদের ভয়ে নিজেরাই বলতে শুরু করে ক্ষমতা হারালে আমাদের রক্ত দিয়ে এদেশে মানুষ গোসল করবে। আমাদের অবস্থা রোহিঙ্গাদের অবস্থা হবে। কেন এমন হবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাদের এমন কি অপরাধ হয়েছে তা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না। আমরা শুধু উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছি। এই তরী হয়ত কোনো এক সময় দাদাদের আঙ্গিনায় গিয়ে ভিড়বে। তারপরও তারা বলতে শুরু করেছে, এদেশে এমন সময় আসবে কেউ আমাদের কোনো একজনকে

দেখার জন্য মান্নাত মানবে কিন্তু কাউকে এদেশে খুঁজে পাবে না। নারায়ণগঞ্জের কালামানিকের মত সবাই পালাবে।

পরিশেষে এই মান্নতের জন্য তাকে কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে। এসব কারণে তাদের তর্জন ও গর্জন দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমে প্রচুর খ্যাতি যেমন লাভ করেছে তেমনিভাবে হাস্য রসেরও জন্ম দিয়ে তাদের অপ্রকাশিত অপরাধের ফিরিস্তি তৈরীর জন্য অনেক গবেষকেরও জন্ম দিয়েছে। তবে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসের ভান্ডারে দেখেছি, ইয়াহুদীরাই শুধু এভাবে পালাবে। কিন্তু তারা পালিয়েও কোথাও থাকতে পারবে না। যেখানে যাবে এবং পালাবে সেখানে জড়পদার্থও তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে উঠবে। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ)[98]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়াহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামাত হবে না। মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করবে। ইয়াহুদীরা পাথর এবং গাছের আড়ালে গিয়ে পালাবে। আর পাথর এবং গাছ বলে উঠবে, হে মুসলিম! হে আব্দুল্লাহ্! আমার পেছনে এটি ইয়াহুদী। তুমি এসো এবং একে হত্যা কর। তবে গারক্বাদ নামক ছাড়া। কারণ এটি ইয়াহুদীদের গাছ।'

যাক দাম্পত্য জীবনের এ যুদ্ধ সর্বদা গৃহের চার দেয়ালের ভেতরে থাকার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীনরা অত্যন্ত অনাকাঙ্খিত ও অবাঞ্ছিতভাবে যখন-তখন এবং যেখানে সেখানে বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক দালাল ও হলুদ মিডিয়াতে করতে পছন্দ করেন। অথচ এ যুদ্ধ পরিবারের লোক ছাড়া অন্য লোকের সাথে কখনো হওয়ার কথা নয়। হলে তা সম্পূর্ণ অবৈধ ও গৃহযুদ্ধ আইন লঙ্ঘিত হবে নির্বিচারে।

---

[98]–رواه مسلم

এরপরও সাহস করে যদি প্রতিপক্ষ লুকিয়ে থেকেও ক্ষমতাসীনদের হাজার মিথ্যাচারের একবার উত্তর দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ আইন ও পদ্ধতি অবমাননার মামলাও হতে পারে। তা না হলে কারো মাধ্যমে গিয়ে দাদাদের বাড়িতে জেলের ভাত খেতে হবে। আর তা না হলে শুধুমাত্র ক্ষমতাধররা মিডিয়ার মাধ্যমে চাটুকারদেরকে উস্কে দিলেই দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষার্থে হাওয়ারিয়্যীন ও হাওয়াশিয়্যীন বা অনুচর ও সহচররা রা'আদ ও বার্ক্ব তর্জন ও গর্জনের মাধ্যমে মামলাও করে বসে। পরিশেষে কোনোটিই না হলে অন্য কোনো আঙ্গিনা হতে তাদের বিরুদ্ধে স্যুয়েমটো রুলও জারী হয়ে যায়।

তবে যে পরিবারে উল্লেখিত কারণগুলো পাওয়া যায় না সেসব পরিবারেও কিন্তু গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে। যেখানে স্বামী তার প্রিয়তমার সাথে অথবা স্ত্রী তার স্বামীর সাথে অভিমান করে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে চলছে নিয়মিত। তবে একে অপরকে বেশি করে পাওয়া ও ভালোবাসাই অনেক সময় এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই যুদ্ধেও প্রিয়তমা স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্থ হয় সর্বদা। কারণ স্বামীকে বেশি করে পাওয়ার জন্য ভুল পথ অবলম্বন করে বিষ খেয়ে অথবা রশিতে ঝুলে স্ত্রী আত্মহত্যার পথ বেঁচে নেয়। অতঃপর স্বামীর বেশি ভালোবাসা পাওয়ার পরিবর্তে নিজেই এই দুন্ইয়া হতে হারিয়ে যায় শুধু তাই নয়, চির দিনের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে এবং জান্নাত হতেও বঞ্চিত হবে।

আবার যেসব স্বামীর মনে বহু বিবাহের আগ্রহ উঁকি মারে কিন্তু নিজের কন্ট্রোলারের ভয়ে এবং এলিনা খানের আইনি পরামর্শ ও সিগমা হুদার মামলার আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে নতুন স্বাদ ও আনন্দ পেতে পারছে না, তারাও নিজ প্রিয়তমার সাথে অভিমান করে মাঝে মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে বসেন। এখানে উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে নতুন করে আবিষ্কার করা। এর জন্য দু'চার দিন অভিমান করে প্রিয়তমার সান্নিধ্য হতে দূরে থাকলেও স্বামী কিন্তু কখনো ফ্যানের সাথে স্ত্রীর উড়না বা পেটিকোটের ফিতা পেঁচিয়ে ঝুলে যায় না। কারণ এই যুদ্ধে তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো পুনরায় স্ত্রীর সান্নিধ্যে গিয়ে নতুনত্ব অনুভব করা। এভাবে বহু বিয়ের স্বাদ পেতে চায় বলেই তারা স্ত্রীর প্রতি অভিমান করে মরে যায় না।

তবে সকল ধর্মে ও গোত্রে স্ত্রী যদি অভিমান করে রশিতে ঝুলে পড়ার পরিকল্পনা বাদ দিতে পারে তাহলে এ যুদ্ধে সব সময় স্ত্রী জয়লাভ করতে পারবে। তখন এই কয়টি দিন স্ত্রী অত্যন্ত আরামের সাথে ঘুমাতে পারেন। কারণ বিয়ের পর হতে দিনে ব্যস্ত থেকেছে সন্তান নিয়ে, আর রাতে ব্যস্ত থেকেছে স্বামীর দাম্পত্য জীবন নিয়ে। যার কারণে চোখ ভরে ও মন ভরে কবে ঘুমিয়েছে হয়ত এখন ক্যালেন্ডার না দেখে বলতেও পারবে না। রবি ঠাকুরের ভাষায়:

'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী'

বলে স্বামীর সংসারে এসে নিজেকে তিনি অন্যের জন্য বিলিয়ে দিয়ে বলেছেন, তোমার জন্যই আমার জন্ম। সাহিত্যিকরা গৃহযুদ্ধকে যথেচ্ছ বিচারের আদান-প্রদান বলে বিবেচনা করেছেন। এই যুদ্ধে ঔদ্ধত্ব কথা-বার্তা শুরু হওয়ার আগেই বন্ধ করে দেয়া উচিৎ। তা না হলে এ যুদ্ধে সর্বদা আক্রান্ত হবে নিজের হাতে নিজের প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনী, তার হাতে ভাঙ্গবে ঘরের মূল্যবান আসবাব পত্র, প্লেট-বাটি ও হাঁড়ি-পাতিল। মার খাবে নিজের সন্তান। কারণ সে তো আর কাউকে মারতে পারছে না। তাই এগুলো ভেঙ্গে মনের দুঃখ ও ক্ষোভ মিটাবে। অতঃপর:

'পল্টু মিয়ার বেটি আমি সল্টু মিয়ার বোন,
পায়ের জুতা দি আমারে মারন করি লো রে,
আমার কি কেউ নাই নে রে'

বিলাপ করে সারা রাত কেঁদে কেঁদে চোখের জলে বালিশ ভিজাবে। কিছু সতর্ক ব্যক্তি (?) আগেই তাদের রুমের দরজা জানালা বন্ধ করে এই যুদ্ধে অতি উৎসাহের সাথে অবতীর্ণ হয়। তবে ঘরটি যদি ঢাকায় হয়ে থাকে তাহলে এখানের যুদ্ধে অবতীর্ণরা মনে করে তাদের মিথ্যাচার পৃথিবীর মানুষ যতবেশি জানবে তারা ততবেশি দেশ ও জাতির কর্ণধার বলে বিবেচিত হবে।

তারা বিলবোর্ড লাগিয়ে এসব মিথ্যাচার প্রচার করে আগামী প্রজন্মকেও তা শিখে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে তারাও তখন ভুলে যায়, যে চার দেয়ালের মধ্যে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে সে চার দেয়ালের কান কিন্তু বাইরের দিকে। তাই যদি কোনোভাবে প্রকাশ পায় যে,

ঘরের কোনো এক রুমে গৃহযুদ্ধ চলছে, তখন বাসার অন্যসব লোকেরা দেয়ালের সাথে কান লাগিয়ে ফিস্ ফাস্ শব্দ ও চক্ষু বন্ধ করে গৃহযুদ্ধে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্য মুখস্ত করতে থাকে। Eye Expert দের মতে কোনো কথা ভালো করে শোনার জন্য চক্ষু বন্ধ করে শুনলে প্রত্যেক কথা ভালো ও পরিষ্কার করে শোনা ও বুঝা যায়।

এই যুদ্ধের প্রস্তুতিতে উভয়পক্ষ যদি উদারতার স্বাক্ষর রাখতে চায়, তাহলে তারা এই যুদ্ধের জন্য কোনো নির্জন স্থানে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না; বরং তারা তাদের বাগানের নিষ্পাপ ফুটন্ত ফুলগুলোর সামনে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এই যুদ্ধ চালিয়ে গিয়ে নিজেদের মানসিক Temperature প্রকাশ করে। যে ফুল জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা ফ্যামিলি প্লানিং এর আধুনিক উপায় উপকরণের পরও কম-বেশী প্রত্যেক বাগানেই সর্বদা ফুটেই চলছে। আর না ফুটলে বাগানের মালীরা সেই ফুলের আশায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেই যাচ্ছে। তারপরও ডাক্তারের পরামর্শের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ সন্তান হওয়া না হওয়া, বা মেয়ে জন্ম দেয়া নিয়েও নিজেদের সন্তানদের সামনেই স্ত্রীর সাথে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে।

শুধু তাই নয়, তার গায়ে হাতও তোলে। যেন সে ছেলে জন্ম দেয়ার অর্ডার দিচ্ছে আর স্ত্রী তার অর্ডার অমান্য করে মেয়ে জন্ম দিচ্ছে। বা স্ত্রী ইচ্ছে করে ছেলে জন্ম দিচ্ছে না। তবে এই নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ স্বামীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সন্তান হওয়া না হওয়া, ছেলে হওয়া বা মেয়ে হওয়া সবই আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি ইচ্ছে করলে সন্তান দিবেন বা দিবেন না। তিনি কখনো ছেলে দিবেন আবার কখনো মেয়ে দিবেন, সবই তার হাতে। এখানে কারো কোনো অর্ডার বা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করলে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসবে না। এসম্পর্কে কোরআন বলে দিয়েছে:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾[99]

'যমীন-আসমানের বাদশাহীর অধিকর্তা আল্লাহ্ তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র সন্তান

৯৯ - সূরাতুশ শুরা, ৪৯-৫০

দেন। আবার যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্র ও কন্যা উভয়টি দেন, এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম।'

দাম্পত্য জীবনে ফুলের নতুন কলিগুলো গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ মা-বাবার এই অবস্থা দেখে শুরুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও হতবুদ্ধিতার শিকার হয়ে ঘটনাস্থল হতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অথবা দরজার পাশে গিয়ে গৃহযুদ্ধের নিয়ম-নীতি ও সূচনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়পক্ষ যখন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আয়-ব্যয় হতে নিজেদেরকে সাময়িকভাবে বিরত রেখে অনশন ধর্মঘট শুরু করে তখন তাদেরই বাগানের ফুলগুলোকে Foreign Aid অর্থাৎ বিদেশী সাহায্য দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

তবে আনন্দের বিষয় হলো Neighbour world বা প্রতিবেশী রাষ্ট্র খুব দ্রুত সাহায্য নিয়ে এদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তবে তারা World Bank এবং ভারতের মত আয়লায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের কোনো শর্ত জুড়ে দেয় না। এবং এ সুযোগে ভারতের মত লুটপাটও চালায় না। যেমনটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারত চালিয়েছিলো। পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া আমাদের অর্জিত মালে গণিমতসহ আমাদের অস্থাবর সম্পত্তিও সেদিন তারা লুট করে নিয়েছে। এখানে এসব কল্পনাও করা যায় না। কারণ নিজেরা যখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন যেন এই সাহায্যের সিস্টেমটি Tradition হিসেবে প্রতিবেশীদের মাঝে চালু থাকে এবং তড়িৎ কাজ করে। অতএব এই সাহায্য চালু থাকলে গৃহযুদ্ধে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী আজরাঈল আতঙ্কে আতঙ্কিত থাকলেও তাদের বাগানের ফুলগুলো তরতাজা থাকবে বলে তারা নিঃশর্তে সাহায্য করে।

এমনও অনেক দম্পতি রয়েছে যাদের গৃহযুদ্ধ ফিলিস্তিন ও আফগানিস্তানের মত যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যুদ্ধের ময়দানেই তাদের সন্তান জন্ম নিচ্ছে এবং বড় হচ্ছে। এই সন্তানগুলোর মধ্যে যখন বড়দের অনুসরণ করার অনুভূতি জাগে তখন তারাও গৃহযুদ্ধে U.S.A.এর মতো তাদের সকল সম্বল নিয়ে সাহায্যের নামে এই যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। তখন দু'টি ছেলে মায়ের পক্ষ এবং একটি বাপের পক্ষ অবলম্বন করে। আর মেয়েগুলো বাবার প্রতি

দূর্বল থাকলেও নিজেদের আগামী দিনের কথা ভেবে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এই বয়সের সন্তানরা সাধারণত তর্ক-বিতর্ক খুব একটা বুঝতে পারে না। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে খুবই আবেগাপ্লুত ও উদ্যোমী হয়। তারা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে বেশি উপযুক্ততা ও তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারলেও তবে কান্না-কাটির একটা ছোট প্রোগ্রাম শুরু করতে পারে। তারা তাদের এই প্রোগ্রামটি ফুঁপাইয়া কান্না, হাঁচি কান্না ও হিঁচকির কান্নাসহ আরো বিভিন্ন ধরনের উঁচু-নিচু ধ্বনীর সাথে উপস্থাপন করে মা-বাবার মাঝে প্রতিনিয়ত এসব গন্ডগোল দেখে নিজেদের কষ্টের ঘোষণা দিতে পারে।

তাদের এই ঘোষণার সাথে সাথে মা-বাবা উভয়পক্ষ জয় পরাজয়ের কোনো Declaration ছাড়াই পিছু হটতে থাকে। সন্তানরা তখন U.N.O এর চাইতেও নিজেদের যোগ্যতা বেশী প্রমাণ করতে পারে। আমাদের দেশের পুলিশের মত ঘটনা শেষে শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য না এসে কমান্ডো বাহিনীর মতো ঘটনাস্থলেই তারা তাদের ভূমিকা রাখতে থাকে। এভাবে জয়-পরাজয়ের ঘোষণা ছাড়াই যখন গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, তখন উভয়পক্ষ মুখ ফুলিয়ে রাখে। পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সব ধরণের Export & Import এর ওপর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। যাদের পরিবারে কমান্ডো বাহিনী নেই তাদের খাদ্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে এবং শারী'য়াতের বক্তব্য নিজেদের অজান্তে লঙ্ঘিত হতে থাকে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(عن أبي هريرةَ أن النبيﷺقال: إذا دَعا الرَّجُلُ إمْرَأتَهُ إلى فِرَاشِـهِ فأبتْ، فَبَاتَ غَضبَانَ عَلَيها، لعنتها الملائكة حَتى تصبحَ أو ترجعَ) [100]

'স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে যদি তা অস্বীকার করে আর এ কারণে যদি স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত কাটায় তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশ্তারা স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে যতক্ষণ স্বামীর বিছানায় ফিরে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশ্তারা স্ত্রীর ওপর লা'নাত করতে থাকে।'

100– **صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة ....**

এমতাবস্থায় সন্তানরা তখন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কেউ প্রেসিডেন্ট আবার কেউ ফাস্টলেডির পক্ষ হয়ে নিজ রাষ্ট্রের খেদমাত আঞ্জাম দিতে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে মা-বাবার অসংযুক্ত অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ হতে থাকে। পরিবেশ গম্ভির হওয়ার কারণে রান্নার কাজও চলে খুব সতর্কতার সাথে। মাছ-তরকারী, আদা-রশুন, মরিচ-পিয়াজ, লবণ-তৈল নেই, চা-চিনি-বিস্কুটসহ প্রাইভেট লাইফের প্রয়োজনীয় কোনো জিনিসের লিস্ট তৈরীর কাজও বন্ধ হয়ে যায়। প্রজাদের পুতুল, গাড়ী-চকলেট ও আইসক্রিমের দাবী নিয়ে মিটিং মিছিলও এসময়ে বন্ধ থাকে। সময় হওয়ার আগেই কোনো ধরণের হুকুমের অপেক্ষা না করেই তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বই-কলম, খাতা-ডায়েরী নিয়ে পড়ার টেবিলে আশ্রয় নেয়।

কারণ তখন সবাই ইসলামী আন্দোলনের নিরপরাধ কর্মীদের মত গ্রেপ্তার আতঙ্কে থাকে। কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের পাতার মধ্যে সু-দক্ষ পুলিশ-র‍্যাব, মন্ত্রী-মিনিস্টারসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যেভাবে জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিদের আস্তানা আবিষ্কার করে, তেমনিভাবে একটু দেরিতে পড়ার টেবিলে বসার মধ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ মা-বাবা নতুন করে কোন্ দোষ বের করে আবার কার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়ে দেয় সেই ভয়ে অস্থির থাকে। এভাবে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে এক সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার রাস্তা বের হয়ে আসে। লবণ কম, মরিচ বেশী নামক নিয়মিত Complain বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি কদমে কদমে 'নিজেরা করি' এবং Take it বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে Give me পরিভাষা ত্যাগ করে মিষ্টি ভাষার প্রয়োগের কারণে উভয় পক্ষের মুখের রুচিও ঠিক হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, গৃহযুদ্ধে পুরুষের অংশ খুব একটি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। পুরুষ ছাড়াই এই যুদ্ধ চলতে পারে এবং চলেও আসছে যুগ যুগ ধরে সর্বত্র। বরং এই যুদ্ধ শুরুই হয় পুরুষের অনুপস্থিতিতে। যদি একবার কোথাও শুরু হয়, তাহলে বর্তমান যুগে সাইকেলের চাকা পাঞ্চার হলে যেমনিভাবে সারাবিশ্বে জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের গন্ধ খুঁজে বের করার জন্য ইসলামপন্থী ও টুপি-দাড়িওলাদের আঙ্গিনায় হামলা ও মামলা শুরু হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে এই যুদ্ধ পরিবারের সব কয়টি বিভাগ ও

রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে। শাশুড়ি-বউয়ের যুদ্ধ ছাড়াও ননদ-ভাবীর যুদ্ধ ইতিহাসে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে।

গৃহযুদ্ধের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই যুদ্ধের শুরু আছে শেষ নেই। অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সাধরণত এসব যুদ্ধে মিসাইল বা অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার হয় না। ধ্বংস বা উচ্ছেদের কোনো প্রোগ্রামও থাকে না। কিন্তু তারপরও এর খনন কার্য অনেক গভীর। এখানে বহু বছরের পুরাতন লাশও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে উপড়াইয়া ফেলা হয়। স্বাধীনতার ঘোষক তুমি না আমি, এনিয়ে যেভাবে যুগের পর যুগ তর্ক-বিতর্ক করে কবরের মুক্তিযোদ্ধার লাশকে রাজাকার আর রাজাকারের লাশকে মুক্তিযোদ্ধা বানিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনিভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা এইসব লাশের পোষ্টমর্টেমও করে খুবই ধারালো ছুরি দিয়ে।

তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত কিছুর পরও কিন্তু লাশের কিছুই হয় না। মারা যায় সর্বদা জীবিতরা। কবরে আগুন না লাগলেও জীবিতদের ঘর-বাড়ি, দোকান-পাটসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আর ক্ষমতাসীনরা এটিকে অন্ধকার দূর হয়ে সমাজকে আলোকিত করে তোলার কথা বলে জাতিকে আরেকবার বেকুফ বানায়। যাকে বলে, কারো পৌষমাস আর কারো সর্বনাশ। সাহিত্যানুরাগীরা যেভাবে সাহিত্যের পাতা খুব আগ্রহের সাথে একের পর এক করে উল্টাতে থাকে, ঠিক অনুরূপভাবে বহু পুরাতন নসবনামা বা বংশ পরিচিতির পাতাও এক এক করে উল্টানো হয় এই যুদ্ধে। ঐসব নসব নামায় কারো নাম কম-বেশি করার কোনো অবকাশ না থাকলেও যুদ্ধাবস্থায় মহিলারা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার মাধ্যমে নসবনামা বৃদ্ধি করতে থাকে। আমার দল করলে মুক্তিযুদ্ধা আর তোমার দল করলে রাজাকার, জিনিসের দাম বাড়লে ও বিদ্যুত না থাকলে জোট সরকার দায়ী, আর প্রাকৃতিক বৃষ্টির কারণে কৃষকের ক্ষেতে ফসল বেশী হলে এবং ঈদের ছুটি ও শীতের কারণে এসি বন্ধ থাকায় বিদ্যুত সাশ্রয়ের ফলে লোডসেডিং কমে গেলে মহাজোট সরকার বলার কারণে এই ক্ষুদ্র নসবনামাটি একটি বিশাল গ্রন্থের আকার ধারণ করে।

মহিলাদের এই যুদ্ধ World civilization এর অংশ বিশেষ। যার ভিত্তি অতীতেও ছিলো অনেক গভীরে এবং আজও আছে আমাদের সমাজে।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো আধুনিক বিশ্বে ও আধুনিক সমাজ গঠনে যাদের ভুমিকা রয়েছে বলে দাবী করা হয়, তাদের পরিবারেও এ Old tradition টির সুস্পষ্ট উপস্থিতির উদাহরণ পাওয়া যায়। তবে আমাদের পুলিশের চোখে সব আমলেই সরকারী দলের ভর্তিবাজী ও দখলবাজী, নিয়োগবাজী ও টেন্ডারবাজী, মতলববাজী ও দলবাজীর রকমফের ধরা না পড়ার মত উপর তলার লোকদের চোখে তাদের পরিবারে অনুষ্ঠিত গৃহযুদ্ধ ধরা না পড়লেও আম জনতার চোখে তাদের সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ অবশ্যই ধরা পড়ছে। অর্থাৎ প্রতিবেশীর বাচ্চারা ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে সেই খবর তাদের না থাকলেও তার স্ত্রী এবং মেয়ের সব কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আমাদের সমাজপতিদের খুব আগ্রহ।

ঢাকার শাহবাগ এবং ফকিট ছড়ির রাস্তায় আইন প্রণেতা ও চীপ হুইফকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে রক্তাক্ত করাসহ চট্টগ্রামের মেয়রকে তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখার পরও পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চোখে আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটলেও টুপি-দাড়িওয়ালারা কোরআন হাদীস পড়ে নিজেদের অফিসে বসে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'য়া অনুষ্ঠান করলেও রাষ্ট্রীয় কাজে বাঁধা ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার গন্ধ খুঁজে পায় সকল বাহিনী।

শুধু তাই নয়; বরং রিমান্ডের নামে নির্যাতন চালিয়ে প্রাথমিক তদন্তে গ্রেপ্তারকৃতদের সম্পৃক্ততাও পাওয়া যায় এবং জনস্বার্থে তা গোপন রেখে তাদেরকে জেলেও পাঠিয়ে দেয়া হয়। থানার দেয়ালে সুন্দর সমাজ গড়ার যত নীতি-নৈতিকতার উপদেশ লেখা রয়েছে তা ইসলামপন্থীদের বেলায় সম্পূর্ণ অকার্যকর। এর পরও কি যুল্‌ম ও যালেম কাকে বলে কিতাব দেখে বলতে হবে?

মহিলাদের এই যুদ্ধ যখন জমে ওঠে তখন প্রতিবেশীর বাসা-বাড়ীতে ব্যস্ততা ও হৈ হুলোড় শুরু হয়ে যায়। বাসা-বাড়ীর ছাদে উঁকে মেরে, আবার প্রতিবেশীদের মাঝে লুকিয়ে দেখার নিয়মিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। আবার কেউ অতি উৎসাহি হয়ে পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহ ও সেনা অফিসারদের নির্মম হত্যাকান্ডের ঘটনার মত অবস্থা ও পরিস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বের হয়ে আসাকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে। তাদের মতে যুদ্ধ প্রেমিকদের সব সময় Present issue সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা

ও জ্ঞান থাকা দরকার। তারা নিজেদের আনন্দের জন্য উভয় পক্ষের গোপনীয় বিষয়ের সন্ধানে তাদের ঘরের Looking glass এ চক্ষু স্থির করে ফেলে। সত্য কথা হলো, এই সব লোকই হতে পারে এ যুদ্ধের রাজসাক্ষী।

অথচ আদালতে যেসব সাক্ষী উপস্থিত করা হয়, ঘটনাস্থল হতে বহু দূরে থাকে তাদের অবস্থান। আবার ঘটনার সময় অনেকের জন্মও হয়নি। আর যাদের জন্ম হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সব দেখেছে তারা সাক্ষী দিতে গেলে কে বা কারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে মেহমান হিসেবে পাঠিয়েও দিচ্ছে। যাক গৃহযুদ্ধে কখনো Cold war এর ব্যবস্থা করা হয় না। তাই সকালে যদি প্রতিবেশীর ঘর হতে কাঁচের পেয়ালা ভাঙ্গার শব্দ আসে তাহলে বুঝতে হবে, প্রতিবেশীর ঘরে রীতিমত গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে। এখন আপনারও নাস্তা Caution এর মধ্যে। কারণ আপনার প্রিয়তমার ব্যস্ততা এখন আর আপনার Kitchen room নয়; বরং তার সকল চিত্তাকর্ষক প্রতিবেশীর পাক ঘরে। এই অবস্থাটি আপনার ঘরেও আরেকটি গৃহযুদ্ধের জন্ম দিতে পারে।

পরিশেষে বলবো, গৃহযুদ্ধ কোনো বোর্ডের পরীক্ষা নয়, তাই নকলের আশ্রয় নিয়ে এই যুদ্ধ চালানো যায় না। এর প্রশ্নও বাংলাদেশের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্রের মত ফাঁস হয় না। এর জন্য প্রয়োজন বংশগত ও জন্মগত যোগ্যতা। এটিই জাতির মূলধন ও প্রকৃত সম্পদ। চলুন, আমরা সবাই এই Tradition কে আঁকড়ে ধরি। তবে নিজেদের ঘরে নয়, অন্যের ঘরে। আর সবাই যদি এ কাজটি করতে পারি তাহলে Today or tomorrow হয়ত এটি আমাদের সমাজ হতে বিদায় নেবে **ইন্ শা আল্লাহ্।**

পরিশেষে আল্লাহ্র রাসূল (স.) এর শেখানো দো'য়াটি পড়ে এই বইটি শেষ করছি। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)[101]

[101]– روى الترمذي (3433) وصححه ، وأحمد (10415) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي"

‘আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বৈঠকে বসেছে যেখানে খুব হৈ চৈ হয়েছে, অতঃপর ঐ বৈঠক হতে উঠার পূর্বে সে এই দো‘য়াটি পড়েছে **‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা’** তাহলে ঐ বৈঠকে যা হয়েছে সব মাফ করে দেয়া হবে।’

আমিও এখানে আল্লাহ্‌র কাছে নিজের গুনাহ মাফের আশা করে উপরিউক্ত দো‘য়াটি পড়ে এই বইয়ের কাজটি শেষ করছি। এই বইয়ের পাঠকদের মাঝে যেন ক্বোরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে নিজেদের দাম্পত্য জীবন সুন্দর করার মানসিকতা সৃষ্টি হয় আল্লাহ্‌র কাছে সেই দো‘য়া করছি। আল্লাহ্ আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে ক্বাবুল করুন। শারী‘য়াতের হুকুম মেনে স্বামী-স্ত্রী স্বর্গীয় সুখে দাম্পত্য জীবন কাটাতে পারে আল্লাহ্ সকল দম্পতিকে সেই তাওফীক্ব দান করুন। **আ-মী-ন।**

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর নাদভী দ্বীন ভিত্তিক সমাজ চিন্তক গভীর জীবন দর্শনে দক্ষ এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রোথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁর পিতা জনাব আব্দুর রায্যাক্ব মাস্টার। মাতা মেহের আফযুন নাহার বেগম। পৈতৃক নিবাস ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার নতুন মুন্সির হাটের নোয়াপুর গ্রামে। চারভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তিনি নাদভী নামে ইসলামী লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর প্রকৃত নাম এইচ. এম. আতাউর রাহমান নাদভী। তাঁর দুই পুত্র জারীর নাদভী ও জালীস নাদভী এবং দুই মেয়ে নাবেগাহ নাদভী এবং নাদেজাহ নাদভী। স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমীন নাদভী।

নোয়াপুর প্রাইমারী স্কুল হতে ক্লাস ফোর পাস করে পুরাতন মুন্সিরহাট হাফেযিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং তিনিই উক্ত মাদ্‌রাসার প্রথম ছাত্র। পরবর্তীতে তিনি জামেয়া ক্বোরআনিয়া আরাবিয়া (ঢাকা-লালবাগ) হতে ক্বোরআনুল কারীম হেফ্‌য সম্পন্ন করে তদানীন্তন জামেয়ার মুফতি এবং বায়তুল মুকার্‌রম মাসজিদের খাতীব আল্লামা মুফতি মঈয (রাহ.) কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। উক্ত জামেয়ায় নাহ্‌ভেমীর (ক্লাস সেভেন) পর্যন্ত পড়ার পর ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌর দারুল উলুম নাদ্‌ওয়াতুল উলামার মা'হাদ (মাধ্যমিক স্কুল) এর অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে দীর্ঘ এগার বছর অধ্যয়নের পর শারী'য়াহ ফ্যাকাল্টি হতে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এত দীর্ঘ সময় বাংলাদেশী কোনো ছাত্র নাদ্‌ওয়ায় কখনো পড়েনি। তাই এসুযোগে তিনি এসময়ে নাদওয়ার উস্তাযদের দিক-নির্দেশনায় দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় আরবীতে প্রবন্ধ লেখার পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হন। এই কারণেই তাঁর চিন্তা-চেতনা অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম। নাদ্‌ওয়ায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি আরবী-বাংলায় লেখা-লেখি শুরু করেন। তাঁর লিখিত আরবী প্রবন্ধ নাদ্‌ওয়ার "আল্‌-রায়েদ" ও "আল্‌-বা'আসুল ইসলামী"তে নিয়মিত যেমন প্রকাশিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলায় লিখিত প্রবন্ধগুলো ভারত-বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়ে দেশ-বিদেশে পাঠক মহলে বেশ সাড়া পড়েছে। তাঁর আরো সৌভাগ্যের বিষয় হলো তিনি আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহ.) এর সরাসরি ছাত্র। বাংলাদেশে এসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে পুনরায় মাস্টার্স এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচ. ডি. গবেষক। তিনিই নাদ্‌ওয়ার ডিগ্রীপ্রাপ্তদের প্রথম ছাত্র যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাদ্‌ওয়ার ডিগ্রী সমতাকরণের মাধ্যমে নাদভীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির রাস্তা উন্মুক্ত করেন।

তিনি IIRO (International Islamic Relief Organization) এর তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে ঢাকা হতে প্রকাশিত মাসিক 'আস্‌-সাহওয়াহ' আরবী জার্ণালের নির্বাহি সম্পাদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ঢাকার দারুল আরাবিয়াহ হতে প্রকাশিত মাসিক 'আল্‌-হুদা' আরবী জার্ণালের নির্বাহি সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাজ করেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এ অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত আছেন।